বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪০ সংখ্যা। } বৈশাখ—১৩০০—মে ১৮৯৩। { ৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা।

১৩০০ সাল।
ইং ১৮৯৩-৯৪।
সংবৎ ১৯৪৯, শক ১৮১৫,
ব্রাহ্মাব্দ ৬৪-৬৫।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
বৃ	র	বু	র	বু	শ
৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩১
†এ	মে	জুন	জু	আ	সে
শ	সো	বৃ	শ	ম	শু
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০
‡বৃ	র	বু	র	বু	শ
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র
শ	ম	শু	ম	শু	সো
র	বু	শ	বু	শ	ম
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ
বু	শ	ম	শ	ম	শু
পূঃ ১৮	১৭	১৬	৩০	১১	১০
অঃ ২	১	৩০	২৭	২৬	২৪
এঃ ১৪	১৩	১১	৯	৮	৬
এঃ ৩০	২৮	২৭	২৪	২২	২১

১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
ম	বৃ	শু	শ	সো	বু
২৯	৩০	২৯	৩০	৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
র	বু	শু	সো	বৃ	বৃ
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১
ম	বৃ	শু	শ	সো	বু
বু	শু	শ	র	ম	শু
বৃ	শ	র	সো	বু	শ
শু	র	সো	ম	বৃ	র
শ	সো	ম	বু	শু	সো
র	ম	বু	বৃ	শ	ম
সো	বু	বৃ	শু	র	বু
পূঃ ৯	৯	৯	৯	৯	৮
অঃ ২২	২৪	২৩	২৪	২৪	২৪
এঃ ৫	৬	৫	৬	৫	৪বা৫
এঃ ১৯	২০	১৯	২০	২০	২০

পূঃ—পূর্ণিমা; অঃ—অমাবস্যা, এঃ—একাদশী।

* বৈশাখ বৃহস্পতিতে আরম্ভ, ৩১ দিনে মাস। ২রা শুক্র ৩রা শনি ইত্যাদি। জ্যৈষ্ঠ ১লা রবি, ২রা সোম ইত্যাদি। আষাঢ় ১লা বুধ ২রা বৃহস্পতি ইত্যাদি।

† এপ্রেল শনিতে আরম্ভ ৩০ দিনে মাস। ১৩ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ।

‡ বৈ বৃ ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯

** ৯ই কার্ত্তিক পূর্ণিমা, ২২এ অমাবস্যা, ৫ই ও ১৯শে একাদশী ইত্যাদি।

নববর্ষ।

নব শতাব্দীর নূতন বরষ,
উদিলে উজলি ধরা-দিক্‌দশ !
শতবর্ষ মাঝে তুমি বর্ষবর,
কি ব'লে তোমারে করি সমাদর ?
তারাদল মাঝে তুমি সুধাকর,
নদীগণ মাঝে তুমি সে সাগর ;
শতগিরি মাঝে তুমি হিমাচল,
শতফুল মাঝে তুমি শতদল,
শতবর্ষ পরে হইলে উদয়,
গাও শত মুখে জগদীশ জয়।

যে শতাব্দী গত—বিধির বিধান,—
দেখ ভারতেরে দেছে নব প্রাণ।
ধর্ম্ম জ্ঞান শুভ কার্য্য সমুদয়,
নবভাবে তাই হয়েছে উদয়।
উন্নতির পথ অনন্ত বিস্তার,
বাধাবিঘ্ন সব হইবে সংহার।
গত শতাব্দীর হয়ে সুসন্তান,
এ পথে তুমি কি হবে আগুয়ান ?
সহায় ঈশ্বর কি ভয় কি ভয়,
গাও শতমুখে জগদীশ জয়।

তুমি যাবে চলে আমরা যাইব,
কালচক্রে ঘুরে কে কোথা পড়িব !
চিরসত্য যিনি মঙ্গল আলয়,
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে সমুদয়।
তিনি সিদ্ধিদাতা করুণা-নিধান,
করুন্ সবার মঙ্গল বিধান।
যতক্ষণ প্রাণ তোমার আমার,
প্রাণপণে এস সাধি কাজ তাঁর ;
অনন্ত জীবন পাইব নিশ্চয়,
গাও শতমুখে জগদীশ জয়।

১৩০০ সালকে বর্ত্তমান শতাব্দী-রাজ বলিয়া আমরা সাদরে বরণ করিতেছি। ১২০০ সাল যে শতাব্দী আনয়ন করিয়াছিল, তাহা সৌভাগ্যজনক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। গত ১০০ বৎসরের মধ্যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারত দোর্দ্দণ্ড ইংরাজ প্রতাপের একছত্রতলে আনীত হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছে, ভারতবাসী নানাভাষী নানা জাতি এক রাজভাষাদ্বারা পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে এবং জাতীয় মহা-সম্মিলন চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত যদিও পরাধীনতার শৃঙ্খল আরও দৃঢ়রূপে পরিধান করিয়াছে, কিন্তু একটী সভ্যতম জাতির শাসনাধীন হইয়া অনেক সুশিক্ষা ও উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছে। ভারত সভ্যদেশোচিত লৌহবর্ত্ম, তাড়িত বার্ত্তাবহ, বাষ্পীয় পোত, অশেষবিধ কলকারখানা ও শিল্পজাতে সজ্জিত হইয়াছে বলিয়া এই সৌভাগ্য গণনা করিতেছি না, ধর্ম্মস্পৃহা, জ্ঞানস্পৃহা, দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি মহৎগুণ সকল পুনরুজ্জীবিত হইয়া পতিত ভারতের উদ্ধারের আশার সঞ্চার করিয়াছে। যে ব্রহ্মসাধন—সত্য সনাতন ধর্ম্ম—ভারতবাসীর অক্ষয় পৈতৃক সম্পত্তি ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছিল, এই শতাব্দীতে তাহারও পুনরুদ্দীপন হইয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র সকলের সমাদর ও আলোচনা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের নব যুগ উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্যাও এখন আর কোন

শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া বস্তু নহে, ইহার দ্বার সকলের জন্য উদ্‌ঘাটিত। এখন যাহার বুদ্ধি, গুণ ও ক্ষমতা আছে, তাহারই গৌরব; কাহারও উন্নতির পথ অপরে অবরুদ্ধ করিতে পারে না। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার নিবারণের অনেক উপায় হইয়াছে এবং সেই সূত্রে অবলা স্ত্রীজাতি বহুদিনের সামাজিক উৎপীড়ন হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা পাইয়াছেন ও অল্পে অল্পে স্বাধীন ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। সহমরণ, বহুদারপরিগ্রহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহপ্রতিষেধ, জ্ঞানার্জন ওশাস্ত্রানুশীলনে অনধিকার, স্বাধীন ব্যবসায়ে অসামর্থ্য ইত্যাদি যে সকল দূষিত দেশাচার পাষাণের মত নারীজাতিকে পেষণ করিতেছিল, অতীত শতাব্দী তাহার কতক নিরাকরণ করিয়াছে. তাহাতেই আমরা দেশমধ্যে অনেক বিদুষী রমণীর অভ্যুদয় দেখিতেছি, উচ্চশিক্ষার উচ্চতম পরীক্ষাতেও রমণীগণ পুরুষদিগের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন, অনেক দুর্ভাগিনী বালবিধবা পতিসুখে সৌভাগ্যবতী হইয়া পুনরায় সুখের সংসার করিতেছে, অনেক রমণী সপত্নীর জ্বালা হইতে রক্ষা পাইয়াছেএবং অনেক গুণবতী মহিলা শিক্ষয়িত্রী, গ্রন্থকর্ত্রী ও চিকিৎসক হইয়া জীবিকা অর্জনেও সক্ষম হইতেছেন। স্থানে স্থানে নারীদিগের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশহিতকর কার্য্য সাধনের পথ রমণীদিগের নিকটও প্রসারিত করিয়া দিতেছে। ভবিষ্যৎ এখন আশাপূর্ণ।

গত শতাব্দী যে সকল মহৎকার্য্য সাধন করিয়াছে, তাহাতে মঙ্গলময় বিধাতার সাক্ষাৎ হস্ত দেদীপ্যমান। তিনি যে মঙ্গলানুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহার উন্নতি হইবেই হইবে। ১৩০০ শতাব্দী অতীত শতবর্ষের প্রস্তুত ভিত্তির উপরে যেন উপযুক্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া ভারতবাসীর সকল আশা পূর্ণ করিতে পারে। সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর এই কার্য্যের সহায় হউন্।

গত শতাব্দীতে বিধাতার বিধানে ভারতের হিতের জন্য বিদেশী স্বদেশী অনেক মহাত্মার এদেশে অভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে বঙ্গের সুপরিচিত কয়েক মহাত্মার নামোল্লেখ করিতেছি— বেণ্টিঙ্ক, মেটকাফ, ক্যানিং, রিপণ, কেরী, মার্সমান, হেয়ার, বেথুন; রামমোহন, রাধাকান্ত, দেবেন্দ্র, কেশব; দয়ানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, রামগোপাল, কৃষ্ণদাস, অক্ষয়কুমার, দ্বারকানাথ, প্যারীচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল। আরও কতকগুলি নাম অব্যক্ত রহিল। ইহাঁদের প্রতি ভারত চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। নূতন শতাব্দীতে এ প্রকার মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব কি দেখিতে পাওয়া যাইবে?

গত শতাব্দীর শেষভাগে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভারতরমণীগণের সেবার জন্য বামাবোধিনীর জন্ম হইয়াছে। ইহা ৩০ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া শতা-

কীর প্রায় তৃতীয়াংশ দর্শন করিল। আগামী ভাদ্র মাসে ইহা ৩১ বর্ষে প্রবেশ করিবে। এই শুভঘটনা উপলক্ষে একটী উৎসব করিবার ইচ্ছা আছে এবং তদুপলক্ষে "গত শতাব্দীতে ভারত রমণীদিগের উন্নতির" বিষয় আলোচনা করা যাইবে। বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণকে অবগত করিতেছি উপরি উক্ত বিষয়ে যিনি উৎকৃষ্ট রচনা লিখিবেন, তাঁহাকে যথোপযুক্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপনে দৃষ্ট হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়—এ বৎসরের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩৭২২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৯৪৫ প্রথম, ১৯০১ দ্বিতীয় এবং ৮৭৬ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এরূপ সুফল যুবিলী বৎসর ব্যতীত আর কখনও দেখা যায় নাই।

নব রাজপুরুষ—প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস অতি সুখ্যাতির সহিত দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়া সস্ত্রীক স্বদেশযাত্রা করিয়াছেন। সার জর্জ হোয়াইট তাঁহার স্থানে বাঙ্গালার প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন। ছোট লাট সার চার্লস ইলিয়ট আপাততঃ ৬ মাসের ছুটী লইতেছেন, তাঁহার স্থানে সার ম্যাকডোনাল্ড কার্য্য করিবেন।

ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি—কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণ বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন।

শিক্ষা সমিতি—স্ত্রীশিক্ষার পরিদর্শন ও সাহায্যদানাদির বিষয় বিবেচনার জন্য ছোটলাটের আদেশে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এক শিক্ষা-সমিতি আহ্বান করিয়াছেন। কলিকাতার স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যবস্থার সংশোধন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রহেলিকা পূরণ—ফাল্গুন ও চৈত্রের বামাবোধিনীতে যে ১০০ প্রহেলিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠিকাদিগের বিশেষ আমোদজনক হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। নিম্নলিখিত পাঠিকাগণ নিম্নলিখিত সংখ্যক উত্তর দিয়াছেন, যিনি পুরস্কারযোগ্যা, তাঁহার নাম পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবেঃ—

১—সজলনয়না দাসী, কলিকাতা ... ৫০
২—সৌদামিনী দেবী, কুষ্টিয়া ... ৫০
৩—ভুবনমোহিনী দেবী, দাঁতুন ... ৫০
৪—কুসুমকুমারী সেন, ফরিদপুর ... ১০০
৫—নিতম্বিনী চট্টো, বাঁকুড়া ... ১০০
৬—সুচারুবালা দাসী, গাজীপুর, ... ১০০
৭—প্রভাতকুমারী দাসী, ময়মনসিং ... ৫০

৮—ভবতারিণী দাসী, চেতলা ... ১০০
৯—সুশীলাবালা বসু, কুচবিহার ... ১০০
১০—বসন্তকুমারী দাসী, রাজপুর ... ১০০
১১—মৃণালিনী রায়চৌধুরী ... ১০০

বিবী-রাণী—পাতিয়ালার মহারাজা এক কীর্ত্তি করিয়াছেন। তাঁহার এক স্ত্রী বর্ত্তমান, তিনি তাঁহার অশ্বশালার অধ্যক্ষ ব্রায়ান নামক সাহেবের ভগ্নী মিস্ ব্রায়ানকে আবার বিবাহ করিয়াছেন। এই যুবতী শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত ও "হরনম কুর" নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ কার্য্যের পরিণাম কি হইবে চিন্তার বিষয়।

সাময়িক পত্রের উপর ট্যাক্‌স—কলিকাতা মিউনিসিপালিটী এক দিকে ট্রামওয়ের অধ্যক্ষদিগকে দেশছাড়া করিতে বসিয়াছেন, অন্যদিকে গরিব সাময়িক পত্র সকল লইয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। এতদিন ছাপাখানারই ট্যাক্‌স ছিল, এখন দেশহিতব্রতে কোন কাগজ বাহির হইলেও আগে তাহাকে টাকা দিয়া লাইসেন্স লইতে হইবে। বহুদিন প্রচলিত পত্রিকা সকলও এ দায় এড়াইতে পারিবেন না। নব্য-ভারত সম্পাদক এই বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। যদি সকল সম্পাদক এক যোগে প্রতিবাদ করেন, শুভফলের আশা করা যায়। "প্রেস আসোসিয়েসান" আর কোন্ কার্য্যের জন্য ?

বামাবোধিনীতে ইংরাজী—এ বৎসর হইতে ইংরাজী নিয়মিত দেওয়া যাইবে না, আবশ্যক মতে সময় সময় দেওয়া যাইবে। পত্রিকার ক্ষুদ্র কলেবরে ইহার সমাবেশ স্থান দুর্ঘট হয় এবং অধিকাংশ পাঠিকার পক্ষে ইহা তত আবশ্যক দেখা যায় না।

বিলাতি মহিলাগণের কার্য্য।

১—বিলাতি মহিলাগণের জন-হিতৈষণা—স্ত্রীলোকদিগের টেম্পারেন্স ইউনিয়ানের প্রতিনিধি কুমারী উইলার্ড স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু কিছুদিন শয্যাগত ছিলেন। তিনি গত জানুয়ারি মাস হইতে আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় জনহিত-ব্রতে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি লণ্ডনের অনেক বড় বড় সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন ও সর্ব্বত্রই অত্যন্ত সমাদর লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার গুণে মাদকসেবনের বিরোধিগণ সর্ব্বত্রই নব উদ্যম ও উৎসাহ লাভ করিয়াছেন। কুমারী উইলার্ড প্রধানতঃ সুরাপান নিবারণকার্য্যে ব্রতী হইলেও তিনি বহুদিন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে সকল-প্রকার সংস্কার কার্য্যেই স্ত্রীলোকদিগের যোগ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহাদের উপস্থিতিদ্বারা কার্য্যের পবিত্রতা

ও পুরুষদিগের উৎসাহ সম্যক্ বর্দ্ধিত হয়। তিনি তদনুসারে সকল প্রকার সংস্কারকার্য্যে উৎসাহী হইয়াছেন। কিন্তু কেবল বক্তৃতায় স্থায়ী কার্য্য হয় না, সংবাদ পত্রের সাহায্য এপক্ষে নিতান্ত আবশ্যক; সেইজন্য "উইমেন্‌স্ লিবারেল ফেডারেশন" সভার মুখপাত্র "উওমান্‌স্ হেরাল্ড" নামক পত্রিকার কার্য্যক্ষেত্র আরও বর্দ্ধিত করিয়া লেডি হেন্‌রি সমারসেটকে তাহার সম্পাদিকা করা হইতেছে। চিকাগো নগরের "ইউনিয়ান সিগনাল" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার যখন প্রায় একলক্ষ গ্রাহক, তখন "উওমান্‌স্ হেরাল্ডের"ও গ্রাহকসংখ্যা যে তদনুরূপ হইবে, এরূপ আশাকরা অসঙ্গত নহে।

২—সাধারণ কার্য্যে স্ত্রীলোক নিয়োগ—মিঃ আস্‌কুইথ বিলাতী গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কারখানার স্ত্রী-লোকদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য গ্লাস্‌গো ও লণ্ডনে এক জন করিয়া স্ত্রীলোক ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইঁহারা বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বেতন পাইবেন। রোগের তুলনায় ঔষধ যদিও নিতান্ত হোমিও-প্যাথিক মাত্রায় হইল বটে, তথাপি "নাই মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল" এই বিবেচনায় ইহাও কতকটা ভাল বলিতে হইবে।

৩—কয়েকজন বিখ্যাত রমণী—"রিভিউ অফ্ দি ওয়ার্ল্ড" নামক পত্রিকায় রেভারেণ্ড ডাঃ প্রেসি "আমাদের প্রচারিকা বীরাঙ্গনাগণ" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রারম্ভে এমন কতকগুলি স্ত্রীলোকের নাম করিয়াছেন যাঁহাদের দ্বারা মানবজাতির প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। আমরা তাঁহাদিগের নাম ও কার্য্য নিম্নে দিলাম :—

বার্ব্বরা অট্‌ম্যান্ বালিসের লেস্ নির্ম্মাণ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া সাক্সনি-প্রদেশকে ঘোর দারিদ্র্যের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। বেটসি মেট্‌কাফ্ ইউনাই-টেড্ ষ্টেটে প্রথমে খড়ের টুপি নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন; তদবধি উক্ত রাজ্যে খড়ের শিল্পকার্য্যের এত বিস্তার হইয়াছে যে কেবল ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশ এই ব্যবসায় হইতে বৎসরে কোটী কোটী মুদ্রা লাভ করিয়া থাকে। তুলানির্ম্মিত জিন্ বস্ত্র যাহা লোকে এত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা মিসেস্ জেনেরাল্ গ্রীন কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল। আর একজন স্ত্রীলোক ঘোড়ার নাল নির্ম্মাণের একপ্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করেন, যাহাদ্বারা প্রতি মিনিটে ২০ খানা নাল প্রস্তুত হয়, ইহাদ্বারা উক্ত কার্য্যের পরিশ্রম ও ব্যয়ের যথেষ্ট লাঘব হইয়াছে। যখন প্রকাণ্ড ব্রুক্‌লিন্ সেতুর ইঞ্জিনিয়ার্ মিঃ রোবলীং অতিরিক্ত পরিশ্রমবশতঃ শয্যাগত হন, তখন তাঁহার পত্নী তাঁহার পরিবর্ত্তে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করেন এবং তিনি শিল্পীদিগের সহিত বসিয়া তাহাদিগকে

এমন সকল নূতন ধরণের জিনিস প্রস্তুত করিতে শিখাইতেন যাহা তখন অন্য কোথাও প্রস্তুত হইত না; ভ্যাসার কালেজের জ্যোতির্ব্বিদ্যার অধ্যাপিকা কুমারী মেরিয়া মিচেল্, ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে একটী নূতন ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়া ডেনমার্কের রাজার নিকট হইতে একটী মেডাল পুরস্কার পান; এতদ্ভিন্ন তিনি আরও সাতটি ধূমকেতুর আবিষ্কার করেন। তিনি ইউরোপের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

৪।—বিলাতী স্ত্রীলোকদের পোষাক—লেডি জিউন্ "নিউ রিভিউ" ও "ন্যাশনাল্ রিভিউ" নামক পত্রিকায় পোষাকে অর্থের অপব্যয়ের বিরুদ্ধে দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে যদি বিলাতি মহিলাগণ পোষাক সম্বন্ধে অন্ধভাবে ফরাসী দরজীদের বশবর্ত্তী না হইয়া স্বাধীনভাবে ও আপনাদের সদ্বিবেচনা অনুসারে চলিতে না পারেন, তবে তাঁহারা স্থানীয় ও বৃটীশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিবার কতদূর উপযুক্ত তৎসম্বন্ধে লোকে সন্দিহান হইবে। "ন্যাশনাল রিভিউ" পত্রিকায় তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাহইতে বুঝাযায় যে পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রত্যেক কন্যার পোষাকে বার্ষিক ১২০ হইতে ১৫০ পাউণ্ড (অর্থাৎ সাবেক হিসাবে ১২০০ হইতে ১৫০০ টাকা) ব্যয় হইত! এখন আর তাহাতে চলে না। সর্ব্বশেষে তিনি লিখিয়াছেন, "প্রত্যেক শ্রেণীর লোকে উপরিস্থিত শ্রেণীর সহিত সমান চাল চলন রক্ষা করিতে ও তাহাদের বিলাসিতার অনুকরণ করিতে যাওয়াতে সামাজিক শক্তির মূলক্ষয় হইতেছে এবং ঘোর সামাজিক বিপ্লব সন্নিহিত ও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছে। পোষাক সম্বন্ধে আমাদের সমাজ এখন পরিবর্ত্তনাধীন। কিন্তু এখন হইতেই এদিকে একটু একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া আমরা দেশীয় মহিলাগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করা উচিত বোধ করিলাম।

আর্য্যমহিলা—সুমিত্রা।

যেমন বাগানের মধ্যে বেলফুল, তেমনি রামায়ণের মধ্যে সুমিত্রাদেবী। বেলফুল ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে অনন্ত শোভা—অনন্ত সৌরভ; সুমিত্রা-চিত্র অপূর্ণ হইলেও তাহাতে অনন্ত সৌন্দর্য্য—অনন্ত মধুরতা! মহর্ষি বাল্মীকির দিগন্তব্যাপিনী প্রতিভা সুমিত্রাদেবীর ক্ষুদ্র জীবনী যেরূপ পরিস্ফুট করিয়াছে, সাধারণ প্রতিভা বহু-

বিস্তৃত জীবনীরও সেরূপ সম্পূর্ণতা সাধন করিতে পারে না। যিনি সুমিত্রা-চরিত্র বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবেন, ভরসা করি তিনি এ বিষয় অস্বীকার করিবেন না। তবে যে বাগানে গোলাপ, গন্ধ-রাজ প্রভৃতি ফুল ফোটে, সেখানে বেল-ফুল সহসা দর্শকের চক্ষু আকর্ষণ করে না।

সুমিত্রাদেবী অযোধ্যাপতি দশরথের তৃতীয়া ভার্য্যা। পদ্মের মত সুন্দর ফুলেও কাঁটা, ময়ূরের মত সুন্দর পাখীরও কণ্ঠস্বর কর্কশ, তদধিক দুঃখের বিষয় এই যে সুনীতি ও সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় আর্য্যজাতিমধ্যেও "বহুবিবাহ" কুপ্রথা প্রচলিত *। বহু বিবাহের ফল রাজা দশরথকে কিরূপ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় এদেশে অনেকেই জানেন। যাহা হউক, সুমিত্রাদেবীর ভাগ্যে স্বামি-সুখ মিলে নাই। কারণ রাজা দশরথ দ্বিতীয়া ভার্য্যা কৈকেয়ীতেই একান্ত অনুরক্ত ছিলেন; প্রথমা কৌশল্যা বা তৃতীয়া সুমিত্রা রাজার বিশেষ প্রণয়ভাগিনী হইতে পারেন নাই। এ দুঃখ যে রমণী-হৃদয়ে কত বড় দুঃখ—ভরসা করি তাহা পাঠিকা ভগিনী-দিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। রাম-চন্দ্রের বনগমন সময়ে, স্বয়ং কৌশল্যা-দেবী এই দুর্ভাগ্যের কথা উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই দারুণ দুঃখে সুমিত্রাদেবীই ভগ্নহৃদয়া হন নাই। এইরূপ স্থিরতা ও ধীরতা সুমিত্রা-চরিত্রের এক প্রধান উপাদান।

স্বামী সপত্নীর প্রতি অনুরক্ত হইলেও সাধারণ রমণীর মত সুমিত্রাদেবী তাঁহাকে অপ্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। সুমিত্রা পতিপ্রাণা সাধ্বী। পতিপ্রাণা সাধ্বী তাঁহার পতিদেবতাকে যে প্রেমভক্তি-পূর্ণ চক্ষে দর্শন করেন, সুমিত্রাদেবী রাজা দশরথকে সেই প্রেমভক্তি-পূর্ণ চক্ষেই দর্শন করিতেন। সুমিত্রা-চরি-ত্রের আলোচনায় ইহা পশ্চাতে বিবৃত হইবে।

ইহার পরে সুমিত্রাদেবীর আরও সুশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাম ও ভরত তাঁহার সপত্নী-পুত্র হইলেও তিনি তাঁহাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ মমতা করিতেন। তাঁহারই শিক্ষাক্রমে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, রাম ও ভরতের একান্ত অনুগত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত কার্য্যে সুমিত্রাদেবীর বুদ্ধির কি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়! কৈকেয়ীর মত নীচা-শয়া ক্রূরহৃদয়া রমণী সপত্নী-সন্তানের প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহার করিতে পারে কিন্তু সুমিত্রার মত ধর্ম্মপ্রাণা, পতিপ্রাণা, স্নেহময়ী দেবী সপত্নী-সন্তানের প্রতি প্রকৃত মমতাময়ী হইতে পারেন।—গর্ভজাত সন্তানের অপেক্ষাও সপত্নী-

* আমরা বহুবিবাহকে "কুপ্রথা" বলিয়াছি সে এ দেশে "বিলাতি-সভ্যতার" হাওয়া বহিতেছে বলিয়া নহে। যাহা ভাল,তাহা ভারতীয় হইলেও ভাল, বিলাতীয় হইলেও ভাল।" এই কথাগুলি পারি তো পরে খুলিয়া বলিব। প্রঃ লেঃ।

সন্তানের সুখ দুঃখে অধিকতর সহানুভূতি করিতে পারেন।—ইহা অস্বাভাবিক ভাব নহে, অবস্থা ও উপযোগিতা ক্রমে, সহৃদয়তা ও সূক্ষ্মদর্শিতার কার্য্য। ইহাই দেবী-হৃদয়ের কার্য্য।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা সুমিত্রা-চরিত্রে অধিকতর প্রশংসনীয় গুণ আছে—এ জগতে সাধারণতঃ রমণীগণ যে সপত্নীকে মূর্ত্তিমতী প্রতিযোগিতাস্বরূপ মনে করেন, যাঁহারা পরস্পর অহি-নকুল-সম্বন্ধবিশিষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যে "সাপত্ন্য" ভাব কেবল হিংসা দ্বেষাদির পরিচায়ক, মহাপ্রাণা সুমিত্রাদেবী নিজগুণে সেই সপত্নীর স্নেহময়ী ভগিনী ও হিতৈষিণী সখীস্বরূপা ছিলেন—সপত্নী-ভাব ভগ্নীভাবে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। রামায়ণে দেখা যায় কৌশল্যাদেবী প্রায় সকল অবস্থাতেই সুমিত্রার সাহচর্য্য গ্রহণ করিতেন; আরও দেখা যায় যে এরূপ সাহচর্য্য গ্রহণ প্রধানতঃ সুমিত্রাদেবীরই গুণে; সুমিত্রার সহৃদয়তা, সুশীলতা, ধর্ম্মপ্রাণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণেই কৌশল্যাদেবী তাঁহার একান্ত বশীভূতা ছিলেন। রমণীগণের বিনয়, সুশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, নিরলসতা প্রভৃতি কয়টী গুণ থাকিলেই তাঁহারা পিতৃকুল ও পতিকুলের প্রায় সকল আত্মীয়গণের প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন, কিন্তু সপত্নীর নিকটে সপত্নীর প্রীতিপাত্রী ও হিতৈষিণী বিশ্বস্তা সঙ্গিনী হইতে পারা যে কতদূর উন্নত পবিত্র চরিত্রের কার্য্য, তাহা সহৃদয়া ভগিনীগণ মনে মনে অনুভব করুন, তাহা হইলেই সুমিত্রা-চরিত্র হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এ সকল গুণের পরে সুমিত্রার মাতৃ-জীবন আলোচ্য। লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠভক্তি, নিস্পৃহতা, সত্য-নিষ্ঠা, জিতেন্দ্রিয়তা, ত্যাগস্বীকার, দয়া, বীরত্ব, বিনয়, সেবা-পরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ যে দেবোচিত, একথা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত। এই নরদেবতা লক্ষ্মণ প্রধানতঃ তাঁহার মাতা কর্তৃক শিক্ষিত হইয়াছিলেন। সুমিত্রা-দেবী পুত্রদিগকে কি অপূর্ব্ব শিক্ষা দিতেন, নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহা বুঝিতে পারা যায়—

দুষ্টা মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী যখন নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন, অযোধ্যার তরুণ আশা ভস্মীভূত ও রাজা দশরথের পরমায়ু গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যখন কৈকেয়ীর দুরাকাঙ্ক্ষায় রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী হইতেছেন, যখন দশরথের বিলাপে পুরবাসী ও প্রজাগণের হাহাকারে, কৌশল্যার আর্ত্তনাদে সুখময়ী অযোধ্যাপুরী মহা-শ্মশান বলিয়া অনুভূত হইতেছে, তখন সুমিত্রাদেবী কি করিলেন? তিনিও কৌশল্যাদেবীর মত স্নেহপরায়ণা মাতা; কিন্তু তিনি কেবল স্নেহপরায়ণা মাতা নহেন, তিনি ধর্ম্ম-পরায়ণা মাতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণা মাতা। তাই তাঁহার উপযোগী কাজ করিলেন; শোকভরে আকুলিতা

না হইয়া বনগমনোদ্যত পুত্রকে সময়োচিত সুশিক্ষা ও সদুপদেশ দিলেন; তিনি প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে বলিলেন;—

"বৎস! যদিও সকলের তোমার প্রতি অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। তোমার জ্যেষ্ঠ অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইহাঁর সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপন্নই হউন, আর সম্পন্নই হউন, ইনিই তোমার গতি। বাছা! জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার জানিবে; বিশেষতঃ এইরূপ কার্য্য এই বংশের যোগ্য।—দান, যজ্ঞানুষ্ঠান সমরে দেহত্যাগ এই বংশের যোগ্য*। তার পরে বলিলেন—

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত! যথাসুখম্॥"

অর্থাৎ তুমি এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে আমি, গহন বনকে অযোধ্যা মনে করিও। বৎস! এখন সুখে গমন কর।

এই কয়টী কথায় সুমিত্রার কতই উন্নত হৃদয়ের পরিচয় দিতেছে! তাদৃশ দারুণ বিপৎকালেও যাঁহার এমন স্থিরতা, এমন ধীরতা, এমন সহিষ্ণুতা, এমন কর্ত্তব্য-জ্ঞান! তাঁহার চরিত্র যে দেবী-চরিত্র এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এমন মায়ের সন্তান হইয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মণ তরুণ বয়সেই দেবতা। আর আমরা লক্ষ্মণের ন্যায় শত্রুঘ্নকেও যে দেবোপম চরিত্রবান্ দেখিতে পাই, সেও এই সুমিত্রার মাতৃত্ব-গুণে; তাই বলিতেছি, সুমিত্রা-চরিত্র দেবী-চরিত্র।

মানবজীবনের উচ্চ গৌরব সত্য-ধর্ম্মানুরাগে। সুমিত্রাদেবী সেই সত্য ধর্ম্মের কেমন অনুরাগিণী ছিলেন, পাঠিকা ভগিনী তাহা দেখুন;—

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনে গমন করিলে যখন শোকাকুল দশরথ, রাম-শোকে জীবন্মৃত হইয়া কৌশল্যার গৃহে পড়িয়া আছেন, যখন শোকাকুলা কৌশল্যা চেতনাহারা হইয়া গিয়াছেন, সেই দারুণ শোকের সময়ে, পুত্র-নির্ব্বাসন-ব্যথিতহৃদয়া সুমিত্রাদেবী বিনীত ভাবে কৌশল্যাকে বলিতেছেন,—"আর্য্যে! তোমার রাম সর্ব্বগুণাধার; কুত্রাপি তাঁহার বিপদ-সম্ভাবনা নাই; তাঁহার নিমিত্ত দীনভাবে রোদন ও পরিতাপ করিবার প্রয়োজন কি? দেখ তোমার রাম সত্যবাদী, পিতার অঙ্গীকার পালন করিবার আশয়েই রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। সজ্জনাচরিত ধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ আছে, সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কোনও ক্রমে উচিত হয় না। দয়াশীল নিষ্পাপ লক্ষ্মণ নিরন্তর তাঁহার পুত্রবৎ পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই! যিনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগবিলাসে কালযাপন

* রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড——হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃত অনুবাদ।

করিয়া আসিয়াছেন, সেই জানকী অরণ্যবাসের দুঃখ সম্যক্ জানিতে পারিলেও রামের অনুগমন করিয়াছেন। দেবি! যে সর্ব্বলোকপালক রাম ত্রিলোকে আপনার কীর্ত্তি প্রচার করিতেছেন, তিনি সত্যনিষ্ঠ, ইহা কি তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইতেছে না?"

কি অপূর্ব্ব সত্যানুরাগ! কি গভীর ধর্ম্মভাব! সুমিত্রাদেবী আবার বলিলেন,—"রাম বনে বা নগরে থাকুন, তাঁহার কোনও দোষ কাহারই প্রত্যক্ষ হইবে না। তিনি পৃথিবী, জানকী ও জয়শ্রীর সহিত অবিলম্বে অভিষিক্ত হইবেন। দেখ অযোধ্যার অধিবাসীরা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকে, উহারা তাঁহাকে বনবাসার্থ নিষ্ক্রান্ত দেখিয়া নিরবচ্ছিন্ন শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় জানকী যাঁহার অনুগমন করিলেন, তাঁহার আর ভাবনা কি? ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য লক্ষ্মণ অসি, শর ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া যাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, তাঁহার আর অভাব কি? দেবি! দেখিবে সেই উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন পুনরায় আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা করিবে। এক্ষণে আর দুঃখ শোক প্রকাশ করিওনা; রামের কোনরূপ অশুভ সম্ভাবনা নাই। আর্য্যে! কোথায় তুমি আর আর সকলকে সান্ত্বনা করিবে, তা নয় নিজেই বিকল হইলে? বলি, রাম যখন তোমার পুত্র, তখন কি তোমার শোক করা উচিত? রাম অপেক্ষা জগতে কেহ সাধু নাই *।"

মানব বড় দুঃখ—অসহনীয় দুঃখও যে আশার আলোক দেখিলে সহজে সহিতে পারে, ভবিষ্যৎ সুখের আশা থাকিলে বর্ত্তমান সহস্র ক্লেশেও মানব যে ভগ্ন-হৃদয় হয় না, তাহা এই মহাপ্রাণা সুমিত্রাদেবী বিশেষরূপে জানিতেন তাই কৌশল্যাকে শেষে বলিলেন ;—

> অভিবাদয়মানং তং দৃষ্ট্বা সসুহৃদং সুতম্।
> মুদাশ্রু মোক্ষ্যসে ক্ষিপ্রং মেঘরেখেব বার্ষিকী ॥
> পুত্রস্তে বরদঃ ক্ষিপ্রমযোধ্যাং পুনরাগতঃ।
> করাভ্যাং মৃদুপীনাভ্যাং চরণৌ পীড়য়িষ্যতি ॥
> অভিনন্দ্য নমস্যন্তং শূরং সসুহৃদং সুতম্।
> মুদাস্ত্রৈঃ প্রোক্ষসে পুত্রং মেঘরাজিরিবাচলম্। †

এখন সেই সময়ে—সেই ব্যথিত হৃদয়ে, সেই শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে এমন কথাসকল যাঁহার মুখে আইসে, তিনি যে একজন দেবী, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। এই কথাকয়টীতে সুমিত্রার ধর্ম্মবিশ্বাস, সত্যানুরাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, মানবচরিত্রে অভিজ্ঞতা, অথচ হৃদয়-পূর্ণ প্রীতি মমতা

---

* রামায়ণ। অযোধ্যা কাণ্ড ৪৪ সর্গ——হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের অনুবাদ।

† আপনার সেই অভীষ্টদাতা পুত্র অচিরে অযোধ্যায় পুনরাগমন করিয়া কোমল ও মাংসল করযুগল দ্বারা আপনার চরণ বন্দনা করিবে। আপনার সেই বীরপুত্র যখন সীতা লক্ষ্মণের সহিত আসিয়া আপনার চরণে নমস্কার করিবে, তখন তাহাকে অভিনন্দন করত আপনি মেঘরাজি যেমন পর্ব্বতকে বারিধারায় অভিষিক্ত করে, তেমনি সেই পুত্রকে আনন্দাশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিবেন।

সবই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইতেছে। যে কবি "রামায়ণ" রূপ অদ্বিতীয় মহাকাব্য লিখিতে পারেন, তিনিই সহজে এ মহামহিমময়ী সুমিত্রার চরিত্র আঁকিতে পারিয়াছেন। তিনিই অনায়াসে আমাদিগকে বুঝিতে দিয়াছেন, সুমিত্রা-চরিত্রে এমনই মধুরতা—তীব্র মধুরতা নহে—এমনই মৃদু মধুরতা, যে সুমিত্রাদেবী সকল সময়ে সকল অবস্থায়, সকল লোকেরই সকলসন্তাপহারিণী! এমন দেবী যে ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে ভারত মরিয়াও অমর! এমন দেবী-চরিত্র যে কবি লেখেন, সে কবির অমরতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করাও আমার বিশেষ ধৃষ্টতা।

আর এক কথা, রামের রাজ্যচ্যুতি ও বনবাস ঘটনায় সকলের অপেক্ষা—স্বয়ং কৌশল্যার অপেক্ষাও, দশরথের মনস্তাপ অবশ্য অধিক। কারণ, প্রথমতঃ রাজা দশরথই তাঁহার প্রাণাধিক রামচন্দ্রের সকল বিপত্তির মূল; দশরথের প্রতিজ্ঞার জন্যই তো রামের অদৃষ্টে এত ক্লেশ উপস্থিত। মানব-হৃদয়ে অনেক সহে, কিন্তু যাহাকে সুখী দেখিলে বড় সুখ হয়, মানব নিজেই যদি তাহার দুঃখের—গুরুতর দুঃখের হেতু হইয়া দাঁড়ায়, সে দুঃখ মানব-হৃদয় সহিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ রাজা দশরথ যে কৈকেয়ীকে প্রাণের অধিক প্রীতি ও মমতা করিতেন, জগতে রাম ব্যতীত অপরের সহিত যাহার ভালবাসার তুলনা করিতে পারিতেন না, সেই প্রিয়তমা ভার্য্যা, সেই স্নেহপ্রতিমা সখী, সেই বিশ্বস্তা সহধর্ম্মিণী যে দারুণ ক্রূরহৃদয়া, নৃশংসা বিশ্বাসঘাতিনী, স্বার্থপরতার প্রতিকৃতি-রূপা পিশাচী, ইহা সেই রাম-বনবাসের দিনেই দশরথ বুঝিতে পারিলেন। মানব-হৃদয়ে অনেক সহিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি মানবের প্রাণাধিক প্রিয়তম, সে যে কপটাচারী, যাহাকে মানব অকপটে মন প্রাণ সমর্পণ করে, সে যে বিশ্বাসঘাতক, সে যে মহাপাতকী, এ দুঃখ মানব-হৃদয় কখনই সহিতে পারে না। এদুটী "দুর্ব্বলতা" হয় তো মানবের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা।

এই দুই অসহনীয় দুঃখে রাজা দশরথ সকলের অপেক্ষা অধিকতর কাতর। এ জগতে সকল ব্যথীরাই একটু সহানুভূতি চাহে, একটী ব্যথিত হৃদয় আর একটী ব্যথিত হৃদয় পাইলেই কতক পরিমাণে পরিতৃপ্তি লাভ করে। মানবহৃদয় সহজেই সহানুভূতির প্রার্থী; ব্যথিতহৃদয় আরও প্রার্থী, সহানুভূতির ভিখারী। এই সহানুভূতি ভিক্ষা করিতেই রাজা দশরথ, রাম-বনবাস-দিনে কৌশল্যার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাম-নির্ব্বাসনে দশরথের যে মরণাধিক যাতনা হইতেছিল, অভাগিনী কৌশল্যা তাহা অবশ্য বুঝিয়াছিলেন।—স্বয়ং দশরথ কৌশল্যার গুণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে,—"সেই প্রিয়-বাদিনী আমার সেবার সময়ে কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্যালাপে সখীর ন্যায়, ধর্ম্মাচরণে

ভার্য্যার ন্যায়, সৎপরামর্শ দানে ভগিনীর ন্যায় ও ভোজনকালে জননীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন”। এতাদৃশী পতিব্রতা মহিলা যে স্বামীর সুখ দুঃখে সহানুভূতি করিতে অশক্তা, এরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গত। তথাপি রাম-বনবাসের দিনে তিনি শোকের অধীরতায় রাজা দশরথের প্রতি যে দুই একটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পাতিব্রত্য যে পতিপ্রাণতা নহে, এ কথা বুঝিতে পারা যায়। তন্মধ্যে একটী কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি; কৌশল্যা বলিতেছেন, “মহারাজ! রাম এতক্ষণ লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে প্রবেশ করিতেছে; তাহারা অরণ্যের দুঃখ কিছুই জানে না, তুমি কৈকেয়ীর কথায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে! বল দেখি তাদের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে? সকলেরই তরুণবয়স, ভোগের সময়ে আবার তুমি বনবাস দিলে, জানিনা এখন তাহারা ফল মূল খাইয়া কিরূপে দিনপাত করিবে?”

একথা মাতৃস্নেহ-প্রসূত সন্দেহ নাই। আরও অভাবনীয় পুত্রনির্ব্বাসন-শোকে কৌশল্যার যে মতিভ্রংশ ঘটিতে পারে, ইহাও আশ্চর্য্য নহে। তথাপি প্রকৃত পতিপ্রাণা ভার্য্যা স্বামীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পান; নিদারুণ শোক দুঃখের সময়েও স্বামীর অবস্থা, উপযোগিতা—স্বামীর কৃত কার্য্য কুকার্য্য হইলেও তাহার কারণ সবই দেখিতে পান। তাই পতিপ্রাণা সীতাদেবী নির্ব্বাসনকালে বড় শোকের সময়ে, বড় অভিমানের সময়েও বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—“আর্য্যপুত্র কেবল প্রজারঞ্জন জন্যই আমাকে বনবাস দিলেন, অবিশ্বাসিনী ভাবিয়া নহে”! তাই বলিতেছি, পতিব্রতা কৌশল্যাদেবীও যদি প্রকৃত পতিপ্রাণা হইতেন, তাহা হইলে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সুমিত্রা—এমন কি স্বয়ং কৌশল্যা হইতেও রাজার মনস্তাপ অনেক অংশে অধিক এ কথায় কোন সন্দেহ করিতেন না, আর সেই অনুতপ্ত ভগ্নহৃদয়, হতভাগ্য দশরথেরও “কাটা ঘায়ে নূণের ছিটা” দিতে পারিতেন না! পতিপ্রাণা রমণী তাহা পারেন না।

“পতিপ্রাণা রমণী তাহা পারেন না” এ বিষয়ে এক বিশেষ প্রমাণ আমাদের সুমিত্রাদেবী। গভীর পতিপ্রাণতায় সুমিত্রা-চরিত্র “আদর্শ”-স্থানীয়। পাঠিকা-ভগিনী জানেন, কৌশল্যার যে প্রকার শোক, সুমিত্রারও তাহাই; কিন্তু এই শোকোচ্ছ্বাসে, এই মাতৃভাবের প্রবলতায়, সুমিত্রাদেবীর পতিপ্রাণতা সঙ্কুচিত হইল না—বরং অধিকতর প্রবল হইল। সেই অবস্থাতেও সুমিত্রাদেবী কৌশল্যাকে বলিতেছেন,—“দেখ! তোমার রাম সত্যবাদী পিতার অঙ্গীকার সিদ্ধ করিবার আশয়েই রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন।” এই একটীমাত্র কথাতেই সুমিত্রাদেবীর হৃদয়-পূর্ণ পতি-অনুরাগ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে! গভীর ভালবাসা-যোগে যিনি স্বামীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পান,

তিনি ভিন্ন আর কেহ কি সে অবস্থায় এমন কথা বলিতে পারে? তাই সুমিত্রা-দেবী পতিপ্রাণা সাধ্বীগণের শীর্ষস্থানীয়া, "সহধর্ম্মিণী"র উপযোগিনী। আমাদের বিশ্বাস যদি সুমিত্রাদেবী রামচন্দ্রের গর্ভ-ধারিণী হইতেন, তাহা হইলে রাজা দশ-রথ রাম-বনবাসের দিনে পুত্র-শোক-জনিত মৃত্যু হইতে বুঝিবা রক্ষা পাইতে পারিতেন! অন্ধকমুনির শাপ বুঝিবা ব্যর্থ হইত! সাবিত্রীর মত সুমিত্রা-চরিত্রও বঙ্গমহিলাগণের অমৃতময়ী গাথা হইয়া রহিত। যে মহিলা নিজ শরীরে নিদা-রুণ আঘাত পাইয়াও স্বামীর কর্ত্তব্য লঙ্ঘন-ভয়ে আত্মগোপন করেন, তিনি আদর্শ রমনী*। আর যিনি—যে মহিলা গর্ভজাত পুত্রের, তরুণবয়স্ক পুত্রের দারুণ দুঃখজনক নির্ব্বাসনসময়েও স্বামীর চিত্ত প্রকৃতিস্থ করিবার আশয়ে আত্মসংবরণ করেন, সে সময়েও যে কথা শুনিলে স্বামীর প্রাণে একটুকু আরাম বোধ হয়, সেই প্রকার কথা কহিতে পারেন, তিনি আদর্শ দেবী। এই জন্য আমাদের সুমিত্রাদেবীও আদর্শ দেবী—তাঁহার পদ-ধূলি মনে মনে গ্রহণ করিলেও আমাদের অপদার্থ প্রাণ পবিত্র হইতে পারে!

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি,—সত্যধর্ম্মে অনুরক্ত হওয়াই মানবের সর্ব্বোচ্চ উন্নতি—সর্ব্বোচ্চ গৌরব। সুমিত্রাদেবীর ধর্ম্মভাব যে কত উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল, পাঠিকা ভগিনী তাহার পরিচয় পাইয়া-ছেন। সুমিত্রাদেবীর স্থিরতা, ধীরতা, বিজ্ঞতা যে এমন দেবোচিত, সে এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-পরায়ণতা হইতে তাঁহার দেব-বৃত্তি সকল এমন পরিস্ফুট হইয়াছিল যে তাঁহার ভার্য্যাত্ব, মাতৃত্ব, সপত্নীত্ব, বিমাতৃত্ব সবই মধুর—মধুরতর—মধুরতম! এ দেবী কেবল অযোধ্যার রাজরাণী হইবার উপ-যোগিনী নহেন, গৃহলক্ষ্মী সতীকুলের সাম্রাজ্ঞী স্বরূপা। এ দেবীচরিত্র মহর্ষি-বাল্মীকির অমৃতময়ী প্রতিভার জীবন্ত চিত্র, সাধারণ মানবের ইহা ছুঁইবার সাধ্য নাই। তথাচ ক্ষুদ্র আমি, মূর্খ আমি পুনরালোচনার চেষ্টা করিলাম। মহর্ষি-বাল্মীকির স্থাপিত স্বর্গীয় প্রতিমার সৌন্দর্য্যে মানবের হৃদয় এতই মুগ্ধ হয় যে "পূজা করিতে পারিব কি না" সে বিচারশক্তি থাকে না! ভরসা করি অন্যে যেমনই করুন, স্বদেশীয় ভগিনীরা আমাকে ক্ষমা করিবেন। শ্রী মা—

---

* ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজ মন্ত্রী ডিজরেলী পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সস্ত্রীক, বক্তৃতা করিতে যাইতেন। একদিন ঐরূপে যাইবার সময়ে, মন্ত্রী গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে অজ্ঞাতসারে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর একটী আঙুল পিষিয়া দিয়াছিলেন। তখন স্বামীকে নিজের অবস্থা জানাইলে তাঁহার মন খারাপ হইবে, বক্তৃতার ক্ষতি হইবে, এই ভয়ে ডিজরেলী-পত্নী বক্তৃতার পূর্ব্বে নিজের ক্লেশের কথা কিছুমাত্র স্বামীকে বুঝিতে দেন নাই। বক্তৃতা শেষ হইলে পরে সবিশেষ বলিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষেও এ প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। প্রঃ লেঃ।

উদাসীনের চিন্তা।

রাধারাণীর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর। তিনি ব্রাহ্মণের কন্যা এবং বাল-বিধবা। পতি বিয়োগের পর হইতেই যত্যাচারে বিলক্ষণ শরীর নিগ্রহ করিতেছেন। শরীর নিগ্রহ বেশ আছে, কিন্তু আত্ম-শাসন মাত্রও নাই। সামান্য কারণেই অগ্নি অবতার হইয়া উঠেন। এজন্য প্রতিবেশী এবং বৃদ্ধা জননীর সহিত প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ করিয়া থাকেন। বৃদ্ধা জননী ভিন্ন রাধারাণীর সংসারে আর কেহই ছিল না। স্বামিদত্ত বেশভূষা বিক্রয় করিয়া রাধারাণী ৪০০০৲ টাকা পাইয়া-ছিলেন, তাহারই সুদ হইতে ভরণ পোষ-ণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। প্রয়ো-জনীয় নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপেও কিঞ্চিৎ ব্যয় হয়। এতদ্ভিন্ন জননী-সহ বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। রাধারাণী একরূপ নিঃসহায়া হইলেও তাঁহার অর্থ-বল ছিল, তাই ধরাখানিকে সরা মনে করিতেন। বিশেষতঃ তিনি গয়া, কাশী, শ্রীবৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহার স্পর্দ্ধা কত? সুযোগ পাইলেই প্রতিবেশিনীদিগের সমীপে গয়া, কাশীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন। লোকে শুনিতে ইচ্ছা না করি-লেও, ধরিয়া আনিয়া দুই কথা শুনাইয়া দেন। গয়া, কাশীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের মন সে সকল তীর্থের প্রতি আকৃষ্ট করা রাধারাণীর উদ্দেশ্য নহে। শ্রোতৃগণ তাঁহার ভূয়োদর্শিতার প্রশংসা করেন ইহাই সে বর্ণনার উদ্দেশ্য।

রাধারাণী যে পল্লীতে বাস করিতেন সে পল্লীতে সুধাময়ী নাম্নী এক যুবতী ছিলেন। সুধাময়ী সুশীলা ও বুদ্ধিমতী। একদিন রাধারাণী তাঁহাকে পাইয়া তিনি কাশী-ধামে যেরূপ দান ধ্যান করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন "দেখ সুধাময়ী। এবার কাশীতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরকে জাম ফল দিয়ে এসেছি। মা কত বল্লেন, বল্লেন রাধা ও কি করিস, যে ফল সচরাচর মিলে না এরূপ একটা ফল দান কর, আমি বল্লুম, না মা! তা হবে, না বিশ্বেশ্বরকে একটা ভাল ফল দিতে হবে"। তাই অনেক ভেবে চিন্তে জামটাকে দিয়ে এসেছি?

সুধাময়ী রাধারাণীর এতাদৃশ ভোগ বিলাসের কথা শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন; এবং বলিলেন "কেন জাম ভিন্ন কি আর ভাল ফল পেলেন না?" ভাল, আঁবটাই দিয়ে এলেন না কেন?

রাধা—ও মা তাকি হয়, বৎসরের মধ্যে একটা ফল, তাও দিয়ে আসব, এ কেমন কথা?

সুধা—বিশ্বেশ্বরকে দিতে হ'লে, যে ফলে আসক্তি রয়েছে, সে ফলই দিতে

হয়। বিশ্বেশ্বরের ত কিছুরই অভাব নাই। তবে ফলদানেরও একটা অর্থ আছে। ভোগ্য বস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগই এ দানের উদ্দেশ্য। তা আপনিত খুব দান করে এয়েছেন। জামেতে কি আর লোকের আসক্তি জন্মে?

রাধা—জন্মে বই কি! আমার পক্ষে আঁব ছাড়া সহজ, তবুও জাম ছাড়তে পারি না।

সুধা—এ নূতন কথা শুনলেম, কেউ জামকে আঁবের চেয়ে ভাল বাসে, এত কথনও শুনি নাই।

রাধা—আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে বসি নাই। আমি বলছি বিশ্বেস কর্ত্তে হয় কর, না কর্ত্তে হয় নাই কর।

সুধা—ভাল জামটা দিয়ে এলেন, রাগটা দিয়ে এলেন না কেন?

রাধা—ফলইত দেয় জানি, রাগ আবার দেয় কি করে তাত জানি না। তোমাদের নতুন শিক্ষে! নতুন কথা! আমরা সেকেলে লোক, তোমাদের কথা বার্ত্তা বুঝি না।

সুধা—সংকল্প করিয়া যেমন ফল ছাড়তে হয়, বিশ্বেশ্বরকে সাক্ষী করে সংকল্প পূর্ব্বক তেমনি রাগ ছাড়তে হয়।

সুধাময়ীর এই কথাতে রাধারাণী বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, ক্রোধে অধীরা হইয়া বলিলেন "তোমরা সব স্বর্গের দেবী কিনা, তাই সকল রিপুর হাত এড়ায়েছ, আমরা নরকের কীট তাই আমরা রাগী, আমরা কলড়াটে, আমরা সব।

সুধা—আপনি রাগ কর্ব্বেন না। আমি স্বর্গের দেবী একথা কি আমি বলেছি?

রাধা—বল নাইত কি? আমার রাগ ছাড়া উচিত আর তোমার ছাড়া উচিত না?

সুধাময়ী দেখিলেন রাধারাণীর সহিত বাদানুবাদ করা নিষ্ফল। তাই বিদায় গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু রাধারাণীর ক্রোধ উদ্বেলিত হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত তাহার শান্তি না হয় সে পর্যান্ত ক্রোধের কারণ স্বরূপা সুধাময়ীকে ছাড়িতে পারেন না। সুধাময়ীর অঞ্চল আকর্ষণ করিয়া তাঁহার গতি নিবৃত্ত করিলেন। সুধাময়ী দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে শব্দটী মাত্র নাই। আর রাধারাণী যত ইচ্ছা তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। প্রবৃত্তির ক্রিয়া শেষ হইলেই তাহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। রাধারাণীর ক্রোধও তদ্রূপ কিয়ৎকাল পরে নিবৃত্ত হইল। সুধাময়ী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পাঠিকা ভগিনী!—তীর্থযাত্রা কিংবা শরীর নিগ্রহে প্রবৃত্তির দমন হয় না। কুপ্রবৃত্তিচয় প্রবল অসুর, তাহাদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে হয়। বাহিরের শত্রু দমন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু অন্তরের শত্রু দমন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। লক্ষ সৈন্যের অধিপতি বীর-কেশরী প্রবল সমরে প্রতিপক্ষীয় সেনানী-চয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে, বৈজ্ঞানিক সমর-নীতির সাহায্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত বিপক্ষের সৈন্য-

দিগকে পরাজয় করিতে পারে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ রিপুর তীব্র প্রহারে তাঁহাকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এজন্য অতি সাবধানে অন্তর পরীক্ষা করিয়া রিপুকুলের গূঢ় স্থান আবিষ্কার করা কর্ত্তব্য। অনেক সময় তাহারা বন্ধুর বেশে উপস্থিত হইয়া অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। কখন বা স্বীয় স্বীয় বিরাট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক স্পর্দ্ধার সহিত সাধুতার শিবির আক্রমণ করিয়া থাকে। তাই অনুরোধ করি অতি সাবধানে জীবন পথে চলিবে। বাহিরের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান, ক্রিয়া কলাপ সমস্তই অন্তঃশুদ্ধির জন্য। অন্তর শুদ্ধ না হইলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। লোভ ও মোহের অধীন হইয়া ক্রোধাদির বশীভূত থাকিয়া কেহ কোন দিন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে নাই, পারিবে না। যাঁহারা জীবনে ধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি আসন দিবার জন্য প্রস্তুত, যাঁহারা অনিত্য সংসারে থাকিয়া নিত্য ধন লাভের জন্য লালায়িত, যাঁহারা বিষয় তাপে দগ্ধ হইয়া শান্তি সুধা লাভের জন্য ব্যগ্র, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে প্রবৃত্তি নিগ্রহের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন। দুষ্প্রবৃত্তিকুল নিগৃহীত না হইলে, ধর্ম্মার্থে লক্ষ কোটী মুদ্রা দান, কিংবা নানাদেশ বিদেশ পর্য্যটনেও কোন ফলোদয় হয় না। রাধারাণীর উপাখ্যান তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে।

নরহত্যা।

পুরাকালে সভ্যতম জাতিদের মধ্যে নরহত্যা যে প্রচলিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিসর দেশস্থ লোকে কোন প্রকার জীবহিংসা করিত না, কিন্তু নরবলি দিতে তাহাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি ছিল না। পারস্য দেশে সজীব মনুষ্য গর্ত্তমধ্যে প্রোথিত হইত। জরক্সিসের মহিষীকর্ত্তৃক দ্বাদশজন মনুষ্য প্রোথিত হয়। রোম দেশেও ঐ রূপ নরহত্যা প্রচলিত ছিল। এমিলিয়স্ ও টেরেন্টিয়স্ ভারোর যুগ্মরাজত্বের সময়ে দুইজন গ্রীক্ ও দুইজন গল প্রোথিত হয়। সেরিয়স্ জয়লাভ করিবার আশয়ে স্বীয় দুহিতাকে বলিদান করেন। লেণ্টুলস ও ক্রাসসের যুগ্মরাজত্বের সময় নরবলি প্রতিষিদ্ধ হইবার একটী নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। সিসিরোর সময় ঐ কুপ্রথা প্রচলিত ছিল না; কিন্তু আগষ্টস সিজার ৩০০ ব্যক্তিকে বলি দিয়াছিলেন। ফলতঃ আড্রিয়ান সম্রাটের সময় পর্য্যন্ত রোমরাজ্যে নরহত্যা প্রচলিত ছিল।

গল ও জর্ম্মণ জাতিদের মধ্যে অসংখ্য নরহত্যা হইত। নিভৃত কাননের মধ্যে দেবীর মন্দির সংস্থাপিত হইত ও তথায় রাশি রাশি নরবলি প্রদত্ত হইত। অপসালা প্রদেশে নরহত্যার একপ্রকার কালী-

ঘাট ছিল। কখন বা অসিদ্বারা মস্তক-চ্ছেদন, কখন বা উদরবিদারণ, কখন যষ্টি-দ্বারা মস্তক চূর্ণীকরণ ও শিলাঘাত দ্বারা মস্তিষ্ক বহিষ্করণ ইত্যাদি নানা প্রকারে হত্যাক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত। নয় বৎসর অন্তর নয় দিন বিশেষ সমারোহ হইত, তখন আর বলিদানের সংখ্যা থাকিত না। মেক্সিকো দেশেও বিস্তর নরহত্যা হইত। ভারতবর্ষেও, যে নরহত্যা প্রচলিত ছিল, ইহা প্রমাণ করা নিতান্ত কঠিন নহে। কলিকাতা বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী তলার নরবলীর কথা বোধ করি পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ অবগত আছেন।

পূর্ব্বতন কালে পৃথিবী যে কেবল নর-হত্যা পাপে কলুষিত হইয়াছিল এমত নহে, তৎকালে এতদপেক্ষাও গুরুতর পাপ প্রবাহে সর্ব্বংসহা নিরন্তর প্লাবিত হইত। নরহত্যা অতি ভয়ানক পাপ বটে, কিন্তু স্বহস্তে সন্তানবধ তদপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক সন্দেহ নাই; কিন্তু বলিতে কি, এই মহাপাপও পূর্ব্বে বিরল ছিল না। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শিশুহত্যা প্রচলিত ছিল। কোমলহৃদয়া পাঠিকাগণ এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া ম্রিয়মাণা হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা করিতে পারিবেন, যে এইক্ষণে ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ সকল পৈশাচিক ক্রিয়ার অনেক হ্রাস হইয়াছে, এবং যত সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, ততই উহার তিরোধান হইবে—ততই সংসার পুণ্যধাম হইয়া উঠিবে।

কেনান্ রাজ্যে শিশুবলি অতিশয় সাধারণ ছিল। কার্থেজ্ দেশে ঐ প্রথা বিলক্ষণ প্রবল ছিল। হামিল্‌কার একটী যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিয়া একটী শিশুকে বলিদান দেন, এবং অনেকগুলি পুরোহিতকে সিন্ধুগর্ভে নিমগ্ন করান। তিনি আর একবার, ভদ্রবংশজাত অতি সুশ্রী ২০০ শিশুকে বলিদান দিয়াছিলেন। কার্থেজ প্রদেশে একটী প্রকাণ্ড দেবমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি বিপৎপাত হইলে উহার নিম্নে একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড করিয়া সকলে স্ব স্ব শিশু সন্তানকে ঐ দেবীর অঙ্কে অর্পিত করিত এবং সন্তান-গণ যেমন অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইত, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিত। জনক জননীরা ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেন। যদি কেহ ইহার অন্যথাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, লোকে তাঁহাকে অধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করিত। টায়র প্রদেশে জনকজননীরা স্বহস্তে সন্তান বলিদান দিতেন। জননী, বলিদান সময়ে, সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বনাদি স্নেহ-সূচক ব্যবহার করিতেন, ও পাছে সন্তান-স্নেহের করুণ ভাবে অধীর হইয়া ক্রন্দনাদি করিলে পাপ স্পর্শ হয়, এই শঙ্কাক্রমে পরক্ষণেই অম্লানবদনে তাহার বক্ষঃস্থলে ছুরিকা প্রহার করিতেন, এবং শোণিত-প্রবাহ যেমন বহির্গত হইত, অমনি উষ্ণ উষ্ণ উহা ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা দেব দেবীর গাত্র অভিষিক্ত করিতেন। প্লুটার্ক এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বলিয়া গিয়াছেন

"দেবতাগণ নরশোণিতে পরিতুষ্ট হন, এরূপ বিশ্বাস করা অপেক্ষা, দেবতাগণের অস্তিত্ব স্বীকার না করাই শত সহস্র গুণে ভাল"। ক্রমশঃ

বাদন প্রণালী।

পিয়ানাফোর্ট ও হারমোনিয়ম।

(৩৩৭ সংখ্যা ৩১০ পৃষ্ঠার পর)

হারমোনিয়ম যন্ত্রে গীত বাজাইতে হইলে আরও কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্নের প্রয়োজন হয়। যথা,—

< বর্দ্ধিত বল। ইহার তাৎপর্য্য এই, স্বরকে প্রথমে মৃদু আরম্ভ করিয়া ক্রমে বলবৃদ্ধি। > হ্রস্ব বল। ইহার তাৎপর্য্য প্রবল হইতে ক্রমশঃ মৃদু।

<> স্ফীতি। ইহার অর্থ এই, স্বরকে প্রথমে মৃদু আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বল-বৃদ্ধি করতঃ মধ্যে প্রবল করিতে হয়, তৎপরে আবার ক্রমে বল হ্রাস করিয়া মোলায়ম করতঃ অতি মৃদু ভাবে শেষ করিতে হয়।

Λ এই চিহ্ন দ্বারা প্রস্বন, অর্থাৎ প্রবল স্বনন (accent) বুঝায়।

স্বরের বল ভাষার অক্ষর দ্বারা সাংকেতিক করা যায়, যথা, মৃদুর মৃ, প্রবলের ব, হ্রস্বের হ, ইত্যাদি। স্বরের মস্তকে এই (ব) কিম্বা (*f*) প্রয়োগ দ্বারা স্বরের প্রবলতা; (মৃ) কিম্বা (*p*) দ্বারা মৃদুতা; (বৃ) দ্বারা বৃদ্ধি; এবং (হ) দ্বারা ধ্বনির হ্রাস বুঝাইবে। দুইটী (বব) (*ff*) দ্বারা অতীব প্রবল; দুইটী (মৃমৃ) কিম্বা (*pp*) দ্বারা অতীব মৃদু বা ক্ষীণ বুঝাইবে। মধ্য বলের জন্য এই (ম) কিম্বা (*m*) সংকেত; (*mf*) দ্বারা মধ্য প্রবল; (*mp*) দ্বারা মধ্য মৃদু বুঝাইবে।

এই সাংকেতিক চিহ্নগুলি স্বরের শিরোদেশেই সচরাচর আদিষ্ট হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার অলংকার হারমোনিয়ম সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে আশ্ কহে।

——— বা ‿ আশের চিহ্ন। গানের কথার একটী অক্ষরে দুই বা ততোধিক স্বর উচ্চারণ করাকে আশ কহে। স্বরলিপিতে স্বর সমূহের নীচে একটী সরল বা বক্র রেখা প্রয়োগ দ্বারা উহা সাংকেতিক হইয়া থাকে।

তাল।

তালকে তুল্য ভাগে বিভাগ করণের নাম লয়। লয়ের গতি সামান্যতঃ তিন প্রকার, যথা, বিলম্বিত, মধ্যম ও দ্রুত।

১। । । +।।
বিলম্বিত লয় যথা—সা ঋ গ ম

১। ।+।
মধ্যম „ „ সা ঋ গ

১। +।
দ্রুত „ „ সা ঋ

গীত কিম্বা যন্ত্রাদির সহিত বোল সংযোগে তাল দেওয়ার নাম সঙ্গত বা ঠেকা কহে। তাল নানা প্রকার। এই স্থলে কেবল কয়েকটী সহজ তালের বর্ণনা করা হইল।

কাওয়ালী।

চারিটী পদে কাওয়ালী হইয়া থাকে। ইহার চারিটী পদ প্রত্যেকে একটী দীর্ঘ বা দুইটী হ্রস্ব অথবা চারিটী অতি হ্রস্ব মাত্রায় পূর্ণ। ইহার ঠেকা যথা,—

+। । । । |৩। । । । |
ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা ধিন্ ধিন্ ধা |

০। । । । |১। । । । ||
ধা তিন্ তিন্ তা | না ধিন্ ধিন্ ধা ||

এই বোলটী চারি সমান ভাগে বিভক্ত; প্রথম বিভাগের মস্তকের চিহ্নকে সম; দ্বিতীয় বিভাগের উপর ৩ চিহ্নকে তৃতীয় তাল বলে। তৃতীয় বিভাগের উপরের ০ চিহ্নকে ফাঁক কহে, ও চতুর্থ বিভাগের মস্তকের ১ চিহ্নকে প্রথম তাল কহে।

এই তালের একটী পদে ফাঁক ও অপর তিনটীতে তিনটী তালি দেওয়া যায় বলিয়া এই তালকে সাধারণতঃ ত্রিতালী বা তেতালা নামে কহা যায়। ফাঁকের অর্থ এই যে, কোন প্রস্বনেতে তালি না দিয়া, যে করতলটী উপরে থাকে, তাহা তৎকালে চিৎ করা, ইহাকেই ফাঁক দেওয়া বলে।

মধ্যমান।

মধ্যমানের মাত্রা সমষ্টি ১৬টী দীর্ঘ, অথবা ৩২টী হ্রস্ব মাত্রা; ঠেকা, যথা—

+। । । । |৩। । । । |
ধাগে ধিন্ ধিন্ | ধা গে ধিন্ ধিন্ |

০। । । । |১। । । । ||
তা কে তিন তিন্ | ধা গে ধিন্ ধিন্ ||

ঠুংরী।

এই তালেও চারিটী হ্রস্ব মাত্রা অন্তরে প্রস্বন ও তালি পড়ে। ঠেকা যথা—

+৺ ৺ ৺ ৺ | ৺ ৺ ৺ ৺ ||
ধা ধা কেটে তাক্ | নে ধা কেটে তাক্ ||

একতালা।

ইহার তিনটী পদ। প্রত্যেক পদ হয় চারিটী হ্রস্ব মাত্রায়, কিম্বা দুইটী দীর্ঘ মাত্রায় পূর্ণ। একতালা কখন কখন চারিপদে বিভক্ত হইয়া থাকে। চারি পদে বিভক্ত হইলে, ইহার প্রতিপদে তিনটী হ্রস্বমাত্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঠেকা যথা—

+। । । । |৩। । । । |
ধিন্ ধিন্ ধা ধা | তি স্তা ক স্তে |

১। । । । ||
ধাগে নাগে ধিন্ তা ||

+। । । |৩। । । |
ধিন্ ধিন্ ধা | ধা থুন না |

০। । ৺ ৺ |১ × × × × । । ||
ক স্তে ধা গে | তে রেকেটে ধিন্ ধা ||

খেমটা।

এই তাল তিনটী হ্রস্ব মাত্রা বিশিষ্ট ও সমান চারি পদে বিভাজিত। ঠেকা যথা—

+৺	৺	৺	৩৺	৺	৺
ধা	গ্	ধি	না	তি	ন
০৺	৺	৺	১৺	৺	৺
না	কৃ	ধি	না	ধি	ন্

এই কয়েকটী তাল উত্তম রূপে বোধগম্য হইলে পাঠিকাগণের অন্যান্য তাল অতি সহজে অভ্যাস হইবে।

পাঠিকাগণের প্রথমে স্বরজ্ঞান, পরে মাত্রা ও তাল বোধ হইলে, স্বরলিপি দেখিয়া বিনা শিক্ষকের সাহায্যে গৎ বাজাইতে পারিবেন।

ঐক্যধ্বনি।

দুই কিম্বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন স্বর একত্রে ধ্বনিত করিলে যে একটী যৌগিক স্বুরের উৎপত্তি হয়, তাহাকে স্বুরের যোগ কহে। সুশ্রাব্য যোগ সহকারে দুই কিম্বা ততোধিক যৌগিক স্বুর একত্রে ধ্বনিত অর্থাৎ বাদিত হওয়াকে ঐক্যধ্বনি বা ঐকতান কহে। একটী স্বুর, তাহার পূর্ণ তৃতীয় ও পূর্ণ পঞ্চম এই তিনটীর যে যোগ, তাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐক্যধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রথম ও তৃতীয় স্বর সর্ব্বদা মিলিয়া যেমন ঐক্যধ্বনি হয়, তৃতীয় আর পঞ্চম স্বরও মিলিয়া সেরূপ ঐক্যধ্বনি হয়। আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্বর মিলিয়া যেমন ঐক্য ধ্বনি হয়, তদ্রূপ চতুর্থ ও ষষ্ঠ স্বরও মিলিয়া ঐক্যধ্বনি হয়। পঞ্চম ও সপ্তম স্বর মিলিলে অষ্টম স্বরের অর্থাৎ নিখাদের পরবর্ত্তী সা-কে নির্দ্দেশ ও অপেক্ষা করে বলিয়া, সপ্তম বা নিখাদকে আপেক্ষিক স্বুর কহা যায়।

দ্বিতীয় ও সপ্তম স্বর এক সঙ্গে মিলিলে অথবা চতুর্থ ও সপ্তম স্বর মিলিলে ঐরূপ অষ্টম স্বুরকে অপেক্ষা করে।

দুই স্বর একসঙ্গে মিলিলে তাহাকে দ্বিধ্বনি বলে। তিন স্বর একত্রে মিলিলে ত্রিধ্বনি কহা যায় এবং চারি স্বর এক সঙ্গে মিলিলে তাহাকে চৌধ্বনি বলা যায়।

কৃষিতত্ত্ব।

ভূমির সার।

(৩২৬ সংখ্যা ৩৪৯ পৃষ্ঠার পর)

ভাগাড় জমিতে যত অধিক পরিমাণে সার দেওয়া যাইবে, ততই ভাল। যদি জমি উর্ব্বর হয়, এবং সার দেওয়ার উদ্দেশ্য শুদ্ধ ফসলের পুষ্টতার আধিক্য সাধন হয়, তাহা হইলে, অত্যল্প পরিমাণে দেওয়া উচিত।

জমির দোষ কি, তাহা অগ্রে বিবেচনা না করিয়া বুদ্ধিমান্ কৃষক এই সার দিতে প্রবৃত্ত হয় না। যদি জমির সম্বর্দ্ধন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ধাতুমিশ্রিত মাটির সংযোগ করা উচিত, কিন্তু পরীক্ষার্থ জমির পার্থক্য সাধন করা বিধেয়। ইহা ভিন্ন আরও অনেক বিষয় বিবেচ্য আছে। যদ্যপি ক্ষেত্রে সূর্য্যমণি, শেয়ালকাঁটা, কানচিড়ে প্রভৃতি গাছ জন্মে, তাহা হইলে দূরদর্শী কৃষক অবশ্য জানিতে পারে, যে জমীতে সার দেওয়া আবশ্যক। সালগাম যদি গোলাকৃতি না হইয়া জড়ান জড়ান শিকড়, অথবা অন্যপ্রকারের হয়, অথবা এই রূপ অন্যান্য বিকৃত ফশল উৎপন্ন হয়, তাহাহইলে ইহা স্থির করা যায়, যে মাটির আঁট শিথিল হইয়াছে। এইরূপ স্থলে কর্দ্দম-ধাতু-মিশ্রিত মাটির সংযোগ প্রয়োজন, তাহাহইলে পূর্ব্বকার দোষ সমূহ বিনষ্ট হয়। জমিতে কেশে প্রভৃতি জঙ্গল জন্মিলে, ইহা প্রতীয়মান হইবে, যে ভূমিতে অম্ল আছে। জ্বালন মাটি মাত্রেই গালিক (gallic) অম্ল থাকে। অম্লপ্রযুক্ত কোন কোন ভূমি অতিশয় অনুর্ব্বরা হইয়া পড়ে। স্কট্‌লণ্ডের এক ক্ষেত্রের মাটি এমন আঁটিয়া গিয়াছিল, যে তাহার দুই সের মাটির মধ্যে আধসের তীব্র তুঁতেযুক্ত অম্ল (vitrollic acid) পাওয়া যায়। বেড্‌ফোর্ড সায়ারের এক ভূমিতে ঐ রূপ অনেক পরিমাণে লৌহগর্ভ বস্তু (sulphate of iron) ছিল, কিন্তু ডিউক অফ্ বেড্‌ফোর্ড ঐ ক্ষেত্র সার প্রয়োগের দ্বারা অত্যুর্ব্বর জমি করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই প্রকার ভূমি মাত্রেরই ধাত্বংশ মৃত্তিকার দ্বারা উপকার সম্ভবে। কোন কোন কর্দ্দম জমিও ফস্‌কা থাকে, তাহাতে সার দিয়া আবাদ করিলে খড় অধিক ও শস্য অল্প হয়; কর্দ্দম ধাত্বংশ মৃত্তিকা ইহার ঔষধ স্বরূপ। আর উক্তপ্রকার ভূমিতে একজাতি কীট অপর্য্যাপ্ত জন্মে, ধাত্বংশ মৃত্তিকার দ্বারা তাহা নিরাকৃত হয়, এইটী এই পদার্থের বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ। ফলতঃ যাহাতে জমির আঁট হয়, তাহারই এই ক্ষমতা আছে।

খড়ি। খড়ির গুণ প্রায়ই ধাত্বংশ মৃত্তিকার মত, কিন্তু ইহাতে ধাতু-মিশ্রিত মাটির ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক। ইহাতে আটালিয়া মাটি অধিক শুষ্ক ও নীরস করে, শুদ্ধ পাথরিয়া ধাত্বংশ মৃত্তিকায় ততদূর হইতে পারেনা। লোকে ঘাসের জমিতে ধাত্বংশ মৃত্তিকার সার অপেক্ষা খড়ি অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। নীচ ও অপরিষ্কার জমিতে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকারিতা পাওয়া যায়, এবং তাহাতে যে ফশল জন্মে তাহা অতি মধুর হয়।

খড়ি প্রায়ই খনি হইতে খুঁড়িয়া তুলে, কিন্তু হার্টফোর্ডসায়রে চোঙ বসাইয়া উঠায়। খড়ি খনন ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করে, চোঙের চারিদিক্ বদ্ধ করিয়া বসায়, স্তম্ভের দ্বারা সামান্য মাটি অবলম্বনে বাণ্ডিল পূরিয়া উপরে তুলে। উত্তম কর্দ্দম মৃত্তিকায় খড়ির সারে বিশেষ উপকার হয়। খড়ির সারে ভমি

ঈষৎ লোহিত বর্ণ হয়, এই ভূমি অনেক দূর হইতে লক্ষিত হইতে পারে। ইহার দ্বারা আর এক বিশেষ উপকার হয়, যে ভূমিতে খড়ির সার পড়ে, সে ভূমিতে ঘাস জন্মে না। এসেক্‌স সায়ারের অনেক ভূমিতে যেখানে পূর্ব্বে তৃণাদি বিস্তর ছিল, সারদেওয়ার পর সে সকল একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। সেখানে যে খড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা কোমল নহে, এমন কি অতি তীক্ষ্ণ নীহারেও দ্রবীভূত হয় না, সে সকল কুঠার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছড়াইয়া দিতে হয়। যে সকল খড়ি হস্তের দ্বারা ভাঙ্গা যায়, তাহা অপেক্ষা শক্ত খড়ি ভাল, এবং এই খড়িগুলি অতিশয় শুভ্র বর্ণ হয়। এ সকলও ভূমির উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

ক্রমশঃ

তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্র।

(টেলিগ্রাফ)

[পিতা ও প্রফুল্লবালা]

প্রফুল্লবালা—বাবা, ও পাড়াতে এত গোলমাল কেন? কান্নার শব্দও শুনা যাচ্চে। বোধ হয়, ঘোষালদের বাড়ীতে এই গোলমাল।

পিতা— তোমার সে কথা শুনে দরকার কি? বই নিয়ে এখানে এস।

প্রফু—না ,বাবা বলনা। আগে শুনি শেষে পড়্‌বো।

পিতা—রামরতন বাবুর মৃত্যুর খবর এসেছে।

প্রফু—সে কি বাবা! (ও!—ওদের কি উপায় হবে!) কবে মরেছেন?

পিতা—কাল।

প্রফু—রামরতন বাবুত অনেক দূরদেশে চাকুরী করেন। কালকের খবর কেমন করে আজ এল?

পিতা—তারে।

প্রফু—আহা, ছোট ছেলেপিলেদের এখন কি উপায় হবে! ওদের খাওয়া পরা কিরূপে চল্‌বে! বুড়ো দিদিমার ত সর্ব্বনাশ! ওদিগকে কে রক্ষা করবে!

পিতা—পরমেশ্বর।

প্রফু—শুনেছি, তিনি দয়াময়! এত ভালমানুষের উপরে তবে এমন বিপদ হয় কেন?

পিতা—মা, আমাদের মন কেবল এ সংসারের ভাবেই ডুবে আছে। সে জন্যই ঘটনার উপরের দিক্‌টা দেখেই তার গুণাগুণের বিচার করে থাকি। এ ঘটনার পশ্চাতে যে বিধাতার মঙ্গল

ইচ্ছা নাই, কে বল্‌বে? যাক্—এখন বই খোল। আজ কি পড়তে হবে?

প্রফু—আজ পড়তে শুনতে আর ইচ্ছা নেই। তবে একটা বিষয় বুঝ্‌তে একটু ইচ্ছা হচ্চে।

পিতা—কি বিষয় বল না?

প্রফু—তারে কিরূপে খবর আসে;—এত শীঘ্র কেমন করে আসে;—এ সম্বন্ধে যদি খুলে কিছু বল, তবে বুঝ্‌তে পারি। সে দিন একটা বই পড়্‌তে পড়্‌তে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বুঝ্‌তে পেরেছি, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বুঝ্‌তে পারি নাই।

পিতা—তবে তাহাই শুন। আমার কথা আরম্ভের পূর্ব্বে তোমাকে, "ব্যাটারি" বা তাড়িতাধার ও তাড়িত-চুম্বকের কথা কিছু বল্‌ব। তা না হলে, তুমি "টেলিগ্রাফ" বা তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

প্রফু—তবে তাহাই বল।
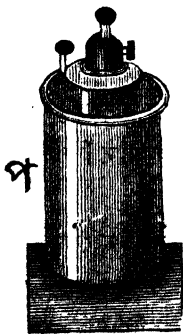
১ম চিত্র।

পিতা—এই পার্শ্বের ১ম চিত্রটী দেখ। ইহাকেই "ব্যাটারি" বা তাড়িতাধার বলে।

প্রফু — চিত্রটী দেখে ভাল, বুঝা গেলনা। কি কি জিনিষে ইহা তৈয়ারী তাহা পৃথক্ পৃথক করে দেখাও।

২য় চিত্র।
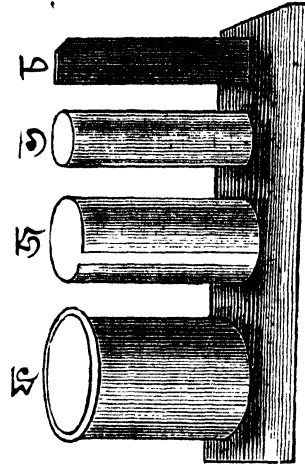
পিতা—তবে দ্বিতীয় চিত্রটী দেখ। 'ফ' একটী প্রস্তর বা কাচনির্ম্মিত পাত্র। ইহাতে গন্ধক দ্রাবক আছে। 'জ' একটী ফাঁকা ও মোটা নল। ইহা পারদ ও দস্তা এই দুটী ধাতুর মিশ্রণে তৈয়ারী হয়েছে। 'ভ' একটী অতি-ক্ষুদ্র-ছিদ্র-বিশিষ্ট মাটীর পাত্র। ইহাতে যবক্ষার দ্রাবক আছে। "চ" একটী অঙ্গারক ধাতু-দণ্ড। এখন বুঝ্‌তে পাল্লে, তাড়িতাধারের ভিতরে কি কি জিনিষ আছে?

প্রফু—বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি।

পিতা—এই চার প্রকারের জিনিষ গুলি ক্রমে ক্রমে একটীর ভিতরে অন্যটীকে রাখলে একটী পূর্ণ "তাড়িতাধার" হয়। এই দ্রাবক ও ধাতুগুলির পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতে দুই প্রকারের তাড়িত জন্মে। দস্তার উপরে যে তাড়িত জন্মে, তাহার নাম "নিগেটিভ্" বা বিয়োজক তাড়িত। আর অঙ্গারক ধাতুর উপরে

যাহা জন্মে, তাহার নাম "পজিটিভ্" বা সংযোজক তাড়িত। এখন আর্বার প্রথম চিত্রটী দেখ। দস্তা ও অঙ্গারকের সহিত একটী করে রেশমের সূতা বেষ্টিত তামার তার সংযুক্ত আছে। যদি এই তার দুটী যোগ ক'রে দেও, তবে "তাড়িতাধার" হ'তে তাড়িত স্রোত এসে এই তারের ভিতর দিয়ে চলতে থাকবে। ইহাদের ভিতর দিয়ে তাড়িত অন্তস্থানেও নেওয়া যেতে পারে। এই কথা গুলি ভাল ক'রে মনে রেখ; নতুবা টেলিগ্রাফের কিছুই বুঝ্তে পার্বে না।

প্রফু—এ গুলি এক রকম পরিষ্কার বুঝ্তে পেরেছি। এখন "তাড়িত-চুম্বকের" কথা বল।

পিতা—"চুম্বক কাহাকে বলে, তাহা জানত?

প্রফু—হাঁ, চুম্বক লৌহকে টানিয়া নিজের দিকে আন্তে পারে।

৩য় চিত্র।

পিতা—তৃতীয় চিত্রটী দেখ। "ক" সহজে বাঁকান যায়, এরূপ একটা লৌহ দণ্ড। ইহা একটা তামার তারে বেষ্টিত। যদি এই তারের "খ" ও "গ" প্রান্ত একটী তাড়িতাধারের দুইটী তারের সহিত যোগ ক'রে দেও, তবে সহজে বুঝা যাবে, এই তারের ভিতর দিয়াও তাড়িত চলতে থাকবে। আর এই লৌহ দণ্ডটাও চুম্বকের গুণ পাবে। ইহা প্রমাণের জন্য, যদি ইহার নিকটে একটী ছোট লৌহখণ্ড ধর, তবে দেখতে পাবে, এই লৌহদণ্ড ইহাকে সজোরে নিজের দিকে টান্ছে।

প্রফু—এই লৌহদণ্ডটা কি তবে একেবারে চিরদিনের জন্য চুম্বকের গুণ পাবে?

পিতা—না। যেমুহূর্ত্তে তাড়িতাধারের তারের সহিত ইহাদের যোগ ছাড়ায়ে দিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাড়িতের চলন বন্ধ হওয়াতে ইহার টান্বার শক্তিও চলে যাবে। মোট কথা, যতক্ষণ তাড়িত চলবে, ততক্ষণ ইহার এই গুণ থাকৃবে। যদি এক সেকেণ্ড এই যোগ রাখ, তবে এক সেকেণ্ড এই গুণ থাকৃবে। যদি দুই সেকেণ্ড রাখ, তবে দুই সেকেণ্ড থাকৃবে ইত্যাদি। এই কথা গুলি ভাল ক'রে মনে রাখ্বে।

প্রফু—তাড়িত চুম্বকের বিষয় বুঝেছি, এখন টেলিগ্রাফের বিষয়টা বুঝাও।

পিতা—কিরূপে উহা তোমাকে ভাল করে বুঝাই, তাই ভাব্ছি।

প্রফু—কেন, তুমি পূর্ব্বেই বলেছ, তাড়িতাধার ও তাড়িতচুম্বকের কথা ভাল ক'রে বুঝতে পাল্লে টেলিগ্রাফ্ বুঝা সোজা হবে?

পিতা—আজ কাল আফিসে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, উহা খুব জটিল। উহার সবটা কাগজে আঁকিয়া বুঝাবার চেষ্টা কল্লে, বোধ হয়, বুঝ্তে পার্বে না।

প্রফু—তবে মোটামুটি বুঝাও।

পিতা—তাই কর্ব্বো। এই যে চতুর্থ চিত্রটী দেখ্ছ, উহা দ্বারা মোটামুটি কথাটা বুঝ্তে পার্বে।

প্রফু—চিত্রটী দেখে বোধ হচ্ছে, বুঝা খুব সোজা হবে।

পিতা—আমার কথায় মনোযোগ কর। এই টেলিগ্রাফ্ বা তাড়িত-বার্ত্তা-বহ যন্ত্রের জন্য প্রধানতঃ তিনটী বিষয় আবশ্যক—

৪র্থ চিত্র।
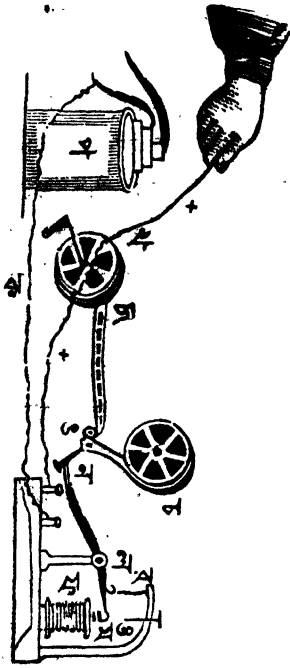
(১) মোটা ও দৃঢ় লোহার তার। এই তার গুটার আবরণে ঢাকা। ইহা দ্বারা দুটী দূরস্থান সংযুক্ত করা হয়। তুমি গতবারে কলিকাতা যাওয়ার সময়ে রাস্তাতে থামের উপরে যে তার দেখেছ, উহা এই তার। কলিকাতার টেলিগ্রাফ আফিস হ'তে এই তার অনেক দূর দূর সহরে চ'লে গেছে। এই তারের ভিতর দিয়াই তাড়িত যায়। পার্শ্বের চিত্রে "ক" ও "খ" চিহ্নিত যে দুটী তার দেখ্‌ছ, উহাই এই তার। (২) তাড়িত তৈয়ারি কর্‌বার জন্যে একটী তাড়িতাধার। এই চিত্রে "প" পাত্রটাই এই তাড়িতাধার। (৩) "তাড়িত-চুম্বক"। "ফ" এই তাড়িত-চুম্বক। এই তাড়িত-চুম্বকের উপরে যে তামার তার আছে, তাহার দুই প্রান্ত "ক" ও "খ" তারের সহিত ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংযুক্ত। এই কথাটা ঠিক্ করে মনে রেখ। চিত্রের দিকে ভাল করে তাকাও। "ম-ন" একটা লৌহদণ্ড। ইহার অগ্রভাগে "ম" এক খণ্ড কাঁচা লোহা সংযুক্ত আছে। এই দণ্ডটী "ল" স্থানে এরূপে বসান যে, অনায়াসে উঠিতে নামিতে পারে। "ন" স্থানে একটা ভাল সীস্ পেন্সিল বসান আছে। "র" একটা স্প্রিং। ইহা ঐ দণ্ডটাকে উপরে টেনে উঠাতে পারে, একেবারে অনেকদূর উঠে না যায়, এজন্য "ও" একটা স্ক্রু আছে। "চ" ও "ছ" দুইটা চক্র। খুব লম্বা এক খণ্ড পুরু ও শক্ত কাগজ "চ" চক্র হতে এসে "ঙ" স্থানটী বেষ্টন করে, "ছ" চক্রে যুক্ত হয়েছে। "ছ" চক্রটী ঘুরালে কাগজ খানি চলতে থাকে। এ গুলি এমন ভাবে রাখা হয়েছে যে, এই "ম-ন" দণ্ডের "ন" প্রান্তটা উপর দিকে উঠলে, অনায়াসে "ঙ" স্থানের কাগজে, লেগে দাগ বসাতে পারে। এখন এই

তাড়িতবার্ত্তাবহ-যন্ত্রের নির্ম্মাণ প্রণালীটা ভাল ক'রে বুঝতে পাল্লে ?

প্রফু—বেশ বুঝতে পেরেছি। এত সোজা আগে জানতেম না।

পিতা—এখন কিরূপে খবর পাঠান যায়, তা তোমাকে বুঝাচ্ছি। এ স্থানে আর একটী কথা তোমাকে বলে রাখি। ইংরাজী ভিন্ন অন্যভাষাতে তারে খবর পাঠান যায় না। যাক্, তুমি যখন ইংরাজী জাননা, তখন তুমি যেমন ক'রে বুঝতে পার, তেমন করেই বুঝাচ্ছি।

প্রফু—আহা, ইংরাজী না শিখে কি খারাপই করেছি! এমন ভাল বিষয়টাও ঠিক্ ভাবে বুঝতে পাল্লেম না! বাবা, এখন হতে তুমি আমাকে ইংরাজী পড়াও, ইংরাজী শিখ্‌লে না জানি আরও কত ভাল বিষয় জানতে পার্ত্তেম।

পিতা—আবার এই চিত্রটীর দিকে তাকাও। সহজ বুদ্ধিতে বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছ, কাগজের উপর যে পেন্সিলের দাগ বসে, তাহা হয় একটা শূন্য (০), না হয় একটা ক্ষুদ্র রেখা মাত্র (-)। যদি এক সেকেণ্ড পেন্সিলটা কাগজে লেগে থাকে, তবে একটা শূন্য (০), দুই বা ততোধিক সেকেণ্ড লেগে থাকলে একটা রেখা পড়ে। এই শূন্য এবং রেখার সংখ্যা, ও আগে পরে বসানর ক্রম অনুসারে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর তৈয়ারী করা যেতে পারে। এই রূপে তৈয়ারি অক্ষরই টেলিগ্রাফ আফিসে ব্যবহৃত হয়।

এখন মনে কর তোমাকে "মরণ" এই শব্দটা কলিকাতা হইতে ঢাকাতে পাঠাতে হবে। "মরণ" এই শব্দটীতে তিনটি অক্ষর আছে, যথা "ম" "র" ও "ণ"। এই তিনটীর স্থলে ক্রমে, (--) (-—-), (—-) এই তিনটী চিহ্নিত অক্ষর বসান যেতে পারে। এখন আবার পূর্ব্বের চিত্রটীর দিকে তাকাও। মনে কর "প" চিহ্নিত তাড়িতাধারটী কলিকাতার কোন টেলিগ্রাফ্ আফিসে আছে। আর এই তাড়িতচুম্বক প্রভৃতি সহ "ট-ঠ" টেবিলটী ঢাকার টেলিগ্রাফ্ আফিসে আছে। "ক-খ" তার দুটির "খ" তারটী কলিকাতার আফিসে টেলিগ্রাফ-মাষ্টারবাবু হাতে করে আছেন। যখন খবরটী পাঠাতে হবে, তখন মাষ্টার বাবু তাড়িতাধারের অঙ্গারক দণ্ডটীর সঙ্গে যে তারটী সংযুক্ত আছে, তাহাতে নিজের হাতের তারটী যোগ ক'রে দুই সেকণ্ড রাখ্‌লেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে তোমাকে যাহা বুঝায়েছি, তাতে বোধ হয়, বুঝতে পাচ্ছ, তারটী যোগ করা মাত্রই তাড়িত প্রবাহ তাড়িতাধার হতে ঐ তারের ভিতর দিয়া ঢাকার আফিসের তাড়িত-চুম্বকের উপরের তারে চল্‌তে লাগ্‌লো। তাহাতে উহা চুম্বকের গুণ পেয়ে, নিকটবর্ত্তী "ম" লৌহখণ্ডকে জোরে টেনে নিজের দিকে আন্‌লো। উহাতে "ম-ন" লৌহ দণ্ডটীর "ন" প্রান্ত উপরে উঠাতে, পেন্সিলটী কাগজে লাগ্‌লো। কাগজের গায়ে একটী ক্ষুদ্র রেখা (—) বসে গেল। আবার মাষ্টার বাবু তারের যোগটী খুলে এক

সেকেণ্ড অপেক্ষা কল্লেন। ইহাতে তাড়িত প্রবাহ থেমে যাওয়াতে, তাড়িত-চুম্বকের টান্‌বার শক্তিও চলে গেল। সুতরাং "ম" প্রান্তটীকে "র" স্প্রিং উপরে টেনে উঠালো, কাজেই পেন্সিলটী ও নীচে নেবে আস্‌লো। আবার মাষ্টার বাবু পূর্ব্ববৎ কাজ কল্লেন,ইহাতে কাগজে আর একটী রেখা (—) বসে গেল। এইরূপ ক্রমে ক্রমে দুটী রেখা বসে যাওয়াতে, ঢাকার মাষ্টার বাবু "ম" অক্ষরটী বুঝে নিলেন। এই প্রক্রিয়াতে "র" ও "ণ" পাঠান গেল। ঢাকার মাষ্টার বাবুও "মরণ" শব্দটী বুঝে নিলেন।

প্রফু—(উচ্চহাস্যে) বাহবা ! ! কেমন আমোদজনক ! বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। বাবা এ বিষয়ে আরও কিছু বল, যত শুনি, ততই শুন্তে ইচ্ছে হচ্ছে।

পিতা—না, মা, আজ আর অধিক বল্‌তে পার্‌বো না, আমার দরকার আছে। ঐ ঘোষালদের বাড়ী যেতে হবে। আর দুই একটী প্রয়োজনীয় কথা বলে, শেষ কর্ব্বো।

প্রফু—যত পার, তত বল। এমন সুন্দর বিষয় আগে কেন আমাকে বুঝাও নাই ?

পিতা—এখন মনোযোগ কর। প্রত্যেক অক্ষরটী পাঠান শেষ হলেই, মাষ্টার বাবুকে দুই তিন সেকণ্ড থেমে থাক্‌তে হয় ; কারণ কাগজে যে দাগ বসে, তাহাতে অক্ষরটী পরিষ্কার করে বুঝাবার জন্যে, প্রতি দুইটী অক্ষরের মধ্যে ফাঁক রাখ্‌তে হয়। নতুবা অক্ষরগুলি কেবল চিহ্নের সমষ্টি ব'লে গোল হোয়ে যেতে পারে। আর, দাগ বস্‌তে আরম্ভ কল্লে, ঢাকার মাষ্টার বাবু "ছ" চক্রটীকে ঘুরাতে থাকেন, ইহাতে কাগজ চলাতে ক্রমে দাগ বস্‌বার সুবিধা হয়। আজ এই পর্য্যন্ত।

প্রফু—যিনি এই যন্ত্রটী করেছেন, তাঁকে ধন্যবাদ। তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। তাঁকে কোটি কোটি নমস্কার !

পিতা—মা, মানুষ কিছুই নূতন তৈয়ারি কর্ত্তে পারে না। মানুষ বিধাতারই সৃষ্ট জিনিষ নিয়ে, মিলায়ে মিশায়ে একটা কিছু করে নেয়। তাঁহারই শক্তি এই জিনিষ গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য্য ক'রে এই অদ্ভুত ক্রিয়া কচ্ছে। মা, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই ভক্তিভরে নমস্কার কর। বল,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"

বাঙ্গালা প্রবচন।

মা।

১। মা গুণে ঝি, বাপ গুণে পো।

২। মা নয় যে তাড়ুয়ে দেব,
বাপ নয় যে ভাত দেব না,
পরের মেয়ে রাখি কোথায় ?

৩। মা পায় না কাঁথা সেলাই
করিবার সুত,
বেটার পায়ে দেখ গিয়ে
চৌদ্দ সিকার জুত।

৪। মা পোঁটা চুরুনী (খায় ভাড়া ভেনে)
ছেলের নাম চন্দন বিলাস।

৫। মা ম'লে বাবা তালুই,
ছেলে হয় বোনের বাউই।

৬। মা বলেছেন মাথা ধরেছে।

৭। মা বিউলো না, বিউলো মাসী,
ঝাল খেয়ে মরে পাড়া পড়সী।

৮। মাকড় মারলে ধোকড় হয়।

৯। মাকাল ফল।

১০। মাগো ভবানী, আপনায় আপনি।

১১। মাঙনার উপর টাক্‌না।

১২। মাভুত্তড়ের স্ত্রী শুধু ভাত খায় না।

১৩। মাছ ধর্‌তে গেলে গায়ে কাদা লাগে।

১৪। মাছধুইলে মিটে, মাংস ধুইলে সিটে।

১৫। মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে,
শান্ত করে বকে।
বেঙের শোকে সাঁতার পাণি
হেরি সাপের চোকে।

১৬। মাছের মার পুত্রশোক।

১৭। মাজ ঘস কর ক্ষয়,
কাল কি কখন গোর হয়?

১৮। মাটীর গুণ।

১৯। মাঠে মারা যায়।

২০। মাঠে ধান, ভাত চড়াও।

২১। [মাতঙ্গ] পড়িলে দয়ে,
পতঙ্গে প্রহার করে।

২২। মাতার সমান নাহি শরীর পোষিকা,
ভার্য্যার সমান নাই শরীর তোষিকা,
বিদ্যার সমান নাই শরীর ভূষিকা,
চিন্তার সমান নাই শরীর শোষিকা।

২৩। মাতা শত্রু পিতা বৈরী
যেন বালঃ ন পাঠিতঃ।

২৪। মাতৃ দোষে শিশু নষ্ট।

২৫। মাথা নাই তার মাথা ব্যাথা।

২৬। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা।

২৭। মাথার ঘায় কুকুর পাগল।

২৮। মানুস বড় হালদার ঠাকুর।

২৯। মানুষ বড় মান,
তার ছেঁড়া ছুটো কান।

৩০। মানের গোড়ায় ছাই।

৩১। মামার ভাতে বেগুণ পোড়া।

৩২। মামার ক্ষেতে বিউলো গাই,
সেই সম্পর্কে মামাতো ভাই।

৩৩। মামার শালা পিসের ভাই,
তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।

৩৪। মায়ে মারা বাপে খেদান।

৩৪। মায়ের পেটে ভাত নাইকো,
বৌয়ের চন্দ্রহার।

৩৬। মার গলায় দিয়ে দড়ী,
বৌকে পরায় ঢাকাই সাড়ী।

৩৭। মার চেয়ে দরদী যে,
তারে বলি ডাইন।

৩৮। মার পেটের ভাই,
কোথায় গেলে পাই?

৩৯। মা লক্ষ্মী ঘরে এস,
অলক্ষ্মী দূর হও।

পণ্যদ্রব্যের মূল্য।

সচরাচর ব্যবহারোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরই আদর হইয়া থাকে। আবশ্যকতা ও উপযোগিতার তারতম্য হেতু সামগ্রীর মূল্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যবহারোপযোগী বসন-ভূষণ ও জীবন-সম্বল শস্যাদির মূল্য যত কেন অধিক হউক না, "সখের" সামগ্রীর মূল্যের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। বিনিময়ের সুবিধা না থাকিলে স্বর্ণ-রৌপ্যের মূল্য কি? মুক্তা শুক্তি-জাত ব্রণ মাত্র। হীরক মৃদঙ্গারের বিকার বা সামান্য উপল খণ্ড এবং অন্যান্য মণি ও মৃত্তিকা ও ধাতুবিশেষের সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক বিকার মাত্র। হীরক সর্ব্বাপেক্ষা অপদার্থ, উজ্জ্বলতা ব্যতীত ইহার অপর কোনও দ্রষ্টব্য গুণ আছে কি না বলা যায় না; তথাপি ইহার মূল্য এত অধিক যে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। একটী কুকুর ৫ হাজার টাকায়, একটী ঘোটক ১০ হাজার টাকায়, একখানি ছবি লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইবার কথা শুনিয়াছি, তথাপি এগুলি কেবল "সখের" দ্রব্য নহে, আংশিক ব্যবহারেও আসিতে পারে। কিন্তু "বিশুদ্ধ সখের" সামগ্রীর জন্য প্রভূত অর্থব্যয়ের উদ্দেশ্য সহজে বোধগম্য হয় না।

কবিবর সেক্সপিয়ারের বাটীর বৃক্ষের কাষ্ঠ টুকরা টুকরা করিয়া অনেক দামে বিক্রীত হয়। তিনি যে কেদেরায় বসিতেন, তাহা নূতন নূতন রূপ পরিবর্ত্ত করিয়া কত হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছে! ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সর আইজাক্ নিউটনের একটী দন্ত ৭৩০সাত শত ত্রিশ পাউণ্ডে (প্রায় দেড় হাজার টাকা) বিক্রয় হইয়াছিল। ক্রেতা একজন সম্ভ্রান্ত ধনী, নতুবা এরূপ "খেয়াল" হইবে কেন? তিনি দন্তটিকে অঙ্গুরীয়ের উপর বসাইয়া অঙ্গুলিতে ধারণ করিতেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট "আইলা" যুদ্ধে একটী টুপী পরিয়াছিলেন, সেই টুপীটী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে পারিসে ১৯০০ ফ্রাঙ্কে বিক্রয় হইয়াছিল। পরিশেষে ইহা ৫০০ ফ্রাঙ্কে আবার বিক্রয় হয়। শেষোক্ত বিক্রয়ের দিবসে ৩২ জন ক্রেতা একবারে উক্ত মূল্য ডাকিয়া উঠে। প্রসিদ্ধ ষ্টার্ণের একটী পরচুলা লণ্ডন নগরে প্রকাশ্য নিলামে দুই শত গিনিতে (প্রায় ৩ হাজার টাকা) বিক্রয় হয়। ইংরাজ-রাজ প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড হয়। তিনি মৃত্যুসময়ে ফাঁসী কাষ্ঠে উঠিয়া যে প্রার্থনা পুস্তক খানি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে খানি খৃষ্টাব্দ ১৮২০ সালে এক শত গিনিতে (প্রায় দেড়হাজার টাকায়) বিক্রয় হইয়াছিল।

নূতন সংবাদ।

১। হরিদ্বারের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বলরামপুরের মহারাণী ২০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

২। মহারাণী বিক্টোরিয়ার বয়স ৭৪ বৎসর হইল। ইহার নিদর্শন-স্বরূপ তিনি টাকশালে নূতন টাকা মুদ্রিত করাইয়া গত ৩০এ এপ্রেল ৭৪ জন ভিখারীও ৭৪ জন ভিখারিণীকে বিতরণ করিয়াছেন।

৩। এ বৎসরের বি, এ, পরীক্ষায় বেথুন কলেজ হইতে শশিবালা বন্দ্যো, এলেন চন্দ্র ও সুরবালা ঘোষ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সরলা সেন ১ম ও প্রমদা দেব ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বামা-রচনা।

বসন্ত-সুহৃদ।

জগতে এসেছ যদি
দিন কত যাও থেকে,
জুড়াব দগধ চিত
অই হাসি-মুখ দেখে। ১

পাগল বিভল হিয়া
হেরি ও মধুর হাসি,
পোরে না মনের আশা
যত দেখি সুখে ভাসি ! ২

মন জানে প্রাণ জানে
জানেন অন্তরযামী—
—তুমি তো জান না ভাই !
কত ভাল বাসি আমি ! ৩

দেহের সন্তাপ জ্বালা
মরমের "হায় হায়"
অই মুখ চেয়ে চেয়ে
ভুলে গেছি সমুদায় ! ৪

তোমারি মলয়া বা'য়
পেয়েছি নবীন প্রাণ,
গড়িছে ভগন হৃদি
তোমারি বিহগ-তান ! ৫

তুমিই নবীন ভাবে
ভরিছ আমার ধরা,
মরম মরম-তলে
কি যেন অমিয়া ভরা ! ৬

তোমার ত্রিদিব স্নেহে
জাগে নিতি সুপ্ত আশা,
কেমন দেবত্ব তব,
বলিতে মিলে না ভাষা ! ৭

মনে সাধ হয় তাই,
চির দিন ধরে রাখি,
ও মুখে নয়ন রেখে
নিমেষ ভুলিয়া থাকি ! ৮

আমার মাথার কিরে
দিন কত থেকে যাও,
এমনি নীরস হিয়ে
সরস করিয়া দাও ! ৯

অথবা—
মিছে মোর সাধাসাধি
মিছে বুঝি ডাকাডাকি,
অমরপুরের তুমি
মরদেশে রবে নাকি ? ১০

বাতাসে আতর দিতে,
সাজাতে ফুলের মেলা,
তোমারে নন্দনবনে
ডাকে বুঝি দিক্‌বালা ? ১১

সেথাও রয়েছে সবে
শীতের কুহেলি মেখে;
জাগিয়া উঠিবে পুনঃ
ও অমিয়া হাসি দেখে ? ১২

—তবে কি বলিব মিছে
এস গিয়ে, সুখে থেক ;
গরিবের ভাল বাসা,
ভাল বেসে মনে রেখ। ১৩

বাহিরে আসিবে গ্রীষ্ম
তপনে তাপিবে ভূমি,
ভিতরে জাগিও মোর,
সোণার বসন্ত ! তুমি। ১৪

এমনি মলয়া ব'বে,
এমনি ফুটিবে ফুল,
উথলিবে শ্যাম ছটা,
গাহিবে পাপিয়া কুল ! ১৫

প্রীতির জগৎ ভরা
অনন্ত বসন্ত রবে,
অমর এ মর প্রাণ,
সে আমার কবে হবে ? ১৬

শ্রীপ্রিয়-প্রসন্ন-রচয়িত্রী।

শোকার্ত্তা অবলার খেদ।

ভুবন হইয়া হারা ভুবনেতে বাস।
এ ভুবনে আর কিছু নাহি অভিলাষ ॥
হায় হায় কোথা গেলে পাইব ভুবন।
ভুবন আমার ছিল জীবনের ধন ॥
রূপে গুণে ধনে মানে কে আছে তেমন।
নিদারুণ বিধি হরে নিল সে রতন ॥
আশীর্ব্বাদ করি আর ফেটে যায় প্রাণ।
সেইরূপ ধ্যান যোগে হয় অধিষ্ঠান ॥
প্রাণের ভুবন সে যে প্রাণের ভুবন।*
ভুবন বিহনে আমি রেখেছি জীবন ॥
সোনার ভুবন সে যে সোনার ভুবন।
ভুবন বিহনে আমি হতেছি দাহন ॥১
হালিসহরেতে গেলে দেখিতে পাব না।
সত্য নহে এই কথা কানে শুনিব না ॥
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল পতন।
ধরায় পড়িল দেহ হয়ে অচেতন ॥
নিদারুণ কথা শুনাইলা যেই জন।
পাষাণে গঠিত বুঝি তাহার জীবন ॥
ঘিয়ে ভেজে কেন নাহি রাখিল সে দেহ।
প্রাণ ভরে দেখিতাম করিতাম স্নেহ ॥২
কাঁদি আর ভাবি পাছে অমঙ্গল হয়।
চক্ষু নাহি শোনে কথা বারিধারা বয় ॥
বুকে পিঠে দুটী বস্ত ছিল সর্ব্বক্ষণ।
পিঠভেঙ্গে নিয়ে গেল দুরন্ত শমন ॥
সমুদ্রের মাঝে ছিল বিদ্যার জাহাজ।
পীড়া ঘুণ ধরে তায় নষ্ট করে মাজ ॥
কোন রূপে যোড়া দিয়ে রেখেছিল ঘরে।
কাল দূত গোপনেতে নিল চুরি করে ॥৩
চোরের কে সাজা দেবে ভাবিয়ে না পাই।
জগদীশ তব কোটে বিচার কি নাই ॥
প্রাণ মন জ্বলে গেল বলি আমি কারে।
ওহে নাথ দেখা দেহ জানাই তোমারে ॥
সর্ব্বাঙ্গ উঠিছে পুড়ে কেবা দেবে জল।
উঠিতে পারিনে দেহ হইল দুর্ব্বল ॥

ভুলিবার চেষ্টা করি ভোলে না যে মন।
ভুবন যে করিতেছে প্রাণ আকর্ষণ ॥৪
যে যাতনা পাইতেছি কি জানিবে পরে।
যখন না জানিলেন সেই পরাৎপরে ॥
পিঠি পিঠি দুই জন ছোট সে আমার।
তবে কেন আগে গেল একি অবিচার ॥
যোড় ভেঙ্গে নিয়ে গেল কোন্ দুরাচার।
শাপ দিলে শাপ ফিরে লাগে না তাহার ॥
ছয় মাস দেখি নাই মরি সেই খেদে।
দিবা নিশি প্রাণ মন উঠিতেছে কেঁদে ॥৫
যমেরে পাইলে দেখা জিজ্ঞাসি তাহায়।
আমার সে ভুবনেরে রেখেছে কোথায় ॥
কেবা তার মাথা খোঁটে ঘুমিবার আগে।
বিজন করিতে তার কেবা রাত্রি জাগে ॥
কত হিম লাগিতেছে ভুবনের গায়।
কত জল লাগিতেছে সে সোনার পায় ॥
রাগে দুঃখে খেদে আমি করি হায় হায়।৬
কেন নাহি ভুবনেরে দেখালে আমায় ॥
কখন না ছাড়িতাম রাখিতাম ধরে।
জোর করিতাম আমি যমের উপরে ॥
কে গলালে সেই দেহ ধন্য সেই জন।
একে বারে গেল গলে মাখন যেমন ॥
এজনমে আর নাহি পাইব ভুবন।
ভেবে দেহ ক্ষীণ হল ঝরে দুনয়ন ॥
এক সঙ্গে বেড়াতাম মার পিট কত।
করিতাম এক সঙ্গে গল্প অবিরত ॥৭
আমার হইলে পীড়া তার পীড়া হ'ত।
তার পীড়া শুনে কানে আমি শয্যাগত ॥
তবে কেন একা গেল ফেলিয়া আমায়।
কখন সে যায় নাই আছে গো কোথায় ॥
ভুবন যে ছিল আমার নয়নের তারা।
তারা হারা হয়ে আর নাহি দেখি তারা ॥
কেমনে ভুলিব আমি সে যে ছোট ভাই।
ওরে রে মরণ তোর মরণ কি নাই ॥৮

(ক্রমশঃ)

* প্রথম স্তবকের শেষ ২ লাইন প্রত্যেক স্তবকের শেষে পড়িতে হইবে।

৷

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪১ সংখ্যা।	জ্যৈষ্ঠ—১৩০০—জুন ১৮৯৩।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুবরাজের বিবাহ সম্বন্ধ— বর্ত্তমান যুবরাজ প্রিন্স জর্জ ডিউক অব ইয়র্কের টেক রাজকুমারী প্রিন্সেস মেরে সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। শুভ বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক, ঈশ্বরের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

লোকসংখ্যা গণনা—১৮৯১ সালের গণনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৮১ সালে বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ছিল, ১৮৯১ সালে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ হইয়াছে অর্থাৎ ১০ বৎসরে ৫০ লক্ষ লোক অথবা শতকরা ৭.৪ বৃদ্ধি হইয়াছে। হিন্দু শতকরা ৫, মুসলমান প্রায় ১০, বৌদ্ধ ২৬, এবং খৃষ্টান ৫০ বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়—এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩০ জন বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ১ম বিভাগে ১৬, দ্বিতীয়ে ৮, ও তৃতীয়ে ৬ জন।

এফ,এ, পরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে উত্তীর্ণাদিগের নাম :—

বেথুন কলেজ—	বার্থা ডি মেলো	২য়
	ফ্রান্সিস্ক ডি সাউজা	৩য়
	পরোজমালা প্রামাণিক	,,
	প্রভাবতী রায়	,,
	প্রেমকুসুম সেন	,,
লোরেটো—	আলিস কাণ্টওয়েল	,,
	আইডা ডিক্রুজ	,,
লামার্টিনিয়ার—	এমি ই ওয়াইট	২য়
নাইনিতাল বা, বি—	কেট ই সাউদন	,,
প্রাইবেট—	এমিলি ক্রেয়ায় হানা	১ম

মূক ও বধিরদিগের শিক্ষা— সিটী কলেজে এই দুর্ভাগ্যদিগের শিক্ষার জন্য একটী শ্রেণী খুলিয়াছে এবং যে ছাত্রেরা ভর্ত্তি হইয়াছে, অল্পদিন মধ্যে

তাহাদের বেশ উন্নতি হইতেছে। তাহাদিগকে ছবি আঁকা, লেখা পড়া ও কথা কহা শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্ত্রী মাতাল—গত বৎসর ডবলিন সহরে ১৫০০০ মাতাল ধৃত হয়, তন্মধ্যে ৫০০০ স্ত্রীলোক! ভগবান্ এ বিলাতী রোগ হইতে এদেশকে রক্ষা করুন্।

চিকাগো প্রদর্শনী—গত ১লা মে প্রেসিডেন্ট ক্লিবল্যাণ্ড মহাসমারোহে এই বিশ্বপ্রদর্শনী খুলিয়াছেন। প্রারম্ভিক বক্তৃতার পর যেমন তিনি একটী বোদাম টিপিয়াছেন, অমনি চারিদিকে কল ঘুরিতে ও ফোয়ারা হইতে জল উঠিতে লাগিল, অমনি চারিদিকে তোপধ্বনি, ঘণ্টানাদ ও সমাগত লোকদিগের মহানন্দরোলে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল।

স্ত্রী দৈত্য ও বামন—অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সটাউন হইতে দুইটী অদ্ভুত স্ত্রীলোক চিকাগো প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইতে যাইতেছেন—একটী উচ্চে ৫॥০ হাত ও তাহার শরীরের ওজন ৩॥ মণ, বয়স ১৬ বৎসর মাত্র; আর একটী উচ্চে ২ হাত, তাহার শরীরের ওজন ১৫ সের, বয়স ২১ বৎসর।

গ্রীকরমণী—কোনও ইংরাজ সম্প্রতি গ্রীশ দেশ দর্শন করিয়া তত্রত্য রাস্তা ঘাটে স্ত্রীলোকদিগকে না দেখিয়া তাহাদিগকে "অসভ্য" অবস্থাপন্ন বলিয়াছেন। আরও বলেন ব্যায়াম ও মুক্ত বায়ুসেবন অভাবে ইহারা সচরাচর স্থূলকায় হইয়া থাকে, কিন্তু তুরুস্কদিগের ন্যায় গ্রীকেরাও এইরূপ স্ত্রীলোককেই অধিক সুন্দরী বোধ করে। সুন্দরী গ্রীক রমণীর চিত্র এইরূপঃ—"খর্ব্বাকৃতি, স্থূল ও বলিষ্ঠা, মুখকান্তি কোমল ও পাণ্ডুবর্ণ, কৃষ্ণকেশ, সুন্দর চক্ষু, সুগঠিত মুখমণ্ডল।" পল্লীগ্রামস্থ গ্রীকনারীগণ মুক্তভাবে বাহিরে বিচরণ করে ও নানাপ্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্য করে। তবে অপরিচিত লোক দেখিলে তাহারা বস্ত্রে মুখ আবৃত করে।

আদর্শ হিন্দুরমণী।

স্ত্রীশিক্ষার প্রথমাবস্থায় যে সকল বাধা বিপত্তি ঘটিয়াছিল, ক্রমশঃ তাহার তিরোধান হইয়াছে। এখন ক্রমে ক্রমে ইহার সুফল ফলিতেছে দেখিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিতেছি। আজি তাহারই একটী দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি স্কুলের পণ্ডিত। মুক্তকেশী নামে তাহার এক কন্যা জন্মে। বি, এ, উপাধিধারী বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী নামক এক যুবকের সঙ্গে তাঁহার পরিণয় হইয়াছিল। সেই মুক্তকেশী দেবীর এক শত চল্লিশ পৃষ্ঠা পরিমিত এক জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি

পাঠ করিলে "মুক্তকেশী" দেবী হইয়া মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বোধ হয়। দুঃখের বিষয় মুকুল সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে কালদশনে চর্ব্বিত হইয়াছে, ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মুক্তকেশী—শিক্ষিতা, বিনীতা, অশেসগুণে গুণবতী, বিদ্যাবতী, ও পতিব্রতা সতী। যিনি রীতিমত সুশিক্ষিতা হইয়াও, রন্ধনাদি হইতে আরম্ভ করিয়া তাবৎ গৃহস্থালীর কার্য্যে—গুরূপদেশ প্রতিপালনে—ভ্রাতৃস্নেহে—পিতৃ-মাতৃ ভক্তিতে—স্বামি-শুশ্রূষা ইত্যাদি বিষয়ে কখনই পরাঙ্মুখ হইতেন না; নম্রতা, শিক্ষাসক্তি, শ্রমানুরাগ, নারীর ভূষণ স্বরূপ লজ্জাশীলতা,—যাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ;—যিনি রীতিমত যথার্থ হিন্দুভাবে শিক্ষিতা ও উন্নতায় জড়িত;—সেই দেবীর জীবনী ক্ষুদ্র হইলেও কেনই না বর্ত্তমান কালের কামিনী-কুলের অনুকরণীয় হইবে? হিন্দু-রমণীগণ তাঁহাকে আদর্শ-স্থলে গ্রহণ করিয়া শিক্ষাপথের পথিকা হইলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

১২৭৮ সালের ২০শে চৈত্র মুক্তকেশী ভূমিষ্ঠা হন। যখন তাঁহার সাত বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতামহীর মৃত্যু হইলে তিনি পিতার স্নেহ-যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন; কেননা, তখন তাঁহার মাতার আর একটী সন্তান জন্মে। এই অবসরে পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা কবিতা শিখাইতেন। ইহাতেই শিক্ষার প্রথম সুযোগ ঘটে। পিতৃদেবের সঙ্গে মুক্তকেশী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে গতিবিধি করিতে আরম্ভ করিলেন। একাদশ বর্ষ বয়সে (১২৮৯ সালে) প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর তিন টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পান। আসাম বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের তত্বাবধায়ক উইলসন্ ও নক্সওয়াইট্ সাহেব ঐ বালিকার বিদ্যাবত্তার ভূয়সী সুখ্যাতি করেন। এই বয়সেই বঙ্গ-সাহিত্যশাস্ত্রে মুক্তকেশীর বোধাধিকার জন্মিয়াছিল। এই বয়সেই তিনি সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ধাতু ভিন্ন প্রায় সকল অংশই পাঠ করিয়া ফেলেন। কেবল বিদ্যা-শিক্ষায় কেন—স্বভাব-চরিত্রেও তিনি স্বশ্রেণীর গণনীয়া। কেহ কখনও তাঁহাকে কলহ করিতে দেখেন নাই। স্বভাব গুণে তিনি প্রাচীনা পুরন্ধ্রীগণেরও সম্মান-ভাজন হইয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তিনি মহাভারত ও রামায়ণ পাঠে অনুরাগিণী ছিলেন। প্রাইমারি পরীক্ষায় প্রাপ্ত বৃত্তির নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইয়া গেলে, তিনি বাড়ীতে থাকিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ বর্ষে মুক্তকেশীর বিবাহ হয়। যে বরের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হয়, তিনি পুঁটীয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর প্রতিপালিত। সুতরাং কৃতজ্ঞতা-পরায়ণ সেই পাত্র, পালনকর্ত্রীর আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে

কন্যাদাতা অধীর হইয়া পাত্রান্তরের অনুসন্ধানোদ্যত হন। কন্যা দময়ন্তীর ন্যায় মনে মনে সেই পাত্রকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। বরণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ভাবী স্বামীর বিদ্যা ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার গুণের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। শিলচরের ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনর নক্‌স ওয়াইট সাহেব, বিবাহ-সময়ে এইরূপ পত্র লেখেন, "আমি বিদ্যালয়ে আপনার তনয়াকে সন্দর্শন করিয়াছিলাম। বালিকা মৎপ্রদত্ত প্রশ্নের যে সদুত্তর করিয়াছিল, তাহাতে সে আপন অপেক্ষা অধিক-বয়স্ক বালক হইতেও বুদ্ধি-অংশে যে উৎকৃষ্ট, তাহার পরিচয় পাইয়াছি।'

মুক্তকেশীর জীবনচরিতে তাঁহার "প্রাণেশ্বর" শরচ্চন্দ্রের বিষয় কিছু না বলিলে, এই জীবনী অসম্পূর্ণ হইবে আর আমাদেরও কর্ত্তব্য বাকী থাকিবে, তাই কিছু লিখিতেছি। তিনি প্রথমতঃ বিবাহ করিবেন না, স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপরে তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইবার নিমিত্ত অনেকগুলি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, তিনি পুস্তক পড়িয়া সিদ্ধান্ত করেন, অপরিণীত পুরুষ অপূর্ণ। তিনি এক জন গৃহী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি মুক্তকেশীর পাণি গ্রহণের পর শ্বশুরকে লেখেন,—

"এখন আমার প্রধান ব্রত শ্রীমতীর শিক্ষা সমাপ্তি। আপনি এ যাবৎ তাঁহার শিক্ষার জন্য যে যত্ন করিয়াছেন, আমার দোষে আপনার সে যত্ন বিফল না হয়, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। বাঙ্গালার বালিকা অল্প বয়সে বিবাহিত হইয়া গৃহিণী ও সন্তানবতী হয়, এজন্য তাহার শিক্ষা হইতে পারে না। আধুনিক সংস্কারকেরা এই যুক্তি দেখাইয়া কন্যাদিগকে ২০।২২ বৎসর পর্য্যন্ত কুমারী রাখিতেছেন। আমার ইচ্ছা, হিন্দু-সমাজের প্রচলিত নিয়মে বিবাহ সম্পন্ন হইলেও, ইচ্ছা থাকিলে স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অথচ সে শিক্ষা রমণী-জীবনের একান্ত উপযোগিনী, এই সত্যটী শ্রীমতীর জীবনে সপ্রমাণ করা।"

সৌভাগ্যের বিষয়, এই আশা সফল হইয়াছিল। যে বরের সঙ্গে মুক্তকেশীর বিবাহের প্রসঙ্গ হয়, তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুরা "জ্ঞানপিপাসু সন্ন্যাসী" বলিয়া জানিতেন। তিনি অতি উচ্চ ধাতুর লোক। কৃতজ্ঞতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, ধর্ম্মানুরাগ, বিদ্যোৎসাহিতা, বিদ্যাবত্তা, সদ্বিবেচনা এই সকল প্রশংসনীয় ও বাঞ্ছনীয় গুণ তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে ছিল। মুক্তকেশীর বিয়োগের পর তিনি আর দ্বিতীয়বার বিবাহ না করিয়া এক মহৎকার্য্য করিয়াছেন। অনেকে ভাবিবেন, এ আবার মহৎকার্য্য কিসে হইল? পত্নীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি একাহারী হবিষ্যান্নভোজী হইয়াছেন!

এদেশে কন্যাদের প্রতি পিতামাতার কিরূপ যত্ন, আর পুত্রদের প্রতিই বা কিরূপ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এই বালিকা সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ ছিল না। বিবাহের পর মুক্তকেশী, পতিসঙ্গিনী হইলে তাঁহার জননী দেবীর কি প্রকার কষ্ট হইয়াছিল, তাহার পরি-

চয় পাওয়া যায়। মুক্তকেশীর, স্বর্ণপ্রভা নামে এক ভগিনী ছিল। সে দিদী মুক্তকেশীকে মাতার শোকের বিষয় লিখিয়াছিল, তদুত্তরে মুক্তকেশী কি লিখিতেছেন, দেখুন—

"স্নেহের স্বর্ণ! মা যাহাতে না কাঁদেন, তোমরা সর্ব্বদা এই চেষ্টা করিও। তোমরা তিন জনে কি মার মন হইতে আমার দুঃখ দূর করিতে পার নাই?"

কিছু দিন পরে তিনি শ্রীহট্ট সম্মিলনীর সপ্তম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রচনায় ও হস্তলিপিতে পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। পুরস্কার ও বৃত্তিতে সর্ব্বসমেত ৪২৲ টাকা পাইয়াছিলেন। অতঃপর ভট্টিকাব্যের দুই সর্গ ও মুগ্ধবোধের অবশিষ্ট পাঠ করেন। এই সময়ে "পুরাণ" শাস্ত্র পরীক্ষায় প্রস্তুত করিবার জন্য মুক্তকেশীর ভর্ত্তা শরচ্চন্দ্র বাবু বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তদর্থে তিনি কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে পত্র লিখিলে তদুত্তরে ন্যায়রত্ন মহাশয় লেখেন,—

"সবিনয় নিবেদন।—

"মহাশয়ের পত্র পাইলাম। আপনার সহধর্ম্মিণী পুরাণ পরীক্ষা দিতে উদ্যতা হইয়াছেন, ইহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি আর্য্য মহিলাগণের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়। বিশেষতঃ এরূপ শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষারও অনুযায়িনী নহে। তবে পরীক্ষার নিয়ম কলিকাতায় আসিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। তিনি লজ্জাশীলা, সুতরাং আমি তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে পারি অর্থাৎ তিনি আমার বাড়ীতে আমার পরিবারের মধ্যে থাকিয়া পরীক্ষা দিতে পারিবেন। তাঁহার জন্য স্ত্রী-গার্ড নিযুক্ত করা যাইবে। ইহা আমি ডিরেক্টর সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়াই লিখিলাম। ইতি।

বশম্বদ—

শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা।"

এই পত্রে ব্যক্ত হইল, সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা দিবার জন্য মুক্তকেশীর স্বামীর কেমন চেষ্টা ছিল। পুরাণ পরীক্ষার জন্য মুক্তকেশী প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবত ও রামায়ণ পড়িতে থাকেন। এস্থলে তাঁহার পাঠের নিয়ম দেখান আবশ্যক মনে করিতেছি। যথা,—

মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার—ভাগবত, রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ।

বুধ, শুক্র—ভাগবত, মহাভারত, চণ্ডী।

শনি—অনুবাদ, সংস্কৃত রচনা ও পরীক্ষাদান।

আর এক খানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। তাহাতে তাঁহার পত্ররচনার ও হৃদ্গত ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। সে পত্র খানি এই,—

"হৃদয়েশ্বর। আজ বাবা বলিতেছেন, তিনি আমাদিগকে বাড়ীতে রাখিয়া একা কাছাড় যাইবেন। টাকা পয়সা হাতে কিছুই নাই, লোকের কাছে ধার পাইবারও সম্ভাবনা নাই। অথচ এখন আমাদিগকে লইয়া যাইতে হইলে ১০৭৲ টাকার নিতান্ত প্রয়োজন। এই জন্য তিনি আমাদিগকে বাড়ীতে রাখিয়া যাওয়াই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ পরামর্শ

শুনিয়া আমার মন যে কেমন হইয়াছে, তাহা আর কি লিখিব? আমার মন এদিকে প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাতে পড়া শুনা কখনই ছাড়িব না। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া ঘটিয়া উঠিবে কিনা তাহাই সন্দেহস্থল হইয়াছে। এই সকল কারণেই আমি একথা লোকের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। সকলেই জানিতে পারিলেন আমি সংস্কৃত পরীক্ষা দিব, এখন দিতে না পারিলে কেমন লজ্জার কথা! লোকে না জানিলে এত লজ্জার কারণ হইত না। যাহাহউক এবিষয়ের সম্পূর্ণ ভার আমি ঈশ্বরের হাতেই অর্পণ করিলাম। তাঁহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এদিকে আমার জ্ঞান-পিপাসু মনকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না, আর কিছু দিন বাবার নিকট না থাকিলেও আমার প্রকৃত জ্ঞানলাভের আশা নিতান্তই কম। আমি দেখিলাম কোনরূপে এক্ষণে কাছাড় যাওয়ার খরচটা যোগাড় করিয়া লইতে পারিলেও সম্প্রতি চলিতে পারে। আমার চিক্ ও চন্দ্রহার গাছি পাঠাইতেছি, ইহা বিক্রয় করিয়া যে কয়টী টাকা পাওয়া যায় তাহা বাবার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আমার দিব্য, চিক্ ও চন্দ্রহার ফেরত দিবেন না। ইহা বিক্রয় না করিয়া ফেরত দিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। অবশ্য ইহাতে যে আপনার খুব কষ্ট হইবে, তাহা আমি বুঝিতেছি। কিন্তু নাথ! বিপত্তির সময়ে কোন কষ্ট না করিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আমার আর অন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন কি? আপনিতো আমার অলঙ্কার। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে যে দেব-দুর্ল্লভ স্বামিরত্ন দিয়াছেন, ইহা যেন আমার অনন্ত জীবনের হয়। ** আমি মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছি, আপনি এই জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আমি এই গুলি বিক্রয় করিতে আপনার নিকট দিতাম না *** পিতা মহাশয়ের চিঠি খানাও দেখিলাম, আমার শিক্ষার ব্যাঘাত হইলে তিনিও যে নিতান্ত দুঃখিত হইবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমাদের উভয়ের পত্র পাঠ করিয়া আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন করুন। মন বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে, অধিক লিখিতে পারিলাম না। এখন বিদায় হই। শ্রীচরণের মঙ্গল সংবাদে দাসীকে নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি—

আপনার অনন্তজীবনের 'দাসী
মুক্ত।"

আমরা শত শত পঙ্‌ক্তিতে যাহা করিতে পারিতাম না, এই একমাত্র পত্রে তাহা সাধিত হইল। পত্রে হৃদয়ের কথা যেমন জানা যায়, তেমন আর কিছুতেই নয়।

এই বার মুক্তকেশী দেবীর ধর্ম্মভাবের আলোচনা করিব। আমাদের নিজের কথায় অধিক আড়ম্বর না করিয়া আমরা

তাঁহার পত্র হইতে দেখাইব, তিনি ধর্ম্মপথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুক্তকেশী, স্বামীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা একস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এখানে দেখাইব, তিনি পিতাকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহার মধ্যে কি বস্তু আছে।

"দেব! আমি এই পবিত্রকুলে জন্ম ধারণ করিয়া কি করিলে সাধারণ হইতে পৃথক্‌ভূত জীবন গঠন করিতে পারিব, তাহা আমি আপনার নিকট উপদেশচ্ছলে শুনিতে ইচ্ছা করি।"

মুক্তকেশীর পিতা প্রথমে শিলচরে শিক্ষকতা করিতেন। তৎপরে তিনি গৌহাটীতে বদলি হইয়া যান। কামরূপ গৌহাটীর অনতিদূরে অবস্থিত। এই কামরূপ মুক্তকেশীর পক্ষে বড়ই মনোরম বোধ হইত। কেবল বৃক্ষ লতা গুল্মাদির শোভায় তিনি মুগ্ধ হইতেন, এমন নয়। কিন্তু এখানে বশিষ্ঠাশ্রম, কামাখ্যা-মন্দির প্রভৃতি যে সকল তীর্থ স্থান আছে, তাহা দেখিবার জন্য তিনি লালায়িত হইয়াছিলেন, এবং সে সকল তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণও করিয়াছিলেন।

কি পিতৃমাতৃভক্তি, কি পতিপরায়ণতা--কিছুতেই তাঁহাকে আমরা পশ্চাৎপাদ দেখি নাই। হৃদয় সৌকুমার্য্যে মুক্তকেশী অতুলনা এই দেখুন মাতাকে লিখিতেছেন,—

"মা! আপনাদের কথা মনে হইলে চক্ষে জল রাখিতে পারি না। যোগেন্দ্রের মধুমাখা ডাক মনে হইলে কি যে কষ্ট হয়, তাহা কত লিখিব? ইহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিবেন। মা! কাছাড়ে থাকিতে আপনার নিকট কত যে অবাধ্যতাচরণ করিয়াছি, তাহা স্মরণ হইলে এখনও আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। বাবা একদিন ভাগবত হইতে একটী শ্লোক আমাকে শিখাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই, যে সন্তান, পিতা মাতার মনের ভাব বুঝিয়া অগ্রেই কার্য্য করে, সে উত্তম সন্তান; বলিলে যে করে, সে মধ্যম; আর বলিলেও বিরক্ত হইয়া যে করে সে অধম। মা! তবে আমি আপনার সেই অধম সন্তান। আমি কত সময় আপনার কথা শুনি নাই, তাহা মনে হইলে এখন কত যে কষ্ট হয়, ভগবান জানেন। যাহা হউক, আমি অধম সন্তান বলিয়া সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

এই পত্রখানি আমরা যত্ন পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিলাম। মুক্তকেশী এক সময় মাতার নিকট অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিলেন, এই পত্রে তাহা ব্যক্ত হইল। এই অবাধ্যতা তরল বয়সে প্রায় সকলেরই ঘটিয়া থাকে। সেই অবাধ্যতা স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে যেরূপ অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা প্রশংসনীয়।

মুক্তকেশী স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার এক মুসলমান বন্ধুর সহিত মধ্যে মধ্যে পত্রালাপ করিতেন। কি উদারতা!

মুক্তকেশী, স্কুলে ও কালেজে উচ্চ শিক্ষা না পাইলেও, গৃহে বসিয়া কেমন উচ্চতম সুশিক্ষা পাইয়াছিলেন! উপস্থিত সময়ে এরূপ দৃষ্টান্ত শিক্ষাপ্রদ। ইনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষা না করিয়াও, যেমন বিদ্যাবতী হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিবার বিষয়।

আমরা মুক্তকেশীর একটী বঙ্গভাষায় লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, সময়ান্তরে তাহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। প্রবন্ধটী তাঁহার জীবনীতে নাই,

"নবজীবনে" মুদ্রিত হইয়াছিল। সম্পাদক প্রবন্ধের উপর এইরূপ মতামত প্রকাশিত করিয়াছিলেন,—

"লেখিকা ষোড়শ বর্ষীয়া, ইংরেজী জানেন না, অন্তঃপুরে থাকিয়া রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন। বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখনে এই তাঁহার প্রথম উদ্যম।"—

নবজীবন—সম্পাদক।"

তাঁহার পুরাণাদিতে কিরূপ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এক জন কবিরাজ তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন,—

"পরীক্ষার্থিনী দেবী মুক্তকেশী আমার সংস্কৃত মহাভারতের কয়েক পর্ব্ব গোহাটী লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার তনুত্যাগের পর ভগ্নাশ শরচ্চন্দ্র সেই পুস্তক প্রত্যর্পণ করিলে দেখিলাম, তন্মধ্যে যত সার ও সৎকথা আছে, তাহার প্রায় সমস্তই দেবীর হস্তাঙ্কিত চিহ্ন দ্বারা বেষ্টিত।"

ষোল বৎসরে এই শক্তি ও প্রবৃত্তি যাঁহার জন্মিয়াছিল, তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিলে, সংসারের কত উপকার হইত!

মুক্তকেশীর সংস্কৃতে অধিকার জন্মিয়াছিল। তাঁহার কবিত্ব শক্তি ছিল, আমরা তাহার এক উদাহরণ পাইয়াছি। তিনি স্বামীকে এক সময়ে লিখিয়াছিলেন—

কথং নু প্রত্যয়ানর্হা ভবন্তি কথয় স্ত্রিয়ঃ।
প্রাণেশ! পাপজন্মাসাং কথমাহুর্মনীষিনঃ ॥১॥
ইদং ভাগবতং শাস্ত্রং পুরাণং ব্রহ্মসম্মতং।
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং কথং ন শ্রুতিগোচরং ॥২॥

হে প্রাণেশ! নারীগণ কি জন্য বিশ্বাসযোগ্যা নন? বিদ্বানেরা কি কারণে তাঁহাদের জন্ম, পাপময় বলিয়াছেন? এই ভাগবৎ শাস্ত্র, কেন স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্রাহ্মণগণের শ্রবণগোচর হইবে না?

ইহাতে একদিকে সংস্কৃত রচনার ও অন্য দিকে তাঁহার যুক্তি তর্কশক্তির প্রমাণ দিতেছে।

১২৯৫ সালের ৩২এ শ্রাবণে শ্রীমতী মুক্তকেশীর স্বর্গারোহণ হয়। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-রক্ষার্থে কাছাড়ে একটী ধর্ম্মালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে যে তিনটী শ্লোক লিখিত আছে তন্মধ্যে দুইটী এই,—

সাসীৎ পুণ্যবতী নারী,
বিদুষী ধর্ম্মতৎপরা।
পতিপ্রাণা মহাভাগা,
পিতৃমাতৃবশানুগা ॥
তস্যাঃ পুণ্যস্মৃতের্ন্যূনং,
স্ফুরণায় বিনির্ম্মিতঃ।
এষ দেবালয়ো যত্র,
কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

উদাসীনের চিন্তা।

এক সময়ে বাষ্পীয় পোতারোহণে ঢাকায় আসিতেছিলাম, পোতের উপরিভাগে কতিপয় পার্ব্বত্য অসভ্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা শ্রীক্ষেত্র

হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিতেছিল। তাহাদিগের বাসস্থান কুমিল্লার পূর্ব্ব সীমান্তর্ব্বর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ। তাহারা ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীর চন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের প্রজা। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে তিপ্রা বা ত্রিপুরা জাতি অন্যান্য অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিদিগের ন্যায় অহিন্দু ছিল। কুক্কুর ও বরাহ মাংস ভক্ষণ করিত। কিন্তু ত্রিপুরা মহারাজের অনুজ্ঞায় তাহারা ক্ষত্রিয় বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেছে, এবং ক্ষত্রিয়ের বাহিরের চিহ্ন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছে। ইহারা মহারাজের অবলম্বিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিতেছে। অনেকে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া তিলক মালা ধারণ করিয়াছে। কেহ কেহ বৈষ্ণবদিগের তীর্থ শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থলে গমন করিয়া থাকে। আমার সহযাত্রী ত্রিপুরাগণ যে তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাদিগের দলে পাঁচ জন রমণী ও পাঁচ জন পুরুষ ছিল। মহিলাগণ বঙ্গভাষায় বাক্যালাপ করিতে পারে না, তাহাদিগের মাতৃভাষাতেই কথোপকথন করিয়া থাকে। পুরুষগণ বাঙ্গালা ভাষায় অতি কষ্টে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে, বাঙ্গালির সমস্ত কথা বুঝিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহাদের দেশে কোন বিদ্যালয় নাই। পুরুষেরা বাঙ্গালিদিগের সহিত আলাপাদি করিতে করিতে বাঙ্গালাভাষা কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষা করিয়াছে। তাহাদিগের সঙ্গে এক খানি "ভক্তি তত্ত্ব সার" নামক গ্রন্থ দেখিতে পাইলাম। একজন আমাকে সে গ্রন্থের কিছু পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিল। ব্যাখ্যা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিল। "পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেশ" প্রণেতা জন বেনিয়ানের বাইবল গ্রন্থই প্রধান সম্বল ছিল। ইহাদিগেরও এই "ভক্তিতত্ত্ব সার" প্রধান সম্বল হইয়াছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালি কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস ও নাটক পড়িয়া সময় কর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত নহেন, বটতলার অতি কদর্য্য বইও তাহাদিগের সুপাঠ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে। ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থাদি অনেক বাঙ্গালি পুরুষ কিংবা মহিলার রুচিসঙ্গত নয়, কিন্তু অশিক্ষিত তিপ্রাদিগের এখনও পর্য্যন্ত এতাদৃশ দুর্গতি ঘটে নাই, তাই তাহারা ভক্তিতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ পাঠেই আনন্দ বোধ করিয়া থাকে। সুশিক্ষিত সভ্যতাভিমানী বাঙ্গালিদিগের এতাদৃশ অসভ্য-পার্ব্বত্যদিগের নিকট অনেক শিখিবার আছে। উভয় স্ত্রী এবং পুরুষদিগকে মূর্ত্তিমতী সরলতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজনীতিবিদের কূটবুদ্ধি তাহাদিগের সরলহৃদয়ে স্থান পায় না। ব্যবহারজীবীদিগের কপটতা তাহাদিগের অজ্ঞাত। ইহাদিগের সহিত বাক্য বলিলে দ্বিজিহ্ব সভ্যতাভিমানী লোকদিগকে ধিক্কার

দিতে ইচ্ছা হয়, এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যেও সরলতা ও সত্যবাদিতার আলোক রেখা দেখিয়া তদ্রূপ সাধু প্রকৃতি লাভের বাসনা জন্মে। যদি কপটতা এবং মিথ্যাবাদিতা শিক্ষা সভ্যতার নিত্য সঙ্গী হইতে থাকে, তাহা হইলে সে শিক্ষা ও সে সভ্যতায় মানবসমাজের অধঃপাতের কারণ।

কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাদিগের দেশে চোরের কিরূপ শাস্তি হয়। চুরী কি তাহা বুঝাইতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছিল। প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিল তাহাদের দেশে চুরী নাই। একের জিনিশ অপরে বিনানুমতিতে গ্রহণ করে না। তাহাদিগের দেশে রাত্রিকালে মূল্যবান্ জিনিস বাহিরে অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলেও তাহা স্থানান্তরিত হয় না। সভ্যতা গর্ব্বে গর্ব্বিত বঙ্গবাসিগণ এতাদৃশ সমাজকে কি মনে করিবেন? সভ্যদেশের কারাগার অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে কত চোর শাস্তি ভোগ করিতেছে। আর জ্ঞানালোক যে পার্ব্বত্য সমাজের অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেছে না; সেখানে চুরীর নাম মাত্র নাই; ইহা পড়িয়া পাঠক পাঠিকা কি আদিম অবস্থার কথা মনে করিবেন না? খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে যে আদি পুরুষ আদম সর্ব্বাগ্রে নিষ্পাপ ছিলেন, সয়তানের প্ররোচনায় পাপে পতিত হন। বর্ত্তমান সময়ে অসভ্য জাতির অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে মানবের আদিম সময়ে পাপপ্রবৃত্তি খুব কম থাকে, পরে জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তারের সহিত পাপের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। যাহাহউক সভ্য জাতি সাধনা করিয়া যে অবস্থা লাভ করিতে পারে না, অসভ্য জাতি স্বভাবতঃই তাহা লাভ করিতেছে। মহিলাদিগের মুখ দেখিলেই বোধ হয় তাহাদের অন্তর যেন পবিত্রতাময়। অপবিত্রতার লেশও যেন তাহাদিগের প্রাণে নাই। তাঁহারা অতি স্বাধীন ও মুক্তভাবে পুরুষদিগের সহিত মিশিতেছেন। যত্নপূর্ব্বক আর তাঁহাদিগের আত্মরক্ষা করিতে হয় না। তাঁহারা আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার বর্ম্মাবৃত হইয়া সুরক্ষিত হইতেছেন। রুদ্ধদ্বার গৃহবদ্ধ মহিলাদিগের ন্যায় তাহারা পুরুষের পাদচারণের শব্দ শুনিয়া সশঙ্কিত হওয়া দূরে থাক, তাহাদিগের পবিত্রতাব্যঞ্জক নয়ন আভা দেখিয়া পাপাচারীর অন্তরও কম্পিত হইয়া উঠে। তাহাদিগের দেশে বাল্যবিবাহ কিংবা শিশুবিবাহ প্রচলিত নাই। কখন বর কন্যা স্ব স্ব অভিরুচি অনুসারে একত্রিত হইয়া থাকে, কখনও পিতা মাতা বর কিংবা কন্যা মনোনীত করিয়া থাকেন। ঘৃণিত বর কিংবা কন্যাপণ প্রচলিত নাই। পিতা মাতা ইচ্ছা করিলে যৌতুক স্বরূপ কিছু দিতে পারেন, কিন্তু বলপূর্ব্বক রক্ত শোষণের প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই। অতিথি-সৎকারের প্রবৃত্তি এতদূর প্রবল যে তাহারা আমাকে তাহাদের

দেশে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, এবং বলিল যে আমি যত দিন তাহাদিগের দেশে থাকিব আমার কোনও ব্যয় লাগিবে না। দুদিন ইহার বাড়ী দুদিন তাহার বাড়ী, এইরূপে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করা যাইতে পারে। অনেক সন্ন্যাসী এইরূপে জীবিকা ধারণ করিয়া তাহাদিগের দেশে বাস করিতেছে।

কৃষিজাত বস্তুই তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। তাহাদিগের দেশে বহুল পরিমাণে কৃষিজাত বস্তু জন্মিতেছে, কিন্তু রাস্তার সুবিধা নাই বলিয়া রপ্তানি হইতে পারিতেছে না। এজন্য তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে। অধিকাংশই দরিদ্র, কিন্তু দরিদ্র হইলেও বঙ্গদেশের ন্যায় উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষের প্রবল কোপে দেশ নির্ম্মূল হইতেছে না, কারণ অর্থাভাব হইলেও দেশে কখন ও খাদ্যাভাব হয় না।

এই অসভ্যদিগের সহিত আলাপ করিয়া আমি অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আমার সহযাত্রীদিগের মধ্যে একজন সত্যযুগের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম "মহাশয় সত্যযুগ এখনও বিদায় গ্রহণ করে নাই। সত্যযুগের লোক দেখিতে হইলে ঐ দিকে যান" এই বলিয়া তাহাদিগের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলাম। বাস্তবিক তাঁহাদিগের স্বাভাবিক গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া মানব প্রকৃতি কতদূর বিকৃত হইয়াছে আমি তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিলাম। মানবপ্রকৃতিকে পুনর্ব্বার এই স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে হইলে কত শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন। আমার মনে হয় মানুষ হৃত ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য যে শক্তি ব্যয় করে সে শক্তি পুণ্য উপার্জ্জনে ব্যয়িত হইলে, মানবসমাজ স্বর্গধামে পরিণত হইত।

জাপানে কর্পূর বৃক্ষ।

দক্ষিণ জাপানে তোসা, হিঙ্গা ও সাতসুমা প্রদেশেই প্রচুর পরিমাণে কর্পূরবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। সমুদ্র হইতে বহুদূরে পার্ব্বতীয় গহন অঞ্চলে এই বৃক্ষ উৎপাদনের প্রশস্ত স্থান। জাপান দেশীয় গবর্ণমেন্ট এই সকল স্থানেই বৃহৎ বৃহৎ কর্পূর বৃক্ষের আবাদ করিয়া থাকে। প্রজাদিগের যাহার কর্পূর বৃক্ষ আছে, দেশের রাজবিধি অনুসারে সে আর একটী নূতন বৃক্ষ রোপণ না করিয়া পুরাতন বৃক্ষটী কর্ত্তন বা বিক্রয় করিতে পারে না। কর্পূর প্রস্তুত ব্যতীত কর্পূর বৃক্ষের কাষ্ঠে জাহাজ নির্ম্মাণ ও অন্যান্য ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য সকল

প্রস্তুত হয়। কর্পূর কাষ্ঠের সিন্দুক ও তোরঙ্গ বস্ত্র রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। পশমী, রেশমী ও মহার্ঘ কাপাশ বস্ত্র সকল কীটাদির উপদ্রবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কর্পূর কাষ্ঠের সিন্দুক তোরঙ্গে তদ্রূপ হয় না। কর্পূর কাষ্ঠ একদিকে যেমন কোমল, অপর দিকে তেমনই স্থায়ী; সুতরাং ইহার দ্বারা অনেক প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে, কিন্তু কর্পূর প্রস্তুত জন্যই ইহা সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কর্পূর বৃক্ষ লরেল জাতীয় বৃক্ষের অন্তর্গত। ইহার পত্র গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, বাদামে ওধার ঈষৎ করাতের মত। পত্রসকল বৎসরের সমস্ত সময়ই গাঢ় উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ থাকে, কেবল বসন্তের প্রাক্কালে দুই এক সপ্তাহ মাত্র কোমল তরল হরিৎবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় নূতন পত্র সকল অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। ইহার ফল সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোল জামের ন্যায় শরৎকালে ফলিয়া থাকে। কাষ্ঠের সারাংশে নানাদ্রব্য গঠন এবং মূল দ্বারা জাহাজের সন্ধিস্থল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এক একটী বৃক্ষ বৃহদাকার হয়। প্রসিদ্ধ নাগাসাকি নগরের নিকট অনেকগুলি কর্পূর উদ্যান আছে। এখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক একটীর গুড়ীর ব্যাস ৭।৮ হাত এবং বেড় ২০।২৫ হাত। অসুওয়ার প্রাচীন দেবমন্দির কর্পূর কুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত। এখানে শত শত বড় বড় কর্পূর বৃক্ষ স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া মন্দিরের উপর পর্ণচন্দ্রাতপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহারা বহুকালের হইলেও অদ্যাপি সতেজ ও সুন্দর দেখা যায়! কিউসিউর অন্যান্য স্থানে আরও বড় বড় বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। কোন কোনটীর গুঁড়ির ব্যাস বিংশতি পাদেরও অধিক; বেড় প্রায় ৪০ হস্ত উন্নত। গুঁড়ি ২০ বা ৩০ পাদ সরলভাবে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, মধ্যে একটী শাখা বা পল্লব নাই, কিন্তু তৎপরেই প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা নিবিড় পল্লব ভারে অবনত হইয়া বহুদূর ব্যাপিয়া ছায়া ও শোভা বিস্তার করিয়াছে। বৃক্ষগুলি যেরূপ প্রকাণ্ড, ইহাদিগের শাখা সকলও তদ্রূপ বিশাল ও আয়ত, সুতরাং দেখিতে অতীব সুন্দর।

কর্পূর প্রস্তুত করিতে হইলে বৃক্ষকে কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে চেলা করিয়া থাকে। একটী বৃহৎ লৌহ বা ধাতুপাত্রে খানিকটা জল দিয়া মন্দ মন্দ জ্বালে সিদ্ধ করিতে হয়। তদুপরি একটী কাষ্ঠের টবের মধ্যে চেলা গুলি বদ্ধ রাখে। টবের উপরিভাগ বিলক্ষণ রূপে বদ্ধ থাকে—এমন কি বাষ্প পর্য্যন্ত নির্গত হইতে পারে না, কিন্তু তলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, ইহাদ্বারা উষ্ণজলস্থিত বাষ্প তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। একটী বংশনল দিয়া একটী হইতে আর একটী টব সংযোগ করা হয় এবং তাহাও তৃতীয় টবের সহিত উক্তরূপে সংযুক্ত থাকে। তৃতীয় টবটী দুই অংশে

বিভক্ত, একটীর উপর আর একটী। উপরি স্তর বা অংশে একপ্রস্ত খড় বিস্তৃত থাকে, বংশনল দিয়া বাষ্প প্রথম টব হইতে দ্বিতীয়ে এবং দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় টবে আসিয়া থাকে। দ্বিতীয় টবেই কর্পূর ও তৈল প্রস্তুত হইয়া তৃতীয় টবে পতিত হয়। কর্পূর অংশ খড়ের মধ্যে সংলগ্ন হইয়া থাকেএবং তরল তৈল অংশ নিম্ন স্তরে পতিত হয়। পরে শীতল করিয়া কর্পূর সংগ্রহ করিয়া একটী কাষ্ঠের টবে বদ্ধ করা হইয়া থাকে এবং অপর পাত্রে তৈল সংগৃহীত হয়। একটী কর্পূরের টবে ১৩৩ $\frac{১}{৩}$ পাউণ্ড কর্পূর থাকে এবং এই অবস্থায়, বাজারে বিক্রীত হয়। একবার সিদ্ধ হইলেই জল একটী ক্ষুদ্র নলের দ্বারা নির্গত হইয়া তৈল মাত্র টবে অবশিষ্ট থাকে, তখন তাহা গ্রহণ করিয়া জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আলোক ভিন্ন কর্পূর তৈল আরও অনেক উপকারে আইসে।

বাদন প্রণালী।

অঙ্গুলি চালনা প্রণালী।

হারমোনিয়ম্ শিক্ষা করিতে হইলে পাঠিকাগণের বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক অঙ্গুলি চালনা প্রণালী শিক্ষা করা প্রয়োজনীয়। অঙ্গুলি চালনা শিক্ষা করিয়া যন্ত্র বাজাইলে উহা শ্রুতিমধুর হইয়া থাকে।

পাঠিকাগণ হারমোনিয়ম যন্ত্র বাদন কালে এমন ভাবে চাবিগুলির উপর হস্ত রাখিবেন, যে একটী অঙ্গুলিও আড়ষ্ট ভাবে না থাকে; অর্থাৎ যে কোন অঙ্গুলি সঞ্চালন করিবার ইচ্ছা হইবে, তৎক্ষণাৎ সহজেই তাহা করিতে পারা যায়।

অঙ্গুলি সঞ্চালন কালে কোন্ অঙ্গুলি কোন স্বরের উপর ন্যস্ত হইবে, অর্থাৎ কোন পর্দ্দা টিপিয়া বাজাইতে হইবে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত, যেখানে ১ লেখা থাকিবে, সেই পর্দ্দা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, যে স্থানে ২ লেখা থাকিবে, সেই পর্দ্দা তর্জ্জনী দ্বারা, ৩ মধ্যমা দ্বারা, ৪ অনামিকা দ্বারা এবং ৫ কনিষ্ঠা দ্বারা টিপিয়া বাজাইতে হইবে। কখন কখন একখানি পর্দ্দাতে দুই তিন অঙ্গুলি পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এবং অপর একটী অঙ্গুলির পরিবর্ত্তে অপর অঙ্গুলি ব্যবহৃত হয়।

প্রথম সাধন।

আরোহণ।

	১	২	৩	১	২	৩	৪	৫
	।	।	।	।	।	।	।	।
দ।	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা১।

অবরোহণ।

	৫	৪	৩	২	১	৩	২	১
	।	।	।	।	।	।	।	।
দ।	সা১	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা।

অথবা

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪

| | | | | | | | |১

দ। সা ঋ গ ম প ধ নি সা।

৪ ৩ ২ ১ ৪ ৩ ২ ১

| | | | | | | | |

দ। সা১ নি ধ প ম গ ঋ সা।

দ্বিতীয় সাধন।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৪ ৩ ২

| | | | | | | |

দ। সা ঋ গ ম প ম গ ঋ

১ ১ ২ ২

| | | |

সা সা ঋ ঋ

৩ ৩ ৪ ৪ ৫ ৫ ১

| | | | | | ||১

দ। গ গ ম ম প প সা।

৫ ৪ ৩ ২ ১ ২ ৩ ৪

| | | | | | | |

বা। সা১ ঋ১ গ১ ম১ প১ ম১ গ১ ঋ১

৫ ৫ ৪ ৪

| | | |

সা১ সা১ ঋ১ ঋ১

৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ৫

| | | | | | ||

বা। গ১ গ১ ম১ ম১ প১ প১ সা।

দ্বিতীয় সাধন প্রণালী একত্রে দুই হস্তে।

তৃতীয় সাধন।

১ ১ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

দ। সা সা ঋ ঋ গ গ ম ম

১ ১ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓১ ✓১

প প ধ ধ নি নি সা সা

৪ ৪ ৩ ৩ ২ ২

✓১ ✓১ ✓ ✓ ✓ ✓

দ। সা সা নি নি ধ ধ

১ ১ ৪ ৪ ৩ ৩

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

প প ম ম গ গ

২ ২ ১ ১

✓ ✓ ✓ ✓

ঋ ঋ সা সা।

চতুর্থ সাধন।

১ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ১

× × × × × × ×

দ। সা ঋ ঋ গ গ ম ম

২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪ ৫

× × × × × × ×

প প ধ ধ নি নি সা১।

৫ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ২

× × × × × × ×

দ। সা১ নি নি ধ ধ প প

১ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ১

× × × × × × ×

ম ম গ গ ঋ ঋ সা।

পঞ্চম সাধন।

১ ৩ ২ ৪ ১ ৩ ২

| | | | | | |

দ। সা গ ঋ ম গ প ম

৪ ১ ৩ ২ ৪

| | | | |

ধ প নি ধ সা১।

৪ ২ ৩ ১ ৪ ২ ৩

| | | | | | |

দ। সা১ ধ নি প ধ ম প

১ ৪ ২ ৩ ১

| | | | |

গ ম ঋ গ সা।

ষষ্ঠ সাধন। একত্রে দুই হস্তে।

১ ৩ ২ ১ ২ ৪ ৩ ২
| | | | | | | |
দ। সা গ ঋ সা ঋ ম গ ঋ
৩ ৫ ৪ ৩ ২ ৪ ৩ ২
| | | | | | | |
গ প ম গ ঋ ম গ ঋ
৫ ৩ ৪ ৫ ৪ ২ ৩ ৪
| | | | | | | |
বা। সা১ গ১ ঋ১ সা১ ঋ১ ম১ গ১ ঋ১
৩ ১ ২ ৩ ৪ ২ ৩ ৪
| | | | | | | |
গ১ প১ ম১ গ১ ঋ১ ম১ গ১ ঋ১

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৪ ৩ ২
| | | | | | | |
দ। সা ঋ গ ম প ম গ ঋ
১ ৩ ৫ ৩ ১ ১ ২ ২
| | | | | | | | ১
সা গ গ প সা সা ঋ ঋ
৫ ৪ ৩ ২ ১ ২ ৩ ৪
| | | | | | | |
বা। সা১ ঋ১ গ১ ম১ প১ ম১ গ১ ঋ১
৫ ৩ ১ ৩ ৫ ৫ ৪ ৪
| | | | | | | |
সা১ গ১ গ১ প১ সা১ সা১ ঋ১ ঋ১

৩ ৩ ৪ ৪ ১
| | | | |||
দ। গ গ ঋ ঋ সা।
৩ ৩ ৪ ৪ ৫
| | | | |||
বা। গ১ গ১ ঋ১ ঋ১ সা১।

সপ্তম সাধন।

১ ৩ ২ ৪ ৩ ২ ৩ ১
| | | | | | | |
দ। সা১ গ১ ঋ১ ম১ গ১ ঋ১ গ১ সা১
৫ ৩ ২ ৪ ৩ ২ ১
| | | | | | |
প১ গ১ ঋ১ ম১ গ১ ঋ১ সা১।
৫ ২ ১ ৫ ৩ ২ ১ ৫
‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
বা। সা১ ম১ প১ সা১ গ১ ম১ প১ সা১
৩ ৪ ২ ৩ ১ ৩ ২
| | | | | | ‖
গ১ ম১ ঋ১ গ১ সা১ গ১ ঋ১
৫ ৩ ২ ৪ ৩ ২ ১
| | | | | | ‖
প১ গ১ ঋ১ ম১ গ১ ঋ১ সা১
৫ ১ ৩ ১ ২ ৩
‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
বা। সা১ প১ গ১ প১ ম১ গ১
২ ১ ৫
‖ ‖ ‖
ম১ প১ সা১।

অষ্টম সাধন।

৪ ৩ ৪ ৫ ৩ ৫
| | | | | |
দ। ম গ ম প গ প
৩ ২ ১ ৩ ৫ ৫
| | | | | |
গ ঋ সা গ প প
৫ ২ ১ ৫ ২ ১
| | | | | |
বা। সা প সা সা প সা
৫ ২ ১ ৫ ২ ১
| | | | | |
সা প সা সা প সা

৪ ৩ ৩ ২ ৩ ৪
| | | | | |
দ। ম গ গ ঋ গ ম
৫ ২ ১ ৫ ২ ১
| | | | | |
বা। সা প সা সা প সা

নবম সাধন।

১ ২ ৩ ৪ ৫
| | | | |
সা ঋ গ ম প
১ ২ ৩ ৪ ৫
| | | | |
ঋ গ ম প ধ

১ ২ ৩ ৪ ৫
। । । । ।
গ ম প ধ নি

১ ২ ৩ ৪ ৫
। । । । ।১
ম প ধ নি সা।

৫ ৪ ৩ ২ ১
।১ । । । ।
সা নি ধ প ম

৫ ৪ ৩ ২ ১
। । । । ।
নি ধ প ম গ

৫ ৪ ৩ ২ ১
। । । । ।
ধ প ম গ ঋ

৫ ৪ ৩ ২ ১
। । । । ।
প ম গ ঋ সা।

উল্লিখিত স্বরগুলির মস্তকে এক মাত্রার চিহ্ন আছে, এই সাধন অভ্যাস হইলে পর পাঁচটী স্বর এক মাত্রার ভিতর করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে।

যথা, ১ ২ ৩ ৪ ৫ ——————ইত্যাদি।
সা ঋ গ ম প

দশম সাধন।

কখন কখন প্রয়োজনাধীন কোন স্বর বিশেষের উপরে দুই তিন অঙ্গুলি পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এবং অপর একটী অঙ্গুলির পরিবর্ত্তে অপর অঙ্গুলি ব্যবহার হয় যথা—

১২৩৪ ৩২১ ৪২
। । ।
দ। সা সা সা।

৪৩২১ ১২৩ ২৪
। । ।
বা। সা১ সা১ সা১

আলোকতত্ত্ব।

আমাদের জ্ঞান ও সুখবৃদ্ধি এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজন সাধনের জন্য দয়াময় পরমেশ্বর যে সকল উপায় বিধান করিয়াছেন, আমরা সে সকলের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া দেখি না। এই জগতে যে সকল সুখের সামগ্রী ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু রহিয়াছে, নিত্য সেই সকল ভোগ করা যায় বলিয়া ঐ সকল বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মন যেন কেমন অসাড় হইয়া পড়ে। মানুষের কাঁছে সামান্য একটু উপকার পাইলে আমাদের মনে যে কৃতজ্ঞতার উদয় হয়, পরমেশ্বরের নিকট হইতে তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক উপকার পাইয়াও আমাদের মনে অনেক সময় তাহার শতাংশের একাংশ কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হয় না। পরমেশ্বর-প্রদত্ত বিবিধ সুখ সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা আমরা সাধারণতঃ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি না। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের অভাব হইলে আমরা যেরূপ অধীর হই, তাহা হইতেই বুঝা যায় উহা আমাদের সুখের জন্য কত আবশ্যক। লোকে কথায় বলে, “দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না।” প্রত্যেক নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী

সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে। এই যে শারীরিক স্বাস্থ্য যাহার অভাব হইলে লোকের কত কষ্ট, কত ভাবনা উপস্থিত হয়, ইহার জন্য আমাদের মনে সকল সময় পরমেশ্বরের প্রতি বিশেষ তেমন কৃতজ্ঞতার উদয় হয় কি? এই যে চক্ষু যাহা দ্বারা আমরা জগতের নানাবিধ সুন্দর সুন্দর বস্তু দেখিয়া কত জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি, যাহার ভিতরে পরমেশ্বরের কত আশ্চর্য্য জ্ঞান-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহার জন্য যে সেই করুণাময় পিতার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তাহা কি আমরা সকল সময় চিন্তা করি? কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি যদি তোমার চক্ষু না থাকিত, তবে কি হইত?—তাহা হইলে কতকষ্টে তোমাকে জীবন ধারণ করিতে হইত! এখন যে জগৎ তোমার নিকট সৌন্দর্য্যে বিভাসিত হইয়া আনন্দের হাসি হাসিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে তুমি কি দেখিতে?—অন্ধকার, অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার! এখন বল দেখি এই চক্ষুর জন্য আমাদিগের পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইবার কারণ আছে কি না?

কিন্তু সাধারণ লোকের সম্বন্ধে যাহাই হউক, যাঁহারা জ্ঞানালোচনা দ্বারা এই জগতের নানাবিধ তত্ত্ব অবগত হইতেছেন, কিরূপ আশ্চর্য্য নিয়মে ও শৃঙ্খলায় এই জগতের কার্য্য চলিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহারা পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার আরও অধিক কারণ দেখিতে পান। এই জন্য বিজ্ঞানের আলোচনা আমাদের হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পাঠক পাঠিকাগণকে আমরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মধ্যে মধ্যে উপহার দিয়া থাকি। অদ্য আমরা আলোক সম্বন্ধে দুই একটী জ্ঞাতব্য বিষয় সহজ কথায় তাঁহাদের গোচর করিতে চেষ্টা করিব।

আলোকের সাহায্যেই আমরা জগতের সকল বস্তু দেখিতে পাই। আলোক না থাকিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম না, আমাদিগকে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইতে হইত। আলোকের দুইটী গুণ থাকাতে আমরা এই জগতের নানাবিধ দৃশ্য দেখিতে পাই—ইংরাজীতে এই দুইটী গুণের নাম Reflection ও Refraction; বাঙ্গালাতে আমরা প্রথমটীকে প্রতিবিম্বন ও দ্বিতীয়কে বক্রগমন বলিব।

আমরা যে সকল পদার্থের দিকে চক্ষু ফিরাই, তাহা হইতে আলোকরশ্মি আসিয়া আমাদের চক্ষে পতিত হয় বলিয়াই আমরা ঐ সকল বস্তু দেখিতে পাই। ইহার মধ্যে কোন কোন বস্তু নিজেই আলোক প্রদান করে, এবং সেই আলোকের সাহায্যে আমরা ঐ সকল বস্তু দেখিয়া থাকি—যেমন সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। চন্দ্রের নিজের আলোক নাই, সূর্য্যালোকের প্রতিবিম্বন দ্বারা আমরা চন্দ্র দেখিতে পাই। এই পৃথিবীর অধিকাংশ পদার্থই প্রতিবিম্বিত আলোকের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

(ম শেষ)

১। মিছরীর ছুরি।

২। মিছা কথা ছেঁচা জল কতক্ষণ রয়?

৩। মিছে ডুমুর গোমর করে,
পাকলে ডুমুর খ'সে পড়ে।

৪। মিটমিটে ডাইন, ছেলে খাবার রাক্ষস!

৫। মিড়মিড়ে প্রদীপ,
আর বিড়বিড়ে বউ।

৬। মিঠে কুল পেলে, আঁটিশুদ্ধ গেলে।

৭। মিন্‌ষের কোলে ছেলে দিয়ে,
মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে।

৮। মিষ্ট কথায় মন ভেজে।

৯। মিষ্ট হাসিতে সৃষ্টি নাশ।

১০। মুখখানি যেন ক্ষুরের ধার।

১১। মুখ যেন তলো হাঁড়ী।

১২। মুখ শুকয়ে তুলসী পাতা।

১৩। মুখটী যেন ভাজনা খোলা।

১৪। মুখ সর্ব্বস্ব।

১৫। মুখে রাম রাম বগলে ছুরি।

১৬। মুচির কুকুর।

১৭। মুচির নাই নাক, শুঁড়ির নাই কাণ।

১৮। মুড়া কোদালে দীঘি কাটা।

১৯। মুড়াগাছার গান।

২০। মুড়ি আর ভুঁড়ি, সব রোগের গুঁড়ি।

২১। মুড়ি রেখে কোপ।

২২। মুনির মন টলে।

২২॥। মুড়ী মিছরী এক দর।

২৩। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

২৪। মুষলং কুলনাশনং।

২৫। মুরদের নাই সীমে,
রথ দিয়েছে নিমে।

২৬। মূর্খবৈদ্যো যমসমঃ।

২৭। মূর্খস্য লাঠ্যৌষধঃ।

২৮। মূর্খের অশেষ দোষ।

২৯। মূলাচোরের ফাঁসী।

৩০। মূলে স্ত্রী নাই ফুলশয্যা।

৩১। মূলে অশুদ্ধ, তিবড়ীই গোবর।

৩২। মৃৎপিণ্ড একো বহুভাণ্ডরূপঃ
স্নুবর্ণমেকং বহুভূষণাত্মা,
গোক্ষীরমেকং বহুধেনুজাত
মেকপরমাত্মা বহুদেহবর্ত্তী।

৩৩। মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবং।

৩৪। মেকি টাকায় ঘন নিশান।

৩৫। মেঘ না চাহিতে জল।

৩৬। মেঘ হয়েছে চাকা চাকা,
কি কর শ্বশুর লেখা জোখা,
ক্ষেতের মাঝে বাঁধগে আল,
বৃষ্টি হবে আজ কাল,

৩৬॥। মেঘে মেঘে বেলা যায়,
কনে বৌ সাতবার খায়।

৩৭। মেড়ার শৃঙ্গে হীরা ভাঙ্গে মানীর অপমান।

৩৮। মেজে ঘসে রূপ, আর জোর করে প্রণয়।

৩৯। মেনি মুখো।

৪০। মেয়ে মানুষের বাড় কলা-গাছের বাড়।

৪১। মোগল পাঠান হদ্দ হৈল
পারসী পড়েন তাঁতি,
বাঘ পলালো বিড়াল এলো
শিকার কর্ত্তে হাতী,
ময়ূর গেল ছাতার এলো
ফুলয়ে বুকের ছাতি।
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল
জোনাকীর পাছে বাতি।

৪২। মোটা ভাত, মোটা কাপড়।

৪৩। মোটে মা রাঁধে না
তা পান্তি আর পান্তা।

৪৪। মৌনং সম্মতিলক্ষণং।

৪৫। মোল্লার দাড়ী ঔষধে লাগে।

৪৬। মোশালজী আপনি কাণা।

৪৭। মৌতাত।

রজকী-সমিতি।

গরিব লোকের অদৃষ্ট সর্ব্বত্র সমান, গরিব রজকদিগের অদৃষ্ট আরও মন্দ। শীত গ্রীষ্ম জ্ঞান নাই, ইহারা সমস্ত দিন জলে অর্দ্ধ নিমজ্জিত হইয়া বস্ত্রাদি ধৌত করিতে থাকে ও মাথায় করিয়া বা সমদুর্ভাগ্য প্রাণীর পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইয়া বস্ত্র বহিয়া অনেক কষ্টে কালাতিপাত করে; তাহাতেও অর্দ্ধাশনের বেশী হয় কি না সন্দেহ। আমাদিগের দেশে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে বোধ হয় অবাধে বলা যাইতে পারে যে, অনেক দোষ ইহাদিগের নিজের। সমস্ত কাপড় জড় করিয়া তিন সপ্তাহ—এমন কি এক মাস দেড় মাস অন্তর যাহারা কাপড় দেয়, তাহাদেরও কষ্ট, যাহারা কাচে তাহাদেরও কষ্ট। এরূপ অবস্থায় দুঃখ কোনও কালে ঘুচে না—ঘুচিবারও নহে। যাহাহউক পৃথিবীর সভ্যতম দেশেও এই শ্রেণীর শ্রমজীবিগণের ভাগ্য প্রায় তুল্যরূপ শোচনীয়, ইহাই আশ্চর্য্য। এই জন্য ইংলণ্ডে তিনজন সুবিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী মিলিয়া এক রজকী-সমিতি সংগঠন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নাম বিবি আনিবেসাণ্ট, কাউণ্টেস্ ওএচমিষ্টার ও মিঃ এমঃ এঃ মুর। ইহাঁদিগের কল্পনা একটি বাটী ভাড়া লইয়া কাপড় ধোলাইয়ের কল কেনা হইবে। এতদুপায়ে পাটায় ফেলিয়া কাপড় কাচা ও নিংড়ানর কার্য্য আদৌ করিতে হইবে না অনুষ্ঠাত্রীগণ অনুমান করেন যে এবম্বিধ উপায় জীবিকা নির্ব্বাহের এক সুন্দর স্বাস্থ্যকর সদুপায়। বিলাতে এক্ষণে রজকীগণ যে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে, তদপেক্ষা কিছু বেশী উপার্জ্জন করিতে তাহারা সক্ষম হইবে এই অভিপ্রায়ে কিছু অধিক হারে তাহাদিগকে প্রতি সপ্তাহে বেতন দেওয়া হইবে এবং তিন মাস বা ছয় মাস অন্তর লাভ

হইতে অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। এজন্য চাঁদা সংগৃহীত হয় ভাল, না হয় শতকরা চারি পাউণ্ডের হিসাবে মূলধন তোলা হইলে লাভ দাঁড়াইবে, লাভ হইতে ক্রমে ক্রমে ঋণ শোধ হইতে থাকিবে। লাভের কিয়দংশে কল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মেরামত হইবে; আর যদি লাভ বেশী দাঁড়ায়, তাহা হইলে অন্যান্য স্থানে এতদ্রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে। এই কার্য্যের সূত্রপাত করিবার জন্য ২০০০ পাউণ্ড আবশ্যক। ইংরাজ জাতি যেরূপ অধ্যাবসায়শীল, তাহাতে আশা করা যায় যে এই সৎকল্পনা অচিরে কার্য্যে পরিণত হইবে।

পাঠক পাঠিকা বলুন দেখি যে, এবম্বিধ একটি জৌত রজক বা রজকী-সমিতি এদেশে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে কি না? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মহানগরীতে কতিপয় ভদ্রলোক মিলিয়া এক রজকালয় খুলিয়াছিলেন। কাজ কিছু দিনবেশ চলিয়াছিল, দুঃখের বিষয় কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কার্য্য তুলিয়া দেন। পুনরায় এ বিষয়ে চেষ্টা করা বিধেয়।

সুদূর টেলিফোঁ।

প্রথম টেলিফোঁ নির্ম্মিত হইলে ইহাদ্বারা যে দূরদেশ নিকট হইবে এরূপ-প্রত্যাশা ছিল না। গৃহ হইতে গৃহান্তরে বা এক নগরের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তই শব্দ শ্রবণের শেষ সীমা নিরূপিত ছিল। কিন্তু এখন ইহা সে সীমা অতিক্রম করিয়াছে। পাঠিকারা অবগত আছেন যে গত মে মাস হইতে আমেরিকার চিকাগো নগরে "জগৎ মেলার" কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। ইহা অন্যূন ছয় মাস কাল খোলা থাকিবে এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত দেশের শিল্পজাত এখানে প্রদর্শিত হইবে। গত দুই বৎসর ধরিয়া ইহার আয়োজন হইতেছে। আমেরিকার প্রধান নগর নিউইয়র্ক ও বোষ্টন চিকাগোর মেলার সহিত যোগ রাখিবার জন্য টেলিফোঁর বন্দোবস্ত করিয়াছে। গত ৭ই ফেব্রুয়ারী দিবসে বোষ্টন নগরের সহিত চিকাগো মেলার যোগ স্থাপিত হইয়াছে। নিমেষ মধ্যে বাক্য সকল ১২৫০ মাইল পথ বিদ্যুচ্চালিত হইয়া সম্মুখোপবিষ্ট বন্ধুযুগলের আলাপের ন্যায় অবাধে কথোপকথন সম্পাদিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে নিউইয়র্কের সহিতও উক্ত মেলার যোগ স্থাপন হয়। সম্প্রতি নিউইয়র্কের সহিত "সিটি অব দি লেক্স" হ্রদ নগরের সহিতও যোগ স্থাপিত হইয়াছে। এখানে পরীক্ষার দিবসে সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি এরূপ সুন্দররূপে তাড়িত দ্বারা চালিত হইয়াছিল যে উভয়

নগরের দূরত্ব সহস্র মাইলেরও অধিক হইলেও শ্রোতা ও দর্শকগণ তাহা স্পষ্টরূপে শুনিয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

নিউইয়র্কের সহিত যে দিন চিকাগোর যোগ স্থাপন হয়, প্রদর্শক প্রথম কথোপকথন শেষ করিয়া উপস্থিত সভ্যদিগকে আর ৪০টী টেলিফোঁ তারে যোগ করিয়া প্রদান করেন। এই সময় চিকাগো নগরের একটী গৃহে সঙ্গীত হইতেছিল। তার দ্বারা গৃহটী সংযুক্ত হওয়াতে সঙ্গীত স্পষ্টরূপে সকলে শুনিয়াছিলেন কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই। বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য শক্তি!

পথভ্রান্ত লোক ঘোরে কেন?

মরুভূমি প্রান্তর বা গহন মধ্যে পথ হারাইয়া পথিকগণ কেন ঘুরিয়া বেড়ায় একখানি বিজ্ঞান পত্রে তাহার কারণ প্রকটিত হইয়াছে। মনুষ্যের পদ ও অঙ্গ সকলের দৈর্ঘ্যের অসমতাই তাহার বৃত্তাকারে ভ্রমণের কারণ। যতক্ষণ না সে দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা গম্যস্থান নিরূপণে সমর্থ হয়, ততক্ষণ তাহাকে চক্রাকারে ঘুরিতে হয়। মনুষ্যের অবয়ব সকল যে সমভাবাপন্ন নহে, পরীক্ষাদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কাহারও বামপদ দক্ষিণ পদ অপেক্ষা দীর্ঘ। কাহারও বা দক্ষিণ হাত বাম হাত অপেক্ষা বৃহৎ। কাহার কাহারও অবয়বের উপরিভাগ নিম্ন ভাগাপেক্ষা দীর্ঘ ইত্যাদি। যাহার দক্ষিণপদ দীর্ঘ সে বামপদ অপেক্ষা দক্ষিণ পদের দ্বারা অধিক স্থান ব্যাপিয়া পদবিক্ষেপ করিয়া থাকে। যাহার বাম হস্ত দীর্ঘ সে বামদিকে হেলিয়া চলে, সুতরাং যতক্ষণ না চক্ষুদ্বারা এই ভ্রম দূর হয়, ততক্ষণ সে বৃত্ত বা চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে। নরকঙ্কাল পরীক্ষাদ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে শতকরা কেবল দশ জনের নিম্ন অঙ্গ উপরিভাগের দীর্ঘতার সমান; ৩৫ জনের দক্ষিণ অঙ্গ বাম অঙ্গের অপেক্ষা দীর্ঘ এবং ৫৫ জনের বামপদ দক্ষিণ পদাপেক্ষা দীর্ঘ। অধিকাংশ লোকের বাম পদ দীর্ঘ বলিয়া তাহারা দক্ষিণে ঝুঁকিয়া ঘুরিয়া থাকে। দুই চক্ষু বাঁধিয়া কোন এক ব্যক্তিকে চলাইলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইতে পারিবে। হস্তের পরিমাণ দ্বারাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে শতকরা ৭২ জন লোকের দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তাপেক্ষা দীর্ঘতর এবং ২৪জনের বাম হস্ত দক্ষিণাপেক্ষা দীর্ঘতর। সুতরাং অধিকাংশ লোকেরই বামপদ ও দক্ষিণ হস্ত দীর্ঘ। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই মধ্যে এই অবয়বের অসমতা বর্ত্তমান আছে। এতন্নিবন্ধন "দিশাহারা" ব্যক্তি অন্ধের ন্যায় বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

জীবরহস্য।

মাকড়সার তন্তুজাত রেশম।

একখানি ফরাসি বিজ্ঞানপত্রে মাকড়সার তন্তুজাত রেশমের ব্যবসার প্রস্তাবে প্রকটিত হইয়াছে, যে এতদ্দ্বারা অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। এই রেশম স্বুবর্ণের ন্যায় পীত বর্ণ এবং সামান্য কৌশলেই সংগৃহীত হইতে পারে। মাকড়সা ডিম্ব প্রসব করিয়াই অধিক তন্তু প্রস্তুত করিয়া থাকে। এক একটী মাকড়সা ২৭ দিনে তিন মাইল দীর্ঘ রেশম প্রস্তুত করে। গুটিপোকার ন্যায় মাকড়সা সকলও রক্ষা করিয়া এবং তাহাদের রেশম সংগ্রহ করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য প্রয়াস হইতেছে। এতদর্থে একটী সূক্ষ্ম কলও প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্দ্বারা গুটির ন্যায় মাকড়সার তন্তু-তার অনায়াসে গুটাইয়া রাখা যাইতে পারে। কিরূপ কৌশলে বয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইবে, এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য।

সঙ্কর-সিংহ।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে উইণ্ডসর পশুশালায় একটী পিঞ্জরে একটী প্রকাণ্ড সিংহ ও বৃহৎ ব্যাঘ্রী একত্রে আবদ্ধ থাকিত। প্রায় তিন বৎসর একত্রে সহবাস করিয়া শেষে সিংহটী গতাসু হয়। ইহাদের পরস্পরের বিলক্ষণ প্রণয় ছিল এবং সিংহের মৃত্যুর ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে ব্যাঘ্রীর গর্ভে দুইটী শাবক জন্মগ্রহণ করে। শাবকগুলির আকৃতি প্রকৃতি সিংহেরই অনুরূপ—কেবল গাত্র বর্ণ ব্যাঘ্রীর ন্যায় হইয়াছিল। ইংলণ্ডেশ্বর ইহাদিগকে "কেশরী-ব্যাঘ্র" বলিয়া অভিহিত করিতেন।

এই ঘটনার তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা নগরের পশ্বালয়েও একটী ব্যাঘ্রীর গর্ভে ও সিংহের ঔরসে দুইটী শাবক জন্মে; কিন্তু শাবকগুলি একবৎসরের মধ্যেই মৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত উইণ্ডসরস্থ পশ্বালয়ে শাবকগুলিও তিন মাসের হইয়া মরিয়া যায়। এই উভয় ঘটনাই "ইংলিস সাইক্লোপিডিয়া" নামক বৃহৎ শব্দকোষে লিপিবদ্ধ আছে এবং তদানীন্তন প্রাচীন প্রধান সংবাদপত্রে সর উইলিয়ম জার্‌ডিনের প্রাণিবৃত্তান্ত পুস্তকে বর্ণিত আছে। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সম্প্রতি আয়লণ্ডের রাজকীয় জুলজিকাল সোসাইটি তত্রত্য পশ্বালয়ে সঙ্কর সিংহ প্রস্তুত করিতেছেন। তথায় এক্ষণে প্রায় একশতেরও অধিক সঙ্কর সিংহ-শাবক উপজাত হইয়া প্রতিপালিত হইতেছে। প্রদর্শন ব্যতীত এই সকল সঙ্কর সিংহ শাবকদিগকে অন্য কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে কি না তাহা এখনও নিশ্চিত হয় নাই।

বিবাহিতা কন্যার প্রতি উপদেশ।

মা * * * *, আজি তোমার জীবনের বিশেষ দিন ও অতি শুভ দিন। মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিধানে আজি তুমি তোমার জীবন-সঙ্গী লাভ করিলে এবং পবিত্র গৃহধর্ম্ম পালনের জন্য সংসারের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিলে। তোমার উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, তুমি জ্ঞান লাভ করিয়াছ, ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছ, গৃহ কার্য্যে অভ্যস্ত হইয়াছ, পতি-মর্য্যাদা বুঝিয়াছ এবং আপন ইচ্ছায় সচ্ছন্দচিত্তে তোমার মনোনীত পতিকে বরণ করিয়াছ। তুমি ইহাঁর সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইয়া ঈশ্বরের চরণে মিলিত হও এবং যাবজ্জীবন জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও সাধু অনুষ্ঠানে জীবনকে উন্নত করিয়া শান্তি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হও এই আমাদিগের আন্তরিক কামনা ও প্রার্থনা। এত দিন তুমি আমাদিগেরই ছিলে, আজি তোমাকে আর এক জনের হস্তে সমর্পণ করিতে—আর এক গৃহে তোমার স্থান নির্দ্দেশ করিতে আমাদিগের প্রাণ কি সহজে চায়? তুমি আমাদিগের গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রথম ফল, অপত্য-স্নেহ যে কি অপূর্ব্ব পদার্থ তাহা তোমা হইতে আমরা প্রথম অনুভব ও শিক্ষা করিয়াছি; তোমার শৈশব জীবনে আমরা ঈশ্বরের অপরূপ লীলা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছি; তুমি আজি অষ্টাদশ বর্ষকাল নানা অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমাদিগের সুখ দুঃখের সমভাগিনী হইয়া আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইয়াছ, তুমি তোমার সদ্‌গুণে, পরিশ্রমে, স্নেহে ও সুবিবেচনায় আমাদিগের গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যভার অনেক সময় আপনার মস্তকে লইয়া নিপুণা গৃহিণী ও স্নেহময়ী জননীর ন্যায় গৃহকার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছ এবং গৃহবাসী সকলের সেবা শুশ্রূষায় সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছ। তুমি আমাদের অতি প্রিয় ও অতি উপকারী স্নেহের ধন, তোমাকে প্রাণ ধরিয়া অন্যের হস্তে দিতে আমাদের কি সহজে ইচ্ছা হয়? কিন্তু মা জানিও, তোমার চিরজীবনের কল্যাণের জন্য অতি কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমাকে অপরের গৃহিণী হইয়া নূতন গৃহ ঈশ্বরের নামে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু অপরের জীবন-সঙ্গিনী হইলে বলিয়া আমাদিগের সহিত তোমার সম্বন্ধ আজি হইতে কি শেষ হইবে? ইহা কখনও ভাবিতে পারি না। আমরা সামান্য তৈজস পাত্রের ন্যায় তোমাকে নিঃস্বত্বে আর এক জনকে দিতেছি না, আমরা অর্থের অনুরোধে গৃহপালিত পশু বা ক্রীত দাসীর ন্যায় তোমাকে আর এক জনের নিকট বিক্রয় করিতেছি না, ধর্ম্মকাম হইয়া ধর্ম্মার্থে তোমাকে সৎপাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতেছি, এবং তিনি আদর করিয়া ধর্ম্মব্রত পালনার্থ ঈশ্বর ও

ধর্ম্মবন্ধুগণকে সাক্ষী করিয়া, আজি তোমাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন, এ কার্য্যে তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হইবে, অমঙ্গলের কোন আশঙ্কা নাই; তুমি আমাদের যে স্নেহের কন্যা, সেই কন্যা চিরকাল থাকিবে। তুমি স্বকন্যার কর্ত্তব্য সকল জান, আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞানে তাহা সাধন করিবে; ঈশ্বর করুন আমরা যেন তোমার প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য সাধ্যমত চিরকাল প্রতিপালন করিতে পারি।

মা! সতীত্ব ধর্ম্ম নারীকুলের প্রধান গৌরব ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূষণ। এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে যত্নশীলা হইবে, ইহাতেই তুমি ঐহিক ও পারত্রিক সকল কল্যাণ লাভ করিবে। তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে বংশে অনেক ধর্ম্মপ্রাণা পতিব্রতা রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছে, তুমি আবার যে কুলে প্রবেশ করিতেছ, অনেক পবিত্রচরিত্রা সাধ্বী রমণী জন্মগ্রহণ করিয়া সে কুলকেও ধন্য করিয়াছেন, ক্রমে ইহার পরিচয় পাইবে। আজি তুমি এই সকল মহিলাকে এবং ভারতের আদর্শ সতী রমণীদিগকে বিশেষরূপে তোমার দৃষ্টির সম্মুখে রাখ এবং বিনীতভাবে তাঁহাদিগের চরণতলে বসিয়া তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হও। সীতা, সতী, পার্ব্বতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গান্ধারী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা প্রভৃতি কত রমণী-রত্ন ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। আজ শ্রদ্ধার সহিত ইহাঁদের সুচরিত স্মরণ ও অনুশীলন কর। সীতা দেবী ব্রহ্মজ্ঞ রাজর্ষি জনকের কন্যা ছিলেন, রাজ-কন্যা রাজ-বধূ রাজ্যেশ্বরী হইতে যাইতেছেন, এমন সময় দৈবঘটনায় পতির বনবাস হইল। সতী রাজ্য সম্পদ পশ্চাতে করিয়া আনন্দচিত্তে পতির সহচারিণী হইলেন, এবং অরণ্যে পর্ণকুটীরে বাস ও ফল মূল আহার করিয়া স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার আরও দুর্বিপাক ঘটিল, একাকিনী রাক্ষস পুরীতে কারার বন্দিনী হইয়া অশেষ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন,—এই অগ্নি পরীক্ষায় হৃদয়ে অবিচলিত পতিভক্তি ও আত্মায় দেব-বল ধারণ করিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইলেন। বনে বনের পশুদিগকে প্রেমে বশীভূত করিয়াছিলেন, রাক্ষস-গৃহে রাক্ষসীদিগকে তাঁহার তেজে ভীত ও গুণে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। দুর্দ্দিন ঘুচিয়া যখন পুনরায় সুদিন হইল, তখন অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া স্বামীর সহিত রাজ্য ভোগ করিলেন, কিন্তু সম্পদে এক দিনের তরেও উন্মত্ত হন নাই। আবার বিনা দোষে স্বামীকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইলে বাল্মীকির তপোবনে তপস্বিনীর বেশে পরম সুখে কালযাপন করিলেন, এবং স্বামীর গুণানুধ্যান ও শুভ চিন্তাতেই নিরত রহিলেন। প্রবাদ বাক্য শুনিয়াছ "যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মরবে সীতা যাবে দুঃখ" এইরূপ চির দুঃখময় জীবনে অটল প্রেম ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়াই

তিনি অলৌকিক দেবীত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ধন্য দেবী সীতা, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের গৃহে তোমারই জন্ম সার্থক হইয়াছে।

পার্ব্বতী গিরিরাজ হিমালয়ের এক মাত্র কন্যা হইয়াও ঘোরতর তপস্যা করিয়া শ্মশানবাসী ভিখারী শিবের সহ-ধর্ম্মিণী হইলেন। রাজগৃহে বাস অপেক্ষা এই ভিখারীর সঙ্গে ভিখারিণী হইয়া অধিক সুখ অনুভব করিলেন। অন্ন বস্ত্র জুটুক না জুটুক, দেবাত্মা স্বামীর সহিত জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মসাধনা করিয়া ইন্দ্র পদ ও স্বর্গসুখকেও তুচ্ছ করিয়াছিলেন। এরূপ মহাপ্রাণা রমণী দেবতাগণেরও পূজনীয়া হইবেন আশ্চর্য্য কি?

সাবিত্রী রাজার কন্যা এবং চিরদিন সম্পদে প্রতিপালিতা হইয়াও হৃতসর্ব্বস্ব বনবাসী সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিলেন, মৃত পতি অল্পায়ু জানিলেও যাঁহাকে একবার হৃদয় দিয়াছেন, পার্থিব কোন দুঃখের ভয়ে বা সুখের লোভে তাঁহাহইতে সে হৃদয় প্রতিগ্রহণ করিতে পারিলেন না। প্রত্যুতঃ তিনি পিতার অতুল রাজ্য সম্পদের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দুঃখিনীর বেশে অরণ্য আশ্রয় করিলেন এবং দরিদ্র স্বামী ও শ্বশুর শ্বাশু-ড়ীর সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া আপ-নাকে ধন্যা মনে করিলেন। এরূপ নারী নিজগুণেই সতীর আদর্শ হইয়াছেন।

স্বামী অন্ধ বলিয়া দেবী গান্ধারী আপনাকে দর্শনসুখে বঞ্চিত করিয়া-ছিলেন। লোপামুদ্রা রূপযৌবনসম্পন্না রাজকন্যা, এক জটাবল্কলধারী ঋষি তাঁহার পাণিগ্রহার্থী হওয়াতে পিতা মাতা আত্মীয় সকলে ভীত ও গভীর শোকে আকুল। কিন্তু সেই রাজকন্যা পরমার্থ লাভের পরম সুযোগ দেখিয়া স্বেচ্ছাক্রমে প্রফুল্লমনে ঋষিবর অগস্ত্যের গৃহিণী হই-লেন এবং তাঁহার সহিত পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করিলেন। এইরূপ দেখিবে কত সুবুদ্ধি আর্য্য রমণী ঐহিক ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাস তুচ্ছ করিয়া অনন্ত জীবনের কল্যাণোদ্দেশে গুণবান্ পতির সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন।

আজি মা * * * * তুমি রাজা বা ধনাঢ্যের ঘরে পড়িতে পারিলে না বলিয়া কি ক্ষুব্ধ হইবে? গুণবান্, সচ্চরিত্র, ব্রহ্মনিষ্ঠ পাত্রের মর্য্যাদা বুঝিয়া তুমি যে তাঁহাকে জীবন সাথীরূপে গ্রহণ করিয়াছ ইহাতে তোমার দুঃখের কোন আশঙ্কা নাই। এখন পতির সহিত যদি বৃক্ষতলে বাস করিতে হয় করিবে; শাকান্ন আহার করিয়া দিন কাটাইতে হয় কাটাইবে; সুন্দর পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে যদি ছিন্ন বস্ত্র এবং স্বর্ণালঙ্কারের পরিবর্ত্তে যদি শাঁখা ও লোহার খাড়ু মাত্র পরিতে হয় পরিবে, তাহাতে দুঃখ কি? ঐ ত দেখিলে কত রাজরাজেশ্বরের কন্যা দুঃখের অবস্থা সুখের বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন। প্রকৃত সুখ বাহিরের অবস্থার উপর নির্ভর করে না। যিনি সুখের সাগর ও শান্তির অনন্ত উৎস, সেই প্রেমময় পরমেশ্বরের

প্রেমে স্বামীর সহিত একপ্রাণ হইয়া যদি মগ্ন হইতে পার, তাহা হইলেই প্রকৃত সুখিনী ও সৌভাগ্যশালিনী হইতে পারিবে। আর তাহা না হইলে সম্পদও বিপদ ও অশান্তির কারণ হইবে। আজি যে পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, ইহা স্বর্গীয় প্রেমের ধর্ম্ম, ইহার প্রাণ পূর্ণ পবিত্র পরমেশ্বর; স্বামী ও স্ত্রীতে একত্র হইয়া অনন্ত কালের জন্য তাঁহাতে মিলিত হইতে হইবে। সাধ্বী স্ত্রী নাস্তিক, ধর্ম্মভ্রষ্ট, পতিত স্বামীকে উদ্ধার করিয়া ঈশ্বর চরণে আনিয়া তাঁহার সহিত চিরকাল জীবনের পবিত্র সুখভোগ করেন। যে স্ত্রী ধর্ম্মানুরাগী পতি পান, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা কি?

প্রেমব্রত সাধনের কয়েকটী নিগূঢ় সঙ্কেত সর্ব্বদা মনে রাখিবে ও যত্নপূর্ব্বক তাহা অবলম্বন করিয়া চলিবে;— ১ম বিশ্বাস, ২য় সন্তোষ, ৩য় সহিষ্ণুতা, ৪র্থ আত্মত্যাগ। প্রথমতঃ স্বামীকে আপনার জন বলিয়া দেখিবে এবং প্রাণ, মন, সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিবে। স্বামী সুখ দুঃখ সকল অবস্থায় জীবনের সহচর ও বন্ধু, অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, অনিষ্ট চিন্তা করিতে পারেন, ভ্রমক্রমেও ইহা কখনও মনে স্থান দিবে না। স্বামীর নিকট হইতে সদয় ব্যবহারের পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুর ব্যবহার পাইলেও তাঁহাকে হিতকারী বন্ধু জানিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিবে এবং বিশ্বস্তভাবে তাঁহার সেবা করিবে। দ্বিতীয়তঃ—স্বামীতে সর্ব্বদা তুমি সন্তুষ্ট থাকিবে। পার্থিব চক্ষে দেখিলে সে লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে না, ঈশ্বরের করুণার বিশেষ দান বলিয়া যদি দেখিতে পার, সর্ব্বদাই তাঁহাকে সুন্দর ও স্বর্গীয় বলিয়া দেখিবে, এবং তাঁহাতে সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে—অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্বামীর প্রতি মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হইবে না। সন্তোষ যথার্থই স্পর্শমণি, ইহা আপনার অন্তরকে সুন্দর করিয়া আর সকলকে সুন্দর করিয়া দেখায়। তৃতীয়তঃ—যদি স্বামীর দোষ বা ক্রটী দেখ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবে। এমন লোক নাই যাহার ভ্রম প্রমাদ ও দুর্ব্বলতা নাই, কিন্তু হৃদয়ে প্রেম থাকিলে এমন দোষ নাই যাহা মার্জ্জনা করা যায় না—এমন অত্যাচার নাই যাহা সহ্য করা যায় না। এদেশের হিন্দু নারীগণ ব্রত বিশেষে প্রার্থনা করেন যেন "পৃথিবীর মত ধৈর্য্যশীলা হই" বস্তুতঃ তাঁহাদিগের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দৃষ্টান্তস্থল। চতুর্থতঃ—প্রেম সাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় আত্মত্যাগ, যে নারী আত্মসুখেচ্ছু, তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কেহ নাই, সে কখনও সুখী হইতে পারে না। কিন্তু যে পতিব্রতা রমণী আপনাকে ভুলিয়া স্বামীর সুখে সুখিনী ও দুঃখে দুঃখিনী, তাঁহারই জীবন ধন্য। প্রিয়তম স্বামী কিসে সুখে থাকিবেন এই তাঁহার প্রাণগত চিন্তা ও চেষ্টা। স্বামীর দুঃখ হ্রাস ও সুখ বৃদ্ধির জন্য তিনি আপনার মস্তকে

দুঃখভার যত লইতে পারেন, ততই আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। স্বামিসেবার জন্য তিনি যদি জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারেন—তাঁহার জীবন ধারণ সার্থক মনে করেন, তদপেক্ষা তাঁহার সৌভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। যে প্রেমে প্রিয়তমের জন্য মরিলেও সুখ, বাঁচিলেও সুখ, নিজের জন্য কিছু চাই না, সেই ত প্রকৃত প্রেম। দাম্পত্য ধর্ম্ম এই গভীর উন্নত পবিত্র প্রেমের শিক্ষা দেয়; এই প্রেম ঈশ্বরে উত্থিত হইলেই জীবের মুক্তি ও অনন্ত শান্তি লাভ হয়।

শেষ একটী কথা তোমাকে বলিবার আছে * * * * বিবাহ দুই এক বৎসরের জন্য নহে, ইহা অনন্ত জীবনের ব্রত, সেই ভাবে তুমি ইহাকে গ্রহণ কর এবং কায়-মনোবাক্যে তোমার স্বামীর কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হও। মঙ্গল বিধাতা পরমেশ্বর তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ বিধান করুন।

নরহত্যা।

(৩৪০ সংখ্যা ১৯ পৃষ্ঠার পর)

আরব দেশের মধ্যে অনেক গর্ভবতী প্রসবের সময় কোন একটী গর্ত্তের নিকট শায়িত হইত। যদি কন্যা জন্মিত, তবে তৎক্ষণাৎ সেই সন্তানটী ঐ গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইত। কিন্তু মহাত্মা মহম্মদকে অগণ্য ধন্যবাদ, তিনি কোরাণে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রতিষেধ করিয়াছেন।

আমেরিকা দেশের অসভ্য জাতিদের মধ্যে স্ত্রীলোকের এমনি দুর্দ্দশা যে, কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমার মত যন্ত্রণা ভোগ করিবে এই ভাবিয়া জননী অনেক সময় স্বয়ং কন্যা সন্তান বিনাশিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

নিউ সাউথ্ওয়েল্‌স দ্বীপে মাতার মৃত্যু হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু সন্তানেরও সমাধি হয়। ওটাহিটী দ্বীপে ভদ্র বংশীয় স্ত্রী পুরুষে ইচ্ছামত পরস্পরে দাম্পত্য ব্যবহার করিয়া থাকিত, অপত্য জন্মিলে শ্বাসরোধ পূর্ব্বক তাহাকে বিনাশ করিত।

কোন গ্রন্থকর্ত্তা এরূপ বলিয়া গিয়াছেন যে পোলেনিসিয়ার স্বহস্তে সন্তান বিনাশ করেন নাই এমন গর্ভধারিণী কখনও আমার নয়নগোচর হয় নাই।

এই বঙ্গ ভূমিতেই কিছুকাল পূর্ব্বে জননীরা পুণ্যকার্য্য বলিয়া গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ করিতেন, কিন্তু প্রাগুক্ত কয়েক স্থল ব্যতীত পৃথিবীর যে যে অংশে শিশু হত্যা প্রচলিত ছিল, প্রায়ই সেই সেই স্থানে উহার একটা না একটা বিশেষ কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশে লোক সংখ্যা

বৃদ্ধি হইলে অবশেষে দুর্ভিক্ষ হইবে, আহারের কষ্টে প্রাণ বিয়োগ হইবে, প্রায় এই ভয়েই অনেক স্থলে শিশু হত্যার নিয়ম প্রচলিত ছিল। এই জন্যই চীন দেশে ঐ ব্যবহার প্রচলিত আছে। শোলন এই জন্যই আথেন্স নগরে শিশু হত্যা অনুমোদন করিয়া যান। স্পার্টাতেও ঐ প্রথা প্রচলিত হইবার দ্বিতীয় কারণ নাই।

প্লেটোর মতে সুশ্রী পুরুষের সুন্দরী স্ত্রীলোকের সহিত মিলন হউক, প্রথম শ্রেণীর অপত্য রক্ষিত হউক, এবং অধম শ্রেণীর অপত্য বিনাশিত হউক। আরিষ্টটলেরও ঐ মত। তিনি বলেন সন্তানের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত, সেই নির্দ্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ হইলে পর যত সন্তান জন্মিবে, তৎসমুদায় নষ্ট করা কর্ত্তব্য।

যে গ্রীস, যে রোম, যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ হইয়াছিল, তাহারাও অম্লানবদনে স্বহস্তে সন্তান বিনাশের অনুমতি দিতেছে। যে প্লেটো, যে আরিষ্টটলের নামোচ্চারণ করিলে সরস্বতী প্রসন্না হন, যাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা দর্শনে জগতীস্থ সমস্ত ব্যক্তি আজি পর্য্যন্ত গললগ্নীকৃতবাস হইয়া রহিয়াছে, যাঁহারা জন্মগ্রহণ দ্বারা অবনীমণ্ডলকে পবিত্র করিয়াছেন, এবং মানবজাতির শ্লাঘাস্থল হইয়াছেন, সেই অলোকসামান্য গুণসম্পন্ন মহাত্মারও দেশাচারের মোহন মন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া, অক্ষুব্ধচিত্তে অপত্য বিনাশের নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন। ধন্যরে দেশাচার, তোর এমনি ক্ষমতা যে, যাঁহারা নানা প্রকার বিরোধী তর্ক খণ্ড খণ্ড করিয়া আত্মমত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও নরহত্যাকে অধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

এই প্রস্তাব সংক্রান্ত আর একটী আশ্চর্য্য কথা আছে। যে ফিনিসিয়াবাসীরা কোনক্রমেই গরুকে আঘাত করিত না, যে কার্থেজবাসিরা বানরকে আঘাত করা মহাপাপ স্থির করিয়াছিল, যে হিন্দুরা পশুদের চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছে, এবং "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই বাক্যে যাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারাই আবার নরশোণিতপাতে অগ্রসর হইয়াছে। মানব প্রকৃতির কিছুই স্থৈর্য্য নাই। এক অন্তঃকরণেই পরস্পর নিতান্ত বিরুদ্ধ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। আজও পৃথিবীর স্থানে স্থানে বহুবিবাহের বিবরণ শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তুরুস্কের সুলতানের মহিষী সংখ্যা ৩০০, পারস্যের সার ৪০০, শ্যামরাজের ৬০০ এবং আসান্টির রাজার ৩০০।

২। শ্যামবাসীদিগের সহিত ফরাসী-দিগের ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। ফরাসীরা কতক স্থান দখল করিয়াছে, শ্যামবাসীরা একজন ফরাসী সেনাপতিকে বন্দী করিয়াছে।

৩। পারসী রমণী সোরাবজী বারিষ্টার হইয়াছেন। ভারতীয় রমণী-দিগের মধ্যে ইনিই প্রথম বারিষ্টার। ইহাঁর শত্রু অনেক হইবে, ঈশ্বরকৃপায় ইনি নিরাপদে উন্নতির পথে অগ্রসর হউন।

৪। আগামী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পারিসে এক মহামেলা হইবে, এখন হইতে তাহার উদ্যোগ হইতেছে। ফরাসীরা চিকাগো প্রদর্শনীকে হারাইয়া দিতে ইচ্ছা করিবে আশ্চর্য্য নহে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কৃষকের ছবি—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায় প্রকাশিত। সহজ কবিতায় কৃষক জীবনের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কৃষক জীবনের সহিত রাজা শশিশেখরে-শ্বরের প্রাণের স্বাভাবিক সহানুভূতি তাঁহার লেখার বর্ণে বর্ণে প্রকাশিত।

২। The Chaitanya Library Journal.—চৈতন্য লাইব্রেরীর অধ্যক্ষেরা বিবিধ উপায়ে দেশের হিতসাধন করিতে-ছেন। বার্ষিক ১৲ টাকা মূল্যে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানির প্রকাশেরও সেই উদ্দেশ্য। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

৩। তটিনী—শ্রী"প্রমীলা" রচয়িত্রী প্রণীত, মূল্য ৸০ আনা। লেখিকা সুকবি এবং বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকা-গণের অপরিচিতা নহেন। পুস্তকে ৫৭ টী সুন্দর কবিতাস্তবক আছে। লেখা যেমন সরল, তেমনি সরস ও মধুর। আমরা পাঠিগণকে ইহার মধুরতা আস্বা-দনে বিশেষ অনুরোধ করি।

৪। কুন্তলীন—গত চৈত্রের বামা-বোধিনীতে এই তৈলের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। ইহা কেশ পরিপোষক সুগন্ধি তৈল। ইহা ব্যবহার করিয়া আমরা উপকার পাইয়াছি। ইহার উদ্ভাবক এইচ বসু সাধারণের নিকট উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

৫। গো-লক্ষ্মী—ইহা গো-সেবার একখানি সুন্দর ছবি। ছবিখানি দেখিলে গাভী যে দেবময় মূর্ত্তি ও সকলের মহোপ-কারিণী সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এ ছবি বিনা মূল্যে পাওয়া যায়, ঘরে ঘরে এক একখানি রাখা কর্ত্তব্য।

বামা-রচনা।

মা।

(অনুকরণ)

জননি, দয়ার খনি, স্নেহের প্রতিমা খানি,
এস মা, পূজিব আজি কবিতা ফুলে !
জ্বালাময়ী ধরাধামে, মা, তব মধুর নামে
গলে গো পাষাণ হিয়া প্রেমাশ্রু-জলে !
নিরদয় এই ভব, অনন্ত করুণা তব,
ভাবিতে পরাণ-সিন্ধু উঠে উথলে !
স্নেহময়ি, প্রেমময়ি, জননি, করুণাময়ি,
সাজাব শ্রীপাদপদ্ম ভকতি মালে !
এ'হৃদয়-এই দেহ, এতো মা, তোমারি স্নেহ,
প্রদীপ্ত প্রকাশ তারি জীবন-মূলে !
এমন প্রেমেতে ভরা, এমনি আপনাহারা
কে আছে মা, তব সম জগতিতলে !
জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তুমি,অধম সন্তান আমি,
তোমারে হেরিলে যাই হরষে গ'লে !
তব যোগ্য উপহার, ধরাধামে নাহি আর
ক্ষুদ্র এ'প্রসূন লও শ্রীকরে তুলে !

শ্রীঅন্নদাসুন্দরী ঘোষ

শোকার্ত্তা অবলার খেদ।

(গত বারের শেষ)

লক্ষীরূপা পতিব্রতা তাহার রমণী।
কোন্‌প্রাণে তাহারেকে সাজাবে যোগিনী॥
পতির কাছেতে ছিল ছায়ার মতন।
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তাহার জীবন॥
জীবন্তে হইয়া মরা রহিল যে নারী।
চিরদিন সার হল নয়নের বারি॥
বাড়ী ঘর টাকা কড়ি সকলি থাকিবে।
ভুবন ঘুরিলে কিন্তু ভুবনে না পাবে॥
স্বামী ভিন্ন অবলার নাহি অন্য গতি।
বিশেষত যে অবলা নহে পুত্রবতী॥
স্বামি-শোক নিবারণ পুত্র মুখ হেরি।
শোক তাপ দূরে যায় পুত্র কোলে করি॥
স্বামীর তেজেতে হয় পুত্রের উৎপত্তি।
মা বলে কাছেতে এলে স্থির হয় মতি॥
ওহে বিধি একি বিধি দেখিহে তোমার।
পতিপুত্র ভিন্ন দেখি অসার সংসার॥
সোনার ভুবন সে যে সোনার ভুবন।
ভুবন বিহনে কত হতেছে দাহন॥ ৯

ভুবনের চারি কন্যা পতিব্রতা সতী।
রূপে গুণে তুলনাতে লক্ষী সরস্বতী॥
পিতৃভক্তি কত হায় ! কি বলিব আর।
কোথা বাবা বলে মূর্চ্ছা যায় বারে বার॥
মৃত্যুকালে তিন কন্যা নাহি ছিল কাছে।
পিতার শোকেতে তারা বাঁচে কিনা বাঁচে॥
শুষ্ক দেহ রুক্ষ কেশ মলিন বদন।
তাহাদের দেখে কাঁদে পশুপক্ষীগণ॥
কি বলে বুঝাব আমি সাধ্য কিছু নাই।
ভুবনে ভুবন ঘুরি খুঁজিয়ে না পাই॥
বুকে করে কন্যা গুলি মানুষ করেছি।
তাদের দেখিয়ে মুখ কিরূপেতে বাঁচি॥
রাজকন্যা ছিল তারা কিছু নাহি জানে।
আগুণ কে জ্বেলে দিলে বালিকার প্রাণে॥
মেয়ে গুলি মনে মনে করিত যে সাধ।
এত দিনে হল সার হরিষে বিষাদ॥

প্রাণের ভুবন সে যে প্রাণের ভুবন।
ভুবন বিহনে তারা ত্যজিবে জীবন॥
সোনার ভুবন সে যে সোনার ভুবন।
ভুবন বিহনে তারা হতেছে দাহন॥ ১০

বৃদ্ধ ভগ্নী মার বাড়া মানুষ করেছে।
জানি নাক অভাগীর কি দশা ঘটেছে॥
চলে গেলে ভুবন সে ব্যাথা পেত প্রাণে।
করিত সে বার ব্রত তাহার কল্যাণে॥
ভুবন না দেখে করে সদা হাহাকার।
হাবা কালা হয়ে বুঝি গেল এইবার॥
ভুবনের ঘরেতে সে ছিল যে গৃহিণী।
ভুবন হইয়া হারা মণিহারা ফণী॥
প্রাণের ভুবন তার প্রাণের ভুবন।
ভুবন বিহনে তাঁর আছে কি জীবন॥
সোনার ভুবন সে যে সোনার ভুবন।
ভুবন বিহনে সে যে হতেছে দাহন॥
ভুবন ভুবন বলে ডাকে অনিবার।
ভুবন না দেখে দেখে সব শূন্যাকার॥
কত মাথা খুঁড়িত সে দেবতার স্থান।
ভুবনকে ভাবিত সে গর্ভের সন্তান॥
জননীর তুল্য জ্ঞান করিত ভুবন।
পুত্র শোক এত দিনে জানিল কেমন॥
বুকের উপরে তার হল সর্ব্বনাশ।
এত দিনে উঠে গেল ভুবনের বাস॥
প্রাণের ভুবন তার প্রাণের ভুবন।
ভুবন বিহনে তার আছে কি জীবন॥
সোনার ভুবন সে যে সোনার ভুবন।
ভুবন বিহনে সে যে হতেছে দাহন॥ ১১

দাস দাসী প্রতিবাসী করিছে রোদন।
হায় হায় করিতেছে আত্ম বন্ধুগণ॥
ধন্য বিধি একি বিধি করিলে সৃজন।
অকালে হরিয়ে নিলে প্রাণের ভুবন॥
ভুবন বিহনে হল পুরী অন্ধকার।
ওরে যম তোর পায় কোটি নমস্কার॥
দিনেতে ডাকাতি করে লুকালি শমন।
পলকেতে নিলি হরে অমূল্য রতন॥
ভাল দেখে লোভ বুঝি হইলরে তোর।
দেখিতে না দিলি আর ধন্য তুই চোর॥
সেই বাড়ী সেই দোর আছে সেই ঘর।
চন্দ্র বিনা নক্ষত্র না হয় শোভাকর॥
ভুবন করিতে আলো ভুবনমোহন।
বোধ হয় নাই আর দ্বিতীয় তেমন॥
রূপের তুলনা দিব কাহার সহিত।
শশধর শশ ধ'রে আছে কলঙ্কিত॥
বদন পদ্মের তুল্য কিরূপে বা হবে।
নিশিযোগে শতদল ম্রিয়মাণ রবে॥
গুণেতে ছিলরে বশ জগৎ সংসার।
পরিজন মধ্যে নাহি ছিল অবিচার॥১২

সাত পুত্র সাত কন্যা মা বাপের ছিল।
পুত্র গুলি ক্রমে ক্রমে একে একে গেল॥
পাঁচ ভগ্নী বেঁচে আছি দুঃখের কারণ।
চারি ভগ্নী বিধবার ছোট যে ভুবন॥
বিধবা চারি জনের না হল মরণ।
যম বুঝি ভুলে গেছে নাহিক স্মরণ॥
পথে ঘাটে মাঠে পড়ে আছে কত জন।
সে দিকেতে শমনের না যায় নয়ন॥
দ্বিতলেতে কত যত্নে ছিলরে ভুবন।
খুঁজে পেতে নিয়ে গেল দুরন্ত শমন।১৩

জ্যেষ্ঠ ভাই ইন্দ্র তুল্য বিখ্যাত সে নাম॥
রূপে গুণে ধনে মানে গুণে গুণধাম।

মধ্যম ভায়ের গুণ বর্ণিতে না পারি।
বর্ণিতে যাইলে চক্ষে পড়ে শত বারি ॥
চন্দ্র তুল্য সেজ ভাই বিদ্যার আকর।
শুনিলে তাঁহার কথা যুড়াত অন্তর ॥
সকলের ছোট ভাই ভুবনমোহন।
মা বাপের ছিল রে সে অঙ্গের ভূষণ ॥
দিক্ পাল চারি ভাই সবে কীর্ত্তিমান।
রূপে গুণে ধনে মানে সকলে সমান ॥
বাল্যকালে স্বামিহীনা করিল ঈশ্বর।
সহোদর গণ দেখে জুড়াত অন্তর ॥
অতিশয় শিশুপুত্র আমি কুলনারী।
বিষয় ব্যবস্থা কিছু বুঝিতে না পারি ॥
জমিদারী বাড়ী গাড়ী ছিল যত ধন।
ফাঁকি দিয়া কেড়ে নিলে দস্যু জ্ঞাতিগণ ॥
জননী শুনিয়া কাণে আমার দুর্গতি।
দুঃখিনীরে ফেলে প্রাণ ত্যজিলেন সতী ॥
দিবা নিশি কাঁদি আমি হয়ে ম্রিয়মাণ।
অভাগীর নাহি ছিল দাঁড়াবার স্থান ॥
ছোট ভাই ভুবন যে ডাক্তার প্রধান।
রাজার ডাক্তার হয়ে বর্দ্ধমান যান ॥
তাহার কাছেতে থাকি নাহি কিছু দুঃখ।
দুঃখের কপালে কোথা হয়ে থাকে সুখ ॥
লেখা পড়া করে পুত্র মনে কত আশা।
ভাঙ্গিল আশার বাসা আশাতে নিরাশা ॥
আচম্বিতে মূর্চ্ছারোগ পুত্রের ধরিল।
কোথা রাম রাজা হবে কোথা বনে গেল ॥
স্বপন ভাঙ্গিল শেষে ভেঙ্গে গেল বুক।
আমার অদৃষ্ট গুণে বিধাতা বৈমুখ ॥
কত মত চিকিৎসা করালে ভুবন।
কোন মতে হইল না রোগ নিবারণ ॥
ডাক্তার হাকিম বৈদ্য দৈব কর্ম্ম যত।
হাতুড়ে ভুতুড়ে দণ্ডী ফকির মহন্ত ॥
দেখে শুনে সকলেতে হার মেনে গেল।
আমার কপাল গুণে নাহি হল ভাল ॥
পীড়িত সন্তান আর ছিল যে ভুবন।
আটুই মাঘেতে উড়ে গেল সে ভুবন ॥
বাপের বাটীর আশা সব ফুরাইল।
পত্র লেখা যাইবার সাধ মিটে গেল ॥
আর এক কাল্‌সাপ রাখিয়াছি বুকে ॥
দংশিয়া যাইবে চলে ছাই দিয়া মুখে।১৪

হে নাথ, সচ্চিদানন্দ আনন্দ নিধান।
আমাদের পক্ষে ভাল করেছ বিধান।
জগদীশ তব পায় কি দোষ করেছি।
কত দুঃখ দেবে দেও বুক পেতে আছি ॥
আমরা মরিলে তব আশা পূরিবে না।
এত কষ্ট এ জগতে কেহ সহিবে না ॥
পক্ষপাতী হলে নাথ সত্য সনাতন।
ভেবে ভেবে কেঁদে কেঁদে গেল দুনয়ন ॥
তোমার অনন্ত লীলা বুঝে ওঠা ভার।
জীবন রাখিয়ে নিলে জীবনের সার ॥১৫

দিদি পাঁচটী ভগিনী, দিদি পাঁচটীভগিনী,
জন্মিয়া মাতার গর্ব্ভে জনম দুখিনী।
কতকরেছিগো পাপ, কত করেছিগো পাপ,
পাপের ফলেতে এত পাই অনুতাপ।
সুখে থাক সর্ব্ব জন, সুখে থাক সর্ব্ব জন,
চল পাচ জনে যাই নিবিড় কানন।
দিদি সকলি অসার, দিদি সকলি অসার,
শ্রীগোবিন্দ চিন্তানন্দ এক মাত্র সার।
করি তাঁরে আরাধনা, করি তাঁরে আরাধনা
জঠর যন্ত্রণা আর পাইতে হবে না।
আর দগ্ধ নাহি হব, আর দগ্ধ নাহি হব,
চারি সহোদর গুণ বনে গিয়া গাব।
নাহি আর সহোদর, নাহি আর সহোদর,
কি বলে দেখাব মুখ সংসার ভিতর।১৬*

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী।

* বামাবোধিনীর এক পুরাতন শ্রদ্ধেয়া লেখিকা বড়শোক পাইয়া তাঁহার এই শেষ লেখা বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিতে একান্ত অনুরোধ করাতে ইহা প্রকাশিত হইল, আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ ইঁহার সহিত সহানুভূতি করিবেন। বা, বো, স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪২ সংখ্যা	আষাঢ়—১৩০০—জুলাই ১৮৯৩।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মদিন—গত ২৪এ মে ভারতেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়া ৭৩ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭৪ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, জগদীশ্বর মহারাণীকে দীর্ঘজীবিনী করুন্।

রাজ-বিবাহ—আগামী ৬ই জুলাই টেকের রাজকুমারী মের সহিত যুবরাজ-পুত্র প্রিন্স জর্জ্জের শুভবিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে, এই সংবাদে ভারতবাসী মাত্রেই বিশেষ আনন্দিত।

দান—(১) মাণিকজি পেটিটের স্ত্রী তাঁহার পতির স্মরণার্থ একটি পুস্তকালয় স্থাপনের জন্য ৫,০০,০০০টাকা দিয়াছেন।

(২) হরিদ্বারের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বলরামপুরের মহারাণী ২০,০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

(৩) মান্দ্রাজের কোলার জেলার বীরাপাপাটেল ও তাঁহার দুই সহোদর দেশহিতকর কার্য্যে ১৪,০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

বিলাতী যাদুঘর—গত ১০ই মে ইংলণ্ডেশ্বরী ইম্পিরিয়াল ইনিষ্টিটিউট্ নামক যাদুঘর খুলিয়াছেন। প্রধানতঃ যুবরাজের উদ্যোগে এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা মহারাণীর ৫০ বৎসর রাজত্বের স্মরণ-চিহ্ন। যুবরাজের পঠিত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে মহারাণী বলিয়াছেন এই শিল্পগৃহ তাঁহার বিশাল বিচ্ছিন্ন রাজ্য সমুদয়ের যোগ বন্ধনের উপায় হইবে।

মান্দ্রাজ-স্ত্রীশিক্ষা—মান্দ্রাজের হিন্দু-সমাজ-সংস্কার সভা তত্রত্য স্ত্রীলোক-দিগের উন্নতির জন্য একটী সুন্দর নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কতকগুলি বিদুষী

রমণী স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞান শিক্ষা ও আমোদ বিধানের জন্য মাসে মাসে একটি করিয়া বক্তৃতা করিবেন। বিজয় নগরের মহারাজার বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম সভা হয়; কুমারী আনি সাম্মগাম্ ইংলণ্ড ভ্রমণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়া ইংলণ্ডের কতকগুলি দৃশ্য প্রদর্শন করেন।

বানপ্রস্থ যাত্রা—কচ্ছের মহারাজা প্রাচীন রাজর্ষিদিগের ন্যায় সপত্নীক বনবাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, সঙ্গে দুই জন মাত্র ভৃত্য আছে।

আদর্শ পতি সেবা—বিখ্যাত ইংরাজ ইতিহাসবেত্তা গ্রীন সাহেবের পত্নীর স্বামিভক্তি ও অধ্যবসায় বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার স্বামীর বহুল গ্রন্থ প্রচার তাঁহারই পরিশ্রমের ফল, পুরাতত্ত্বের সংগ্রহে তিনি স্বামীকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। অনেক সময় স্বামীর জন্য ১১ ঘণ্টা করিয়া লিখিতে হইত; এই গুরুতর শ্রমে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বাতে অসাড় হইয়া যায়; সাধ্বী রমণী বামহস্তে লেখা অভ্যাস করিয়া কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

দীর্ঘজীবন—(১) কুর্গ প্রদেশে ভেঙ্কাটারামিয়া চেটি নামে একজন ভূতপূর্ব্ব পুলিস কর্ম্মচারী ১২০ বৎসর বয়সে তনুত্যাগ করিয়াছেন। ৮ আট মাস পূর্ব্বে তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ ও স্মরণ শক্তি উজ্জ্বল ছিল.তৎপরে জ্বর ও দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহার দেহক্ষয় হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হইল।

স্ত্রীডাক্তার—শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণা হইয়া অযোধ্যা নগরে চিকিৎসা কার্য্য করিতেছিলেন, সম্প্রতি জেনানা হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্বার্থে পরার্থ।

আগুনের ভিতর যেমন জল, বিষের ভিতর যেমন (ঔষধ রূপী) অমৃত, স্বার্থের ভিতর সেইরূপ পরার্থ। কথায় শুনিতে বড় ভাল না লাগিলেও আসলে সত্যই হয়; কেমন করিয়া সত্য হয়, বলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

মানব জগতের তত্ত্ব যতই আলোচনা করা যায়, ততই অনুভূত হয় যে সত্য ধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া সকল কর্ত্তব্য পালন করাই মানব জন্মের উদ্দেশ্য। প্রধানতঃ মানবের কর্ত্তব্য দ্বিবিধ; প্রথম ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য, দ্বিতীয় জাতিগত কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য বিশেষ করিয়া বলা সম্ভব নহে; কারণ মানবের অবস্থা ও উপযোগিতা বুঝিয়া ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়া থাকে। আর নিজের, নিজ পরিজনের, সমাজের ও জগতের উন্নতি এবং মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা

করা মানবের জাতিগত কর্ত্তব্য। মানব-বুদ্ধি যত টুকু বুঝিতে পারে, তাহাতে বোধ হয় যে এই কর্ত্তব্য পালন করাই ভগবানের আদেশ। অতএব ধর্ম্ম আত্মোন্নতি—ধর্ম্ম পরহিতৈষণা। কিন্তু পরহিত সাধন করিতে হইলে আত্মোন্নতিই প্রথম প্রয়োজনীয়। আপনাকে উপযুক্ত রূপে গঠন করিতে না পারিলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করা কাহারও পক্ষে সুসাধ্য নহে। যীশুখ্রীষ্ট বা চৈতন্য দেব নিজে যদি ধার্ম্মিক চূড়ামণি না হইতেন, তবে তাঁহাদিগের ধর্ম্মে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইত না; আর্যভট্ট, নিউটন, ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি যদি বিজ্ঞানানুশীলনে একাগ্রচিত্ত না হইতেন, তবে জগৎ তাঁহাদিগের সঞ্চিত ধনে ধনী হইত না; রাজা রামমোহন রায় যদি ধর্ম্মবীর না হইতেন, তবে শতাব্দী পূর্ণ না হইতেই বঙ্গভূমির এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইত না; পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি নিজের আর্থিক উন্নতি করিতে না পারিতেন, তবে তাঁহার দেবোপম দয়া বৃত্তি যথোচিত চরিতার্থ হইত না; পণ্ডিতা রমা বাই যদি উচ্চাশয়া না হইতেন, তবে "শারদা সদন" স্থাপিত হইত না; মহারাণী স্বর্ণময়ী যদি ধনবতী না হইতেন, তবে তাঁহার দানশীলতা এত স্ফূর্ত্তি পাইত না; আমাদের দরিদ্র বিধবা গঙ্গাজেলেনী যদি সবল সুস্থ না হইত, তবে শরীর খাটাইয়া একঘর শিশু বাঁচাইতে পারিত না। তাই বলিতেছি, পর হিত সাধন করিতে হইলে আত্মোন্নতি আগে আবশ্যক। নিজে কার্য্যক্ষম না হইলে পরের কাজ করা যায় না।

সুতরাং যাহাতে নিজের স্বাস্থ্য, ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র প্রভৃতি উন্নতি প্রাপ্ত হয়, সেই রকম কাজ করা ধর্ম্মানুমোদিত—ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এই সকল কাজকে "স্বার্থ" বলিতে চাও, বল, কিন্তু এই রকম স্বার্থ পূর্ণ করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ—বোধ হয় সকলে বুঝিতেছেন, এরূপ স্বার্থ সিদ্ধি ব্যতীত মানুষের "মানুষ" হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যে স্বার্থের উদ্দেশ্য পরহিতৈষণা, যে স্বার্থ ধর্ম্মের শাসনে শাসিত, সেই স্বার্থ পূর্ণ করাই যে পুণ্য ইহা মানবের সকল সময়েই স্মরণীয়। আর আসক্তিমূলক যে স্বার্থ, সেই স্বার্থ পূর্ণ করাকেই পাপ বা অধর্ম্ম বলা যায়। যে ব্যক্তি আসক্তিমূলক স্বার্থ, পূর্ণ করিতে চাহে, তাহাকে "স্বার্থপর" কহে। স্বার্থপর ব্যক্তিকে এ জগতে প্রথম শ্রেণীর অধার্ম্মিক—বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে ব্যক্তি পরের প্রয়োজন—পরের হৃদয়, কিছুমাত্র বুঝে না, অথচ আপনার সবটা ষোল আনায় হিসাব করিয়া লয়, তাহাকে লোকে কেবল "স্বার্থপর" বলিয়া তৃপ্ত হয় না; "নির্ম্মম"ও বলে, "হৃদয়হীন"ও বলে।

কিন্তু এই রকম স্বার্থপর হওয়া মানবের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। আত্মসুখকামনা মানবহৃদয়ে যেমন স্বাভাবিক, তাহাতে জীবন পথে একটু অসতর্ক হইলেই মানব

স্বার্থপর হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু দয়াময় জগদীশ্বর ইহা নিবারণের জন্য যে উপায় বিধান করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিশেষ চমৎকৃত হইতে হয়।

জগদীশ্বর আমাদিগের শরীর, মন, ও হৃদয়ে যে শক্তি ও বৃত্তি গুলি দিয়াছেন, সে সকলই প্রয়োজনীয়। ইহার মধ্যে যে সকল বৃত্তির অধিকতর পরিচালনায় নিজের ও অপরের বিশেষ উপকার হয়, সেই গুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি—আর যে সকল বৃত্তির অধিকতর পরিচালনায় নিজের ও অপরের অপকার হয়, তাহাদিগকে নিকৃষ্ট বৃত্তি বলে। কিন্তু এই সকল শক্তি ও বৃত্তির মধ্যে বিবেকশক্তি শ্রেষ্ঠতম। প্রজার সহিত রাজার যেমন সম্বন্ধ, শিষ্যের সহিত গুরুর যেমন সম্বন্ধ, আমাদের অন্যান্য বৃত্তি ও শক্তির সহিত বিবেকের সেই রকম সম্বন্ধ। এই বিবেকের শাসনাধীনে সকল শক্তি ও বৃত্তিকে পরিচালন করাকেই "সংযম" বলা যায়। মানব, বিবেকের শাসনাধীনে যদি তাঁহার আত্মোন্নতিকামনা পরিচালন করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থের উদ্দেশ্য "পরার্থ" হইয়া থাকে; কারণ বিবেক হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে "জগদীশ্বর" আমাদিগকে যে সকল শক্তি ও বৃত্তি দিয়াছেন, তাহা এই বিশ্বজগতের মঙ্গলের জন্য—কৃপণের মত নিজের সিন্দুক বোঝাই করিবার জন্য নহে। আমরা এ জগতে দুই দিনের জন্য আসিলেও আমাদিগের কাজের ফল অনন্তকাল-স্থায়ী।" এইরূপে মানবহৃদয় বিশ্ব-হিতৈষণায় প্রণোদিত হইতে পারে। এইরূপে পরার্থপরতার উদ্দেশ্যে নিজের স্বাস্থ্য, ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, সকলই উন্নত করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। ইহারই পরিণতিতে স্বার্থ পরার্থের সহিত মিশিয়া যায়—মানব-হৃদয় পর-ময় হইয়া পড়ে। জলবিম্ব যেমন জলে উদয় হয়, আবার সেই জলে মিশিয়া যায়, স্বার্থও তেমনি পরার্থের জন্য জন্মিয়া সেই পরার্থে ডুবিয়া থাকে! এমন "স্বার্থ"ই ভগবানের অনুমোদিত।

এখন তুমি আমাকে বল প্রিয় পাঠিকা ভগিনি! তোমার যে আত্মোন্নতির ইচ্ছা—তোমার আত্মোন্নতির ইচ্ছা অবশ্য আছে, নহিলে তোমার মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে—তাই বলিতেছি, তোমার যে আত্মোন্নতির ইচ্ছা, তাহা কি কেবল তোমার আত্মতৃপ্তির জন্য? অথবা যে বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছায় এ রাজ্যে আসিয়াছ, তাঁহার জন্য যথাসাধ্য—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাজটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য?

শ্রীমা।

মহারাণী সীতাবিলাস।

মহিশূরের মহারাণী সীতাবিলাস সি, আই, ই, স্বর্গীয় মহাত্মা তরুভিখারী বীররাজ উর্শের একমাত্র কন্যা। কুলগানা নামক গ্রামে ইহাঁর আদি বাসস্থান

ছিল। মহারাণীর পিতা তরুভিখারীতে * আসিয়া বাস করেন। ইনি বিষয় কর্ম্মোপযোগী উত্তম শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণরাজ উদয়ার বাহাদুর ইহাঁকে মাম্‌লৎদারের পদে নিযুক্ত করেন। ইহাঁর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে একপুত্র ও এককন্যা হয়। পুত্রের নাম কসবরাজ উর্শ। ইনিও স্বর্গলাভ করিয়াছেন। কন্যার নাম দেবজম্মনী, ইনিই আমাদের মহারাণী সীতাবিলাস। দেশের অবস্থা এক সময়ে এত স্বচ্ছল ছিল যে, ৩।৪ টাকায় একজন লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। এই উক্তির যাথার্থ্য যেমন বঙ্গদেশে, তেমনি মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও প্রযুক্ত হইত। মহারাণীর পিতামহ ৩৲ টাকার কষ্টের জীবনে সন্তুষ্ট না হইয়া, পুত্রকে এমন সুশিক্ষা দান করিতে প্রবৃত্ত হন, যাহাতে তিনি জনসমাজে গণনীয় ও মাননীয় হন। ইনি ইহাকে সংস্কৃত অধ্যাপনা করান। অগ্রজ পাঠ করিতেন, অনুজা তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া শ্রবণ করিতেন। শুধু তাহাতে তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না। শিক্ষক যাহা বুঝাইয়া দিতেন, তাহা তাঁহার ভ্রাতাকে কণ্ঠস্থ করিতে হইত। যাহা ভ্রাতা ভুলিয়া যাইতেন, ভগিনী তাহা বলিয়া দিতেন। এইরূপে ভ্রাতার মত ভ্রাতার সহিত শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন; পিতা মাতাকে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হয় নাই। তাহাঁর বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসরও হয় নাই, তখন হইতেই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যানুরাগ ও শিক্ষোপযোগিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। পিতা তাঁহার অধ্যাপনায় কৃতসংকল্প হইলেন। তদনন্তর মহিশূরের মহারাজ কর্তৃক ইহাঁর অগ্রজ বাসবরাজ উর্শ পেস্কারের পদে নিয়োজিত হন। সুতরাং উহাঁর সহিত আর অধ্যয়ন করিতে না পারিয়া দেবজম্মনী পিতাকে আপনার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিতে বলেন। ইহা শুনিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া একজন উপযুক্ত শিক্ষক রাখেন। প্রায় পাঁচ বৎসরের মধ্যে কন্যা সংস্কৃত, মহারাষ্ট্রীয় ও কানারি ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। স্ত্রী শিক্ষার অন্যান্য অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে তিনি যে বীতরাগ ছিলেন, এমন নহে। অবকাশ পাইলে তিনি গীতবাদ্য, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি কারুকার্য্য শিক্ষা করিতেন। অল্পকালের মধ্যে তাঁহার এত বিদ্যোন্নতি দেখিয়া তাঁহার সমবয়স্কা বালিকাগণ ঈর্ষান্বিতা হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর, তখন তিনি প্রাচীন বৈদিক হিন্দু মহিলার যথার্থ স্থলাভিষিক্তা বলিয়া পরিচিতা হইতে পারগ হন। মহিশূরের মহারাজা এই সময় ইহাঁর বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার বিষয় অবগত হইয়া ইহাঁর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হন। রাজস্ব প্রেরণ করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হওয়াতে ইহাঁর পিতা দণ্ডার্হ হইয়া মহারাজ সমীপে আনীত

হন। জনৈক মন্ত্রী বলিলেন যে, অগ্রে উহাঁর নিকট কি আছে দেখা যাউক, পরে দণ্ড দেওয়া হইবে। ইহাঁর নিকট হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির হইল; ঐ কাগজ গুলির মধ্যে উহাঁর কন্যার কোষ্ঠী ছিল। মহিশূররাজ উহা পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন যে উহা তাঁহার মনোনীত পাত্রীর কোষ্ঠী। এই দেখিয়া তিনি পিতার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করেন। পাত্রীর বয়স যখন ১৭ সপ্তদশ বৎসর, তখন তিনি মহিশূর মহারাজ-মহিষী হন।

তরুণ বয়সেই মহারাণী দেবজম্মনী বিদুষী আখ্যার যাথার্থ্য সম্পাদন করেন। ইনি বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করেন; শুধু অধ্যয়ন করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না; যাবজ্জীবন ইহার অনুশীলনে ক্ষেপণ করেন। হিন্দু দর্শন শাস্ত্রবিৎ অনেক বিদ্যাভিমানী মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ইহাঁর সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া, পরাস্ত হইতেন। ইহাতে তাহাদিগের অল্পবিদ্যাজনিত অসারত্ব প্রতিপন্ন হইত; প্রত্যুত মহারাণীর বিদ্যা জলধি যেমন অপরিমেয় তেমনি থাকিত। একদা এক কূট দার্শনিক প্রশ্নে, ইহার মস্তক বিচলিত হইয়া উঠে। ইনি তাহার এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিলেন, করিলেন বটে, কিন্তু সিদ্ধান্তটী তাঁহার মনঃপূত না হওয়াতে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহোদয়কে মীমাংসার জন্য আহ্বান করেন। ইনি আসিয়া মহারাণীর মতের পোষকতা করেন। ইহাঁর হস্তলিপি অতি সুন্দর ছিল, দেখিলে বোধ হইত যেন ছাপার অক্ষর। উড়িয়াদিগের মত তাল পত্রে উত্তমরূপ লিখিতে পারিতেন। বাস্তবিকই তিনি আদর্শ রমণী ছিলেন। মণিকাঞ্চনের যোগ ইহাঁতে হইয়াছিল। একদিকে যেমন অতুলঐশ্বর্য্য, প্রবলপ্রতাপ, এক বিস্তৃত হিন্দু রাজ্যের অধীশ্বরী; অপর দিকে সেই রূপ বিদ্যা বুদ্ধি ও সুশীলতা। ভারতের অনেক স্থানে অনেক পুণ্যবতী দানশীলা আরাধ্যা নারী ছিলেন ও আছেন; কিন্তু কয়জন দেবজম্মনী ছিলেন বা আছেন? ইনি যেরূপ সদ্গুণবতী, সেইরূপ কীর্ত্তিমতী; যেমন বিপুল অর্থ, তদ্রূপ বিদ্যা মহানিধিতে বিভূষিতা ছিলেন। ইহাঁকে কেবল মহিশূরের গৌরব-সূর্য্য নয়, বিশ্ব ভারতের গৌরব-সূর্য্য বলিলে, বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

ক্রমশঃ।

সুজাতার অপূর্ব্ব কথা।

মহাবীর শাক্যমুনি যৎকালে ঘোরতর তপস্যায় নিরত, সেই সময়ে বুদ্ধগয়ার নিকট নীলঞ্জনা নদীতটে সিনানি নামক একজন ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী বাস করি-

তেন। সিনানী দুঃখীর বন্ধু ধার্ম্মিক জমিদার ছিলেন। তাঁহার প্রচুর অর্থ এবং গোধন ছিল। সুজাতা তাঁহারই ধর্ম্মপত্নী। সেই প্রিয়দর্শনা মধুরভাষিণী দয়াবতী সরলহৃদয়া সুজাতার সহিত সিনানি পরমসুখে কাল যাপন করিতেন। কোনও বিষয়ে তাঁহাদের দুঃখ কিম্বা অভাব ছিল না। কিন্তু এত সৌভাগ্যের ভিতরে থাকিয়াও পুত্রমুখ দর্শনে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন। পুত্রহীনা সুজাতা সন্তান কামনায় লক্ষ্মীর নিকট অনেক প্রার্থনা করেন, পূজা দেন এবং সেই সঙ্গে এই মানস করেন, যে যদি একটী পুত্র-সন্তান প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে নিকটস্থ বনদেবতাকে বিশেষ ভক্তির সহিত পূজা উপহার প্রদান করিবেন।

কিছুকাল পরে লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় সুজাতার গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। সন্তান যখন তিন মাসের, তখন সুজাতা তাহাকে বক্ষে লইয়া বনদেবতার পূজা দিবার জন্য অরণ্য মধ্যে উপনীত হইলেন। তাঁহার এক হস্ত বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদিত সন্তানকে এবং অপর হস্ত মস্তোকপরি দেবভোগ্য উপহার পাত্র ধারণ করিয়াছিল। সঙ্গে কেবল একমাত্র দাসী রাধা। রাধা অগ্রে বনমধ্যে দেবতার স্থান পরিষ্কারার্থ গমন করে। তথায় সে হঠাৎ বৃক্ষমূলে সৌম্যমূর্ত্তি নিমীলিত লোচন শাক্যদেবকে দেখিয়া বিস্মিতা হইল এবং শঙ্কিত ভাবে আসিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী, দেখ! দেখ! বনদেবতা কেমন তাঁহার স্থানে বসিয়া রহিয়াছেন! আহা জানুপরি যোড়কর, কেমন অপরূপ দৃশ্য! ললাটের চারিদিকে যেন জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। কি শান্ত, কি বিরাট রূপ! আহা নয়নদ্বয়ে কি স্বর্গীয় প্রভা! দেবদর্শন বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়!"

তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে সুজাতা কম্পিত-কলেবরে নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ভূমি চুম্বন করিয়া আনত বদনে বলিতে লাগিলেন, "হে মঙ্গলদাতা পবিত্র বন-দেবতা, যদি এই দাসীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেখা দিলে, তবে আমি এই শুভ্র পরমান্ন সেবার্থ আনিয়াছি, ইহা গ্রহণ কর।" এই বলিয়া শাক্যের হস্তে গন্ধ-দ্রব্য প্রদানানন্তর স্বর্ণপাত্র হইতে পরমান্ন ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। কঠোর তপস্যা প্রভাবে তৎকালে শাক্যের দেহ অতীব ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল হইয়াছিল। এমন কি সময়ে সময়ে অনাহারে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। সহসা মধুর পরমান্ন লাভ করিয়া নীরবে তাহা ভোজন করিতে লাগিলেন। কি মনোহর সেই দৃশ্য! সন্তানকোলে জননী দেবীমূর্ত্তি সুজাতা পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া আস্তে আস্তে স্বর্ণপাত্র হইতে শাক্যের হস্তে পরমান্ন দিতেছেন আর তিনি তাহা ভোজন করিতেছেন।

এমনি উপাদেয় বলপ্রদ সে পরমান্ন যে ভোজন করিবা মাত্র মহামুনির শীর্ণ দুর্ব্বল দেহে বল এবং জীবনী শক্তি ফিরিয়া

আসিল। নিমেষের মধ্যে তাঁহার কষ্টগ্লানি, ক্ষুধাপিপাসা, উপবাসজনিত ক্লেশও চলিয়া গেল। যেন মরুভূমি বিচরণকারী ক্লান্ত বিহঙ্গের অঙ্গে নবীন পক্ষ সকল সহসা উদ্ভিন্ন হইল। সুজাতা যতই তাঁহাকে পরমান্ন ভোজন করাইতে লাগিলেন, শাক্যের মূর্ত্তি ততই সতেজ এবং মুখশ্রী ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তদনন্তর সেই মহিলা মৃদু মধুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাস্তবিকই কি আপনি দেবতা? এবং আমার এই উপহার কি আপনি কৃপা পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন?"

শাক্য উত্তর করিলেন, "ইহা কি সামগ্রী যাহা তুমি আমার জন্য আনিয়াছ?"

সুজাতা। হে পবিত্র পুরুষ! আমাদের গোগৃহে যে সকল দুগ্ধবতী গাভী আছে, তন্মধ্যস্থ একশত গাভী দোহন করিয়া যে দুগ্ধ পাইয়াছিলাম, তাহা পুনরায় পঞ্চাশটীকে পান করাইয়াছি। পরে সেই পঞ্চাশটীর দুগ্ধ পঁচিশটীকে এবং পঁচিশটীর দুগ্ধ বারটীকে, পরিশেষে বারটীর দুগ্ধ ছয়টী উৎকৃষ্ট গাভীকে পান করাইয়া তাহা হইতে যে দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলাম, সেই দুগ্ধের এই পরমান্ন। সেই দুগ্ধ রজতপাত্রে চন্দন কাষ্ঠের অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া তাহাতে নবভূমিজাত উৎকৃষ্ট বীজোৎপন্ন পরিশুদ্ধ তণ্ডুল মিশাইয়া হৃদয়ের সহিত পরম যত্নে ইহা রন্ধন করিয়াছি। কারণ, ইহা দেবতার ভোগ এবং পুত্রপ্রাপ্তি কামনায় আপনার এই বৃক্ষতলে ইহা পূজার্থ দিব এইরূপ মানস করিয়াছিলাম। এক্ষণে বাঞ্ছিত পুত্রধন আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার জীবন ধন্য হইয়াছে। সেইজন্য আনন্দের সহিত আপনার পূজা দিতে আসিয়াছি।

পরে বুদ্ধদেব অঞ্চলাচ্ছাদিত মাতৃবক্ষস্থিত সেই শিশুর আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক তাহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার আনন্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক এবং ইহার জীবনভার লঘু হউক, কেননা, তুমি আমাকে সাহায্য দান করিলে। কিন্তু আমি দেবতা নহি, তোমার একজন ভাই, —পূর্ব্বে ছিলাম রাজপুত্র, এক্ষণে পরিব্রাজক। এই ছয় বৎসর কাল এখানে ক্রমাগত দিবা রাত্রি জ্ঞানালোক অন্বেষণ করিতেছি। সমস্ত মানবকুলের অন্ধকারকে আলোকিত করিবার জন্য কোন স্থানে সেই আলোক সমুজ্জ্বলিত আছে। সেই আলোক আমি প্রাপ্ত হইব। যখন হে ভগিনী! তোমার পবিত্র আহার দ্বারা আমার শ্রান্ত দুর্ব্বল দেহ পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে, তখন সেই শুভ ঊষা নিকটবর্ত্তী। মানুষ যেমন জন্ম জন্মান্তর ক্রমে নিষ্পাপ হয়, তেমনি বহু গাভীপ্রসূত এই দুগ্ধ আমাকে জীবন দান করিল। তথাপি আমি জিজ্ঞাসা করি, কেবল জীবন ধারণই কি যথেষ্ট সুমিষ্ট মনে হয়? জীবন এবং প্রেম ইহাই কি সর্ব্বস্ব?

সুজাতা বলিলেন, "হে পূজ্যপাদ দেব! আমার মন অতি ক্ষুদ্র, অল্পেতেই ইহা পূর্ণ হয় এবং আপনার আশীর্ব্বাদ এবং

আমার এই সন্তানের হাস্যমুখ ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ইহাতে আমার গৃহাশ্রমকে আনন্দময় করিল। গৃহকার্য্যের চিন্তায় পরিপূর্ণ আমার দৈনিক জীবন অতীব সুখকর। সূর্য্যোদয়ে আমি জাগিয়া দেবতাদের মহিমা গান করি, জীবদিগকে অন্নদান, এবং তুলসীবৃক্ষের সেবা করি, গৃহের পরিচারিকাদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্যকার্য্যে নিযুক্ত রাখি। পরে মধ্যাহ্ন সময়ে যখন আমার স্বামীদেব আমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকেন, তখন আমি মৃদু সঙ্গীতের দ্বারা তাঁহাকে সোহাগ করি এবং বীজন ব্যজন করি। পরে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ভোজন করাইবার জন্য আমি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া মিষ্টান্ন দিয়া তাঁহার সেবা করি। তদনন্তর রাত্রিকালে যখন আকাশমণ্ডল নক্ষত্রালোকে আলোকিত হয়, তখন বন্ধু বান্ধবের সহিত গল্প স্বল্প করিয়া নিদ্রা যাই। এরূপ যে সৌভাগ্যশালিনী আমি, স্বামীর স্বর্গভোগের উপায়স্বরূপ পুত্র সন্তান গর্ভে ধরিয়াছি, এমন ভাগ্যবতী যে আমি, আমি কেন সুখী হইব না? কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, পথিকদিগকে ছায়াদানের জন্য বৃক্ষ রোপণ করিলে, জীবের শান্তির জন্য জলাশয় খনন করিয়া দিলে, পুত্র সন্তান উৎপাদন করিলে, মৃত্যুর পর এ সকল দ্বারা নিশ্চয় শুভ ফললাভ হয়। শাস্ত্রে যাহা কথিত আছে, তাই আমি গ্রহণ করি; কেন না, যাঁহারা দেবতাদের সঙ্গে কথা কহিতেন, যাবতীয় শাস্তি এবং পুণ্যের পথ এবং গাথা মন্ত্র যাঁহারা অবগত ছিলেন, সেই প্রাচীন মহাজনদিগের অপেক্ষা আমিত জ্ঞানী নহি। তদ্ব্যতীত আমি ইহাও জানি যে ভাল করিলে ভাল, মন্দ করিলে মন্দ হয়; নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র সকলেরই পক্ষে এ কথা সঙ্গত। আরো আমি দেখিয়াছি, উত্তম বৃক্ষ হইতে রসাল ফল, এবং বিষবৃক্ষ হইতে তিক্ত ফল উৎপন্ন হয় এবং ইহ জীবনেই বিদ্বেষ হইতে ঘৃণা, দয়া হইতে বন্ধু, ধৈর্য্য হইতে শান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন বিধাতার ইচ্ছা-হইবে আমরা মরিব, এবং তখন কি এরূপ মঙ্গল ঘটিবে না যেমন এখন ঘটিতেছে? বরং ইহা অপেক্ষা অধিক হইবে। যেহেতু দেখিতে পাই, একটী শস্যকণিকা হইতে মুক্তাসদৃশ পঞ্চাশটী শস্য কণিকা উৎপন্ন হয়। হে মহাত্মন্, আমি জানি অনেক দুঃখও বহন করিতে হইবে, ধূলায় মুখ লুকাইতে হইবে। যদি আমার এই শিশু সন্তানটী আমার আগে প্রাণত্যাগ করে, আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাহাহইলে মৃতশিশু বক্ষে ধরিয়া আমাকে স্বামীর মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু যদি আমার স্বামীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, আমি তাঁহাকে কোলে লইয়া আনন্দমনে চিতানলে প্রবেশ করিব। কারণ, শাস্ত্রে লিখিত আছে, যদি স্ত্রী এইরূপে সহমৃতা হয়, তাহাহইলে তাহার প্রেম স্বামীকে—স্ত্রীর মাথায় যত চুল আছে

প্রত্যেক চুলের গণনানুসারে কোটী কোটী বৎসর স্বর্গভোগ করাইবে। অতএব আমি কোন প্রকার ভয় করি না এবং সেই জন্য হে পবিত্র পুরুষ! আমার জীবন আনন্দময়। তথাপি আমি কোন প্রকার দুঃখী, আর্ত্ত, হতভাগ্য এবং দুষ্টমতি লোকদিগকে ভুলিয়া থাকিনা। দেবতারা তাহাদিগকে কৃপা করুন! যাহা কিছু মঙ্গল তাহা আমি বিনম্র ভাবে সাধন করি, শাস্ত্রবিধির অনুগত হইয়া চলি; এই বিশ্বাস করি, যে যাহা কিছু ঘটিবে, তাহাতে আমার ভালই হইবে।"

সুজাতার বিশ্বাসপূর্ণ মধুর বচনাবলী শ্রবণ করিয়া শাক্য বলিলেন, "ভদ্রে! যাহারা শিক্ষা দেয়,তুমি তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে। তোমার এই সরল সহজ জ্ঞান উচ্চতর জ্ঞান। না জানিয়া এবং এইরূপে আপনার সত্য পথ এবং কর্ত্তব্য অবগত হইয়া তুমি সুখী হও! হে কুসুমকোমলা, তুমি উন্নত হও! সত্যের তীব্র মধ্যাহ্ন জ্যোতি তোমার ন্যায় কোমল পত্রের জন্য নহে, তাহার জন্য অন্যবিধ সূর্য্যালোক প্রয়োজন। তুমি আমাকে পূজা করিয়াছ,আমি তোমাকে পূজা করি। হে অত্যুৎকৃষ্ট হৃদয়! কপোত যেমন প্রেমের টানে আপনার বাসার দিকে উড়িয়া যায়, অজ্ঞাতসারে তেমনি তুমি জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছ। মানুষের কেন যে আশা আছে, তাহা তোমাকে দেখিলে বুঝা যায়। তুমি চিরসুখ শান্তিতে বাস কর। তুমি যেমন স্বকার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছ, আমিও যেন সেইরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারি। যাহাকে তুমি দেবতা মনে করিয়াছিলে, তিনি তোমার শুভ ইচ্ছার ভিখারী।"

সুজাতা বিস্মিত ব্যাকুল লোচনে বলিলেন, "কি! আপনি বলিলেন, আমি যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছি তেমনি আপনি হইতে চাহেন!" সেই সময় সুজাতার ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানটী বুদ্ধদেবের পানে হাত বাড়াইয়া যেন আপনার দলস্থ জ্ঞানে তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতেছিল। অতঃপর মহামুনি শাক্যদেব সুজাতাপ্রদত্ত পবিত্র পরমান্ন ভোজনে বললাভ করত আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করিলেন। যে বোধীবৃক্ষমূলে তিনি মহাজ্ঞান অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ করেন, প্রশান্ত ভাবে মৃদু পদ বিক্ষেপে তাহার দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

দার্জিলিং।

এমন অপূর্ব্ব শোভা দেখিব কি আর!
চৌদিগে অচলাবলী, উন্নত শিখর তুলি
অনন্ত মহিমা কার করিছে প্রচার?
তরুণ অরুণ করে, রতন মুকুতা ঝরে,

মরি মরি কি সৌন্দর্য্য বলা নাহি যায়,
বিচিত্র বরণে আঁকা, যেন গো ময়ূরপাখা,
আঁকিয়া রেখেছে শৈল চূড়ায় চূড়ায়!
কাঞ্চন-ধবলা গিরি অবাক্ বারেক হেরি

তুষার-মণ্ডিত শিরে সোণার কিরীট,
যেনগো শোভিছে তায়, কিরণ পড়িয়ে গায়
উচ্চতায় কে বলিবে ক'হাজার ফিট?

নিম্ন উপত্যকা পানে, তাকাইলে একতানে,
পরাণে কতই ভাব উপজে তখন;
বুঝি সে পাতালপুরী, ভূধরেতে ভূরি ভূরি
নয়ন রঞ্জিতে বিধি করিলা সৃজন!

'বার্চহিল' দেখিবারে সাথে লয়ে বাসনারে
যাইনু সেথায়—স্থান অতি নিরজন,
পার্ব্বতীয় তরুরাজি, অপরূপ রূপে সাজি
বিরাজিছে থরে থরে যেন কুঞ্জবন।

সুন্দরী প্রকৃতি সতী, গম্ভীর প্রশান্ত অতি,
মূর্ত্তিমতী দেবী যেন করে বিচরণ,
নাজানি ভাবুক জনে, ভুলায় কি প্রলোভনে?
সংগোপনে কেড়ে লয় হৃদি প্রাণমন।

'জলা পাহাড়ের' পর প্রাণমন মুগ্ধকর
দেখিনু যে দৃশ্য তাহা না যায় বর্ণন,
গা' ঘেঁসিয়া মেঘ যায়, বহিছে শীতল বায়
ভাবের তরঙ্গ মাঝে ডুবিতেছে মন!

'ভিক্টোরিয়া ফল' হেরি, আনন্দে হৃদয় ভরি
গেল যে আমার,—কত ভাবের লহরী
খেলিছে পরাণ মাঝে, ধন্য সেই বিশ্বরাজে
ধন্য তাঁর সুকৌশল—ধন্য কারিকরী!

বহিছে অজস্র ধারা—রজত স্রোতের পারা,
মাতোয়ারা ঝর্ ঝর্ শব্দে ত্রিভুবন।
ভকতি-রসেতে মন,—ডুবে থাকে অনুক্ষণ
পাষাণ বিদারি বারি হতেছে পতন!

'অব্জারভেটরি হিল' উরধে অনন্ত নীল
নিম্নেতে সহর খানি পাহাড়ের গায়,
মরি কি অতুল শোভা, দর্শকের মনোলোভা
চেয়ে থাকে একতানে চিত্রার্পিত প্রায়!

চৌরাস্তায় সন্ধ্যাবেলা, প্রবাসী মিলায় মেলা
পুরুষ রমণী কত বসি কাষ্ঠাসনে,
লভেন বিশ্রামসুখ, সন্তোষে মাখানো মুখ
'ব্যাণ্ড'বাজে—সুধারস সিঞ্চয় শ্রবণে।

পাহাড়ী লোকেরা সবে, সুধাইছে কুলী লবে?
প্রফুল্ল আনন অতি প্রশান্ত প্রকৃতি,
কাজে ব্যস্ত অনুক্ষণ, বড়ই সরল মন
কার্য্যক্ষম সমতুল্য পুরুষ প্রকৃতি।

বেণী পৃষ্ঠে লম্বমান, নরনারী তু'সমান
রমণীরা বন্যফুল গুঁজে দেয় শিরে,
দেখিতে সুন্দর অতি, সরলতা মূর্ত্তিমতী,
কি ছার তাহার কাছে মণি মুক্তাহীরে।

স্বভাবসম্ভূত জাতি, রয়েছে স্বভাবে মাতি,
দিবা রাতি পরসেবা পালে মহাব্রত,
লেপ্চা ভূটিয়া সব, অপরের অগৌরব
করিবে না একতিল বাঙ্গালীর মত।

অসভ্য বর্ব্বর বটে, জ্ঞানবুদ্ধি নাহি ঘটে,
কিন্তু অকপট ভাব সকলেরি মনে;
জানে ভদ্র ব্যবহার, নাহি করে অপকার,
করিবে পরের সেবা খাটি প্রাণপণে।

'দার্জ্জিলিং' দরশনে, যে ভাব উদিছে মনে,
স্মরণেতে সুখ-সিন্ধু উথলে আমার,
হিমাচল নমে যাঁরে, নতশিরে সে ধাতারে,
একান্তে ভকতি ভরে করি নমস্কার॥

শ্রীচ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।*

"প্রেমরূপং পরংব্রহ্ম প্রেমরূপং চরাচরম্।
নান্যদস্ত্যেকমেবাস্তি প্রেমপ্রেমৈব কেবলম্॥"

প্রেম রূপে রয়েছেন দেব ভগবান,
বিশ্ব চরাচর সবি প্রেমে বর্ত্তমান;
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে আর কিছু নাই,
একমাত্র "প্রেম প্রেম" রয়েছে সদাই!

আজি শুভময় দেবতার প্রসাদে আমাদের এক শুভদিন। আজি আমরা আমাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণ-কর্ত্তৃক এক মহদ্বিষয় আলোচনা করিতে নিয়োজিত হইয়াছি। কিন্তু আমাদের মত অক্ষম, দুর্ব্বল ও অজ্ঞান ব্যক্তিগণ এই পবিত্র গুরুতর কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাই যিনি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, সর্ব্বশক্তিমান্, জ্ঞানময়, সত্যস্বরূপ দেবতা, তাঁহারই চরণে প্রণতা হইয়া তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করি। আমরা সকলেই যাঁহার কাজ করিতে আসিয়াছি, জগতের অণু, কীটাণু, পরমাণু হইতেও যাঁহার কার্য্য সাধিত হইতেছে, যিনি সকলেরই সদিচ্ছার সহায়, আমি সেই ইচ্ছাময় দেবতার চরণে প্রণাম করি। যিনি অক্ষয় অনন্ত ও সর্ব্বজ্ঞ, যিনি আদি ও অনাদি, যিনি অচিন্ত্য ও অজ্ঞেয়, আমি সেই সচ্চিদানন্দ দেবতার চরণে প্রণাম করি। যিনি ন্যায়বান্ হইয়াও দয়াময়, অন্তর্যামী হইয়াও ক্ষমাময়, জগদীশ্বর হইয়াও প্রেমময়, আমি সেই মঙ্গলময় দেবতার চরণে প্রণাম করি। যিনি নিরপেক্ষ, নির্ব্বিকার, সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্বজগতের নিয়ামক, আমি সেই ব্রহ্মময় দেবতাকে প্রণাম করি। যিনি নীতিবাদীদিগের নীতি, প্রত্যক্ষবাদীদিগের প্রকৃতি, সর্ব্ববাদীদিগের সত্য, আমি সেই সর্ব্বময় দেবতার চরণে প্রণাম করি। প্রহ্লাদ, চৈতন্য, খৃষ্ট, বুদ্ধ, নানক, মহম্মদ, সকলেই যাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া জগতের কাজ করিতে পারিয়াছেন, আমি কীটাণু, সেই পরম দেবতার চরণে প্রণাম করি। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকেরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে যাঁহাকে ডাকিতেছেন, সেই সকলের ডাক একত্রে যাঁহার চরণে পৌছিতেছে, আমি সেই সর্ব্বব্যাপী দেবতার চরণে প্রণাম করি। যিনি নির্গুণ হইয়াও সর্ব্বগুণাধার, ইন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য হইলেও ভক্তের সকল ইন্দ্রিয়ের বাঞ্ছিত, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট্ হইয়াও আমারই, আমি আমার সেই দেবতাকে প্রণাম করি। আমি শাক্ত হইলে যিনি আমার শক্তি, বৈষ্ণব হইলে যিনি আমার বিষ্ণু, শৈব হইলে যিনি আমার শিব, আর আমার মত শক্তিহীনা, ভক্তিহীনা, জ্ঞানহীনা, কর্ম্মহীনা

* পারিতোষিকযোগ্য বলিয়া যে দুইটী রচনা বিবেচিত হইয়াছে, ইহা তাহার অন্যতর এবং শ্রীমতী মানকুমারী বসু বিরচিত। বা, বো, স।

"আমি" থাকিলে যিনি আমার সব, আমার সেই সর্ব্বস্বধন ইষ্ট দেবতার চরণে আমি কোটী কোটী প্রণাম করি। আমি যেন তাঁহাতে আপনা উৎসর্গ করিয়া, তাঁহার বলে বলবতী হইয়া, সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার জন্যই আমার এই অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি। তাঁহার সত্য যেরূপেই হউক তিনিই প্রকাশ করিবেন, তাঁহার নীতি তিনিই প্রচার করিবেন—আমার ভিক্ষা, আমার মত কীটাণুও যেন তাঁহার কার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে, এ ক্ষুদ্রতম কীটাণুর মনপ্রাণ ও দেহে তিনি যে টুকু ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাই যেন তাঁহার নামে তাঁহার কার্য্যে ব্যয়িত হয়। এই অকিঞ্চিৎ-কর শক্তি হইতেও যেন সকল কর্ত্তব্য পালিত হয়! আমি তাঁহারই চরণে অসংখ্য প্রণাম করি; তাঁহার শুভ ইচ্ছা সফল হউক।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যংচ পরংচ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ!

* * * *

পিতা সি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎ সমো হস্ত্যভ্যধিকঃ কুতো হন্তে
লোকত্রয়ে হপ্যপ্রতিমপ্রভাব!

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ।
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥
গীতা।

কি আর চাহিব পিত!
তোমার চরণ তলে—
তুমি যার সে আবার
কি চাহিবে ভূমণ্ডলে!
এই মাত্র মাগি ভিক্ষা
যে ভাবে যখন থাকি,
তুমিই আমার তাই
সদা যেন মনে রাখি।
যত টুকু—যত বিন্দু
যা'হয় এ ক্ষমতায়,
সাধিয়া তোমারি কাজ
যেন এ জীবন যায়।
করম করম-ফল
সকলি তোমার হরি!
ভকতি প্রণতি নাথ,
ধর এ মিনতি করি।

একদিন ভারতবর্ষ হিন্দু আর্য্যগণের বাসস্থান ছিল। সেই আর্য্যজাতি জগতে "আদর্শ" জাতিরূপে পরিগণিত হইয়া জন্ম-ভূমিকে "দেবভূমি" করিয়াছিলেন। কেবল বাহুবলে নহে, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-বল, জ্ঞান-বল, চরিত্র-বল ও হৃদয়ের বল অপরিসীম ছিল। এই সকল বলে বলী-য়ান্ হইয়াই তাঁহারা জনসমাজে অসম-কক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মভাব, গার্হস্থ্য, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, রাজনীতি ও সমাজনীতি হইতে নিয়ম, প্রথা, দৈনিক ক্রিয়া পর্য্যন্ত, প্রায় সকল গুলিই অলৌ-কিক ধর্ম্ম বিশ্বাস, বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তার পরিচায়ক। অধিকাংশ গুলিই মানব জগতের চির-উপযোগী। তাঁহাদিগের অবস্থা ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া অনেক সময়েই চমৎকৃত হইতে হয়। এরূপ অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন জাতি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের

সৌভাগ্য "অপরিসীম" হইয়া থাকে; ভারতেরও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু উত্থান পতনাদি জগতের স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়াই হউক বা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অপরিজ্ঞেয় কোনও কারণে হউক, কোনও জাতি বংশপরম্পরায় ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। রোমীয়, গ্রীক্ ও ভারতীয় আর্য্য জাতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন ধার্ম্মিক, মনস্বী, তেজস্বী আর্য্যগণ লোকান্তরিত হইতে লাগিলেন, যখন ধর্ম্মবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, ও তাহার আনুষঙ্গিক সমাজবিপ্লবে আর্য্যবংশীয়েরা হতাশ্বাস ও অস্থির হইয়া উঠিলেন, তখনই দেবাত্মা ঋষিদিগের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল বিকৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল, তখনই তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত শুভকরী প্রথা সকল স্বার্থপর ব্যবসায়ীদিগের হস্তে পড়িয়া কলঙ্কিত হইতে লাগিল। তখন যাহা "হিন্দুর সারধর্ম্ম, তাহাই জগতের ধর্ম্ম" এই অমূল্য সত্য বুঝিতে পারা অসম্ভব হইয়া উঠিল। হিন্দুর পিতৃপুরুষদিগের সঞ্চিত রত্নসমূহে ছাই মাটী মিশ্রিত হইতে লাগিল! এই সময়ে হিন্দুর কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, কি দারুণ অবনতি হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একদিকে ধর্ম্ম বলিয়া উপধর্ম্ম, সত্য বলিয়া অসত্য, ন্যায় বলিয়া অন্যায় গৃহীত হইতে লাগিল; অপর দিকে প্রকৃত ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিবেচনায়, মহত্ত্ব দুর্ব্বলতা বিবেচনায় ও সদাচার কদাচার বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। প্রতারণার বাজারে সকলেই প্রায় ঠকিয়া গেলেন! কিন্তু সত্য কতদিন লুক্কায়িত থাকে? আগুন কতদিন কাপড়ে বাঁধিয়া রাখা যায়? জগতের অণু পরমাণু হইতেও যাঁহার কার্য্য সাধিত হইতেছে, সেই দেবাদিদেবের কৃপায় চাতুরী, ভ্রম প্রমাদাদি অধিকদিন আধিপত্য করিতে পারিল না। দেশে বিদেশে আর্য্যধর্ম্ম আর্য্যনীতি বুঝিবার মত নরদেবতাগণ জন্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রাণপণ অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা ও প্রচারণা ফলে সত্য যেরূপ উদ্ধার হইতে লাগিল, সেইরূপ সাধারণেও কিছু কিছু বুঝিতে পারিল। তাঁহাদের প্রসাদে, দেশের আচার ব্যবহারমাত্রেই বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের অনেকে এখন বুঝিতে পারিয়াছেন "কুসংস্কার, ভাবিয়া কত সুসংস্কারও হারাইয়াছি, ছাই বলিয়া কত রত্নও পরিত্যাগ করিয়াছি!" এই দুর্ঘটনা নিবারণাশয়ে অনেকেই এখন পুরাতন আচার ব্যবহারাদির মূলানুসন্ধান করিতে মনোযোগী হইয়াছেন। এই কার্য্য যে দেশের এক শুভ লক্ষণ, তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। ভারতের ভবিষ্যৎ অদৃষ্টে কি আছে তাহা আমরা জানিনা— আমরা তো ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অনেক জ্ঞানী মহাত্মাই এবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে পারেন না। তবে ভাবিয়া দেখিলে এই টুকু বোধগম্য হয়, যে যাঁহাদিগের জন্য ভারত "দেবভূমি, কীর্ত্তিমন্দির" প্রভৃতি আখ্যা পাইয়াছিল, বর্ত্তমান ভারতবাসী

তাঁহাদিগের সত্য, নীতি, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা হইতে গ্রহণীয় বিষয় গুলি গ্রহণ করিলে* কেবল তাহাই নহে, দেশেরই হউক, বিদেশেরই হউক যাহা সত্য, যাহা ন্যায়সঙ্গত, যাহা জনসমাজের মঙ্গলসাধক, সেই সকল বিষয় শিক্ষা ও অভ্যাস করিলে, বলিতে সাহস হয় না বুঝি বা ভারতও ধীরে ধীরে পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিতে পারে! এই কার্য্যে মনোযোগী হওয়া দেশীয়দিগের এক "অবশ্য কর্ত্তব্য" বলা যায়।

আর্য্য-গণের জাতীয় চরিত্র আলোচনা করিলে অনুভূত হয়, তাঁহাদের হৃদয়ের শক্তি অপরিসীম ছিল। দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি, গুণানুরাগ, বিনয়, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতায় আর্য্যগন অদ্যাপি মানবজগতের শীর্ষস্থানীয়, সম্ভবতঃ চিরকালই রহিবেন। আর্য্যগণের প্রধান সাধনীয় ছিল প্রেম; প্রেম সাধনা হইতেই আর্য্যগণ দেবত্ব আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। যে হৃদয়ে প্রেম প্রতিভাত হয়, সে হৃদয় স্বর্গ হইয়া থাকে। আর্য্যগণেরও তাহাই হইয়াছিল; প্রেমের মহত্ত্বে আর্য্যগণ আত্ম-বিস্মৃত, প্রেমের মহত্ত্বে আর্য্যগণ ত্যাগস্বীকারপরায়ণ, প্রেমের মহত্ত্বে আর্য্যগণ পরার্থপর—শুধু পরার্থপর নহে, পরের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট। আর্য্যগণের বিশ্বাস ছিল প্রেমই মানবের প্রধান শিক্ষণীয়; প্রেমের অনুশীলন ব্যতীত মনুষ্য-হৃদয় শুষ্ক মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হয়, শুষ্ক হৃদয়ে ধর্ম্ম, বিশ্বাস, সরলতা প্রভৃতি মহতী বৃত্তিসকল উপযুক্ত বিকাশ লাভ করিতে পারে না। আর্য্যগণের বিশ্বাস ছিল প্রেমের বলেই জগতে হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ, শত্রুতা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া সমস্ত জগৎ একখানি গৃহ ও সমগ্র মানব মানবী একাত্মপরিবাররূপে পরিগণিত হইতে পারে। আর্য্যগণের বিশ্বাস ছিল, জগতের সহিত জগদীশ্বরের যে অলক্ষ্য মিলন, তাহা কেবল প্রেম হইতেই সম্ভাবিত হয়। এই সকল বিশ্বাসে পরিচালিত হইয়া আর্য্যগণ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রেম-সাধক ও প্রেম-প্রচারক হইয়াছিলেন। লোক শিক্ষায়ও আর্য্যগণ আদর্শস্থানীয়। বর্ত্তমান সময়ে লোকশিক্ষায় (অবশ্য মস্তিষ্কের শিক্ষায়) বাঙ্গালি হইতে ইংরেজ শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ হইতে আমেরিক শ্রেষ্ঠ বিবেচনা হয়। কিন্তু পূর্ব্বতন আর্য্যগণ লোকশিক্ষায় ইহাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তাঁহারা জানিতেন সাধারণ ব্যক্তিগণ সুশিক্ষিত না হইলে মানব সমাজের প্রকৃত উন্নতি বা মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু কেবল বেদ, উপনিষদ হইতে অথবা মৌখিক উপদেশ হইতে সাধারণের "মনুষ্যত্ব" লাভ হওয়া অসম্ভব। তাহাদিগকে সাধু কার্য্যে অভ্যস্ত করিলেই তাহাদিগের সাধুতা সহজলভ্য হইতে

* আর্য্যগণ যতই মহানুভব হউন নাকেন, অন্ধভাবে তাঁহাদিগের পথানুসরণ করা কিংবা তাঁহাদের কোনও ভ্রম বা ত্রুটি থাকিলে তাহা গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। গোঁড়ামী সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। প্রঃ লেঃ।

পারে। এই কারণে সর্ব্বসাধারণের জন্য দৈনিক সাময়িক প্রভৃতি নিয়মে তাঁহারা কতকগুলি নিয়ম ও প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। সেই গুলি পালিত হইলে সকলের ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তি গুলি পরিস্ফুট হইবে, সকলেই "প্রেম" আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবে, ইহাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। পরবর্ত্তী সময়ে প্রতারণা ও অজ্ঞানতার জন্য অনেক প্রথা বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তথাপি কোনও কোনটী আলোচনা করিলে তাহা হইতে মহতী শিক্ষালাভ করিতে পারা যায়। আজি আর্য্যগণের প্রবর্ত্তিত, "ভ্রাতৃদ্বিতীয়া" হইতে আমরা এ বিষয় বুঝিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা বার্ষিক নিয়মে অর্থাৎ প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসে সম্পন্ন হয়। প্রেমের প্রথমাবস্থাকে সদ্ভাব বলা যায়। ফুল একবারেই ফুল হইয়া ফোটে না, আগে কলিকায় উৎপত্তি, শেষে ফুলে পরিণতি; প্রেমও একেবারে "প্রেম" হইয়া আসে না, সদ্ভাবে প্রেমের উৎপত্তি, প্রেমে পরিণতি। তাই প্রেমিক হইলে আগে "সদ্ভাব" চাই। আগে হৃদয়কে সদ্ভাবে অভ্যস্ত করিলে প্রেম আয়ত্ত হয়। দূরদর্শী আর্য্যগণ সেই জন্য সদ্ভাব শিক্ষা দিবার আশয়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার আলোচনায় বোধ হয়, আমরা এসকল বিষয় বুঝিতে পারিব। প্রথমে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কিরূপে নির্ব্বাহ হয়, তাহাই আলোচনীয়।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিকে "ভ্রাতৃদ্বিতীয়া" বলে। হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে "এই দিবস যমুনা দেবী, সহোদর যমরাজকে নিজগৃহে আনিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলেন; জগতের ভ্রাতাভগিনীদিগকেও তাঁহাদিগের অনুকরণ করিতে হইবে।" এই কারণে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার অপর নাম "যম দ্বিতীয়া"। এই দিবস ভ্রাতা, ভগিনীর নিকটে পূজিত হন; ভগিনীর বাটীতেই আহার করেন। বর্ত্তমান হিন্দু গৃহে ভ্রাতাকে নূতন বস্ত্রাদি পরাইয়া ভগিনী তাঁহার কপালে ঘৃত বা চন্দনের ফোঁটা দেন; এই ফোঁটাকে "ভাই ফোঁটা" বলে। ভাই ফোঁটার সময়ে ভগিনীকে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিতে হয়—

> "ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
> যমের দুয়ারে পোড়্‌লো কাঁটা;
> যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
> আমি দেই ভাইকে ফোঁটা।"

"ভাই ফোঁটা" হইয়া গেলে ভগিনী ভ্রাতার হস্তে কতক গুলি মিষ্টান্ন দেন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্বন্ধ ক্রমে ভ্রাতা ভগ্নীদিগের আশীর্ব্বাদ প্রণাম প্রভৃতি আদান প্রদান হয়। অন্নাহারের সময়ে ভগিনী নিম্নলিখিত সংস্কৃত মন্ত্রটী বলিয়া ভ্রাতাকে গণ্ডুষ করিতে দেন—

> "ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভং।
> প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ।"

জ্যেষ্ঠা ভগিনী হইলে "স্তবাগ্রজাতাহং" বলিতে হয়। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এই

দিবস ভ্রাতারও ভগিনীদিগকে বস্ত্র, অন্ন ও অলঙ্কারে পূজা করা কর্ত্তব্য। সহোদরা অভাবে অন্যান্য ভগিনীগণ পূজিত হইবেন (১)।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভ্রাতাকে পর্য্যায়ক্রমে ভগিনীগণের হস্ত হইতে পুষ্টিবর্দ্ধক আহার গ্রহণ করিবার বিধি আছে। ভ্রাতা প্রথমতঃ জেঠ্‌তুত খুড়্‌তুত ভগিনীদিগের, দ্বিতীয়তঃ মামাত ভগিনীদিগের, তৃতীয়তঃ মাস্‌তুত পিস্‌তুত ভগিনীদিগের, চতুর্থতঃ সহোদরা ভগিনীদিগের হস্ত হইতে পুষ্টিবর্দ্ধক আহার্য্য গ্রহণ করিবেন। সকল ভগিনী অর্থাৎ যে রকম সম্পর্কের ভগিনীই হউন, সকলের হস্ত হইতে ভ্রাতাকে আহার গ্রহণ করিতে হইবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা এইরূপে প্রচারিত হইয়া থাকে। লৌকিক ব্যবহারে বর্ত্তমান সময়ে ত্রুটি লক্ষিত হইলেও হিন্দু আর্য্য-গণ এইরূপে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নির্ব্বাহ করিতে আদেশ দিয়াছেন (২)।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস ইহাতে যমের দুয়ারে কাঁটা পড়ে অর্থাৎ এই কার্য্য হইতে ভ্রাতার যমের ভয় থাকে না। এইরূপ বিশ্বাসে (সরল-বুদ্ধিবিশিষ্টই বল আর স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্টই বল) সাধারণ ব্যক্তিগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় প্রবৃত্ত হন। আবার অপেক্ষাকৃত সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ "যমের দুয়ারে কাঁটা" পড়িবার কথা শুনিয়া কুসংস্কার বিবেচনায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইতে বিরত হন। যাঁহারা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তত্ত্ব বিষয়ে মনঃ সংযোগ করিয়াছেন, তাঁহারা এতদুভয়ের কোনও পক্ষকে অভ্রান্ত বলিতে পারেন না। যিনি কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হন, তিনিও ভ্রান্ত; আবার যিনি কুসংস্কার ভাবিয়া সদাচার পরিত্যাগ করেন, তিনিও ভ্রান্ত। আমরা আর্য্যগণের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস অভাবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সূচনা প্রভৃতি বুঝিতে পারি না, এবং সদ্ভাব শিখাইবার এরূপ অপূর্ব্ব কৌশল যে কোন্ নরদেবতার মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহাও জানিতে পারিনা; * তবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতত্ত্ব অনুশীলন করিলে ইহার উদ্দেশ্য গুলি যেরূপ অনুভূত হয়, তাহাতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া যে সাধারণের সংস্কারের অনেক উপরে,

(১) কার্ত্তিকে শুক্ল পক্ষস্য দ্বিতীয়ায়াং যুধিষ্ঠির।
যমো যমুনয়া পূর্ব্বং ভোজিতঃ স্বগৃহেঽর্চ্চিতঃ॥
অতোযমোদ্বিতীয়েয়ং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
অস্যাং নিজগৃহে বিপ্র ন ভোক্তব্যং ততোনরৈঃ॥
স্নেহেন ভগিনীহস্তাৎ ভোক্তব্যং বলবর্দ্ধনং।
দানানিচ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ॥
স্বর্ণালঙ্কারবস্ত্রান্নপূজাসৎকারভোজনৈঃ।
সর্ব্বা ভগিন্যঃ সংপূজ্যা অভাবে প্রতিপন্নকাঃ॥

(২) পিতৃব্যভগিনী হস্তাৎ প্রথমায়াং যুধিষ্ঠির।
মাতুলস্য সুতাহস্তাৎ দ্বিতীয়ায়াং তথানৃপ।
পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃ কন্যে তৃতীয়ায়াং তয়োঃ করাৎ।
চতুর্থ্যাং সহজায়াশ্চ ভগিন্যাঃ হস্ততঃ পরং।
সর্ব্বাসু ভগিনীহস্তাৎ ভোক্তব্যং বলবর্দ্ধনং॥

* ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সংস্কৃত শ্লোকগুলি দেখিলে পৌরাণিক যুগে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎপত্তি হইয়াছে বোধ হয়।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া যে মানবের মনুষ্যত্ব লাভের এক প্রধান উপায়, যে ভাব হইতে জগতের প্রত্যেক নরনারী ভ্রাতাভগিনীর প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া পরস্পরের প্রতি ভ্রাতা ভগিনীর ব্যবহার করিতে পারে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া যে সেই "বিশ্বজনীন সদ্ভাবের সঙ্কেত" এইকথা স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে এই কথা গুলি আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, আজি দেশীয় সদাশয় মহাত্মা ও মহিলাদিগের নিকটে তাহা যথাসাধ্য বিবৃত করিতেছি।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গগৃহ।

(তৃতীয় আভাস)

(৩৭২ পৃষ্ঠার পর)

অবিনাশ বাবু বাহির বাটীতে আসিয়া দেখিলেন পাড়ার কয়েকটি বন্ধু বেড়াইতে আসিয়াছেন। ক্ষণকাল নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় অবিনাশ বাবুর একটী বন্ধু আর একটী অপরিচিত লোককে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বন্ধু অপরিচিত লোকের পরিচয় দিয়া বলিলেন ইনি অতি মহাশয় লোক, তোমার ভাগিনেয়ী প্রিয়বালাকে দেখিয়া ইহাঁর ইচ্ছা হইয়াছে যে ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দেন। আজ কাল পাত্র পাওয়া যায় না, এমন স্থলে যদি পাত্রের পিতা কন্যা বিশেষের রূপগুণ ও লক্ষণ দেখিয়া আকৃষ্ট হন এবং বিবাহের প্রস্তাব করেন, তাহাহইলে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করা উচিত—কি বল অবিনাশ? অবিনাশ বাবু বলিলেন, ভাই তুমি যাহা বলিলে তাহা সম্পূর্ণ সত্য, আর বিশেষতঃ গোবিন্দপুরের ঘোষ মহাশয়েরা ধনে মানে কুলে শীলে সর্ব্বাগ্রগণ্য; আমার সৌভাগ্য রামময় বাবু! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন এবং এই পিতৃহীনা বালিকার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আমি আপনার এ প্রস্তাবে বিশেষরূপে সম্মানিত হইলাম। কিন্তু মেয়েটি এখন ছোট, তার মায়ের একমাত্র সন্তান, এত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে আমার তত ইচ্ছা নাই। সে এই সবে এগারোয় পা—দিয়াছে। বিশেষতঃ যখন গবর্ণমেণ্ট একটী আইন করিয়াছেন. সেটাও তো মানিয়া চলা আবশ্যক। প্রিয়বালার বয়স বার বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে আমি তাহাকে পাত্রস্থ করিব না। পাত্রের পিতা ঘোষ মহাশয় বলিলেন মেয়েটি বয়সে ছোট হইলেও দেখ্‌তে বেশ বাড়ন্ত, দেখ্‌তে বার তের বছরের মেয়ে বলিয়া বোধ হয়, আর আমার ছেলেরও ত

খুব বেশী বয়স হয় নাই, সে এই সবে সতের বছরে পড়িয়াছে। ছেলেটি দেখ্‌তেও বেশ সবল, হৃষ্ট-পুষ্ট ও শ্রীমান্‌। অবিনাশ বাবু বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন সে সমস্তই সত্য, কিন্তু এত অল্প বয়সে ছেলে মেয়ের বিবাহ না হওয়াই ভাল। বাল্যবিবাহ হেতু ছেলে মেয়ে ও তাহাদের সন্তান সন্ততি বড় অল্পায়ু হইয়া পড়ে। মহাশয়ের ছেলেটি লেখা পড়া কি করিতেছে? ঘোষ মহাশয় বলিলেন ছেলেটি গ্রামের স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে। পাস দিবার কিছু বিলম্ব আছে, তবে পাস দিতে না পারিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কারণ তার পৈতৃক সম্পত্তি যাহা আছে, তাহাতেই তাহার ও তাহার সন্তানাদির যথেষ্ট হইবে। অবিনাশ বাবু বলিলেন আপনি মাননীয় ব্যক্তি, আপনার কথায় দোষ ধরা মাদৃশ জনের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, তথাপি অনুমতি করিলে একটী কথা বলিতাম। আজ কাল যে দিন পড়িয়াছে, লেখা পড়া না শিখিলে শিষ্টাচার ও সহবৎ শিক্ষা হয় না। ভাল সহবৎ না হইলে, ভাল সঙ্গ না পাইলে পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করিয়া চলা বড় কঠিন। আমি আমাদের মত গরিবের ছেলেকেও মেয়ে দেওয়া অন্যায় মনে করি না যদি দেখিতে পাই যে সৎলোক হইবার সমস্ত আয়োজন তাহাতে আছে। যে ধনসম্পদ রক্ষা করিবার উপযুক্ত জ্ঞান উপার্জ্জন করে না, তাহার ধন থাকা না থাকা দুই সমান; তাহার অপেক্ষা দরিদ্র সজ্জন শতগুণে ভাল। মহাশয়ের পুত্র যদি মহাশয়ের রীতি-চরিত্র অনুকরণ করিতে শিখিয়া থাকে, তবে তাহার সহিত ভাগীনেয়ীর বিবাহ দিয়া নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব সন্দেহ নাই। কিন্তু বিবাহ দেওয়া স্থির হইলেও বয়সের অল্পতাতেও বিলম্ব করিতে হইবে, এবং আপনার বালক যাহাতে বিবাহের পূর্ব্বে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করাও আবশ্যক হইবে। বরকর্ত্তা বলিলেন আমি অত বিলম্ব করিতে পারিব না, কারণ আমার কুল রক্ষা করিতে হইবে; পাত্রীটী সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়াই আমি আপনার নিকট এত অনুরোধ করিতেছি। অবিনাশ বাবু বলিলেন, মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন্‌, আমি এত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে কিছুতেই সম্মত নহি, বিলম্ব করিলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি। তবে আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি একবার আমার ভগ্নীর সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করিয়া দেখি তিনি কি বলেন। এই বলিয়া অবিনাশ বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে ভগ্নীকে ডাকিয়া বলিলেন গোবিন্দপুরের ঘোষেদের বাড়ী হইতে এই প্রকার বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে। পাত্রের অবস্থা, লেখাপড়া বিষয়ে যাহা যাহা বলিবার তাহা বলিলেন। ভগ্নী সমস্ত শুনিয়া বলিলেন আমি এসম্বন্ধে ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা বলিব তাহা অপেক্ষা তুমি ভাল বুঝিবে, আর তুমি থাকিতে

আমি এবিষয়ে ভাবিতে যাই কেন? যাহা ভাল হয় করিবে। তবে আমার আর নাই, এত তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে পরের ঘরে পাঠাইয়া চিরকাল ছটফট করিব? দিন কতক থাক্ না। অবিনাশ বলিলেন তবে আমি তাই বলিগে। কিন্তু এককাজ কর, কিছু জলখাবার যোগাড় কর। প্রিয়বালাকে একখানা পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া উহাকে দিয়া জলখাবার আয়োজন করাইয়া দেও। ভগ্নী ইঙ্গিতে সমস্ত বুঝিয়া সেইরূপ আয়োজন করিতে লাগিলেন। অবিনাশ বাহিরে গিয়া ভগ্নীর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন আপনি যদি দয়া করিয়া এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, তবে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া যান। সকলেই তাহাতে সায় দেওয়ায় বৃদ্ধ অগত্যা সম্মত হইলেন এবং গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জলযোগ উপলক্ষে মেয়েটীকে আর একবার দেখিয়া আসিলেন। সামান্য অবস্থার মধ্যেও গৃহের পারিপাট্য, দ্রব্যাদির শৃঙ্খলা, গৃহস্থের সুরুচি ও ধর্ম্মভাবের পরিচায়ক পট ও চিত্রসকল দর্শন করিয়া বৃদ্ধ বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন এবং অবিনাশ বাবুকে বলিলেন আজ আপনার গৃহে এই কয়েক মুহূর্ত্তে যে তৃপ্তি অনুভব করিতেছি, নানা প্রকার সুখ সম্পদের মধ্যে অল্প সময়ই সেরূপ তৃপ্তি অনুভব করিতে পাই। কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি এই ক্ষুদ্র গৃহ চিরদিনই যেন সুখের আলয় হইয়া থাকে। অবিনাশ বাবু বৃদ্ধের এই আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং ভগ্নী ও ভাগিনেয়ী প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া বৃদ্ধ ঘোষ মহাশয়কে প্রণাম করিতে বলিলেন। ঘোষ মহাশয় তাঁহার অনুরোধ বিশেষভাবে জানাইয়া সকলকে আবার আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

বাঙ্গালা প্রবচন।

য।

১। যঃ পলায়তে স জীবতি।

২। যখন আদর জোটে,
তখন ফুটকলাই দিয়ে ফোটে,
যখন আদর টুটে,
তখন ঢেঁকিপেড়ে কুটে।

৩। যখনকার যা, তখনকার তা।

৪। যখন যার, তখন তার।

৫। যখন যার পড়্‌তা হয়,
ধুলা মুঠা ধরে, সোণা মুঠা হয়।

৬। যজ্‌মেনে বামনের হাজা শুকা নাই।

৭। যত কর পুতু পুতু,
তত হয় ছোলার ছাতু।

৮। যত কয়, তত নয়।

৯। যত ইচ্ছা তত যাও, ক্রোশ অন্তে
পা ধোও।
১০। যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না।
১১। যত চতুর, তত ফতুর।
১২। যত হাসি তত কান্না,
বলে গেছে রামশর্ম্মা।
১৩। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।
১৪। যত ছিল নাড়া বুনে,
সব হল কীর্ত্তুনে,
কান্তে ভেঙ্গে গড়াল কর্ত্তাল।
১৫। যত দূর মুখ, তত দূর কথা।
১৬। যত দোষ নন্দ ঘোষ।
১৭। যতনের মধু পিপিড়ায় খায়,
অযতনের মধু গড়াগড়ি যায়।
১৮। যত দূর পা ছড়াও,
তত দূর ঝাঁতলা।
১৯। যতন বিহনে কভু মিলেনা রতন।
২০। যত রজপুত তত হাঁড়ি,
কেউ না যায় কাহার বাড়ী।
২১। যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।
২২। যত্র আয় তত্র ব্যয়।
২৩। যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি
কোঽত্র দোষঃ।
২৪। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং।
২৫। যথাপূর্ব্বম্ তথা পরং।
২৬। যদি থাকে আগা পাছা,
কি করে তার শাগা মাছা?
২৭। যদি পাও রাজ্য দেশ,
তথাপি না যাবে বৃহস্পতির শেষ।
২৮। যম জামাই ভাগনা,
তিন না হয় আপনা।
২৯। যমস্ত করুণানাস্তি তস্মাৎ
জাগ্রত জাগ্রত।
৩০। যমের অরুচি।
৩১। যমের বাড়ীর পথ সকলেই চিনে।
৩২। যশোদা কি ভাগ্যবতী,
পরের পুতে পুত্রবতী।
৩৩। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ
পারম্পর্য্যো বিধিয়ন্তে।
৩৪। যক্ষের চোখে ঘুম নাই।
৩৫। যক্ষের ধন।

যা।

৩৬। যা নাই ভারতে,
তা নাই ভারতে।
৩৭। যা নাইকো দেশে পেতে,
তাই চায় ছেলেয় খেতে।
৩৮। যা রটে, তাই ঘটে।
৩৯। যা হবার হবে,
ভাবনা কেন তবে?
৪০। যাক্ প্রাণ, থাক্ মান।
৪১। যাকে রাখ সেই রাখে।
৪২। যাচলে জামাই কাঁটাল খান না,
না যাচলে ভোঁতাটা পান না।
৪৩। যাচলে জামাই না খান পিটে,
না যাচলে মরেন টেঁকশাল চেটে।
৪৪। যাচলে সোণা রাং হয়।
৪৫। যা ছিল পান পান্তা
মায়ে ঝিয়ে খেনু,
ঘরজামায়ে কানাইয়ের জন্য
ধান শুকাতে দিনু।
৪৬। যার নুণ খাই,
তার গুণ গাই।

৪৭। যার গরু সে বলে বাঁজা,
পাড়াপড়সী বলে সাত বিয়েন।

৪৮। যার খারি, তার মরণ কর।

৪৯। যার জন্য করলাম চুরি
সেই বলে চোরা।

৫০। যার নাম ভাজা চাল
তার নাম মুড়ী;
যার মাথায় ধবচুল,তার নাম বুড়ী।

৫১। যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

৫২। যার বিয়ে তার মনে নাই,
পাড়াপড়সীর ঘুম নাই।

৫৩। যার লাটী, তার মাটী।

৫৪। যার শিল তার নোড়া,
তার ভাঙব দাঁতের গোড়া।

৫৫। যার বিয়ে তার দেখ্‌তে মানা।

৫৬। যার বংশ না বাড়ে,
তার নাতি আগে মরে।

৫৭। যারে দেখতে পারিনে
তার চলন বাঁকা।

৫৮। যার সঙ্গে ঘর করিনে
সেই বড় ঘরণী,
আর যার হাতে খাইনে
সেই বড় রাঁধুনী।

৫৯। যার যেখানে ব্যথা,
তার সেখানে হাত।

৬০। যার নিয়ত যেখানে,
কে খণ্ডাবে সেখানে?

৬১। যারে বল্লে ছি,
তার জীবনে কাজ কি?

৬২। যার সঙ্গে যার মজে মন,
কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

৬৩। যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ,
মরবে সীতা যাবে দুঃখ।

কৃষিতত্ত্ব।

ভূমির সার।

(৩৪০ সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠার পর)

যে সকল ভূমিতে অধিক পরিমাণ অম্ল বৃক্ষবিশেষ (Sorrel) জন্মে, তাহাতে খড়ির সার দিলে বিশেষ উন্নতি হয়, এবং যেরূপ ভূমিতে ধাতুংশ মৃত্তিকা ব্যবহার করে, সেরূপ প্রায় সকল ভূমিতেই খড়ি খাটে। নর্ফক্‌ প্রদেশের অনুর্ব্বর অথবা মধ্যবিধ জমিতে কোন কোন বিখ্যাত কৃষক খড়ি ব্যবহার করিয়া উত্তমরূপ ফসল পাইয়াছেন। নাম্মল ভাগাড় জমি মাত্রেই ধাতু মিশ্রিত সকল জাতীয় সার ব্যবহার করিতে পারা যায়, এবং তাহাতে বিশেষ উপকারও হইয়া থাকে।

চূণ—ধাতু মিশ্রিত মৃত্তিকা নামায় খড়ীসার (Carbonate of lime), সুতরাং অঙ্গারক অম্ল (Carbonic acid) এবং জল অগ্নির দ্বারা বিযুক্ত করিলেই চূণ পাওয়া যায়, এই অবস্থায় ইহার ক্ষয়কারী গুণ থাকে, এবং পৃথিবী উপরিস্থ আকাশে

অনাবৃত থাকিলে রস ও অঙ্গারক অম্ল পুনঃশোষণ করে। চূণ-পাথরে সামান্যত কৰ্দ্দম ও বালুকার ভাগ থাকে, সেই হেতু চূণ ধাতুমিশ্রিত মাটির সহিত সংযুক্ত থাকে। ইহাতে উহার পদার্থগত গুণের বিশেষ অন্যথা হইতে পারে না, কেবল ধাতুমিশ্রিত মাটির ভাগ অল্প করিয়া ফেলে। কখন কখন ইহাতে ভেদক পদার্থ (Megnesia) সংযুক্ত থাকে; কেহ কেহ বলেন যে, তাহা ফশলের পক্ষে ব্যাঘাতজনক। যে চূণপাথরে ভেদক পদার্থ থাকে, তাহা কিঞ্চিৎ ধূষর বর্ণ হয়, কিন্তু কোন কোন পাথর (যাহাতে ভেদক পদার্থ আছে) ভাঙ্গিলে তাহার ভিতরে নীলবর্ণ দৃষ্ট হয় না।

চূণ চারি পাঁচ মাস ফেলিয়া রাখিলে অবস্থান্তরিত হইয়া খড়ি হয়, অতএব খড়ির মত ইহারও ধাতুমিশ্রিত মাটি যোগাইবার ক্ষমতা আছে; কিন্তু ইহার সংযোগে বালুকা চটচটে (tenacious) করা যায় না। ক্ষয়কারী অবস্থায় ছড়াইলে ভূমিতে অযত্নসম্ভূত তৃণাদির উৎপত্তি নিবারণ করে। যে সব স্থানে এইরূপ তৃণাদি অধিক হয়, সেই সকল ভূমির পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। বিল জমিতে প্রয়োগ করিলে ইহার গুণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারে।

কেহ কেহ ইহার অত্যন্ত ক্ষয়কারী অবস্থাতেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ কিছু দিন ফেলিয়া রাখেন, এবং ক্ষয়কারিতা গুণ কিঞ্চিৎ মন্দ হইলে ও পরিমিত মাত্রায় অঙ্গারক অম্ল পুনঃশোষণ করিলে প্রয়োগ করেন।

(ক্রমশঃ)

ঘুমপাড়াইবার গান।

রাম লক্ষ্মণ দুটী ভাই চলে যায় বনে,
অযোধ্যায় হায় হায় করে প্রজাগণে।
কালি রাম রাজা হবে আজি বনবাস,
কে কোথা দেখেছে বল হেন সৰ্ব্বনাশ?
বুড় রাজা দশরথ মরে পুত্রশোকে,
নিদয়ী কেকয়ী ব'লে ডাকে সৰ্ব্ব লোকে।
ধন্য সীতা পতিব্রতা ত্যজি রাজ্য ধন,
হৃষ্ট মনে পতির সনে চলে গহন বন।
পঞ্চবটী বনে বাস করে তিন জন,
সূর্পনখা আসি তথা করে জ্বালাতন।
যেমন কৰ্ম্ম তেমন ফল পাইল তখন,
নাক কান কাটে তার ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বোনের অপমানে রোষে লঙ্কার রাবণ,
মারীচ রাক্ষসে পাঠায় ছল্‌তে সীতার মন।
সোণার হরিণ হয়ে মারীচ আইল,
রাম লক্ষ্মণেরে দূর বনে লয়ে গেল।
বিধির নির্ব্বন্ধ বল কে করে খণ্ডন?
শূন্য ঘরে পেয়ে সীতা হরিল রাবণ।
সাগরের পারে লঙ্কা তাহে অশোক বন,
বন্দী হয়ে সীতা কত সহে নির্যাতন।
রাম লক্ষ্মণ বহুদিন ফিরি দেশে দেশে,
কাঁদিয়া বেড়ান শুধু জানকী উদ্দেশে।

বানর সহায়ে শেষে বাঁধিয়া সাগর,
লঙ্কায় পশিয়া করেন যুদ্ধ ঘোরতর।
মরিল রাক্ষস কত না হয় গণন,
সবংশে হইল ধ্বংস পাপীষ্ঠ রাবণ।
একলক্ষ পুত্র তার সওয়া লক্ষ নাতী,
একজন না রহিল বংশে দিতে বাতি।
লঙ্কার রাজত্ব রাম দিলা বিভীষণে,
উদ্ধারি সীতারে যান অযোধ্যা ভবনে।
রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই ঘরে এল ফিরে,
যাদু ঘুমাল পাড়া জুড়াল ভাবনা আর কিরে?

নরহত্যা।

(গত প্রকাশিতের পর)

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে যে কন্যা-হত্যার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। লাহোর, সিন্ধু, গুজরাট, রাজপুতানা, অযোধ্যা প্রভৃতি অনেক স্থানে আজও-পর্য্যন্ত কন্যাহত্যা হইয়া থাকে। আমাদের রাজা ইংরাজেরা ঐ নৃশংস ব্যবহার উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত বিলক্ষণ যত্ন পাইয়াছেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে সিন্ধুদেশে এই প্রথা অত্যন্ত সাধারণ ছিল, জননীরা স্তনে অহিফেন মাখাইয়া সদ্যোজাত কন্যাকে পান করিতে দিতেন এবং সে জীবনবিন্দু দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইত। ইংরাজের কঠোর শাসনে সে ভীষণ প্রথা রহিত হইয়াছে। চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি অনেক দেশে কন্যা সন্তানের আদর নাই; এমন কি চীনদেশে কন্যাহত্যার দণ্ডই নাই, কিন্তু অনাদৃত বলিয়াই তাহাদের হত্যা-করা হয় এমন নয়। পাঠিকাবর্গ জ্ঞাত থাকিবেন যে, ঐ সমস্ত প্রদেশে কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করা এত কঠিন, এত ব্যয়সাধ্য ও বিশুদ্ধ উচ্চকুলসম্ভূত পাত্রের এত অসদ্ভাব, যে নীচ বংশে কন্যা সম্প্রদান করিয়া অপমান স্বীকার করা অপেক্ষা, কন্যা বিনাশ করা, তত্রত্য লোকের শ্রেয়স্কর বোধ হইয়াছে। বিসপ হিবার একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তোমরা এমন কঠিনহৃদয় কেন? তোমরা স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বধ কর কেন? তিনি উত্তর করিলেন বিবাহের উপযুক্ত ব্যয় দাও, তাহা হইলে আমরা কন্যা হত্যা করিব না।

বঙ্গদেশেও কন্যা সম্প্রদানের ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে কন্যা-সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অনাদর জন্মিতেছে। আর কে বলিতে পারে যে রাজপুতানার ন্যায় বঙ্গদেশেও কন্যা-হত্যা হইতেছে না? ১৮১০ খৃঃ অব্দে একজন লিখিয়া গিয়াছেন যে রাজপুতানা প্রদেশে ৮০০০ বিবাহিত লোকের কন্যা-সন্তানের মধ্যে ৬০টি মাত্র জীবিত আছে। রাজপুতানার ন্যায়, বঙ্গদেশে রাজ-

পুরুষেরা কন্যা সম্প্রদানের ব্যয়ের নিয়ম আঁটিয়া না দিলে, ভবিষ্যতে এখানেও ঐরূপ হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

হে পরমাত্মন্! কবে এই বিষম অনর্থমূল কুলমর্য্যাদা একেবারে তিরোহিত হইবে; কবে আমাদের মাতৃভূমি কন্যা-শোণিতস্পর্শরূপ মহাপাপ হইতে মুক্তি-লাভ করিবে; কবে আমাদের কন্যা-সন্তানগণ সমুচিত স্নেহ ও যত্নে প্রতি-পালিত হইবে এবং কবেই বা আমাদিগের নারীগণ স্বাধীনতা ও সমুচিত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে।

প্রহেলিকার উত্তর।

গত মাঘ ও ফাল্গুন মাসের পত্রিকায় যে ১০০টী প্রহেলিকা বা হেঁয়ালী প্রকা-শিত হইয়াছিল, ১৫।১৬টী পাঠিকা অতি যত্নপূর্ব্বক সে গুলির উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ইহাতে আমরা যে কতদূর আনন্দিত হইয়াছি লিখিয়া জানাইবার নহে। সকলের সকল উত্তর অবশ্যই সন্তোষজনক হয় নাই, কিন্তু সকলেই যে যথাসাধ্য বুদ্ধি চালনা করিয়া সমস্যাপূর-ণের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আমা-দিগের সংশয় নাই। শ্রীমতী সুশীলাবালা বসু, সজলনয়না দাসী এবং মৃণালিনী রায় চৌধুরীর উত্তরগুলি অনেকটা ঠিক্ হই-য়াছে, তন্মধ্যে আবার শ্রীমতী সুশীলাবালা বসুর উত্তর সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তিনিই পারিতোষিক যোগ্যা বিবেচিত হইয়াছেন। প্রতিশ্রুত পুস্তকগুলি তাঁহাকে প্রদান করা হইবে। আশাকরি অন্যান্য লেখি-কারা নিরাশ হইবেন না। জ্ঞানচর্চ্চায় পুরস্কার কোন বাহ্য বস্তু নহে, তাহার জন্য যে পরিশ্রম তাহাই সর্ব্বোত্তম পুরস্কার। প্রহেলিকা পূরণে জ্ঞানানুশীলন ও আমোদ এই উভয়বিধ লাভ। বঙ্গীয় ভগিনীগণের এ বিষয়ে যেরূপ আগ্রহ ও অনুরাগ দেখিতেছি, তাহাতে মধ্যে মধ্যে আরও প্রহেলিকা প্রকাশে আমাদের ইচ্ছা রহিল। কোনও পাঠক পাঠিকা সুচিন্তাপ্রসূত নূতন প্রহেলিকা পাঠাইলে তাহাও পত্রস্থ করা যাইবে।

মাঘ ও ফাল্গুনের প্রকাশিত প্রহেলিকা-গুলির সদুত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে, পাঠিকারা মিলাইয়া দেখিবেন ঠিক্ হইল কি না।

১ ডিম্ব বা পেশীকোষ। ২ মনুষ্য। ৩ কুলালচক্র অর্থাৎ কুমারের চাক। ৪ পিরাণ। ৫ তাল। ৬ সময়। ৭ আনা-রস। ৮ চরকা। ৯ ওল। ১০ গোলাপ। ১১ আছাড়। ১২ বর বা যাত্রার দলের রাজা। ১৩ কৃষ্ণ। ১৪ ফুল। ১৫ আকাশ। ১৬ ছবি বা পুতুল। ১৭ খাট, [illegible]-পোষ ইত্যাদি। ১৮ কাক। ১৯ বিদ্যুৎ বা বজ্র। ২০ শিশিরময় ঘাস। ২১ [illegible]।

২২ চন্দ্র। ২৩ নৌকা। ২৪ পটল। ২৫ খাঁকড়ার কলম। ২৬ ঘড়ী। ২৭ "ল" এই অক্ষরটী। ২৮ খৈ। ২৯ দুর্গা ঠাকুরাণী। ৩০ মাতাল। ৩১ নক্ষত্র। ৩২ কুশ। ৩৩ সোলার টোপর। ৩৪ মেঘ। ৩৫ মাতা। ৩৬ কাঁঠাল। ৩৭ বিধি।

"জল স্থল মেঘাকাশে দেখিবারে পাই।
সকল গড়েছে বিধি, বিপুল সৌন্দর্য্য নিধি,
বিধির বিধানে বিধি, বিধি গড়ে নাই।"

৩৮ পাপ বা পাপীকে পরিত্যাগ।

স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি আছে যত স্থান।
সকল লোকের রাজ বিধি দয়াবান্॥
কোন স্থলে থাকে যদি কেহই পাপিষ্ঠ।
করিতে নারেন তারে অধিকারভ্রষ্ট॥

৩৯ ভাত ফোটা। ৪০ মনুষ্য এবং তাহার হাতের দুইটী বৃদ্ধাঙ্গুলি। ৪১ কাঁঠাল। ৪২ হাতী। ৪৩ মাসের দুই পক্ষ, শুক্ল ও কৃষ্ণ। ৪৪ হড় গড়ানে দীঘির পাড়, অর্থাৎ হড় গড়ানে উনান; তাতে একটী মল্লিকা ঝাড়, অর্থাৎ ভাতের-হাঁড়ি, মল্লিকা ঝাড়টী ফুটিল, অর্থৎ ভাত ফুটিল, ছেলে বুড় ছুটিল। ৪৫ লেখা পড়া। ৪৬ মা। ৪৭ প্রদীপ। ৪৮ কল। ৪৯ স্থালী বা কুমারের মাটি। ৫০ সনাল গর্গরী। ৫১ মুকুর। ৫২ শঙ্খ। ৫৩ বর্ত্তুল। ৫৪ কঙ্কতিকা বা চিরুণি। ৫৫ ভারত। ৫৬ সুনীতি। ৫৭ শীতকালের কনকনে জল। ৫৮ খলে। ৫৯ মানুষ, অর্থাৎ কুড়ি আঙ্গুলের কুড়ি মাথা, এবং মানুষের মাথা, সমুদায়ে একুশ মাথা। ৬০ নারিকেল। ৬১ আকাশ। ৬২ "ব" এই অক্ষরটী। ৬৩ জিহ্বা। ৬৪ কুনুই। ৬৫ ফুটি। ৬৬ পিতামহী। ৬৭ বাপ মাত্রেই তাহার আপনার বাপের সন্তান হয়। এক বাপ আপনার ছেলেকে তাই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে,—ওর বাপ ইত্যাদি। ৬৮ ছুঁয়ে উটি দিলে ছুটি। ৬৯ কই মৎস্য। ৭০ মানুষ ও বৃক্ষ। আমরা যে যবক্ষার জান পরিত্যাগ করি, তাহা খাইয়া বৃক্ষ সকল বাঁচে। বৃক্ষেরা অম্লজান বায়ু ত্যাগ করে, আমরা নিশ্বাস দ্বারা তাহা গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকি। ৭১ মশারি। ৭২ বাদাম। ৭৩ সূর্য্য চলে না, পৃথিবী চলে। ৭৪ বেগুন। ৭৫ "ক" অর্থ জল এবং "পোত" অর্থ নৌকা; কপোত বা পায়রা। ৭৬ হিংস্রক মনুষ্য। ৭৭ হরিনামের মালা। ৭৮ ছত্র। ৭৯ মোহর। ৮০ হাউই। ৮১ রাত্রিতে যে সকল ফুল ফুটে এবং যাহা দিনে শুকাইয়া যায়, নাল ফুল ইত্যাদি। ৮২ খড়কে, আছাড় অথবা কিল। ৮৩মারবেল। ৮৪ কুল। ৮৫খাটের উপর খুর খানি, অর্থাৎ উননের ঝিক্, তাহার উপর হাঁড়িতে ভাত ফুটিতেছে। ৮৬ ছড়ি। ৮৭ ঝাঁটা। ৮৮ শঙ্খ। ৮৯বাতাস। ৯০ বাঁশ। ৯১ বাদুড় বা মাস। ৯২ কুশাসন। ৯৩ দন্ত। ৯৪ ঘোড়ার ডিম। ৯৫ ঘড়ী। ৯৬ কাঁকড়া। ৯৭ কলাগাছ। ৯৮ জল। ৯৯ বরফ। ১০০ পটল।

ইয়োরোপে প্রচলিত কয়েকটী কুসংস্কার।

ইয়োরোপের নানা প্রদেশে অদ্যাবধি বিবিধ প্রকার কুসংস্কার প্রচলিত আছে। এবিষয়ে সুসভ্য ইয়োরোপ অর্দ্ধসভ্য এসিয়া অপেক্ষা যে উন্নত তাহা বলা যায় না। ইয়োরোপবাসীদিগের কয়েকটী বর্ত্তমান কুসংস্কার নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

স্পেনের অনেকানেক গ্রামের লোকদিগের এই বিশ্বাস যে মুরগীর ডাক শুনিলে যদি কেহ চক্রাকারে তিনবার নৃত্য করিয়া না বেড়ায়, সেই দিন হইতে এক বৎসরকাল তাহার জীবনে নানা দুর্ঘটনা ঘটিবে।

ফ্রান্সের কোন কোন প্রদেশে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে যদি এক বামন দ্বিপ্রহর রজনীতে মহিষের মুণ্ড কর্ত্তন করিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে ঝড়ের উৎপত্তি হয়। কথিত আছে যে এইরূপে ঝড় সৃষ্টি করিয়া ফ্রান্সের কোন ধনী জমীদার তাঁহার শত্রুর জাহাজকে জলমগ্ন করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

স্কট্‌লণ্ডের অনেক লোকের এই দৃঢ় সংস্কার যে যদি কোন পক্ষী বাসা নির্ম্মাণে কাহারও একটী কেশ ব্যবহার করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে শীঘ্রই ঘোর বিপদাপন্ন হইতে হইবে, আর যদি ঐ পক্ষী মেগ্‌পাই পক্ষী হয় তাহা হইলে একবৎসর একদিনের মধ্যে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত। এই কুসংস্কার প্রচলিত থাকা প্রযুক্ত স্কটলেণ্ডের অনেক লোক কেশকর্ত্তন করিবার পর কর্ত্তিত কেশগুলি অগ্নিতে ভস্মীভূত করে, কিম্বা এমন স্থানে নিক্ষেপ করে যেখানে পক্ষীর গমনাগমন অসম্ভব।

নরওয়ে প্রদেশে কোন শিশুর উৎকট কাশপীড়া হইলে একটী মাকড়সা ধরিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র এক বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে পূরিয়া দেয়ালে লম্বমান করিয়া রাখা হয়। ঐ প্রদেশের সাধারণ লোকের এই বিশ্বাস যে এরূপ স্থলে বস্ত্রবদ্ধ মাকড়সাটী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেই শিশুটী রোগমুক্ত হইবে।

রুষিয়ার নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কুসংস্কার প্রচলিত আছে। তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি হত হইলে যদি তাহার প্রাণ বিনাশকারী কে?' তাহা স্থির করা না যায়, তাহা হইলে সন্দেহার্হ ব্যক্তিগণকে তাহার নিকটে উপস্থিত করা হয়, এবং যে ব্যক্তি মৃত শরীরের নিকটে আসিলে ঐ শরীরের কোন স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে দেখা যাইবে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত হত্যাকারী বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কখন কখন দেখা যায় যে হত ব্যক্তির শরীর অনেকক্ষণ অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে, কিম্বা উহাতে কিছুকাল রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলে উহা হইতে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা এইরূপ ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন।

অষ্ট্রীয়ার সাধারণ লোকের মধ্যে চোর ধরা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কুসংস্কারমূলক উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। একখণ্ড রুটী আনিয়া উহার নিকটে মুখ রাখিয়া খৃষ্টমাতা মেরীর স্তব পাঠ করা হয়; তৎপরে সেই রুটীখণ্ড সন্দেহভাজন লোকদিগকে ভক্ষণ করিতে দেওয়া হয়। তাহা ভক্ষণ করিতে করিতে যাহার মুখ বিবর্ণ হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত চোর বলিয়া বিবেচিত হয়।

আলোক তত্ত্ব।

(গত প্রকাশিতের পর।)

যখন কোন অস্বচ্ছ পদার্থের উপর আলোক-রশ্মি পতিত হয়, তখন ঐ রশ্মির কিয়দংশ ঐ পদার্থের শক্তি বিশেষের সাহায্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং অবশিষ্ট রশ্মি প্রতিবিম্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। সমতল দর্পণে আলোক পড়িলে তাহা কি নিয়মে প্রতিবিম্বিত হয়, আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনা করিব।
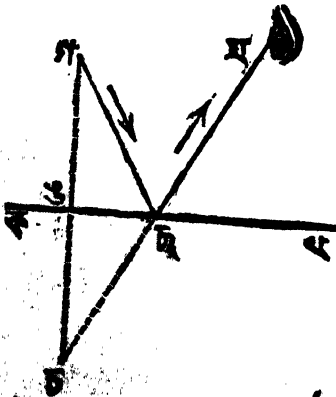
মনে কর ক খ একখানি সমতল দর্পণ, গ একটী আলোকবিন্দু, ঘ দর্শকের চক্ষু। গ হইতে ক খ দর্পণের উপর গ ঙ রেখা ঠিক্ লম্বভাবে টানিয়া দর্পণের অপর দিকে উহা বাড়াইয়া দাও এবং ঐ দিক্ হইতে গ ঙর সমান করিয়া ঙ চ অংশ কাটিয়া লও। চ হইতে ঘ পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টান। ঐ রেখা ছ বিন্দুতে ক খ দর্পণকে ছেদ করুক। গ ছ একটী সরল রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দাও।

আলোকের গতি সরলরেখা ক্রমে হইয়া থাকে। গ বিন্দু হইতে যে সকল আলোক-রশ্মি দর্পণের ছ চিহ্নিত স্থানে পড়ে, সেই সকল রশ্মি ঐ স্থান হইতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ছ ঘ রেখার দিকে চলিয়া গিয়া দর্শকের চক্ষে পতিত হয়। দর্শক ঘ ছ রেখার টানে দর্পণের অপর দিকে চ-চিহ্নিত স্থানে গ-বিন্দুর প্রতিবিম্ব দেখিতে পান। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন যে ক খ দর্পণের পৃষ্ঠদেশ হইতে গ যত দূরে, দর্পণের অপর দিকে

ঠিক্ ততদূরে গ বিন্দুর প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়।
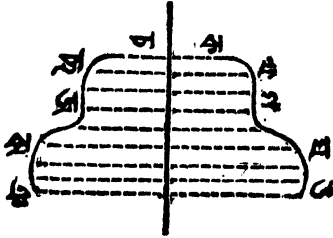
দর্পণে পদার্থ সকল বিপরীত দেখায় কেন? মনে কর ক খ গ ঘ ঙ একটী বক্র রেখা, ইহার ক, খ প্রভৃতি অংশ দর্পণ হইতে যতদূরে অবস্থিত, দর্পণের বিপরীত দিকে উহার প্রতিবিম্ব চ, ছ ইত্যাদি ঠিক্ ততদূরে অবস্থিত হইবে। সুতরাং সমস্ত রেখাটীর প্রতিবিম্ব চ ছ জ ঝ ঞ রেখার ন্যায় দেখাইবে। আবার নিম্নে দেখ ক এই অক্ষরটী প্রতিবিম্বিত হইয়া কেমন বিপরীত আকার ধারণ করিয়াছে।
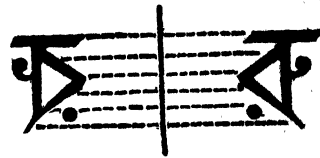
নারীচরিত্রের গুণকীর্ত্তন।

ইয়োরোপের কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ নারীচরিত্রের গুণানুবাদ করিয়া, যিনি যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা সঙ্কলন পূর্ব্বক আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। স্ত্রীচরিত্রের এই সকল প্রশংসাপূর্ণ বাক্যে আমাদিগের বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ অনেক চিন্তার বিষয় প্রাপ্ত হইবেন এবং ফলপ্রদ উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস।

নারী বিধাতার সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি—জর্ম্মণ গ্রন্থকার লেসিং। লোকে আমাকে যে সকল গুণে বিভূষিত বলিয়া আমার প্রশংসা করে, তৎসমস্তই আমি আমার মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি—আমেরিকার বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত জন্ কুইন্স এডেমস্।

নারী সৃষ্টির মুকুটস্বরূপা—জর্ম্মণ দার্শনিক হার্ডার।

স্ত্রীলোক আমাদিগকে শিষ্টতা ও পবিত্রতা শিক্ষা দেন—ফরাসীস্ দার্শনিক ও নাটককার বল্টেয়ার।

বাইবেলে উক্ত আছে নারীর জন্য আমরা স্বর্গ হারাইয়াছি; কিন্তু যদি আমরা পুনরায় স্বর্গ পাই, তাহা হইলে নারীর সাহায্যে ও প্রভাবেই পাইব—আমেরিকার কবি হুইটিয়ার।

নারী যখন সম্পূর্ণ নারী জনোচিত গুণ মালায় বিভূষিতা হয়েন, তখনই তিনি পূর্ণাবয়বা নারী—ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন্।

সুন্দরী মহিলা অলঙ্কার স্বরূপা; সৎ-

স্বভাবসম্পন্না নারী হীরকের খনি—ইংরাজ উপন্যাসকার বুলুয়ার।

পৃথিবীতে যত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহার মূল স্ত্রীলোকের প্রভাবময় কোমল হস্ত দেখিতে পাইবে—ফরাসীস্ মহাপুরুষ লামার্টিন।

সাধারণতঃ কোন পুরুষ সহধর্ম্মিণী ব্যতিরেকে চিরজীবন ধর্ম্মপরায়ণ থাকিতে পারে না, কিম্বা ঈশ্বরভক্ত হইতে পারে না—জর্ম্মণ গ্রন্থকার বিক্টার।

ধর্ম্মভাবসম্পন্না সুন্দরী স্ত্রী সুগন্ধপূর্ণ পুষ্পের ন্যায় মধুর ও পবিত্র—জর্ম্মণ গ্রন্থকার হীন্।

পুরুষের অসংখ্য যুক্তি ও বিচার স্ত্রীলোকের হৃদয়ের একটী কোমল ভাবের সমকক্ষ হইতে পারে না—বলটেয়ার।

পৃথিবীতে স্ত্রীর অপেক্ষা একটীমাত্র মূল্যবান্ জিনিস আছে, তাহা মাতা—লিও পোলড্ সেফর।

দয়ার আবাসভূমি রমণীহৃদয় অপেক্ষা কোমলতর সুন্দর পদার্থ পৃথিবীতে নাই—ধর্ম্মসংস্কারক লুথার্।

রমণী পুরুষের রবিবার, অর্থাৎ তাঁহার বিশ্রাম, আরাম ও আনন্দদায়িনী—মিকৃলেট্।

নারী ভাল বাসিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; যে কার্য্যে দয়া, স্নেহ ও প্রেমের উদ্দীপনা হয় না সে কার্য্যে তিনি কখনও সুখ ও সুসিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেনা—ফুলার ওস্‌লি।

স্ত্রীলোক কুরূপা, অশিক্ষিতা, মূর্খা বা অসচ্চরিত্রা হইলেও কখন পুরুষের ঘৃণার উদ্রেক করেনা, কৃপাই উত্তেজিত করিয়া থাকে—লুইডেস্ নায়েরস।

সংসারে দুইটী সুন্দর বস্তু আছে, রমণী ও গোলাপপুষ্প—মেলহারব্।

নারী সাধারণতঃ শক্তিহীনা ও দীনা, কিন্তু বিপদ ও সঙ্কটের সময় তিনি দেবীর ন্যায় তেজোময়ী ও ক্ষমতাশালিনী—বুলয়ার লিটন্।

আইনের যে শক্তি না আছে, স্ত্রীলোকের নয়নে সে শক্তি আছে; বড় বড় জ্ঞানীপুরুষের যুক্তি ও বিচারের যে ক্ষমতা নাই, স্ত্রীলোকের অশ্রুবারির সে ক্ষমতা আছে—সেবিল্।

পুরুষ লেখক কবি, কিন্তু স্ত্রীলোক কার্য্যকরী কবি; স্ত্রীলোক কঠোর হৃদয়কে কোমল, নিরাশ মনকে আশাপূর্ণ, নিষ্ঠুরকে দয়াবান্, এবং অপবিত্রকে পবিত্র করিয়া থাকেন—এমার্সন।

স্লেট্।

স্লেট বলিলেই অনেকের মনে হইবে অঙ্ক কসিবার ও লিখিবার স্লেট্। কিন্তু স্লেটের নানা প্রকার ব্যবহার আছে। গৃহের ছাদ প্রস্তুত করিবার জন্য এদেশে সাধারণতঃ ইষ্টক বা টাইল্ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ইয়োরোপে টাইলের পরিবর্ত্তে

অনেক স্থলে স্লেটই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীর,সোপান ও মেজে প্রস্তত করিতেও অনেকে স্লেট্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে স্নানের জন্য জলাধার ও জল নির্গমের প্রণালী স্লেট্ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্লেট্ যে একটী অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাহা ক্রমে প্রতিপন্ন হইতেছে।

স্লেট্ খনিতে পাওয়া যায়। ইয়োরোপের মধ্যে গ্রেট্‌ব্রিটেন্, ইটালী ও ফ্রান্সে এবং আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের নানা স্থানে স্লেটের খনি আছে। আমেরিকার পেন্‌সেল্‌ভিনিয়া প্রদেশে যে স্লেটের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিস্তৃত স্লেটখনি।

যখন সর্ব্বপ্রথমে স্লেট খনির মধ্য হইতে বাহির করা হয়,তখন তাহা প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রস্তর অপেক্ষা স্লেট অনেক নরম, তজ্জন্য উহা ইচ্ছানুরূপ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বা বৃহৎখণ্ডে বিভাগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। পেন্‌সেলভিনিয়ার সুবৃহৎ স্লেট্ খনিতে নানা আকারে স্লেট্ বিভাগ করিবার জন্য নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ কার্য্যই কলেরদ্বারা সম্পাদিত হয়। আমরা স্লেট্ যেরূপ মসৃণ দেখিয়া থাকি, যখন খনি হইতে বাহির করা হয়, তখন উহার ঐ প্রকার মসৃণতা কিছুমাত্র দেখা যায় না। একটী বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা স্লেটকে মসৃণ করা হয়। স্লেট্ কাটিবার জন্য হীরকপ্রান্তবিশিষ্ট যন্ত্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে। পেন্‌সেল্‌ভিনিয়ার যে স্লেট্‌খনির কথা উল্লিখিত হইযাছে, উহা যে ভূমিখণ্ডে অবস্থিত, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে উহার অধিকারী উহার মূল্যস্বরূপ কেবল এক পিঁপামাত্র মদ পাইয়াছিলেন। ঐ জমীতে স্লেটের খনি আছে, তাহা তিনি অনুমান করিলেও ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্লেটের এত অল্প ব্যবহার ছিল যে তিনি উহার পরিবর্ত্তে এক পিঁপা মদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করেন নাই। উক্ত স্লেট্ খনির বর্ত্তমান অধিকারী উহা হইতে প্রতি বৎসরে একলক্ষ মুদ্রার অধিক উপার্জ্জন করিয়া থাকেন!

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার সিন্দুরিয়াপটির বাবু মণিলাল মল্লিক কিছুদিন হইল দরিদ্র ছাত্রদিগের সহায্যার্থ একটী ফণ্ড স্থাপন করেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম তিনি তাঁহার জননীর স্মরণার্থ "শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী অনাথ ভাণ্ডার" স্থাপন জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ২৫০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়াছেন।

২। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিদ্যালয় হইতে ২৩ জন স্ত্রীলোক আইন

পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩। মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতা "পিঞ্জরাপোল" সভায় ১,০০০৲টাকা দান করিয়াছেন।

৪। পার্লেমেণ্টের সভ্য পল সাহেব প্রস্তাব করেন ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়-স্থানে এক সময়ে ইণ্ডিয়ান্ সিবিলসার্বিস পরীক্ষা হইবে। অধিকাংশ সভ্যের মতে ইহা গ্রাহ্য হইয়াছে। ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইলে এদেশের বালকেরা ঘরে বসিয়া বিলাত যাওয়ার উপকার পাইবে, তবে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে কিছু-কাল বিলাতে গিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

বামা-রচনা।

হতাশে।

(১)

আশয়ে ছিলাম চেয়ে নীলিমের পানে,
উহঃ! প্রাণে ছাইল হতাশ!
সে সাধের কুঞ্জখানি ছিল যেই খানে
আজি সেথা পোড়া ছাই পাঁশ!

(২)

সহসা তপন তাপে পড়িল শুকিয়ে,
বসন্তের কুসুম-মুকুল,
হায়রে সুখের ঘর পড়িল লুটিয়ে,
ভেঙে গেল স্বপনের ভুল!

(৩)

আরতো সে ফুল ক'টী সোনালী লতায়,
দেখিবনা কখনো ফুটিতে,
আরতো সে শ্যামা পাখী বকুল পাতায়,
আসিবে না সে গীতি ঢালিতে!

(৪)

আর দেখিবে না বুঝি সেই শুকতারা,
আমি তারে কত ভালবাসি,
আর খুঁজিবে না বুঝি—নিতি খোঁজে যারা
কেন আমি কাঁদি, কেন হাসি?

(৫)

সে সরলা আর বুঝি আসিবে না কাছে,
কহিবে না পরাণের কথা,
এ মরমে সাধ আশা আছে কি না আছে,
শুনিবে না সে সব বারতা!

(৬)

ডুবিছে ও রাঙা রবি পশ্চিম সাগরে,
কাল্ পুনঃ আসিবে ঘুরিয়া,
আমাদের যাহা যায়—জনমের তরে,
আসে না'ক কখনো ফিরিয়া!

(৭)

পলে পলে ক্ষ'য়ে যায় মানব-জীবন,
সাধিলেও একটু রহে না,
কেন রেখে যায় স্মৃতি—হতাশা-দহন,
কাঁদিলেও 'খুলে তা' কহে না!

(৮)

অশনি, ভুজঙ্গ, বাঘ, যত হলাহল,
গড়ি বিভো! ভালই করেছ,
আমার মনের খেদ একটী কেবল,
কেন নাথ "হতাশা" গড়েছ?

(৯)

জীবন্ত শরীর দিলে জ্বলন্ত অনলে,
মরে নর যেই যাতনায়!—
অসহ হতাশ জ্বালা তারো চেয়ে জ্বলে,
তারো চেয়ে আরো ব্যথা পায়!

(১০)

ছুটিছে শ্যামাসুন্দরী কপোতাক্ষী নদী,
দুকূল উছলি ঢেউ বয়,
আমার এ হতাশার সীমা নাই যদি,
ঝাঁপ দিয়ে পড়িলে কি হয়?

শ্রীপ্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৩ সংখ্যা | শ্রাবণ—১৩০০—জুলাই ১৮৯৩। | ৫ম কল্প। ২য় ভগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ৬ই জুলাই বৃহস্পতিবার ভারতের ভাবী সম্রাট প্রিন্স জর্জ্জ রাজকুমারী মের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। সেণ্টজেম্‌স ধর্ম্মমন্দিরে এই শুভবিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। লণ্ডনে আর কোন ঘটনায় এত জনতা কস্মিন্‌কালে কেহ দেখে নাই। জগদীশ্বর রাজদম্পতিকে চিরসুখী করুন্।

বিধবা-বিবাহ— আমেদাবাদ্ বিধবা বিবাহ সমিতির উদ্যোগে একটী জাঁকাল রকমের বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, বর কন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণ জাতীয়। অনেক সম্ভ্রান্ত মহোদয় ও মহিলাগণ বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

রেলওয়ে বিস্তার—ভারতবর্ষে যত রেলওয়ে হইয়াছে, তাহার মোট পরিমাণ দীর্ঘে ১৫৬৯৪ মাইল।

ডাক্তারী-পরীক্ষা — শ্রীমতী নিস্তারিণী চক্রবর্ত্তী কলিকাতার ক্যাম্বেল স্কুলের দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা— আগামী এম এ, বি এল ও ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষা ২০এ নবেম্বর হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষা ১২ই ফেব্রুয়ারি এবং এফ এ, বি এ, পরীক্ষা ২৬এ ফেব্রুয়ারি হইতে হইবে। প্রশ্নদাতা পরীক্ষক সকল নিযুক্ত হইয়াছেন।

টাউনহল সভা—গত ২২এ আষাঢ় বুধবার কলিকাতার টাউন্ হলে এক বিরাট সভা হয়, তাহাতে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সার রমেশ চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মহোদয়গণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে সিবিল সার-বিস পরীক্ষার প্রস্তাব সমর্থন করাই এই সভার উদ্দেশ্য।

শ্যামফরাসী যুদ্ধ — মিনাম নদীর মুখে ফরাসী ও শ্যামসৈন্যের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ফরাসীদিগের ৫ জন হত হইয়াছে, শ্যামবাসীদিগের হতাহতের সংখ্যা ৩০ জন। ব্যাঙ্কক নগরবাসিগণ সশস্ত্র হইয়া নগর রক্ষা করিতেছে।

দান—নাভার রাজা লাহোরের দয়ানন্দ এংলো বৈদিক কলেজ ফণ্ডে ৪১০০ টাকা দিয়াছেন। (২) সহৃদয়া কুচবিহারের মহারাণী এ বৎসরও কাম্বেল হাঁসপাতালের প্রায় ৬০০ রোগীর জন্য বোম্বাই আম্র, আনারস, সন্দেশ ও বাতাসা প্রদান করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ — কামরূপে ইতিমধ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। নিম্নবঙ্গে অতিবৃষ্টিতে এখনও আমন ধান্যের বীজ তৈয়ার হইতেছে না, চাষের বিষম ব্যাঘাত, এবারও যে ঘোর দুর্ভিক্ষ হইবে তাহার সম্পূর্ণ আশঙ্কা।

দুর্ঘটনা —বিক্টোরিয়া নামক মহারাণীর জাহাজ জলমগ্ন হইয়া ৭১৮ জন আরোহীর মধ্যে ১৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই সর্ব্বনাশসূচক সংবাদে লণ্ডনবাসিগণ ও কমন্স সভা শোকাকুল হইয়াছেন।

পুরাণ কথা।

সৌভরি চরিত। *

সৌভরি নামে এক মহর্ষি সলিলে অবগাহন করিয়া কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি যে জলমধ্যে থাকিতেন, তথায় এক বৃহৎ মৎস্য, পুত্র পৌত্র ও দৌহিত্রাদি বহু পরিবারে বেষ্টিত হইয়া সুখে বিচরণ করিত। এই মৎস্য-সংসর্গে বাস করায় জিতেন্দ্রিয়, সংসার-ত্যাগী, বিবেকী, মোক্ষকাম মহর্ষির মন বিচলিত হইল; তিনি একদিন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "অহো! এই মৎস্যরাজ পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া কি সুখেই দিনযাপন করিতেছে! অতঃপর তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে নিতান্ত বাসনা করিলেন, এবং কঠোর তপস্যা পরিহারপূর্ব্বক সদ্বংশজা কন্যার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

সূর্য্যবংশোদ্ভব মহারাজ যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার পঞ্চাশটী অবিবাহিতা কন্যা আছেন জানিতে পারিয়া, জরাগ্রস্ত মহর্ষি সৌভরি সেই রাজসভায় উপনীত হইলেন, মহামতি মান্ধাতাও তাঁহাকে

* বিষ্ণুপুরাণ হইতে এই সৌভরি চরিত লিখিত হইল।

সসম্মানে পূজা করিয়া অর্ঘ্য ও আসন প্রদান করিলেন। মহর্ষি আসন গ্রহণ করিয়া মহারাজের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "মহারাজ! আপনার পঞ্চাশটী কন্যা অবিবাহিতা আছেন, তন্মধ্যে একটী বিবাহার্থে আমাকে প্রদান করুন্।" মহর্ষির বাক্য শ্রবণে মহারাজ মান্ধাতা ক্ষণকাল বজ্রাহতের ন্যায় হতচেতন হইলেন। পরে আত্মসংযম পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই জরাজীর্ণ মহর্ষি যে এমন প্রার্থনা করিবেন তাহাত স্বপ্নেও ভাবি নাই, আর সেই সুকুমারী রাজ-কন্যাগণের মধ্যে কাহাকেই বা এই বৃদ্ধের করে সমর্পণ করিব? ইত্যাদি অনেক চিন্তার পর মহর্ষিকে বলিলেন, "ভগবন্! কোন সদ্বংশজ পাত্রকে কন্যার ইচ্ছানুসারে প্রদান করাই আমাদের কুলধর্ম্ম, এইরূপ ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কুল-ধর্ম্ম অতিক্রম করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।" সৌভরি বলিলেন— "মহারাজ! আমাকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করুন, যদি আপনার কোনও কুমারী স্বইচ্ছায় আমাকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনি সেই কন্যা আমাকে সম্প্রদান করিবেন, নতুবা আমি বিবাহের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া যাইব।" রাজা "তাহাই হউক" বলিয়া একজন কঞ্চুকীকে সঙ্গে দিয়া মুনিবরকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। কঞ্চুকী রাজঅন্তঃপুরে মুনিবরকে লইয়া গিয়া রাজকন্যাগণকে বলিল,—আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এই মহর্ষিকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মহারাজ তাঁহাকে এই মুনিবরের হস্তে সমর্পণ করিবেন।" কঞ্চুকীর বাক্য শেষ হইলে রাজকন্যাগণ সকলেই মুনিবরকে পতিত্বে বরণ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। মান্ধাতা বিষণ্নমনে সৌভ-রিকে পঞ্চাশৎ কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা পঞ্চাশটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া পঞ্চাশ ভার্য্যার সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে মান্ধাতা কন্যা-গণকে আপনার মনোমত পাত্রে সম্প্রদান করিতে না পারিয়া দুঃখিতচিত্তে দিন-যাপন করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি কন্যাগণের অবস্থা মনে মনে কল্পনা করিয়া নিতান্ত শোকে দুঃখে অধীর হইয়া মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় গিয়া মনোহর সৌধাবলী দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার একটী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন, অমনি সানন্দে তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! আমার রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া এখানে কেমন আছ? সেই কন্যা বলিল "পিতঃ! এখানে পরম সুখে আছি, কেবল পিতৃমাতৃবিরহ জন্য যাহা কিছু কষ্ট!" এইরূপে মান্ধাতা প্রত্যেক কন্যার নিকট জিজ্ঞাসা করায় সকলেই ঐ এক কথাই বলিল। পরে রাজা সানন্দ অন্তরে মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ

করিয়া প্রীতমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর কালক্রমে মহর্ষির পঞ্চাশ ভার্য্যা এক শত পঞ্চাশ পুত্র প্রসব করিলেন। মুনিবর সন্তানগণের মুখাবলোকন করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার এই পুত্রগণ যৌবন প্রাপ্ত হইলে ইহাদের বিবাহ দিব, অনন্তর তাহাদের পুত্রাদি হইলে আমি পুত্র পৌত্র বেষ্টিত হইয়া মৎস্যরাজের ন্যায় সুখে কালহরণ করিব।

এইরূপে সৌভরি আপন জীবনের লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কিছু দিন সংসার সুখে অতিবাহিত করিলেন। হঠাৎ এক দিন তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল, তখন তিনি আপন দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া অতিশয় অনুতাপিত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, অহো! আমার মোহ কত দূর বিস্তৃত হইয়াছে! অনন্ত আশা কিছুতেই পূর্ণ হইতে চায় না, একটী আশা পূর্ণ হইতে না হইতে আর একটী নূতন আশা আসিয়া তৎস্থান অধিকার করিতেছে। এই আশাই মনুষ্যের সকল দুঃখের আকর। হায়! আমি কি নির্ব্বোধ! সঙ্গের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! যে হেতু জলজন্তু মীনের সহবাসেই আমার এই সংসার-সুখাভিলাষ অদম্য হইয়া উঠিয়াছিল; আমি বিবাহ করিয়া নিজের আর পঞ্চাশটী শরীর বৃদ্ধি করিলাম, অতএব সংসার-বন্ধন-মমতার আকর পরিজনগণ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে! অল্পসিদ্ধের কথা দূরে থাকুক যোগসিদ্ধ ব্যক্তিগণও কুসংসর্গ দোষের হাত এড়াইতে পারেন না। এখন আমার জ্ঞানোদয় হইল, নিঃসঙ্গই মুক্তির মূল, এখন নিঃসঙ্গ হইয়া তপশ্চারণ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অনন্তর সৌভরি সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যাগণের সহিত বনে প্রবেশ পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা পরম গতি লাভ করিলেন।

যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক এই সৌভরি চরিত শ্রবণ, অধ্যয়ন, স্মরণ বা অনুশীলন করেন, তাহার অসৎ সঙ্গে বাঞ্ছা থাকে না, অসৎ কার্য্যে ইচ্ছা হয় না ও পরমার্থ ত্যাগ করিয়া সামান্য বস্তুতে মমতা জন্মে না। কু, রা।

কয়খানি চিঠি।

১নং চিঠি—শ্রীমতী জয়মণি দেবী,
ঘটকী ঠাকুরাণী
শ্রীচরণেষু।

প্রণামানন্তর নিবেদন—

আপনি অবগত আছেন যে আমার প্রথম পুত্র শ্রীমান্ হেমচন্দ্র এবারে এল্,এ, পাস্ করিয়াছেন; যখন তিন বার ফেল্ হইয়া এবারে পাস্ করিয়াছেন, তখন বি, এ, পাস করিবার ভরসা আমরা বড় করি না; সুতরাং তাহার বিবাহ দেওয়া শীঘ্রই আবশ্যক। এ দিকে আমরা এক বিষম বিপদে পড়িয়াছি। শুনিয়া

থাকিবেন, "ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ায়" এই রকম গোচের কতকগুলি বাবু "বঙ্গ-হিত-সাধিনী" নামে এক সভা করিয়াছেন; পুত্রের বিবাহের সময়ে টাকা কড়ি লওয়া নিবারণ করাও সে সভার এক উদ্দেশ্য। সম্প্রতি শ্রীশবাবু আমাদের বাড়ীর বাবুকে সেই সভায় লইয়া গিয়াছিলেন; আমাদের বাবু নিতান্ত ভাল মানুষ, সেখানে অনেক বড় লোকের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, চক্ষুলজ্জার দায়ে সেই সভার এক "সভ্য" হইয়াছেন। এখন হেমচন্দ্রের বিবাহের সময়ে তিনি কন্যাকর্ত্তাদিগের কাছে টাকা চাহিতে পারিতেছেন না, আবার চির-দিনের আশা যে "মাটী" হইয়া যাইবে ইহাও প্রাণে সহিবে না! সভাই বলুন, সমিতিই বলুন, আপনার ক্ষতি করা নিতান্তই নির্ব্বোধের কাজ; আমরা তাহা কখনই করিতে পারিব না। তবে পরকে যথাসাধ্য উপদেশ দিতে বাবু কখনও ত্রুটি করিবেন না। যাহাহউক আপনার নিকটে আমাদের বিনীত নিবেদন, যে সকল বাবুর নিকটে বিবাহার্থী পুত্রের পিতাকে টাকা চাহিয়া লইতে না হয়—নিজেরা সাধিয়াই কন্যা জামাতাকে দশ হাজার, বা'র হাজার টাকা দান করেন, তাঁহাদেরই একজনের কন্যার সহিত আমার হেমচন্দ্রের শুভসম্বন্ধ স্থির করিবেন। তাহাহইলেই আমাদের দুইকূল বজায় থাকে। এ গোপনীয় পত্র—খুব সাবধানে রাখিবেন। আর বিদায়ের সময়ে আপনার প্রতি যে বিশেষ বিবেচনা করা যাইবে, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। নিবেদনমিতি।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী—
শ্রীশরৎশশী মিত্র।

২নং চিঠি—শ্রীমতী জয়মণি দেবী,
ঘটকী ঠাকুরাণী
শ্রদ্ধাস্পদাসু।

নমস্কারান্তে নিবেদন—

বলি, ঠাকুরাণি! আপনার আক্কেলটা কি? আমিতো মেয়ের মা নই, যে লোকে যা' বোল্‌বে, তাই কোর্‌বো। আমার যতীন তিন্‌টে পাশ কোরেছে; তার জন্য মেয়ে দেখার তাড়াতাড়ি কি? আপনি লিখেছেন "নরেন্দ্র বাবুর মেয়েকে দেখে যতীন পছন্দ করেছে।" আমিতো "গান্ধর্ব্ব বিবাহ" দিতে বসি নাই, তবে ছেলে মেয়ের মতামত জান্‌তে এত মাথা-ব্যথা কেন? যদি দেনা পাওনা স্থির হয়, মেয়ের বাপ যদি যতীনের মতন ছেলের উপযুক্ত ব্যয়ভূষণ কোত্তে পারেন, তাহলে মেয়ে দেখা, পাকাপাকি করা, সবই ঠিক্ হবে। আসল কথাটা আগে, না আলাত পালাত কথাগুলো আগে? তাই বোল্‌চি, আপনি দেনা-পাওনা আগে ঠিক্ করিয়া এখানে আসিবেন; যেমন বিবেচনা হয় তাহা করিব। যতীন যাঁহার সন্তান, তিনি

পরলোকে, কিন্তু যতীনের জমিদারি তো আছে। নিবেদন ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী—
যতীনের মা—
শ্রীসরোজিনী দেবী।

৩নং চিঠি—শ্রীমতী ঘটকিনী ঠাকুরাণী

মহোদয়াসু।

প্রণাম জানিবেন। শ্রীমান্ শরতের জন্য "কি রকম কন্যা আবশ্যক" জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এজন্য লিখিতেছি। আমরা নগদ টাকা কড়ি চাহি না; মেয়ের বাপ একজন জজ, হাইকোর্টের উকিল, আসিষ্ট্যান্ট বা পুরাতন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিদেন কোন খ্যাতনামা ডাক্তার হওয়া চাই; তাঁহার কেবল একটী মাত্র কন্যা (অর্থাৎ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী একটী মাত্র কন্যা) থাকা চাই; মেয়েটী সুশীলার মত উঁচু হওয়া চাই; রঙ্ সরলার মত দুধেআল্‌তা ফর্‌সা হওয়া চাই; চোক্ দুটি আমাদের পুঁটীর চোখের মত "নীলপদ্ম" হওয়া চাই; মুখখানি সরলাদের বউএর মত "শতদলপদ্ম" হওয়া চাই; হাসিটুকু মৃণালের হাসির মত মধুমাখা চাই; হাত পায়ের তেলো গোলাপফুলের মত গোলাপী হওয়া চাই; গড়নটী যোগেন কাকার সেজ মেয়ের মত গোলাল ও নরম নরম চাই; চুলগুলি সুকেশিনীর চুলের মত ঠিক্ হওয়া চাই; গলার স্বর আর কথার ধরণ, আমাদের ইন্দুর মত মিঠে মিঠে হওয়া চাই; হাঁটনটি চারুবালার মত "গজগমনে" চাই; মোটের উপরে মেয়েটী পুরাণকথার "তিলোত্তমা" অথবা উপকথার পরীরাণী হওয়া চাই; মেয়ের লেখাপড়া জানা চাই; শিল্প চিত্র, হার্‌মোনিয়ম ও পিয়ানো বাদনে নিপুণতা চাই; মেয়েটীর সর্ব্বাঙ্গে হীরা, মুক্তা, জড়াও গহনা চাই; এরই উপযোগী পোষাক কাপড় চাই; ছেলের বরসজ্জা সব সোণা, রূপা চাই; বরাভরণ সব হীরা মুক্তা চাই; আর আর যাহা চাই তাহা "উনি" বাড়ী আসিলে লিখিব। তবে আমরা এমন ছোট লোক নই, যে "নগদ টাকা চাই" বলিয়া কন্যাকর্ত্তাদিগকে পীড়ন করিব! ছি! সে ভারি লজ্জার কথা! নিবেদনমিতি।

অনুগতা—
শ্রীসুহাসিনী রায়।

৪নং চিঠি—পূজনীয়া শ্রীমতী ঘটকী ঠাকুরাণী—

পূজনীয়াসু।

আমাদের বাড়ীর কর্ত্তা, গোপালের বিবাহের জন্য আপনাকে কি রকম মেয়ে দেখিতে বলিয়াছেন তাহা জানি না; কিন্তু আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুশীলের বিবাহ কেবল টাকার লোভে দিয়া এখন অনুতাপের জ্বালায় আমিই পুড়িয়া মরি-

তেছি। এমন বউ হইয়াছে যে—তাহাকে লইয়া ঘর করিতে পারিলাম না, এমন ছেলেটী পর্য্যন্ত বিগড়িয়া যাইতেছে! দোহাই ঠাকুরাণি! আপনার পায়ে পড়ি, আমার গোপালের জন্য একটী সুশ্রী, সুশীলা ও সুলক্ষণা মেয়ে আনিয়া দিবেন। আমার শ্বশুর ঠাকুর যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আমার বাছারা তাহাই ভগবানের দয়ায় ভোগ করুক; বউ গরিবের মেয়ে হইলেও বা কি? আমাদের শাস্ত্রে বলে "স্ত্রীরত্নং দুস্কুলাদপি"; অতএব আমি ঘরকন্নায় সুখী হইতে পারি, মেয়ে না হওয়ার ক্ষোভ মিটাইতে পারি, আমাকে এই রকম একটী মেয়ে খুঁজিয়া দিবেন। কর্ত্তামহাশয় যদি টাকার মমতায় একটা "শাশুড়ীজ্বালানী" মেয়ে আনিতে বলেন, তাহা আপনি কখনই শুনিবেন না। আমি সুশীলের বিবাহ টাকা পয়সার সহিত দিয়াছি--গোপালের বিবাহ দিয়া মনের মত বউ আনিব। আপনি ইহা মনে রাখিবেন, আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব। নিবেদনমিতি।

প্রণতা—

শ্রীবিনোদিনী সরকার।*

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া।

(৩৪১ সংখ্যা ৮২ পৃষ্ঠার পর)

মনোনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে প্রতীত হয় যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রথম উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সদ্ভাব অর্থাৎ সহোদর সহোদরাদিগের স্নেহ মমতা বর্দ্ধন করা। যে ব্যক্তি একান্ত আত্মীয়গণের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতে না পারে, সে পারিবারিক, সামাজিক অথবা বিশ্বজনীন কর্ত্তব্যপালন করিবার অযোগ্য—যোগ্য হইলেও তাহা—একরূপ নিষ্ফল বলা যাইতে পারে। এই কারণে আর্য্যগণের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রথম উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সদ্ভাব; সহোদর সহোদরার স্নেহবর্দ্ধন পক্ষে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এক প্রধান সহায়। এজগতে সহোদর সহোদরা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। উভয়ের জন্ম একই গর্ভে, উভয়ের লালন পালন একই হস্তে, উভয়ের জীবন রক্ষা একই স্নেহে। এরকম স্বাভাবিক সহযোগিতা জগতে আর নাই, স্বাভাবিক এরূপ স্নেহ মমতাও জগতে আর বেশী নাই। কিন্তু ঘটনাক্রমে উভয়ের মধ্যে একান্ত ব্যবধান হইয়া থাকে। ভগিনীকে অপরের হস্তে দিয়া জন্মের মত "পর" করিতে হয়;

* এই চিঠি কয়খানি ঘটকী ঠাকুরাণীর "তাজা সম্পত্তি" বিবেচনায়, প্রকাশ করিতেছি। ছেলের মা'র চিঠিগুলি দেখিয়া যদি কোনও মেয়ের মা উপকৃতা হন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থা হইব। অনৈক "প্রকাশিকা।"

ভ্রাতার গৃহ, সম্পত্তি, বা গোত্রে ভগিনীর কোনও অধিকার থাকে না। পুরুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিতে হয়, তাঁহার স্ত্রী সন্তান প্রভৃতি পোষ্য বর্গের জন্য, ভগিনীর জন্য নহে। ভগিনীরও গৃহধর্ম্ম তাঁহার স্বামী ও শ্বশুর কুলের জন্য, ভ্রাতার জন্য নহে।* এই কারণে প্রাপ্তবয়সে ভ্রাতাভগিনীর স্নেহ মমতা কতকদূর শিথিল হইতে পারে। মন সর্ব্বদা যাঁহাদিগের বিষয় চিন্তা করে, প্রায় প্রতিকার্য্যেই যাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, যাঁহাদিগের উপরে সুখ, শান্তি, আশা, ভরসা সমস্তই নির্ভর করে, সাধারণতঃ মানব-হৃদয় তাঁহাদিগের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হয়। তাই ভ্রাতার নিকটে তাঁহার প্রতিপালিত পরিবারবর্গ অধিকতর স্নেহ মমতা প্রাপ্ত হন, আর ভগিনীর নিকটে তাঁহার শ্বশুর কুল অধিকতর আত্মীয় বলিয়া বিবেচিত হন। কিন্তু ভ্রাতা ভগিনীতে যতই পার্থক্য হউক না কেন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভগিনী নহিলে ভ্রাতার চলে না, ভ্রাতা নহিলে ভগিনীর চলে না। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় মাতার অধিকার নাই, স্ত্রীর অধিকার নাই, কন্যার অধিকার নাই, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় কেবল ভগিনীই অধিকারিণী। তাই এই দিনে ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসা তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে! এই দিনে মনে পড়ে দুই জনের দেহ একই উপাদানে গঠিত, দুই জনের দেহে একই জীবনী, দুই জন দুয়ে এক একে দুই! "ভ্রাতা ভগিনী" বলিতে দুইজন দুইজনেরই বুঝায়।—বৌদিদীরা শুনিলে কি বলিবেন জানিনা, আমি যেন ঠিক্ বুঝিতে পারি, দাদা ও আমি এক বোঁটায় দুইফল, এক শরীরের দুই ছায়া! "ভ্রাতা"বলিতে ভগিনীর হৃদয় কি এক স্বর্গীয় ভাবে—কি জীবন্তভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা বুঝিতে পারি, লিখিতে পারিনা; লিখিয়া সে অব্যক্ত সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে পারি না, তাহা কেবলই অনুভবনীয়!

এজগতে ভগিনীর ভালবাসা অমূল্য ভালবাসা। ভালবাসার মধ্যে যাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, সেই ভালবাসা ভগিনীর হৃদয়ে। ভ্রাতার গৃহে বাস না করিয়া ভ্রাতার সহিত সাংসারিক কোনও সহযোগিতা না রাখিয়া, ভ্রাতার সুখ দুঃখে ভগিনীর হৃদয়ের পূর্ণ সহানুভূতি। এইখানে ভগিনীজীবনের বিশেসত্ব। এইখানে ভগিনী স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতির উপরেও স্থান পাইতে পারেন। সহৃদয় আর্য্যগণ এ স্বর্গীয় ভালবাসা বুঝিয়াছিলেন; পাছে সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া এই স্বর্গীয় ভালবাসা উপযুক্তরূপে বিকসিত না হয়, পাছে ভ্রাতা, ভগিনীর ভালবাসার প্রতিদান করিতে বিমুখ হন, সেই আশঙ্কায় ঋতুপরিবর্ত্তন সময়ে, হেমন্তের প্রথম মাসে পীড়িত ভ্রাতাদিগের (কার্ত্তিকমাসে আমা-

* এ সকল কথা সাধারণের প্রতি প্রযোজ্য। বিধবা বা পতিত্যক্তা ভগিনীরা ভ্রাতৃগৃহে বাস করিয়াও থাকেন; সে সকল ঘটনা, অবস্থা ক্রমেই হয়। বাঃ লেঃ।

দের দেশে পীড়ার কিরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন) দীর্ঘায়ু প্রার্থনায় নিয়োজিত করিয়াছেন। "জামাই ষষ্ঠী" ভদ্রতার জন্য বলিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আমের সময়ে, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া প্রাণের টানে বলিয়া কার্ত্তিক মাসে, রোগের বাড়াবাড়ি সময়ে। এই সময়ে যে ভগিনী ভ্রাতাকে পূজা করিয়াছেন, যে ভ্রাতা ভগিনীর সেই প্রাণভরা ভাল-বাসা গ্রহণ করিয়াছেন, ভ্রাতা ভগিনীর জীবনের বিমল সুখ তাঁহারাই উপভোগ করিয়াছেন! ভাই ভগিনী বিধাতার যে কি অমূল্য দান, তাহা সেই এক মুহূর্ত্তে উভয়েই বুঝিয়াছেন! সে সময়ে পাষাণও গলিয়া যায়। তাই বলিতেছি যতদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া রহিবে, ততদিন ভ্রাতা ভগিনীর হৃদয়পূর্ণ মমতাও রহিবে; রহিবে বলিয়াই আর্য্যগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পারি-বারিক সদ্ভাব। ব্যক্তিগত ভাবের পরেই পারিবারিক ভাব। সহোদর সহোদরার কর্ত্তব্য পালিত হইলে, পারিবারিক কর্ত্তব্য পালনের পক্ষেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সহায়তা। হিন্দুজাতি জ্যেঠা খুড়া হইতে মেসো পিসা প্রভৃতি আত্মীয়দিগের সহিতও একান্নভোগীরূপে বাস করেন। সকল মানবের প্রকৃতি কখনও একরূপ হয় না, বিশেষতঃ হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সকল নিয়তই অবসর খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, মানবের সংযমন শক্তি অল্পতা দেখিলেই ইহারা মানব মন অধিকার করিয়া বসে। এই কারণে যেখানে বহু-পরিবার, সেই খানেই প্রায় মত-বৈষম্য; তাহারই ফলে বিবাদ বিসংবাদ বা গৃহ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া পারিবারিক শান্তিকে একেবারেই দূর করে! কিন্তু অপক্ষপাতিতা, অমায়িকতা ও সমদর্শিতা যে গার্হস্থ্য সুখ শান্তির প্রধান উপায়, এ কথা নীতিজ্ঞ হিন্দু, প্রেমিক হিন্দু বিশেষ-রূপে জানিতেন; তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া এই কথাগুলি বার বার লিখিয়াছেন; এই কথাগুলি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইতেও হৃদয়ঙ্গম হইবার আশয়ে তাঁহারা আদেশ দিয়াছেন, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিনে ভ্রাতাকে আগে জ্যেঠতুত ভগিনী ইত্যাদির হস্ত হইতে এবং সকলের শেষে সহোদরা ভগিনীর হস্ত হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে সহোদরার যে গৌরব সে গৌরব তো রহিলই, লাভে অন্যান্য ভগিনীরা পরম সন্তুষ্ট হইলেন। সহোদর সকলের ভাগ্যে সম্ভব হয় না, কিন্তু আর্য্য-গণের সদ্বিবেচনায় কোনও ভগিনী দুঃখিতা বা ঈর্ষ্যাপরায়ণা হইতে পারেন না। যতই পর হউন না কেন, যতই দূর সম্পর্কীয় হউন না কেন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে সকল ভাইভগিনীই সহোদর সহো-দরা স্থানীয়। ভালবাসাতেই পর আপন হয়, শত্রু মিত্র হয়। পরকে আপন করিতে না পারিলে—অন্য জাতির যাহাই হউক হিন্দু জাতির গার্হস্থ্যধর্ম্ম রক্ষা হয় না।

প্রেমিক হিন্দু আর্য্যগণ ইহা জানিতেন বলিয়া ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকেও পারিবারিক সদ্ভাব শিখাইবার উপায় করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের এত সৌজন্য, পর তাঁহাদের আপন হইবে না কেন?

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তৃতীয় উদ্দেশ্য সামাজিক সদ্ভাব—পরিবারের পরে সমাজই মানবের অবলম্বনীয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভ্রাতাভগিনী সম্পর্কীয় সামাজিক নরনারী মাত্রেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কৃত্য করিতে পারেন। মৌখিক সম্পর্কেও ইহা আচরিত হয়। আর্য্যগণ বলিয়াছেন —

"সর্ব্বাসু ভগিনীহস্তাৎ ভোক্তব্যং বলবর্দ্ধনং"

সকল সম্পর্কীয় ভ্রাতা ভগিনীগণ সহোদর সহোদরার প্রাণে অনুপ্রাণিত হইলে মানব সমাজের কি কল্যাণ সাধিত না হয়? ভালবাসার সীমাবিস্তারে মানব-হৃদয়ের মহত্ব। দয়া, ক্ষমা, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্গুণগুলির ন্যায় ভালবাসাও গৃহ হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইতে পারে—হইলেই মানবসমাজ দেবসমাজ হইতে পারে। ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসার মত পবিত্র স্বার্থশূন্য ভালবাসাই প্রকৃত সামাজিক ভালবাসা। এইরকম ভালবাসা যতই বাড়িবে, সমাজেরও তত উন্নতি হইতে থাকিবে। এই ভ্রাতা ভগিনী ভাব বিস্তৃতির আশয়েই আর্য্যগণ ভ্রাতা ভগিনী সম্পর্কীয় ব্যক্তি মাত্রের জন্যই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ভাই ভগিনীর ভালবাসা যে সামাজিক ভালবাসার আদর্শ একথা একটু ভাবিয়া দেখিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। মাতা পিতা আমাদের ভালবাসার আদি ও সর্ব্বোচ্চ স্থান, কিন্তু মাতাপিতাকে বাস্তবিক নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিয়াছি কি না তাহা বুঝিতে পারি না। যাঁহারা আমাদিগকে প্রাণপণে লালনপালন করিয়াছেন, যাঁহাদিগের প্রাণপূর্ণ স্নেহ মমতার একবিন্দু অভাব হইলে আমাদিগের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব, আমরা মনুষ্যহৃদয়ে তাঁহাদিগকে ভক্তি না দিয়া থাকিব কি করিয়া? আরও শিক্ষক ছাত্র, উপকারী উপকৃত, প্রভু ভৃত্য প্রভৃতির ন্যায় সম্বন্ধবিশিষ্ট না হইলে অন্য কেহ কাহারও পিতামাতার ন্যায় ভক্তিভাজন হইতে পারে না। ভালবাসার মধ্যবিন্দু দম্পতী। এরূপ অলৌকিক আকর্ষণবিশিষ্ট ভালবাসা জগতে আর নাই, এরূপ এক জীবনে দুই দেহ আর নাই। কিন্তু ইহাঁদিগের ভালবাসা স্বার্থশূন্য কিনা তাহা বুঝিতে পারা অসম্ভব। ভরসা করি এই কথায় পবিত্রতম দাম্পত্য সম্বন্ধের অগৌরব করা হইতেছে না, কারণ আমরা বলিতেছি আমাদের দেশে ভার্য্যাগণ স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সহযোগিনী, আশ্রিতা, পালিতা ও সেবিকারূপে থাকেন। অতএব যাঁহাদের পরস্পরকে লইয়া প্রতিপলকেই প্রয়োজন, সকল বিষয়েই যাঁহাদিগের সহযোগিতা, তাঁহাদিগের পরস্পরের ভালবাসার কতটুকু স্বার্থপূর্ণ কতটুকু নিঃস্বার্থ, তাহা বুঝিব কি করিয়া?

বিশেষতঃ স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা ব্যক্তিগত ভালবাসা; উহা কেবল স্বামী স্ত্রীর প্রাপ্তব্য। পারিবারিক ভালবাসার শেষ সীমা সন্তান। কিন্তু বাৎসল্য বা স্নেহ অতুলনীয় হইলেও তাহা সামাজিক সাধারণ জিনিস নহে; তবে ব্যক্তি বিশেষের উপরে ব্যক্তি বিশেষের সন্তানবৎ স্নেহ জন্মিতে পারে। তাই বলিতেছি ভাই ভগিনীর ভালবাসা সমাজিক ভালবাসার আদর্শ। ভ্রাতা ভগিনী হইতেই লোকের নিঃস্বার্থ ভালবাসার আরম্ভ। শিশু ভাই বালিকা ভগিনী, কেহ কাহারও বিশেষ কিছুই সাহায্য করে না, তথাপি উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা দেখা যায়। এই ভালবাসা চিরকালই স্বার্থশূন্য। ভাই ভগিনীদিগের পরস্পরকে ভালবাসিয়াই সুখ; কোনও দিন ভালবাসা ফিরিয়া চাহিবার আবশ্যক হয় না—অবকাশ হয় না। প্রাপ্ত বয়সে পুরুষের সুখ দুঃখে তাঁহার সহযোগিনী সহভোগিনী ভার্য্যার হৃদয় যেরূপ সুখ দুঃখ অনুভব করে, শতদূরবর্ত্তিনী সর্ব্বথা অনধিকারিণী ভগিনীর হৃদয়ও সেইরূপ অনুভব করে। তবে বৌদিদিদের আবশ্যক হইলে বিরাশি সিক্কা ওজনের মুখ ঝাম্‌টা দিতে পারেন, এক নিমেষে পঞ্চমে উঠিতেও পারেন, বা এ সকলের চেয়ে গুরুতর বিধিও প্রবর্ত্তন করিতে পারেন; বৌদিদিদের অনেক রকম আবশ্যকও হয়, অনেক রকম অধিকারও আছে; ভগিনী কিন্তু ভাইকে ভাল বাসিয়াই পরিতৃপ্ত; ভ্রাতা যতদূরেই থাকুন তাঁহার মঙ্গলেই ভগিনীর মঙ্গল। আবার ভগিনী পরের গৃহিণী, পরের পরিচর্য্যায় নিরতা, ভ্রাতা তাহাতেই সন্তুষ্ট; ভগিনীর সুখ্যাতি শুনিয়া, মঙ্গল জানিয়া ভ্রাতা কৃতকৃতার্থ। এই রকম ভালবাসাই তো সামাজিক ভালবাসা, ভ্রাতা ভগিনীই তো সমাজ গৃহের ভিত্তি। স্ত্রী পুরুষ লইয়াই মানবসমাজ গঠিত; হিন্দু সমাজের রীত্যনুসারে সামাজিক নরনারীগণ বিশেষ কারণ ব্যতীত পরস্পরের সম্মুখীন না হইলেও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। তাই সামাজিক নরনারী ভ্রাতৃত্ব ভগ্নীত্বে অভ্যস্ত হইয়াই সামাজিক কর্ত্তব্য অনায়াসে পালন করিতে পারেন। নরনারীর পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার সদ্ব্যবহার, অবস্থা ও উপযোগিতাক্রমে পরস্পরের শরীর মন ও আত্মার মঙ্গলের সহায়তা করা, এই সকল কার্য্য সামাজিক কর্ত্তব্য বলা যায়। সামাজিক কর্ত্তব্য পালিত না হইলে মানবসমাজ পশুসমাজ হইয়া পড়ে। অতএব সামাজিক নরনারী যদি ভ্রাতৃভাবে ভগ্নীভাবে অভ্যস্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে সামাজিক কর্ত্তব্য অতিসহজে পালিত হয়। ভ্রাতা বলিতে আমাদিগের মনশ্চক্ষে, আত্মত্যাগী ন্যায়পরায়ণচেতা, পবিত্র এক দেবকুমার আবির্ভূত হন; ভ্রাতৃমূর্ত্তির আদর্শ এই রকম। আর "ভগিনী" বলিতে আত্মবিস্মৃত ভালবাসা ও পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী

হইয়া আমাদের মনশ্চক্ষে বিরাজ করেন, ভগিনী মূর্ত্তির আদর্শ এই রকম। সামাজিক নরনারীদিগকে ভ্রাতৃ ভগ্নীর পবিত্র মূর্ত্তিতে সাজাইবার পক্ষে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া অপূর্ব্ব কৌশল। হিন্দু মহিলাকে যিনিই "ভগিনী" সম্বোধন করিতে পারেন, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায় তিনিই সহোদর স্থানীয়। ভ্রাতৃ-স্নেহো-দ্বেলিতা হইয়া হিন্দুমহিলা তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করেন, তাঁহার জন্য আহার্য্য সংগ্রহ করেন; এরকম সহজে এমন পরার্থপরতা আর কোথায় শিক্ষা হয় বলতো? সামাজিক নরনারীকে সদ্ভাব শিখাইবার এমন কৌশল আর কি দেখিয়াছ বলতো? (ক্রমশঃ)

মহারাণী সীতাবিলাস।

(৩৪২ সংখ্যা ৭০ পৃষ্ঠার পর)

দেবজম্মনীর স্বামী মহারাজ কৃষ্ণজী উদয়ারের পাঁচ বিবাহ। ইনি চতুর্থা ভার্য্যা ও বন্ধ্যা ছিলেন। সুতরাং মহারাজের জীবদ্দশায় প্রাচ্য দেশে সপত্নী-সহবাসে হিন্দু রমণীকে যেরূপ অসুখের জীবন কাটাইতে হয়, ইহাঁকেও সেইরূপ করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে মহারাজের স্বর্গলাভের পর ইহাঁর প্রভূত প্রতাপ বালার্কের ন্যায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার আদেশের কাঠিন্য, কথার গুরুত্ব, শুধু তাঁহার পরিবার মধ্যে নয়, নগরবাসী সকলে সমভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহাঁর নিজের কোনও সন্তানসন্ততি হয় নাই। মহারাজ চামরাজ উদয়ার ইহাঁর দত্তক পুত্র। দত্তক পুত্রের ছেলে গুলিকে ইনি অতিশয় ভাল বাসিতেন। পরিবারস্থ সকলের হৃদয়ে কিরূপে কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন—যেখানে তীব্র শাসন আবশ্যক, সেখানে তাহা করিতেন, যেখানে যেখানে মিষ্টকথা, মধুর ভাব, বশ্যতা স্বীকার একান্ত আবশ্যক তাহার কোনও মতে অন্যথাচরণ করিতেন না। মহারাজরাণী শাসনকর্ত্রীর যে যে গুণ অতি প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহাতে যথেষ্ট ছিল। যদিও ইহাঁর স্বভাব কথঞ্চিৎ তীব্র ছিল, তথাপি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইনি মিষ্ট-ভাষিণী, সদালাপিনী ও দয়ালুচিত্তা ছিলেন। উন্নত অবস্থায় লালিতা পালিতা হইয়া রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন, কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদে ইহাঁর অন্তর এতদূর সুপ্রশস্ত ছিল যে, ইনি পর্ণকুটীরবাসী নর-নারীর দুঃখ অনুভব করিতে পারিতেন। এই ক্ষমতা সকলের—সকলের কেন প্রায়ই থাকে না, যদি থাকিত, তাহা হইলে সংসারের দুঃখ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইত। সুতরাং মহিসূরে দুরবস্থাক্লিষ্ট

এমন কোনও লোক ছিল না যে ইহাঁর সাহায্য না পাইয়াছে। সংক্ষেপে ইহার দানশীলতার এইমাত্র আভাস দিয়া ক্ষান্ত রহিলাম যে, উক্ত রাজ্যে ২৫০।৩০০ পরিবার প্রতিমাসে ইহাঁর নিকট হইতে সাহায্য পাইত। যখন তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত, তখন তিনি একদিন তাঁহার অনুগৃহীত ও আশ্রিত ব্যক্তিগণকে এক একজন করিয়া নিকটে ডাকিয়া বলেন যে, তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা ছিল, তদনুযায়ী তাহাদিগকে সাহায্য করিতে না পারায় তিনি দুঃখিতা আছেন। তিনি এক্ষণে তাহাদিগের প্রত্যেককে ফল ও পুষ্প ও এক এক মুষ্টি টাকা দান করিয়া জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজধর্ম্মোচিত কর্ম্ম ইহাঁ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল। "সীতাবিলাস অগ্রহার" নামে যে অষ্টাদশ বাটী সম্প্রতি বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, তিনি নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া ও রায় রাজেন্দ্রকে নিকটে ডাকিয়া তৎসমস্ত তাহাদিগকে দান করিতে আদেশ দেন। তাহাই হইল। আরও অনেক বাটী নির্ম্মিত হইয়া এইরূপে বিতরিত হইবে, আর এই সকল ব্রাহ্মণদিগের জন্য একটি একটি বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। তরুভিখারীতে তিনি যে অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করেন, তিনি বা তাঁহার পুত্রাদি যদি কেহ জীবিত থাকেন, তাঁহাদিগকেও ঐরূপ দান করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

তাপমান যন্ত্র।

উষ্ণতার ইতরবিশেষবশতঃ জড় বস্তুদিগের আয়তনের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। সকল দ্রব্যই উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত ও শীতল হইলে সঙ্কুচিত হয়। অতএব যদি কোন বস্তুর প্রসারণ ও আকুঞ্চনের পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারা যায়, তাহাহইলে উহার উষ্ণতা অনুষ্ণতারও পরিমাণ অনায়াসে নিরূপিত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ এই উপায় অবলম্বন করিয়াই তাপমানযন্ত্র (Thermometer) সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। কঠিন, দ্রব ও বায়বীয় সকল প্রকার দ্রব্য দ্বারাই তাপমান যন্ত্র নির্ম্মিত হইতে পারে; কিন্তু কঠিন বস্তুদিগের বিস্তৃতি নিতান্ত অল্প ও বায়বীয় বস্তু সকলের বিস্তৃতি অত্যন্ত অধিক বলিয়া সচরাচর তরলদ্রব্য দ্বারাই তাপমানযন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তরল বস্তুদিগের মধ্যে পারদ ও সুরাসার এই দুইটী তাপমানযন্ত্র নির্ম্মাণার্থ সচরাচর ব্যবহৃত হয়, কেননা সমধিক উত্তপ্ত না হইলে পারদ বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় না এবং অত্যন্ত শীতল হইলেও সুরাসার জমিয়া যায় না।

অন্যান্য তাপমান অপেক্ষা পারদ-

ঘটিত তাপমান সমধিক প্রচলিত। পারদ-তাপমান নির্ম্মাণ করিতে হইলে একটী সরল, সূক্ষ্ম ও সমছিদ্রসম্পন্ন কাচনালী লইয়া তাহার এক প্রান্তে একটী কন্দ প্রস্তুত করিতে হয়। অনন্তর কন্দ ও দণ্ডের কিয়দংশ পারদপূর্ণ করিয়া উত্তাপ দিতে হয়। তাপনিবন্ধন যখন পারদ ফুটিয়া উঠে এবং তাহার বাষ্পদ্বারা নলের অভ্যন্তর হইতে বায়ু ও জলীয়-বাষ্প নিরাকৃত হইয়া যায়, তখন অপর প্রান্ত দ্রবীভূত ও রুদ্ধ করিয়া উষ্ণতানুষ্ণতার পরিমাপক চিহ্ন অঙ্কিত করিতে হয়। পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, (Melting ice) ক্রয়মাণ তুষার ও স্ফুটনশীল জলের (boiling water) উষ্ণতা সকল স্থানে ও সকল কালেই সমান, এই নিমিত্ত ইহাদিগের উষ্ণতানুষ্ণতা অবলম্বন করিয়া তাপমান যন্ত্রের চিহ্ন সকল অঙ্কিত হইয়া থাকে। কাচনালীকে ক্রয়মাণ তুষার-চূর্ণ মধ্যে নিমগ্ন করিলে অভ্যন্তরস্থ পারদ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া পরিশেষে যে বিন্দুতে স্থির হয়, তথায় আর একটী চিহ্ন অঙ্কিত করিতে হয়। যেরূপ হস্ত পদাদির দৈর্ঘ্যকে একক ধরিয়া যাবতীয় দ্রব্যের দৈর্ঘ্য মাপা যায়, তদ্রূপ যে উষ্ণতা দ্বারা তাপমান যন্ত্রের পারদ একচিহ্ন হইতে অপরচিহ্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তদ্বারা সকল দ্রব্যের উষ্ণতানুষ্ণতা পরিমিত হইয়া থাকে। আরও যেরূপ ফুট পরিমাপক দণ্ডকে, ইঞ্চি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়, তদ্রূপ উল্লিখিত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানটীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাগে বিভক্ত করিয়া উষ্ণতার "অংশ" সূচক চিহ্ন সকল অঙ্কিত করা হয়। কিন্তু তাপমান যন্ত্রের মাপদণ্ডের বিভাগ প্রণালী সর্ব্বত্র সমান নহে। তুষার হিম-জলে নিমগ্ন করিলে পারদ যে বিন্দু পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে এবং স্ফুটনশীল জলে নিমজ্জিত করিলে উহা যে বিন্দু পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, সেই দুই বিন্দুর অন্তর্গত স্থানকে কোথাও ১০০, কোথাও ১৮০, কোথাও বা ৮০, সমান অংশে বিভাগ করে। ফরাশীদেশে শতাংশিক-মাপ প্রচলিত এবং সর্ব্বদেশীয় পদার্থ বেত্তারাও এই মাপ অনুসারে শীতোষ্ণতার পরিমাণ প্রকাশ করেন। ইহার দ্রবণবিন্দু 0° শূন্য ও স্ফোটনবিন্দু ১০০° এবং ইহাদিগের অন্তর্গত স্থান সমশতাংশে বিভক্ত। দ্বিতীয় প্রকার মাপ ইংলণ্ডে প্রচলিত; আমেরিকা ও ভারতবর্ষেও এই মাপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফারেণহীট নামক এক ব্যক্তি ইহার উদ্ভাবন করেন। ফারেণহীটের তাপমানের দ্রবণ বিন্দু ৩২° ও স্ফোটন-বিন্দু ২১২° এবং ইহাদিগের অন্তর্গত স্থান ২১২ — ৩২ = ১৮০ সমান অংশে বিভক্ত। দ্রবণ বিন্দুর ৩২ অংশ নিম্নে ইহার 0° শূন্য। রিওমার নামক একজন পণ্ডিত তৃতীয় প্রকার পরিমাপের সৃষ্টি করেন। রুষরাজ্যে এই মাপ প্রচলিত। রিওমারের তাপমানের দ্রবণ-বিন্দু 0° ও স্ফুটন বিন্দু ৮০ এবং মাপ-

দণ্ডের যে ভাগ এই দুই বিন্দুর অন্তর্গত তাহা ৮০ অশীতি সমান অংশে বিভক্ত।

উষ্ণতার অংশ সকল লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে এক একটী ক্ষুদ্র শূন্য লিখিতে হয়, এবং যে পরিমাপ প্রণালীর অংশ তাহার আদ্য অক্ষর লিখিতে হয়। যথা—১৫° শ, ৬০° ফা ১২° রি, ইহাদের দ্বারা যথাক্রমে শতাংশিকের ১৫ অংশ, ফারেণহীটের ৬০ অংশ ও রিওমারের ১২ অংশ বুঝায়। শূন্যের নিম্নস্থ কোন অংশ লিখিত হইলে ঋণ চিহ্ন দিতে হয়, যথা—১৫° শ, অর্থাৎ শতাংশিক তাপমানের শূন্যের ১৫ অংশ নিম্নে।

দ্রবমাণ তুষার মধ্যে নিমজ্জিত হইলে যে তাপমান যন্ত্রের পারদ অনতিবিলম্বেই 0° শ পর্য্যন্ত অবনত হইয়া পড়ে এবং স্ফুটনশীল জলোত্থিত বাষ্পমধ্যে নিমগ্ন করিলে যাহার অভ্যন্তরস্থ পারদ ১০০° শ পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া উঠে, সেই তাপমান যন্ত্রই উৎকৃষ্ট। যে সকল তাপমান যন্ত্র দোষশূন্য, তাহাদিগের ভিতরে লেশমাত্র বাতাস থাকে না। এনিমিত্ত তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিলে অপর প্রান্তের সহিত পারদের অভিঘাত বশতঃ এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। তাপমান যন্ত্রের অংশ সকলের পরিমাণ সমান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অংশগুলি সমান কিনা তাহা নিরূপণ করিতে হইলে, ঈষৎ বলপ্রয়োগ দ্বারা পারদস্তম্ভ হইতে কিঞ্চিৎ পারদ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করিতে হয়, যদি সকল অংশের পরিমাণ সমান হয়, তাহা হইলে উক্ত পারদের দৈর্ঘ্য সকল প্রদেশেই সমান অংশ দ্বারা প্রকাশিত হইবে।

কাল সহকারে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট তাপমান যন্ত্র সকলও এত মন্দ হয় যে, দ্রবমান তুষার মধ্যে নিমজ্জিত হইলে তাহাদের অভ্যন্তরস্থ পারদ 0° শ পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে না। ২° শ কি ১° শ পর্য্যন্ত নামিয়াই স্থির হয়। উত্তাপ বশতঃ তাপমান যন্ত্রের পারদ যেরূপ প্রসারিত হয়, কাচনালী ও সেইরূপ হইয়া থাকে। যদি পারদ ও কাচের প্রসারণের পরিমাণ সমান হইত, তাহা হইলে আমরা শীতোষ্ণতা নিবন্ধন তাপমানের অন্তর্গত পারদের উন্নতি অবনতি অনুভব করিতে পারিতাম না। কিন্তু কাচ অপেক্ষা পারদ সাতগুণ অধিক প্রসারিত হয়। অতএব, বলিতে হইবে, পারদের প্রকৃত উন্নতির সাত ভাগের ছয় ভাগ মাত্র আমরা দেখিতে পাই। উত্তাপদ্বারা কাচমাত্রেই বিস্তৃত হয়, কিন্তু সকল প্রকার কাচের বিস্তৃতির পরিমাণ সমান নহে। এই নিমিত্ত যে সকল তাপমান ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কাচদ্বারা নির্ম্মিত হয়, তাহাদের অভ্যন্তরস্থ পারদের উন্নতি সকল সময়ে সমান হয় না।

পারদের তুল্য তাপমান নির্ম্মাণোপযোগী পদার্থ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অল্প উত্তাপে ইহা অপেক্ষাকৃত

অধিক প্রসারিত এবং—৩৬° শ ও ১০০°শ অংশের মধ্যে সমান সমান উত্তাপে প্রায় সমান সমান দূর বিস্তৃত হয়।

উষ্ণতার পরিমাণার্থ যেরূপ পারদপূর্ণ কাচনালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সুরাসার পূর্ণ কাচনালীদ্বারা শৈত্যের পরিমাণ নিরূপিত হয়। ৭৮°শ উষ্ণ হইলে সুরাসার ফুটিতে থাকে, কিন্তু শীতল করিয়া ইহাকে এপর্য্যন্ত কেহ কঠিন করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ৩৫০°শ উষ্ণ হইলে পারদ ফুটিয়া উঠে। এ নিমিত্ত কঠিন পদার্থের বিস্তৃতি অবলম্বন করিয়া অতীব উত্তপ্ত দ্রব্যসমূহের উষ্ণতা পরিমিত হইয়া থাকে। এই সকল তাপমানকে সচরাচর "বহ্নিমান" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। শীতাতপ সংক্রান্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে দিবারাত্রিতে উহাদের কিরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। সচরাচর যে সকল তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অনবরত তাহাদিগের অন্তর্গত পারদস্তম্ভের উন্নতি ও অবনতি অবলোকন না করিলে উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাণ স্থির করিতে পারা যায় না। এই অসুবিধা নিরাকরণার্থ পদার্থবেত্তৃগণ কয়েকপ্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধির সীমা অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারা যায়। যে যন্ত্রদ্বারা উষ্ণতার বৃদ্ধির চরম সীমা জানিতে পারা যায়, তাহার নাম (maximum) "গরিষ্ঠ তাপমান" আর যদ্দ্বারা উহার হ্রাসের শেষ সীমা জানিতে পারা যায়, তাহার নাম (minimum) "লঘিষ্ঠ তাপমান।"

তাপমান যন্ত্রদ্বারা দ্রব্যাদির উষ্ণতার পরিমাণ মাত্র জানিতে পারা যায়, কিন্তু কাহারও তাপের পরিমাণ জানা যায় না। এক কলস জলমধ্যে কোন তাপমান যন্ত্র নিমগ্ন করিলে তাহার অন্তর্গত পারদ যে বিন্দু পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, এক বাটি জলে নিমজ্জিত হইলেও সেই পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, কিন্তু এক বাটি জলের উত্তাপ অপেক্ষা যে এক কলস জলের উত্তাপ অনেক অধিক ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এক বাটি জলের উষ্ণতা ১ অংশ বৃদ্ধি করিতে যে তাপ প্রয়োগ করিতে হয়, এক কলস জলের উষ্ণতা ১ অংশ বৃদ্ধি করিতে তদপেক্ষা অনেক অধিক উত্তাপ প্রয়োগ করা আবশ্যক। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, সমান তাপ প্রাপ্ত হইলেও, সকল দ্রব্য সমান উষ্ণ হয় না। অল্প উত্তাপে বালুকা অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্ণ হয় ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যে উত্তাপ নিবন্ধন ১ সের পারদের উষ্ণতা ৩০ অংশ বৃদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা ১ সের জলের উষ্ণতা ১ অংশ মাত্র বৃদ্ধি হয়। অতএব ১ সের জল ও ১ সের পারদের উষ্ণতা সমান হইলেও ১ সের পারা অপেক্ষা ১ সের জলের তেজ ৩০গুণ অধিক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে

হইবে। ফলতঃ তাপমান যন্ত্রদ্বারা দ্রব্যাদির উষ্ণতার পরিমাণ নিরূপিত হয়, কিন্তু কাহারও অন্তর্গত তেজের পরিমাণ জানিতে পারা যায় না।

প্রহেলিকা।

বিধাতার সৃষ্ট কল—আশ্চর্য্য কৌশল,
হস্তপদ বিহীন সে চলে অবিরল!
পলকের তরে তার নাহিক বিশ্রাম,
অবিশ্রান্ত-অবিরাম করিছে সংগ্রাম।
না মানে বারণ, করে সকলে সংহার,
রাজা প্রজা ধনী দুঃখী নাহিক বিচার।
বিচার করিয়া বল—কি পদার্থ হয়?
সহজে পাইবে তারে ধ্রুব—সুনিশ্চয় ॥ ১

শূন্যের সমষ্টি বটে—নহে নিরাকার,
নয়নে নিরখি কিন্তু নিতান্ত অসার।
অচেতন—মৃত প্রাণ, ছাড়ে না আমায়,
ছুটাছুটি যত করি সাথে সাথে যায়।
অদ্ভুত পদার্থ অতি—নহে কিন্তু ভূত,
অদ্ভুত হলেও নহে সৃষ্টি-বহির্ভূত।
বুদ্ধির চালনা কর—ছাড়িয়ে বিজ্ঞান,
করিতে পারিবে ঠিক্ উত্তর প্রদান ॥ ২

তিন বর্ণে নাম তার অতি বলবান্,
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে বাধিবে সংগ্রাম।
মধ্যম বরণ তার করিলে হরণ,
হানে প্রাণ—যেতে হয় শমন-ভবন।
শেষ বর্ণ শব্দ হ'তে যদি ছিন্ন হয়,
সপ্তাহের কোন দিন জানিবে নিশ্চয়।
অতএব চিন্তা করি দেখ একবার,
কি জাতি কোথায় বাড়ী কি নাম তাহার ॥ ৩

তিন বর্ণে নাম তার অতি নিরমল,
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে বিপরীত ফল।
মধ্য বর্ণ বাদ দিলে বুদ্ধিরে বাখানি,
অন্ত্য বর্ণ লোপ হলে পরিমাণ জানি।
জলচর নহে কিন্তু থাকে জল মাঝে,
কাড়ে সে কবির মন মনোহর সাজে!
শিশুর(ও)মনোজ্ঞ অতি—মনোজ্ঞ নারীর,
চিন্তা করি বল দেখি সুবিজ্ঞ সুধীর? ৪

হস্ত পদ বিহীন সে চলে যথা তথা,
মুখে বাক্য নাহি কিন্তু ভাবে কয় কথা।
বোবারে বলায় বাক্য—বধিরে শুনায়,
অধীরে সন্দেশ দিয়ে পরাণ জুড়ায়।
বিদেশে যখন যায় নিজ দেশ ছাড়ি,
পরিচিত লোক যত খুঁজে বাড়ী বাড়ী।
পরিচিত লোক যদি না পায় সেথায়,
আশায় নিরাশ হ'য়ে দেশে ফিরে যায় ॥ ৫

দানে বৃদ্ধি হয় কিন্তু নহে বিদ্যা ধন,
অদানে অধর্ম্ম হয় বেদের বচন।
অতি দানে একেবারে হয় স্বার্থ নাশ,
বিশ্বসেবা মহাব্রত পালে বার মাস।
দু'টী বর্ণ নহে কিন্তু দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান,
সকলের সার ধর্ম্ম কেড়ে লয় প্রাণ।
সে ধনে বঞ্চিত যেবা অসার জীবন,—
দ্বেষ হিংসা হুতাশনে দহে আজীবন ॥ ৬

নড়েনা চড়েনা তবু গতি বহুদূর,
নয়নের গ্রাহ্য নহে থাকে অন্তঃপুর।
অজর অমর কিন্তু জড়ের অধীন,
জড় সঙ্গে সহবাস করে যত দিন।
যে দিন হইবে সেই জড়ত্ব বিনাশ,
অমরত্ব সেই দিন পাইবে প্রকাশ।
যাইবে অমরাপুরী—ফিরিবে না আর,
শোধ করি একেবারে স্বভাবের ধার॥ ৭

জলেতে যাতনা বৃদ্ধি—অনলেতে হ্রাস,
সকলে বিকালে পায় প্রকোপ প্রকাশ।
শূন্যকায় বিঁধে গায় দেখিতে না পাই,
সকলেই জড় সড় তার কাছে ভাই!
ভুবন-বিজয়ী বীর—রাজা করযোড়
তার কাছে, হেঁট মাথা সবে যেন চোর!
জারি জুরি খাটে নাকো সে বীরের কাছে,
মহারথী শত শত হার মানিয়াছে!! ৮

প্রকাণ্ড উদর তার ভূগহ্বরে বাস,
মুখেতে পাষাণ চাপা থাকে বার মাস।
আহার যোগায় সবে বসিয়ে নীরবে,
মানব স্বুহৃদ্ হেন হবে কি এ ভবে?
আপন উদর চিরি অপরে বাঁচায়,
যত দিন বস বাস করে এ ধরায়।
মৃত্তিকার দেহ যবে মাটিতে মিশাবে,
তখনি ভুলিবে সেই আপন স্বভাবে।
গৃহে গৃহে বিরাজেন যেন গো জননী,
কি নাম তাহার বল হে ভাই ভগিনী? ৯

উচ্চকুল সমুদ্ভব—পর উপকারী,
ঘরে ঘরে বর্ত্তমান গৃহস্থের বাড়ী।
বিরাজ করেন যবে গৃহিণীর করে,
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ—কে রহিবে ঘরে?
উপকারী হইলেও ঘৃণা করে সবে,
রাগিলে ও নাম শুনি রমণীর রবে।
বল দেখি কিবা নাম কি পদার্থ তিনি?
প্রশংসা করিব তারে ভাঙ্গিবেন যিনি॥ ১০

বরফমিশ্রিত জল।

গ্রীষ্ম কালে বরফমিশ্রিত জল পান করার রীতি এদেশের বড় বড় সহরে খুব প্রচলিত দেখা যাইতেছে। বিলাতেও গ্রীষ্মের সময় বরফ মিশ্রিত করিয়া জল, চা, কাফি বা দুগ্ধ পান করার রীতি আছে। বরফমিশ্রিত জল পান করা কতদূর স্বাস্থ্যকর, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। ইংলণ্ডের যে সকল চিকিৎসক ইহা পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে একবাক্যেই বলেন যে এই রীতি স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নহে। গ্রীষ্মের সময় বরফ জল উদরে প্রবেশ করিবা মাত্র উদরস্থ সূক্ষ্ম শোণিত-পাত্রগুলি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তৎপরে সেগুলি অস্বাভাবিক রূপে প্রসারিত হয়। এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ জন্য উদরে রক্তসঞ্চয় হয় এবং উদরের স্বাভাবিক শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। এইরূপ অধিক-

কাল হইলে ঋতু ও শরীরের অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রোগ হইয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে বরফ-মিশ্রিত জল পানে গ্রীষ্মকালে সহজে তৃষ্ণা নিবারিত হয়, কিন্তু এই বিশ্বাস অতীব ভ্রমাত্মক। বরফ মিশ্রিত অতি শীতল জল অপেক্ষা নাতিশীতল জলেই তৃষ্ণা শীঘ্র নিবারিত হয়। কোন কোন চিকিৎসকের এই মত যে বরফ মিশ্রিত জল যদি অল্পক্ষণ মুখে করিয়া তৎপরে গলাধঃকরণ করা যায়, তাহা হইলে তত অপকার হয় না। জল মুখে রাখিলে উহা একটু উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়, অতএব উদরে পৌছিবার সময় আর ততদূর শীতল থাকে না। আজ কাল কলিকাতা নগরীতে কলের বরফ হওয়াতে উহা অতি সুলভ হইয়াছে, সুতরাং ধনী দরিদ্র সকলেই উহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সতর্কতার সহিত ও সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের মতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

মানবদেহ।

মানবদেহে গড়ে দুইশত চল্লিশটী ভিন্ন ভিন্ন অস্থি দেখা যায়।

মানুষের গড়ে একত্রিশটী দন্ত দেখা গিয়া থাকে।

মানবদেহের কঙ্কালের ওজন গড়ে সাত সেরের অধিক নহে।

মানবদেহস্থ শোণিতের ওজন গড়ে নয় সের।

পুরুষের সুস্থ যুবা শরীরের ওজন গড়ে সত্তর সের।

মানুষের মস্তিষ্কের যে ওজন, তাহা গড়ে পশুর মস্তিষ্কের ওজনের দ্বিগুণ অপেক্ষাও কিঞ্চিদধিক।

এক মিনিটের মধ্যে গড়ে কুড়ি বার মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিয়া থাকে।

মানুষ নিঃশ্বাসের সহিত যে কার্ব্বন নামক বাষ্প ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা বৃক্ষ লতাদির আহারস্বরূপ। প্রত্যেক মানুষ বৎসরের মধ্যে বৃক্ষ লতাদিকে ৬২ সের কার্ব্বন্ বাষ্প প্রদান করিয়া থাকে।

মানবদেহের কঙ্কাল মানবদেহ অপেক্ষা এক ইঞ্চি কম লম্বা।

গড়ে পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন সাত পোয়া ও স্ত্রীলোকের ওজন দেড় সের।

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া ছয় হাজার সের রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

এক মিনিটের মধ্যে মানুষ প্রায় নয় সের বায়ু নিঃশ্বাসদ্বারা গ্রহণ করিয়াথাকে।

ফেলার মা।

বেলা গেল ফেলা এল, কাজ সেরে ঘরে।
ফেলার মা তাড়াতাড়ি গিয়ে ভাত বাড়ে॥
হাত মুখ ধুয়ে ফেলা এক পলা জলে।
কুচ্‌কি কণ্ঠা পূরে ভাত যত পারে গেলে।
তরকারি দরকারি নাই ক্ষিদে যার।
সারা দিন খেটেছে সে তাহাতে আবার॥
এক কুল্লা—আচমন, মুখে নাই বাক্।
উবু হ'য়ে বসে গেল খাইতে তামাক॥
থালা নিয়ে ফেলার মা ঘাটে গেল ধুতে।
এদিকে লাগিলা ফেলা কেমনি গাইতে॥
গাইতে গাইতে বোধ করিলা আরাম।
দিনের খাটুনি পর করিলা বিশ্রাম॥
যেমনি পড়া তেমনি ঘুম নাই কোন জ্বালা।
এক ঘুমে কাটে রাত, ভোরে উঠে ফেলা॥
ভাত খেয়ে, ঘাট থেকে এসে ফেলার মা।
ভাড়া ভানি ঝেতলায় ঢালি দিল গা।
মার ঘুম ছাঁর মত, কে করে বারণ?
এরা সুখী, যারা কাটে খাটিয়ে জীবন॥
নাহিক ভাবনা কোন, নাহি দস্যুভয়।
নাহি অর্থচিন্তা, নাহি হৃদয়ে সংশয়॥
মোটা অন্নে, মোটা বাসে ইহারা যেমন
সুখী, ধনী তুমি কভু হ'বে কি তেমন?
অতএব মজুরের নিকট শিখিতে
যাও, যদি স্বদশায় চাও তুষ্ট হ'তে॥

গার্হস্থ্য জীবনে নারীর বীরত্ব।

যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্য প্রদর্শনই একমাত্র বীরত্বের পরিচায়ক নহে। জীবনের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যক্ষেত্রেই বীরত্বের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিগৃহে কত কত পুরুষ ও রমণী নিভৃতভাবে জগতের অজ্ঞাতসারে স্ব স্ব গার্হস্থ্য জীবনে প্রকৃত বীরত্বের কত অসামান্য নিদর্শন দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন কে তাহার সংবাদ লইয়া থাকে? ঘটনাক্রমে মধ্যে মধ্যে এরূপ বীরত্বের পরিচায়ক যে দুই একটী বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, তাহা যেমন বিস্ময়কর—তেমনি শিক্ষাপ্রদ। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়াদেশীয় কোন এক মহিলা গার্হস্থ্য জীবনে কিরূপ অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আমরা নিম্নে প্রকটিত করিতেছি।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপে গুলবরণ নামে একটী ক্ষুদ্র উপনগর আছে। ঐ নগরে একজন চিকিৎসক বাস করেন। তাঁহার স্ত্রী, একটী পুত্র ও একটী কন্যা; এই মাত্র তাঁহার পরিবার। পুত্রটীর বয়স দ্বাদশ বৎসর। সে স্কুলে অধ্যয়ন করিতে গিয়া থাকে। একদিন স্কুল হইতে প্রত্যাগমন কালে ট্রামগাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া বামপদে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত

হয়। বালকের পিতা চিকিৎসক, স্থতরাং তিনি তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ না করিয়া স্বীয় বাটীতে লইয়া গিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই প্রতীতি হইল তাহাকে মেলবোরণ নগরের প্রধান হাসপাতালে না পাঠাইলে তাহার প্রকৃত চিকিৎসা হইবে না। স্থতরাং বালককে দূরবর্ত্তী মেলবোরণ্ নগরে পাঠাইতে হইল। এই ঘটনার কয়েকদিবস পরেই ডাক্তারটী নিজে এবং তাঁহার কন্যা উভয়েই ডিপ্থেরিয়া নামক ভয়ানক সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। স্বামী ও কন্যা সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাশায়ী এবং পুত্রটী দূরস্থ হাসপাতালে আহত পদের যন্ত্রণায় কাতর; এ প্রকার বিপদসঙ্কুল অবস্থায় ডাক্তারপত্নী কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া না হইয়া স্বামী ও কন্যার শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইলেন। ডাক্তারের হঠাৎ পীড়া হওয়াতে তিনি যে সকল রোগীর চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাঁহারা অতি বিপদে পড়িলেন, কেননা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অন্য ডাক্তার ছিল না; স্থতরাং বিনা চিকিৎসায় তাঁহাদিগের প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইল। এই অবস্থায় ডাক্তারপত্নী একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। স্বামী ও কন্যার শুশ্রূষা করিয়া তিনি যে সময় পাইতেন, তৎকালে তিনি তাঁহার স্বামীর চিকিৎসাধীন রোগীদিগের বাটীতে গিয়া তাহাদিগের রোগের লক্ষণ ও অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া স্বামীকে জানাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা অবগত হইয়া নিজেই স্থন্দররূপে স্বামীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। পনর দিবস তাঁহার স্বামী শয্যাগত ছিলেন, এই পনর দিনই ডাক্তারপত্নী তাঁহার স্বামীর পরামর্শ ও আদেশ অনুসারে চিকিৎসা কার্য্য স্থচারুরূপে চালাইলেন। যে কয়েকটী রোগীর তিনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই সত্বর আরোগ্যলাভ করিল। ডাক্তার মহাশয় দুই চারি দিন পথ্য করিয়াছেন, এখনও কিছু মাত্র বললাভ করেন নাই, এমন কি চলৎশক্তি বিহীন। এই সময়ে একটী রোগীর অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক হইল। তাঁহার পত্নী নিজে তাহা করিতে অক্ষম ভাবিয়া স্বামীকে অতি যত্নের সহিত স্কন্ধে লইয়া একটী ধীরগামী অশ্বযানে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে রোগীর বাটী লইয়া গেলেন এবং নিজে অন্যান্য সকল কাজ করিয়া কেবল যে টুকু তাঁহার স্বামীকে না করিলে নয় তাহা তাঁহা দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া পুনরায় তাঁহাকে নিরাপদে বাটীতে আনিলেন। রোগীর কষ্টদূর হইবে, অথচ স্বামীর কোন কষ্ট হইবে না, ডাক্তারপত্নীর ইহারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি এই লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া সম্পূর্ণরূপে অভীষ্টসিদ্ধি করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। পাঠক মনে করিতে পারেন ডাক্তারপত্নী, এদিকে এরূপ ব্যাপৃতা থাকিয়া হয়ত হাসপাতালস্থ আহতপদ

স্বীয় পুত্রের প্রতি অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এই অনুমান সম্পূর্ণ অমূলক। তিনি যখনই সুবিধা পাইতেন, তখনই মেলবোরণ্ নগরের হাসপাতালে পুত্রকে দেখিতে যাইতেন। একদিন হাসপাতালস্থ প্রধান চিকিৎসক তাঁহাকে বলিলেন;—"তোমার পুত্রের ক্ষতটার চতুঃপার্শ্বের মাংস বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহার সহিত সুস্থ মাংস সংযোজন না করিলে তাহা আরাম হইবে না। আমরা এতদিন মনে করিতেছিলাম যে হাত বা পা কাটিবার আবশ্যক হইয়াছে এরূপ একটী রোগী এই হাসপাতালে উপস্থিত হইলে তাহার ছেদিত হাত বা পা হইতে সুস্থ মাংস লইয়া তোমার ছেলের ক্ষতের নিকটবর্ত্তী স্থানের বিনষ্ট মাংস পূরণ করিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু আজও ঐ প্রকার রোগী কেহ আসিল না। আর বিলম্ব করিলে তোমার ছেলের পা রক্ষা করা অসাধ্য, উহা, কাটিয়া ফেলিতে হইবে।" চিকিৎসকের এই কথা শুনিয়া আহত বালকের মাতা হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—"ডাক্তার, আমার এই হাত থেকে আপনি যতটা ইচ্ছা মাংস কাটিয়া লউন।" চিকিৎসক প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না, বালকও ভীত হইয়া চিকিৎসককে স্বীয় মাতার অনুরোধানুসারে কার্য্য করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসামান্যা সাহসসম্পন্না অতুলস্নেহশালী ডাক্তারপত্নী বারম্বার কাতরভাবে অনুরোধ করাতে চিকিৎসক অবশেষে সম্মত হইলেন। ডাক্তারপত্নী হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিলেন, দুই তিনজন চিকিৎসক এক একটী করিয়া ক্ষুদ্রায়তন পাঁচখণ্ড মাংস তাঁহার হস্ত হইতে কাটিয়া লইলেন। পাছে পুত্র মনঃকষ্ট পায়, তজ্জন্য মাংস কাটিবার সময় অতুল আত্মবল প্রয়োগ দ্বারা এই অলোকসামান্যা বীরনারী যন্ত্রণাপ্রকাশক একটীও কাতরোক্তি করিলেন না। চিকিৎসকগণ এই মাংসখণ্ডগুলি লইয়া বালকের ক্ষত স্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ বিনষ্ট মাংসের স্থানে সংযোজন করিয়া দিলেন। কিছুকাল পরেই বালক সুস্থ হইয়া উঠিল।

মহদ্বাক্য।

সত্যের যেমন বল তেমন বল আর কাহারও নাই। সত্যের বলে যাহাদের বিশ্বাস আছে, তাহারাই সুখী হইতে পারে। সত্যই মানুষের ক্ষমতার ভিত্তিভূমি—সত্যেতেই তাহার কৃতার্থতা।

মানুষের প্রতি প্রেম না থাকিলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উদ্রেক বা স্থায়িত্ব

সম্ভব নয়। মত ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম যে মত ভিন্ন আরও কিছু তাহা যাঁহারা ভুলিয়া যান, তাঁহাদের ন্যায় ভ্রান্ত লোক আর দেখা যায় না।

যখন তুমি দরিদ্র ও দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তির দুঃখ মোচনার্থ তাহার হস্তে মুদ্রা অর্পণ কর, তখন তোমাকে সেই মুদ্রা কি বলে তাহা কি কখন শুনিয়াছ? সে বলে;— আমি ক্ষুদ্র ছিলাম, তুমি আজ আমাকে মহৎ করিলে; আমি এক ছিলাম, তুমি আজ আমাকে অনেক করিলে; আমি তোমার শত্রু ছিলাম, আজ আমি তোমার বন্ধু হইলাম; আমি ক্ষণস্থায়ী ছিলাম, আজ তুমি আমাকে চিরস্থায়ী করিলে।

মহম্মদের সহধর্ম্মিণী আয়েষা অতি ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। অনেকানেক মহিলা তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদা আগমন করিতেন। এক দিন উপদেশপ্রার্থিনী কতকগুলি সমবেত রমণীকে তিনি সংক্ষেপে ধর্ম্ম-জীবন লাভ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিলেন;— এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবে; তাঁহারই সত্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে, জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে; সৎসঙ্গে কালযাপন করিবে; ক্রোধ দমন করিবে; আত্মীয় পরিজন বন্ধু ও প্রতিবাসী-দিগের দোষ গোপন করিবে; সদা সংযত বাক্য বলিবে; দরিদ্রকে দানদ্বারা সুখী করিবে; মৃত্যুকে ভয় না করিয়া পরকালে জগৎপিতার আশ্রয় লাভ করিবে এই আশায় আশান্বিত হইয়া আনন্দে জীবন যাপন করিবে।

যদি অর্থদ্বারা পরের দুঃখ মোচন করিবার সামর্থ্য তোমার না থাকে, তাহা হইলে সদয় বাক্যে লোককে তুষ্ট করিবে, সৎপরামর্শ দ্বারা লোকের উপকার সাধন করিবে।

সমস্ত মানবজাতির যাহাতে কল্যাণ হয়, এরূপ কার্য্যে মনোনিবেশ করা অপেক্ষা মহত্তর,—উচ্চতর কার্য্য আর নাই।

ফলভারাবনত বৃক্ষ প্রস্তরাহত হইলে যেমন আঘাতকারীকে ফল উপহার দেয়, তেমনি তোমার শত্রুর তুমি মঙ্গল সাধন করিবে।

নিজের সুখ অপেক্ষা পরিবারের কল্যাণ সাধনে অধিক মনোযোগী হইবে। পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিবে। স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া যদি তোমার ক্ষমতা ও অবসর থাকে, সমস্ত মানব জাতির যাহাতে কল্যাণ হয় তাহাতে মনোনিবেশ করিবে।

শিশিরসিক্ত হইয়া পুষ্প যেমন সুন্দরতর হইয়া উঠে, অশ্রুবারি দ্বারা ধৌত হইয়া হৃদয়ও তেমনি সুন্দরতর হয়। অকপট অশ্রুবারি উচ্চতর আনন্দের প্রস্রবণ স্বরূপ।

সদুৎসাহ ভিন্ন সৎকাজ সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন।

আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করা বহু আয়াসসাধ্য। বহু চেষ্টা, বহু যত্ন, বহু-

পরিশ্রম ও বহু চিন্তার ফল আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ।

বুদ্ধির অহঙ্কারে কত লোক দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইতেছে। বিশ্বাসের নিকট বুদ্ধি মস্তক নত না করিলে ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর হওয়া অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

দয়া প্রবৃত্তিকে বিবেচনা পূর্ব্বক চালনা করিবে, যেন মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া অমঙ্গলের কারণ বৃদ্ধি করা না হয়।

সুস্থদেহ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুস্থ আত্মা তদপেক্ষা অসংখ্যগুণে প্রার্থনীয়। সুস্থ দেহে, সুস্থআত্মা ইহাই পরম সাধুর লক্ষণ।

সহিষ্ণুতা ও আত্মবল এই দুইটী গুণ থাকিলে সংসারপথে নিরাপদে বিচরণ করা যায়।

দয়া ও প্রেম প্রকাশক কার্য্য করিতে আমরা যেটুকু সময় ক্ষেপণ করি, বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেই টুকু আমাদের জীবনের উচ্চতম সুখের সময়।

ভাল কথা বলিলে—ভাল কাজ করিলেই যে তুমি পবিত্র হইলে তাহা নহে; তোমার হৃদয়কে পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহাতে আর অপবিত্রতা স্পর্শ করে কি না? হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হইলেই তুমি প্রকৃতরূপে পবিত্র হইলে।

বাঙ্গালা প্রবচন।

য।

১। যুক্তি হীন বিচারেণ,
ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।

২। যুগীর গীতে ভনীতা নাই।

৩। যে আগুণ খাবে সে অঙ্গার বর্ঘাবে।

৪। যে আছে বাড়ীর শত্রু,
সেই যাক বরযাত্র।

৫। যে এল চষে, সে থাক বসে,
যে এল মূলে খুঁড়ে
তাকে দাও ভাত বেড়ে।

৬। যে ঋণ করে, সে দুঃখে মরে।

৭। যে করে আমার আশ,
তার করি সর্ব্বনাশ,
তাতেও যে না ছাড়ে আশ,
তার হই দাসের দাস।

৮। যে কাল যায় সে কাল ভাল।

৯। যেখানে উৎপত্তি,
সেই থানে নিবৃত্তি।

১০। যেখানে গৃহস্থের বাসা,
সেখানে অতিথের আশা।

১১। যেখানে ধন, সেখানে মন।

১২। যেখানে বাঘের ভয়,
সেইখানে সন্ধ্যা হয়।

১৩। যেখানে যেমন সেখানে তেমন।

১৪। যে খেয়েছে তার জন্য ভাত বাড়।

১৫। যে খেলে,
সে কাণা কড়ি নিয়ে খেলে।

১৬। যে গরুতে দুধ দেয়,
তার চাইট্ সহা যায়।

১৮। যেচে মান আর কেঁদে সক।

১৯। যে ছাঁ উড়ে,
সে বাসায় ধড়্ ফড়্ করে।

২০। যে টিপ্ সেই ফোঁড়।

২১। যেতে ছাগল আস্তে পাগল।

২২। যে দিকে জল পড়ে,
সেই দিকে ছাতা ধরে।

২৩। যে দিন যায়, সে দিন
আর আসে না।

২৪। যে দাম টানে, সে কই খায়।

২৫। যে দিল অন্তরে ব্যথা,
তার সঙ্গে কিসের কথা ?

২৬। যে দেখালে যো,
তাকেই দেখায় ভো !

২৭। যেন তেন প্রকারেণ
বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ঃ।

২৮। যেন সত্য সতীনের ঘর।

২৯। যে পাতে বেশী তরকারি,
সে পাত আমারি।

৩০। যেমন কন্যা রেবতী,
তেমনি পাত্র ফক্‌রে তাঁতী।

৩১। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল,
মশা মার্‌তে গালে চড়।

৩২। যেমন বুনো ওল,
তেমনি বাগা তেঁতুল।

৩৩। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর।

৩৪। যেমন গুরু, তেমন শিষ্য।

৩৫। যেমন ঠাকুর, তেমনি বাহন।

৩৬। যেমন দান, তেমনি দক্ষিণা।

৩৭। যেমন মা, তেমনি ছাঁ।

৩৮। যেমন মা তেমন ঝি,
তার বাড়া নাতিনটী।

৩৯। যে মেয়ে সতীনে পড়ে,
ভিন্ন বিধি তারে গড়ে।

৪০। যেমন হাঁড়ী, তেমনি সরা।

৪১। যে রাঁধে, সে চুল বাঁধে না ?

৪২। যে মাছটা পলায়, সেইটা ডাগর।

৪৩। যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাক্ষস।

৪৪। যে রক্ষক সেই ভক্ষক।

৪৫। যে বনে যাই, সেই ফল খাই।

৪৬। যে শর্ষেতে ভূত ছাড়্‌বে,
সেই শর্ষের ভিতর ভূত।

৪৭। যে হয় নির্ব্বংশ,
তার পৌত্র আগে মরে

৪৮। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।

৪৯। যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ
প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈক মপ্যনর্থায়
কিমু তত্র চতুষ্টয়ং।

৫০। যৌবন জোয়ারের জল।

আয় কোলে আয়।

১

আয় বাছা কোলে আয়,
কেন দাঁড়ায়ে হেথায়
মু'খানি করিয়ে চুন পারা ?

আঁখি দুটি ছল ছল,
কেহ কি বলেছে বল ?
কেঁদে কেঁদে হ'লি যে রে সারা।

২

কেহত বকেনা তোরে,
তবে অভিমান কোরে
কা'র 'পরে, দাঁড়ায়ে দুয়ারে?
(কি বলিলি?) কেহ কিছু বলে নাই?
সাধের বাঁশিটী নাই!
ভেঙ্গে ফেলে দেছে খুকী তারে।

৩

ওরেরে অবোধ ছেলে
বাঁশিটী ভেঙ্গেছে বলে
তাই তোর এত অভিমান?
(তাই) সজল দুটি নয়ান,
বিষাদে আকুল প্রাণ,
(তাই) শুকায়েছে ও চাঁদ বয়ান।

৪

এমন অবোধ ছেলে
দেখিনিত কোন কালে,
বাঁশী লাগি এত মুখ ভার;
বাঁশীর ভাবনা কিরে,
এখনি দিব তা তোরে
যাহা চা'বি, বাঁশী কোন্ ছার।

৫

কাঁদিসনে বাছা আর,
মুছে ফেল অশ্রুধার,
ম্লান মুখ দেখাস নে আর।
হাসি মুখে আয় কোলে,
অভিমান যারে ভুলে,
চাঁদমুখে চুমি শতবার।

৬

তোর ও চখের জল,
প্রাণ যে করে বিকল,
মুখ দেখে বুক ফেটে যায়।
বল যাদু কিবা চাই,
এখনি দিবরে তাই,
কাঁদিসনে আয় কোলে আয়।

পশুহত্যা।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে, পৃথিবী আদৌ উষ্ণ তরল পদার্থময় ছিল। তৎকালে ইহাতে কোন প্রকার প্রাণীর বসতি ছিল না, পরে ক্রমশঃ পৃথিবী শীতল ও প্রাণিগণের বাসযোগ্য হইলে, প্রথমে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ নিকৃষ্ট প্রাণিজাতির উৎপত্তি হয়; অবশেষে উৎকৃষ্ট মনুষ্য জাতির অভ্যুদয় হয়।

পৃথিবীতে কত সংখ্যক জীবের বসতি, তাহার নির্ব্বাচন করা বস্তুতঃ মনুষ্যের অসাধ্য বটে; কিন্তু সমস্ত সংখ্যা নির্দ্ধারিত না হউক, প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নানাবিধ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীতে প্রায় আড়াই লক্ষ প্রকার জীবের বসতি ছিল, এবং এক্ষণেও যে সকল জাতীয় জীব আছে, তাহারও প্রকার সংখ্যা আড়াই লক্ষের ন্যূন নহে।

জগদীশ্বর বহুসংখ্যক জীবজন্তুর

সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের অসীম উপকার করিয়াছেন। ফলতঃ যাহাতে আমাদের উপকার না ঘটে, ঈশ্বরসৃষ্ট এরূপ কোন বস্তুই নাই। পৃথিবীস্থ অসংখ্য প্রকার পদার্থের মধ্যে যে বস্তুকে আমরা স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ অপকারক, অপ্রয়োজনীয় ও সামান্য বলিয়া বোধ করি, পণ্ডিতের সূক্ষ্মদর্শনে তাহাই আবার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উৎকৃষ্টতর পদার্থ বলিয়া লক্ষিত হয়। আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ যে বস্তুর যথার্থ গুণ ও প্রকৃত ব্যবহার অবগত না থাকি, তাহারই অনাদর ও অনুপযুক্ত ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু যখন সেই সকল বস্তুর প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা নির্দ্ধারিত হয়, আমরা তখনও যদি পূর্ব্বের ন্যায় অনুচিত ব্যবহারে রত থাকি, তবে অবশ্যই আমাদিগকে সদসদ্বিবেচনারহিত বা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য জন্তু বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। পশ্বাদি ইতর জন্তুগণ যে মানবজাতির সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে অশেষ প্রকারে উপকারক, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাদৃশ জন্তুর প্রতি আমাদিগের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, বা আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করিতেছি, তদ্বিষয়ের আলোচনা করা বোধ করি পাঠিকাগণের নিকট অপ্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইবে না। পশ্বাদি জন্তুগণ কি পরিমাণে মানবজাতির উপকার সাধনের উপকরণ হইতে পারে এবং তাহাদিগের প্রকৃত ব্যবহার কি অথবা তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের প্রচলিত ব্যবহার উচিত কি না, আমরা সময়ান্তরে তাহার যথাসাধ্য নির্দ্দেশ করিব; এইক্ষণে পৃথিবীতে পশ্বাদি জন্তুর প্রতি কিরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

প্রথমতঃ পৃথিবীর অনেক প্রদেশেই পশু, পক্ষী প্রভৃতি জন্তুগণের প্রাণবধরূপ নৃশংসাচরণ ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; তদনুসারে অনেক অনেক জাতি ধর্ম্মবুদ্ধিতে জন্তুগণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিরা গো-মেধ, অশ্ব-মেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মার্থে পশুহনন করিতেন। এক্ষণেও এতদ্দেশে দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রতিবর্ষে ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি সহস্র সহস্র জীবের প্রাণহিংসা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে এরূপ প্রথা আছে যে, তথায় দুর্গোৎসব কালে ক্রমাগত পনর দিবস বলি প্রদান হয়। যাঁহারা কিছু সম্পন্ন লোক, তাঁহারা আপনাদিগের ধনবত্তা দেখাইবার নিমিত্ত, ক্ষুদ্র ছাগ মেষাদি পশুর প্রাণবধ দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহিষ সকলকে বলিদান করেন। আবার তৎকালে আমোদই বা কতপ্র! কোন কোন ব্যক্তি মহিষের ছিন্ন মুণ্ড মস্তকে করিয়া এবং অনেকেই তন্নিঃসৃত রুধিরধারায় সর্ব্বশরীর প্লাবিত

করিয়া জনতা মধ্যে নৃত্য করিতে থাকে। বলির রক্তে সমস্ত নাটমন্দির কর্দ্দমময় হইয়া যায়।

ইহা ভিন্ন বঙ্গদেশের অনেক স্থানে প্রতি বর্ষে গ্রামের মঙ্গলার্থে শীতলা প্রভৃতি দেবীপূজা উপলক্ষে শত শত ছাগাদি পশুর প্রাণ বিনাশ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির পুত্র বা কন্যা কোন প্রকার রোগগ্রস্ত হইলে, তাঁহারা সন্তানের রোগ শান্তির নিমিত্ত কোন কোন দেবীর নিকট ছাগ বলি দিয়া থাকেন। তাহাদিগের সংস্কার এই যে, ঐ সকল বলি প্রদত্ত হইলেই দেবীগণ সন্তুষ্ট হইয়া পীড়িত-সন্তানের রোগ শান্তি করিবেন। ফলতঃ এই বা কি? কলিকাতা নগরীতে প্রতি-দিন যে শত শত বা সহস্র সহস্র বলিদান হইয়া থাকে, তাহা স্মরণ করিলে কেনা বিস্ময়ান্বিত হইবেন?—কালীঘাট একটী সিদ্ধ পীঠস্থান, তথায় প্রত্যহই অনেক ছাগ বলি প্রদত্ত হয়। অমাবস্যার দিন আরও অধিক সংখ্যক ছাগ বিনষ্ট হয়, এবং শ্যামাপূজার দিবস অতি ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হয়। কলিকাতায় বহু-তর স্থানে ইতর লোকেরা ছাগ বধ করিয়া মাংস বিক্রয় করিয়া থাকে।

পশ্বাদির প্রতি ঈদৃশ ব্যবহার উচিত কিনা, উহাকে প্রকৃতরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম বলা যাইতে পারে কিনা, তাহা এইক্ষণে আমাদের বিবেচ্য নহে। কিন্তু এস্থলে পাঠিকাবর্গকে এক কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। কোন একটী প্রাণীর জীবন বলির পরিবর্ত্তে বিবিধ মিষ্টান্নাদি প্রদান পূর্ব্বক দেবার্চ্চনা করিলেও তৎ-সমান ফল প্রাপ্তির বিষয় শাস্ত্রে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে; এমন স্থলে আমরা কেন ঈদৃশ নিষ্ঠুর ও ভয়ানক ব্যাপারের অনুষ্ঠান সর্ব্বদাই করি, তাহা বিবেচনা করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈষ্ণ-বেরা বলিদান করেন না, এবং বলিদান স্থলেও যান না, এজন্য তাঁহারা কি অধার্ম্মিক?

(ক্রমশঃ)

সতী ও শান্তি।

(৩২৮ সংখ্যা ১১ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সরোজিনীর পাশে একটি স্ত্রীলোক বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "হাঁ, মা, কি ক'রে ছেলে বাঁচ্‌তে পারে? কি ক'রে ছেলের অকাল মরণ হয় না?" সরোজিনী বলিলেন, এ সম্বন্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অনেক উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকল উপদেশ মত কাজ করতে পার্‌লে অধিকাংশ সন্তানকে অকাল মৃত্যু হ'তে রক্ষা করা যেতে পারে। স্ত্রীলোকটী বলিলেন "হাঁ মা, তাঁরা কি উপদেশ দিয়াছেন আমরা ত

পড়্‌তে শুন্‌তে জানি না, আপনি বলুন আমরা শুনি।" আর একটী মেয়ে বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ মা, বলুন, বলুন, আমরা শুনি। ওসব জেনে রাখা ভাল।" সরোজিনী বলিলেন "আপনাদের যখন শুন্‌তে এত আগ্রহ, তখন আমি বল্‌ছি, আপনারা শুনুন,—"অনেকেই ব'লে থাকেন "যেম্নি মা, তেম্নি ছাঁ।" অর্থাৎ মা যেমন হন, সন্তান তদনুরূপ হইয়া থাকে" মা সুস্থ থাক্‌লে সন্তান সুস্থ থাকে, মা রুগ্ন হইলে সন্তানও রুগ্ন হ'য়ে থাকে। মায়ের স্বাস্থ্যের উপর ছেলের স্বাস্থ্য যখন এতটা নির্ভর করে, তখন মা কিসে সুস্থ থাকেন, তাহার উপায় আগে করা উচিত। মাতাকে সুস্থ রাখিতে হইলে এই কয়েকটী উপায় অবলম্বন কর্‌তে হবে।

প্রথমতঃ। পরিষ্কার বাতাস। এটী ভারি দরকার। আমাদের মেয়েরা কিরূপ পরিষ্কার বাতাস পান, তাঁদের "আঁতুড়" ঘরের অবস্থা দেখ্‌লেই সহজে বুঝ্‌তে পারা যায়। যে ঘর একবারে জঘন্য, যাহা আর কোন কাজে আসে না, যাহার দরজা বন্ধ কর্‌লে একবারে "অন্ধ-কূপ," না আছে জানালা, না আছে আলো আস্‌বার পথ, চলিত কথায় যাকে "শোর খুঁদী" বলা যায়, এমন একটি ঘর আঁতুড়ঘরের জন্য মনোনীত হয়। সুস্থকায় ব্যক্তি একঘণ্টা যে ঘরের মধ্যে থাক্‌লে বোধ হয় হাঁপ্‌য়ে উঠ্‌বে, সেই ঘরের ভিতর শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে দুঃখিনী জননী কারাবাসিনী। সন্তানকে গর্ভে ধ'রে যেন তিনি কি অপরাধ করে-ছেন, সেইজন্য আজ এই কঠোর কারা-বাস। সেই কঠোর কারাবাস হ'তে যদি ছেলেকে নিয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য বাহির হন, ছেলেটিকে কোলে করে যদি বাহিরে কিয়ৎকালের জন্য বসেন; অমনি শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কড়া হুকুম—"ও মেয়ে, কর কি? ছেলের গায়ে ভূত প্রেতের বাতাস লাগ্‌বে, বাহিরে ব'সে কাজ নাই, ছেলেকে নিয়ে ঘরের ভেতর যাও।" সুতরাং মাতার পরিষ্কার বাতাস পাওয়ার কেমন সুবিধা দেখুন! রাত্রে ঘরে হিম আস্‌বে, এই ভয়ে এমন কি একটি ছিদ্র থাকিলেও তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আঁতুড়ঘর গরম রাখ্‌বার জন্য এবং ঘরের দুর্গন্ধ নষ্ট করিবার জন্য ঘরে আগুণ করা হয়। কিন্তু ধোঁয়া বাহির হ'বার পথ না থাকাতে সমস্ত ধোঁয়া ঘরের মধ্যে থেকে, আঁতুড়ঘরকে একবারে "যমপুরী ক'রে তোলে। এই ত অবস্থা। মাতার পরিষ্কার বাতাস পাবার বন্দোবস্ত না থাকাতে যে কত হাজার হাজার সন্তান মাতার কোল শূন্য করে চ'লে যাচ্ছে, কে তাহার খবর রাখে! পরিষ্কার বাতাস পাবার বন্দোবস্ত করিতে হইলে যে ঘরটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহাই আঁতুড়ের জন্য মনোনীত করা উচিত। ভূত প্রেতের বাতাসের ভয় না ক'রে যা'তে মা অধিকাংশ সময় ছেলেকে নিয়ে ফাঁকা পরিষ্কার বাতাস পেতে

পারেন, তার বন্দোবস্ত করা উচিত; কারণ জীবনধারণ কর্‌তে হলে, পরিষ্কার বাতাসের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। জল না খেয়ে বরং কিয়ৎদিন বাঁচা যায়, কিন্তু বাতাস না পেলে এক মুহূর্ত্তও বাঁচা যায় না। সেই কারণ পরিষ্কার বাতাস পাইবার বন্দোবস্ত সর্ব্বাগ্রে করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ। পরিষ্কার জল। মা যে জল পান করবেন, তাহা পরিষ্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ পাড়া গাঁয়ে কেমন অপরিষ্কার পানীয় জলের অবস্থা দেখুন। গ্রামের মধ্যে হয়ত একটী ভাল পুকুর আছে, গ্রামের সমস্ত লোক সেই পুকুরের জল পান করে। কিন্তু সেই পুকুরের অবস্থা দেখলে গায়ে জ্বর আসে। লোকে সেই পুকুরে স্নান করে, কাপড় কাচে, গয়ের, থুতু ফেলে, জলশৌচ করে; গরু প্রভৃতি স্নান করায়, পাট, শণ পচায়, ছেলেদের কাঁথা, কানি প্রভৃতি কাচে, থাল ঘটী বাসন-কোসন মাজে, নানাবিধ আবর্জ্জনা ফেলে। তা ছাড়া এমন অনেক পুকুর আছে, যার পাড়ে লোক মলমূত্র ত্যাগ করে, বৃষ্টির জলে সেই সমস্ত মলমূত্র ধুয়ে এসে পুকুরে পড়ে এবং জল দূষিত করে। এইত অত্যাচার। এ ছাড়া আনুসঙ্গিক অনেক অত্যাচার আছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় পরিষ্কার পানীয় জল পাওয়া দুষ্কর। আর এই পানীয় জলের অভাবে অনেক মাতার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কাজে কাজেই সন্তানও রুগ্ন হ'য়ে পড়ে, সুতরাং অকাল মৃত্যু তাহার পরিণাম। এই পরিষ্কার পানীয় জলের অভাব হেতু যে অসংখ্য সন্তান অকালে চলিয়া যাইতেছে কে তাহার খবর রাখে? অতএব যাহাতে মাতার পরিষ্কার পানীয় জলের অভাব না হয়, তাহার উপায় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ। মাতার খাদ্য খুব পুষ্টিকর হওয়া উচিত। তা ব'লে যেন গুরুপাক না হয়। কারণ লঘুপাক পুষ্টিকর খাদ্যই স্বাস্থ্যের অনুকূল। বিশেষতঃ মাতার পুষ্টিকর খাদ্যের উপর তাঁহার দুধের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আমাদের দেশে অনেক স্ত্রীলোকের স্তনে দুধ থাকে না, তাহার একমাত্র কারণ এই যে তাঁহারা পুষ্টিকর খাদ্য পান না। যাহাতে পুষ্টিকর খাদ্য পান, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। মাতার কোন রকম মাদকসেবন করা উচিত নয়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যদিও কোন রকম গুরুতর মাদক দ্রব্য সেবন করেন না, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় অনেক মেয়ে পানের সঙ্গে দোক্তাতামাক খান এবং দোক্তাতামাকের গুলে দাঁত মাজিয়া থাকেন। এ অভ্যাস কিন্তু ভাল নয়! যাহাতে এ কু-অভ্যাস দূর হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত! মাতার কোন রকম কু-অভ্যাস থাকিলে সন্তানও সেই কু-অভ্যাস প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ মাতার সু-অভ্যাস অপেক্ষা কু-অভ্যাস, ভালটা অপেক্ষা মন্দটাই যখন অধিক পরিমাণে

সন্তানে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়, তখন মাতার এবিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা আবশ্যক।

চতুর্থতঃ। মাতা যে ঘরে থাকেন, তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। কোন রকম আবর্জ্জনা অথবা জঞ্জাল যেন ঘরের মধ্যে না থাকে। এমন কোন কিছু ঘরের মধ্যে রাখা উচিত নয় যাহা হইতে দুর্গন্ধ উঠিয়া ঘরের বায়ু দূষিত হয়। এবিষয়ে আমাদের দেশের অনেক মেয়ে ভারি অসাবধান।

রাত্রে ছেলে কাঁথায় মল মূত্র ত্যাগ করিল, অমনি কাঁথাখানি গুটাইয়া সেই বিছানার পাশে রাখা হইল। এইরূপ যতবার মলমূত্র ত্যাগ করে, তত বার এইরূপ করা হয়। ইহাতে যে কি অনিষ্ট হয়, তাহা আমাদের দেশের অনেক মেয়ে বোঝেন না। যে কাঁথায় মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহা আর ঘরের মধ্যে রাখা উচিত নয়, রাখিলে বায়ু দূষিত হয়। এ বিষয়ে আমাদের দেশের স্ত্রীলোক-দিগের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। অলসতা বশতঃ সন্তানের স্বাস্থ্য নষ্ট করা মায়ের উচিত নয়।

পঞ্চমতঃ। অলসভাবে সর্ব্বদা ব'সে থাকা অথবা শু'য়ে থাকা মায়ের উচিত নয়। কারণ আলস্য নানাপ্রকার রোগের মূল। সেই কারণে মায়ের শরীর যাতে একটু নাড়াচাড়া পায়, একটু সঞ্চালিত হয়, তাহার উপায় করা উচিত। এতে শরীরের অনেক গ্লানি কেটে যায়, অথচ শরীর ক্রমশঃ বেশ সবল হ'য়ে উঠে। গৃহের কাজ দু'চারিখানা দেখে কর্‌লে কতক পরিমাণে শরীর সঞ্চালিত হইতে পারে। ছেলেকে কোলে নিয়ে বাটীর মধ্যে উঠানে বেড়ালে দু'কাজ সাধিত হ'তে পারে। প্রথমতঃ ইহাতে তাঁহার নিজের শরীর বেশ সঞ্চালিত হয়, দ্বিতীয়তঃ প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার বাতাস পাওয়া যাইতে পারে। এই পরিষ্কার বাতাস মাতা ও সন্তান উভয়েরই স্বাস্থ্যপ্রদ।"

পাশের একটী মেয়ে বলিলেন হঁ্যা মা, আপ্‌নি ঠিক্ কথা—বলেচেন, আপ্‌নি যে সকল উপদেশের কথা বল্লেন, আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েরা যে তাহা পালন করে না, তা ঠিক্। আর ঐ সকল উপদেশ মত কাজ না করাতেই এত কষ্ট। আর এক কথা বলি, কেই বা ওসব উপদেশ দেবে? যাঁরা গিন্নী গুর্ব্বিণী, তাঁরা ত অধিকাংশ মুখ্যু, না জানেন লেখাপড়া, না জানেন সন্তান পালনের সুরীতি। আর তাঁদের মধ্যে যাঁরা একটু লেখা পড়া জানেন, তাঁদের মুখে ও সকল উপদেশ কখনও শুনি নি। তাঁরা পড়েন গল্প নবেল। এসব গল্প পড়ে, শুনে কি ওসব উপদেশ পাওয়া যায় মা? আপনার উপদেশ বেশ, আরও বলুন আমরা শুনি। সরোজিনী বলিলেন, "কি কর্‌লে মায়ের শরীর ভাল থাকে, তা বলেছি, "কি কর্‌লে ছেলে দীর্ঘজীবী হয়, কি কর্‌লে ছেলের অকাল মরণ হয় না" তাহা পরে বলব। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৮এ জুলাই (১৩ই শ্রাবণ) স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউসন ও বিজ্ঞান সভাগৃহে উৎসব হয় এবং সিটী কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী সুন্দর অয়েলপেইণ্টিং প্রতিমূর্ত্তি উৎসর্গীকৃত হয়। শেষোক্ত অনুষ্ঠানে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সি, আই, ই, সভাপতির কার্য্য করেন।

২। কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় পৌনে ৯ লক্ষ, বোম্বাইয়ের ৮, এবং মান্দ্রাজের ৪॥ লক্ষ মাত্র। বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ২২৭৫০ ইউরোপীয় বাস করেন। সমুদায় বাঙ্গালার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৭॥ কোটী, তন্মধ্যে বঙ্গে ৪ কোটী ৩ লক্ষ, বেহারে ২ কোটী ১২ লক্ষ, উড়িষ্যায় ৫৭ লক্ষ এবং ছোটনাগপুরে ৭২ লক্ষ।

৩। হাজারা জাতি আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে সশস্ত্র করিয়াছে। যদি জয়ী হয় ভাল, পরাজিত হইলে স্ত্রীলোকেরা স্বহস্তে সসন্তান আপনাদিগকে বধ করিবে এই তাহাদের প্রতিজ্ঞা।

৪। আমাদের রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউনের পদত্যাগের সময় ঘনাইয়াছে। লর্ড কিম্বার্লি তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইবেন এইরূপ জনরব।

৫। খিলাতের খাঁর ৮০টী পত্নী, প্রত্যেকের জন্য তাঁহার ৬ টাকা মাত্র ব্যয় হয়!

বামা-রচনা।

ভিখারিণী।

ভিখারিণী নারী আমি,
ফিরিতেছি দ্বারে দ্বারে;
কিছুই আমার নাই,
সব গেছে পর পারে।
আমার বাগানে আর
নাই ফুল নাই ফল,
লতাটি শুখায়ে গেছে
ঢালেনাকো কেহ জল।
আমার উঠানে আর
ফুটেনা জোছানা ভাতি,
আঁধারে পড়িয়া থাকি
জ্বলেনা একটি বাতি।
মৃদুল মধুর বায়
আসে না আমার কাছে,
"আমার" "আমার" বলি
ধরে রাখি তায় পাছে।

উষা কালে পাখীগুলি
আর নাহি ডাকে এসে,
অরুণ তরুণ রেখা
আঁকেনা আমার বাসে।
জগতে আছেতো সব,
কেবল আমার নাই,
তাই আমি ভিখারিণী
ভেবে দিশেহারা হই।
আমি কি জগত-ছাড়া?
এই ভুলে কেন রই,
জগতে কেন না আমি
আমার করিয়া লই।
কেবা পর কে আপন
সবে এক হয়ে রই,
সবাই আমার হবে
ভিখারিণী কভু নই।

নী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৪ সংখ্যা | ভাদ্র ১৩০০—সেপ্টেম্বর ১৮৯৩। | ৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

বামাবোধিনীর ত্রিংশ জন্মোৎসব।

বামাবোধিনীর পূর্ণ তিরিশ বছর,
ভাই ভগ্নী মিলি সবে, আজি আনন্দ-উৎসবে,
গাও জয় জগদীশ করুণাসাগর।

প্রাণদাতা পিতা তিনি, পালিকা জননী,
তিনি দুঃখভয়ত্রাতা, কল্যাণসুখ-বিধাতা,
গুরু কল্পতরু, ভব পারের তরণী।

শক্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিহার তাঁহার,
জ্ঞান প্রেম পুণ্যভাব, সব তাঁর আবির্ভাব,
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য শোভা বিচিত্র প্রকার।

লীলাময় লীলা তাঁর পরম অদ্ভুত,
ক্ষুদ্র জল কণিকায়, অনন্ত আকাশ ভায়,
ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডে খেলে বিজলী অযুত।

ক্ষুদ্র ঘটে হলে তাঁর শক্তি প্রকটন,
তৃণ হয় বজ্রোপম, কীটাণু দেবতাসম,
অসাধ্য সাধন হয় নিমেষে ঘটন।

এ ক্ষুদ্র জীবনে বিভু! মহিমা তোমার,
দেখায়েছ চমৎকার, কভু নহে ভুলিবার,
তাই সব দুঃখ ভুলি সাধ বাঁচিবার।

সাধ দেখিবারে তব করুণার জয়,
সাজি তব কন্যাগণে, জ্ঞান ধর্ম্ম বিভূষণে,
করিবে এ ধরাধাম সুখশান্তিময়।

আজি শুভ জন্মদিনে নমি তব পায়,
শুভাশীষ কর দান, সঁপি দেহ মন প্রাণ,
কাটাই জীবন তব চরণ সেবায়।

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় বামাবোধিনী আজি ৩০ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৩১ বৎসরে পদার্পণ করিল। আজি ইহার প্রবর্ত্তকদিগের ও হিতৈষী বন্ধুগণের পক্ষে কি আনন্দের দিন! ইহার জন্ম সময়ে এ দিনের সহিত যে সাক্ষাৎ হইবে, এরূপ আশা করিতেই পারা যায় নাই। যে দেশে বর্ষে বর্ষে কত সহায়সম্পন্ন সাময়িক পত্র দেখা দিয়া অদৃশ্য হইতেছে, সে দেশে দুর্ভাগিনী বঙ্গরমণীদিগের দরিদ্র সেবিকা এতদিন জীবনধারণ করিবে ইহা যার পর নাই আশ্চর্য্য। মঙ্গলময় বিধাতার বিশেষ কৃপাই বামাবোধিনীর এ সৌভাগ্যের মূল। জীবনসংগ্রামে এই পত্রিকা এক এক সময় এরূপ বিষম সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে যে ইহার জীবনের কিছুমাত্র আশা ছিল না, কত সময় কত সহায় বন্ধু হারাইয়াছে, কিন্তু ইহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। বামাবোধিনীর জীবন, উন্নতি ও কল্যাণের জন্য আজি আমরা সেই বিঘ্নহারী সিদ্ধিদাতা পরমদেবতার চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করি এবং তাঁহার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি তিনি ইহাকে আরও দীর্ঘজীবন দান করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া রাখুন্।

বামাবোধিনীর জীবনের ইতিবৃত্ত ইহার ২৫ বার্ষিক জুবিলী উপলক্ষে আমরা বিবৃত করিয়াছি, তৎপরে ৫ বৎসর মাত্র গত হইয়াছে, এখন আর সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না। তবে ৩০ বৎসরের কথায় অনেক পবিত্র স্মৃতির উদয় হয়, তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিব। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দেহত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্বে বেথুন কলেজ দেখিয়া আসিয়া সমস্ত দিন কাঁদিয়াছিলেন, কোনও বন্ধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন "মেয়েরা এত উন্নতি করিয়াছে, যে তাহা স্বপ্নেরও

অতীত, কিন্তু যে বেথুন এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া স্কুল স্থাপন করিল, সে ইহা দেখিতে পাইল না—এই দুঃখে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।” স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধনার্থ যে সকল মহাত্মা প্রথম উদ্যোগী হইয়া প্রাণান্ত পরিশ্রম ও অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা আজি কোথায়? বঙ্গনারীগণ এম এ, বি এ হইতেছেন, স্বদেশে ও বিদেশে চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উচ্চ উপাধি ও চিকিৎসাদি ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, অধ্যাপিকা, শিক্ষয়িত্রী, গ্রন্থকর্ত্রী ও সুকবি হইয়া উচ্চ মানসিক ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন; এবং জ্ঞান,ধর্ম্ম ও দেশহিতকর কার্য্যের উন্নতির জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতেছেন, গত ৩০ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীজাতির অবস্থার কত শুভকর পরিবর্তন হইয়াছে, এবং আর ৩০ বৎসরের মধ্যে কি হইবে কে বলিতে পারে? কিন্তু যাঁহাদের বাক্য, চিন্তা, প্রার্থনা ও কার্য্য এই সকল উন্নতির মূল, তাঁহারা কোথায়? রামমোহন, রাধাকান্ত, রামগোপাল, মদনমোহন, প্যারীচাঁদ, প্যারীচরণ, কালীকৃষ্ণ, শিবচন্দ্র এবং স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু বেথুন ইহাঁরা এবং ইহাঁদের কত সহকারী মহাত্মা আজি জীবিত থাকিলে কি আনন্দে ভাসিতেন! তাঁহাদের রোপিত বৃক্ষের উপাদেয় ফল আস্বাদন করিয়া কি সুখভোগ করিতেন! কিন্তু কি দুঃখের বিষয় এক একটী করিয়া ইহাঁদের প্রায় সকলেই অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন! স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তকদিগের আর কয়জন বর্ত্তমান যুগের সাক্ষী হইয়া আছেন?

যাহাহউক দুঃখের অধিক কারণ নাই, ঈশ্বরের রাজ্যে মহাত্মাগণ তাঁহাদের মহৎ কার্য্যে জীবিত থাকেন এবং তাঁহাদের প্রভাব নিত্যকাল চলিয়া থাকে। এক সময় ছিল যখন পুরুষগণকে স্ত্রীলোকদিগের জন্য বলিতে, চিন্তা করিতে ও খাটিতে হইত, এখন বঙ্গবালাগণ নিজে বলিতে, চিন্তা করিতে ও খাটিতে শিখিয়াছেন, ইহা কি সামান্য আনন্দের কথা? কৃতবিদ্য রমণীগণ তাঁহাদের হিতৈষীগণের অন্তরের ভাব গ্রহণ করিয়া কেবল আপনাদিগের উন্নতি করিয়া সন্তুষ্ট নন, তাঁহারা দেশহিতকর কার্য্যে পুরুষদিগের সহায় হইয়া সমাজের মহোন্নতি সাধনে ব্রতী হইতেছেন। ইহার ভবিষ্যৎ কত আশাকর ও আনন্দকর!

বামাবোধিনী ৩০ বৎসরের মধ্যে আশার অতীত অনেক সুফল দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আরও কিছুদিন ইহাঁর বাঁচিবার সাধ হয়—সে স্ত্রীজাতির আরও উন্নতি ও কল্যাণ দর্শনের জন্য এবং নিজ ক্ষুদ্রশক্তিতে তাহার কথঞ্চিৎ সহায়তা করিয়া ধন্য হইবার জন্য। স্ত্রীলোক কত অল্প উপকার পাইয়া কত অধিক কৃতজ্ঞ হইয়া থাকেন এবং কেমন সুন্দর চিন্তা করিতে ও সুন্দররূপে তাহা ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ কোন হিন্দুনারী প্রেরিত একখানি পত্র স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল। বামাবোধিনীর নিজের প্রশংসা নিজের স্তম্ভে মুদ্রিত করা নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু লেখিকার বহুদিনের প্রার্থনা ও আগ্রহাতিশয়ে ইহা প্রকাশ করিতে হইল। বামাবোধিনীর এই মাত্র মন্তব্য যে ইহার সামান্য সাহায্যে যদি এমন একটী সুফলও ফলিয়া থাকে, ইহার জীবনধারণ বিফল হয় নাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজবংশীয় রমণীদিগের সামান্য কার্য্য—(১) দিল্লীর পুরাতন বাদসাহ পরিবারের কন্যা বেগম আহমদী এখন লণ্ডনে গীত বাদ্যের ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

(২) সেমোয়াদ্বীপের রাজা মানিটোয়া নিয়মিতরূপে রাজস্ব আদায় করিতে না পারায় তাঁহার রাণীগণ ধোপার কারখানা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন।

ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধু—(১) যুবরাজপত্নী মাখন তুলিতে বেশ পারেন এবং তাঁহার কন্যাটীকে ঐ কার্য্যে নিপুণ করিয়াছেন। (২) চিকাগো প্রদর্শনীতে প্রিন্সেস্ অব ওয়েলস্ স্বহস্ত খোদিত একখানি ওক কাষ্ঠের কেদেরা প্রেরণ করেন, অনেকে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ইহার এক এক টুকরা কাটিয়া লওয়াতে ইহা ফিরাইয়া আনিতে হইয়াছে।

বৃদ্ধপ্রদর্শনী—পারিসে কখন বা সুন্দরী-রমণী এবং কখন বা বালক বালিকা প্রদর্শনী মেলা হইয়া থাকে। এবার একটী শতাধিক বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের প্রদর্শনী হইবে। এরূপ অনুষ্ঠানে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা।

ভাষা—পৃথিবীতে ২৭৫৪ প্রকার ভাষা প্রচলিত।

পার্লেমেণ্টে স্ত্রী বক্তা—সুবিখ্যাত পর্য্যটিকা ও লেখিকা বিবী ইসাবেলা বাড বিসপ কুর্দিস্থানের খৃষ্টানদিগের অবস্থা বিষয়ে কমন্স সভায় বক্তৃতা করেন। ইতিপূর্ব্বে কোনও স্ত্রীলোক এ অধিকার পান নাই।

বিবাহচ্ছেদের প্রতিবাদ—ইটালীর ৮০ হাজার মহিলা বিবাহবন্ধন ছেদনকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া তাহা রহিত করিবার জন্য তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করিতেছেন। রোমের সম্ভ্রান্ত বংশীয় রমণীগণ ইহার নেত্রীস্থানীয়।

প্রতিনিধি গ্রীক রমণী—কলম্বীয় প্রদর্শনীতে গ্রীকরমণীগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য গ্রীস রাজ্ঞী মাডাম কালীও পারেনকে মনোনীত করেন। তিনি আমেরিকায় যাত্রা করিয়াছেন।

বোম্বাই বিদ্রোহ—বোম্বাইয়ে হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাদ হইয়া ৫০ জন হত ও প্রায় ৪০০ লোক জখম হইয়াছে। কেল্লার অশ্বারোহী সৈন্য আনিয়া বিদ্রোহীদিগকে থামাইতে হইয়াছিল। কলিকাতার বিগত বিভ্রাট অপেক্ষা ইহা অনেক গুরুতর।

রমাবাইয়ের সহকারিণী—কুমারী সুন্দর বাই পাউয়ার নাম্নী মহারাষ্ট্রীয় রমণী লণ্ডন হইতে সুশিক্ষিত হইয়া পুনায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি রমাবাইয়ের কার্য্যের সহকারিতা করিবেন।

স্ত্রীডাক্তার—শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এডিনবরা নগরে এক-

কালে তিনটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ উপাধি পাইয়াছেন, শুনিয়া আমরা পরমানন্দিত হইলাম। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল আর সি পি এবং গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আর দুইটী উপাধি লাভ করিয়াছেন।

রাণী হাটুলুর সিংহাসন—খৃষ্টের জন্মের ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্ঞী হাটুলু মিশর দেশে রাজত্ব করেন। তাঁহার সিংহাসন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন রাজাসন। ইহা আবলুস কাষ্ঠে প্রস্তুত এবং নানাপ্রকার কারুকার্য্যে শোভিত, ইহা কালের গতিতে এরূপ কঠিন হইয়াছে যে, দেখিলে কাল মার্ব্বেলে গঠিত বোধ হয়।

ঘড়ী কথা কয়—জেনিভা নগরের একজন কারীকর এক প্রকার ঘড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার ঘণ্টা ও কোয়ার্টার বাজিবার সময় ঘড়ী হইতে সময়জ্ঞাপক বাক্য বহির্গত হয়।

রাজপৌত্র ও বধূর প্রতি উপদেশ—যুবরাজ পুত্র প্রিন্স জর্জের বিবাহান্তে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ভর্ত্তা ও বধুকে আপনার নিকট বসাইয়া এই উপদেশ দেন :—"তোমাদের পদ উচ্চ—তোমাদের অধিকারও উচ্চ, সেইজন্য তোমাদের কর্ত্তব্য গুরুতর। তোমরা তোমাদের পদের উপযুক্ত হও। যে জ্যোতি তোমাদের মুখে পড়িয়াছে, তাহা যেন তোমাদিগকে সুবিবেচনা শিক্ষা দেয়—কিন্তু সেই সঙ্গে নিষ্ঠা ও উৎসাহকে যেন প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। যাহা ভদ্র ও মঙ্গল তাহাই যেন উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হয়। গৌরবপূর্ণ সাম্রাজ্য এবং দৃঢ়ব্রত পরিশ্রমী প্রজাদল তোমাদের প্রতি চাহিয়া আছে এবং জাতীয় গৌরব পূর্ব্বপরম্পরাক্রমে যাহা রক্ষিত হইয়াছে, তাহা তোমরা আরও বৃদ্ধি করিবে এই তাহাদের আশা। বিবাহ পারিবারিক ভিত্তি, এবং পরিবারের বন্ধন প্রীতি ও শক্তির উপরে জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত।"

লেডী ডফরিণের সৌভাগ্য—তাঁহার এক খুড়া মৃত্যুকালে তাঁহার নামে ৬০০০০ পাউণ্ড উইল করিয়া গিয়াছেন। লেডী ডফরিণের অর্থ এ দেশের রমণীগণের কল্যাণার্থ ব্যয়িত হইবে আশা করা যায়।

সাথী—এই নামে বালকবালিকাদিগের জন্য একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। সখা যে উদ্দেশে কার্য্য করিতেছে, ইহারও সেই উদ্দেশ্য দেখা যায়। ইহার কাগজ, মুদ্রাঙ্কণ ছবি প্রভৃতি যেমন সুন্দর, প্রবন্ধ সকলও সেইরূপ সুলিখিত এবং বালকদিগের উপযোগী হইতেছে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

নূতন স্ত্রীশিক্ষালয়—(১) ওয়াদাভানের রাজা হিন্দুবিধবাদিগের শিক্ষার জন্য এক নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, ইহার কার্য্য বিদুষী রমাবাইয়ের সারদাসদনের আদর্শে পরিচালিত হইতেছে। (২) কলিকাতার সার্কুলার রোডের ১৬৩ নং ভবনে স্ত্রীলোকদের জন্য এক কালেজ খোলা হইতেছে, ইহাতে প্রবেশিকা হইতে বি এ পাঠ্য পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইবে। আমেরিকার "ওম্যানস ইউনিয়ন মিসনরী" সমাজ ইহার উদ্যোগী। এস্ এফ গার্ডনার সম্পাদক, শ্রীমতী সোম এম এ এবং অন্যান্য সুযোগ্য অধ্যাপক শিক্ষাদান করিবেন।

অভিনন্দন।

(বামাবোধিনীর প্রতি)

"আমি কি তোমার কাছে শিখিয়া আবার—
নব পাঠ, মুক্ত স্বরে, প্রচারিব ঘরে ঘরে,
সুমঙ্গল বিশ্বপ্রেম মুক্তির নিদান,
যে শুনিবে, সে হেরিবে স্বর্গের সোপান ?"

বামাবোধিনি ! আজি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা করুণাময়ের কৃপায় তোমার বয়স ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইল ! এমন শুভদিনে তোমার সহিত একহৃদয় হইয়া আমরা সেই শুভময় দেবতার চরণে প্রণাম করি। এ বিঘ্ন বিপদের দেশে, এ অকালমরণের দেশে, যে দেবতা তোমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, আজি আমরা তাঁহারই চরণে তোমার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি প্রার্থনা করি।—এ প্রার্থনা আমাদের নিঃস্বার্থ প্রার্থনা নহে, তোমার উন্নতির সহিত আমাদের জাতীয় উন্নতি একই সূতায় গাঁথা, তাই তোমার উন্নতি হইতে আমরাও উন্নত হইতে পারিব।

ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা বলিতেছি, তখন বাঙ্গালা দেশে "স্ত্রী-শিক্ষা" এমন সহজ-লভ্য ছিল না, দুটী চারিটী মেয়ের পক্ষে যেমনই হউক, অনেকে লেখা পড়া কিছুই জানিত না ; যাহারা এক আধটু শিখিত, তাহাদিগের পড়িবার মত পুস্তক মিলিত না ; যে সকল পুস্তক পড়িলে নারী-জীবনোপযোগী শিক্ষা হয়, সে সকল পুস্তক কেহই লিখিত না ; স্ত্রীজাতির সুখ দুঃখে অনেক পুরুষ উদাসীন থাকিতেন ; সুতরাং নারী-জীবনের উদ্দেশ্য কি, সমাজে রমণীর কর্ত্তব্য কি, এ সব কথা অনেকেই ভাবিতেন না ; অনেকে ভাবিতেন না বলিয়াই স্ত্রীজাতির পরমসুহৃৎ পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব, মহাত্মা বেথুন সাহেব প্রভৃতির একান্ত যত্ন, চেষ্টা সত্ত্বেও স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতেছিল না। সাধারণ স্ত্রীলোকেরা অনেকস্থলে পুরুষের "খেলার পুতুল" সদৃশ ছিল ; পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের জ্ঞানগর্ব্ব ও স্বার্থপরতা কিছু প্রবল, তাঁহারা কখনও, "দেবতা" সাজিয়া স্ত্রীজাতির ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন, কখনও "বিচারক" সাজিয়া স্ত্রীজাতির লঘু পাপে গুরু দণ্ড ব্যবস্থা করিতেন, কখনও "মহাপুরুষ" সাজিয়া শাসনের কঠোরতা বৃদ্ধি করিতেন !—স্ত্রীর উপরে রাগ করিয়া স্বামী দ্বিতীয় ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহার অধর্ম্ম হইত না ; অথচ স্বামীর হিতকামনাতেও স্ত্রী গোপনে স্বামীকে

দোষের কথা জানাইতে পারিতেন না, কারণ স্বামীর দোষের বিষয় আলোচনা করিলেই সহধর্ম্মিণীর অধর্ম্ম হইত! স্ত্রী, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিত, ঘরকন্নার কাজ করিত, ছেলে মেয়ে মানুষ করিয়া দিত, তার চেয়ে বেশি আর বড় কিছু করিতে পারিত না; জ্ঞানালোচনা, ধর্ম্মালোচনা, গার্হস্থ্য সুখের অবতারণা—এ সব বিষয় দম্পতীর মধ্যে বড় প্রচলিত ছিল না, কারণ স্বামী অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও, "যোগীনের মা কি তরকারি দিয়া ভাত খায়, গোপালের স্ত্রীর কোন্ গহনার দাম কত, মিত্র বাড়ীর সেজ বৌয়ের মুখের গঠনে কি কি দোষ" এই সব কথা ভিন্ন বঙ্গমহিলাদিগের অনেকেই আর কিছু জানিত না!—কাজে কাজে পুরুষ—অনেক পুরুষ, স্ত্রীলোকের জ্ঞানকাণ্ড, আচার ব্যবহার, উদ্দেশ্য, কার্য্য দেখিয়া "অপূর্ব্ব জন্তু" বলিয়া হাসিতেন, কিন্তু "মানবকুলে জন্মিয়া বেচারীরা এমন পশুপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইল কেন?" একথা অনেকেই বুঝিতে চাহিতেন না!

ত্রিশ বৎসরের কথা বলিতেছি—এই সব হতভাগিনীদের মঙ্গলের জন্য যাঁহারা কার্য্য করিয়াছিলেন, তোমাকেও বামাবোধিনি! তাঁহাদিগের সহিত উচ্চ আসন দিতে হয়। যাহাতে নারীজাতি জীবনোপযোগী শিক্ষা পায়, যাহাতে হিতাহিত জ্ঞান লাভ করিয়া স্বার্থপরতার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, এই সব শুভ উদ্দেশ্য লইয়া তুমি জন্ম-গ্রহণ করিলে! সেই অবধি তুমি অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রীরূপে বঙ্গবাসিনীদিগকে ধর্ম্ম, নীতি, সতীত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গৃহধর্ম্ম শিখাইয়া আসিতেছ; সেই অবধি তুমি সাহিত্য, সঙ্গীত, সুরুচি শিখাইয়া আসিতেছ; সেই অবধি তুমি ধর্ম্মে অনুরাগ, মহত্ত্বে প্রীতি, জ্ঞানে আসক্তি, গুরুজনে ভক্তি, স্বামীতে প্রেম, সন্তানাদিতে স্নেহ, শিখাইয়া আসিতেছ; সেই অবধি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রমণীর ত্রিবিধ কর্ত্তব্য শিখাইয়া আসিতেছ; যাহাতে রমণী পিতৃকুলে সু-কন্যা, সু-ভগ্নী, পতিকুলে সুভার্য্যা, সু-বধূ, সু-মাতা (এবং কি পরিবারে কি সমাজে) সর্ব্বত্র ধর্ম্ম-প্রাণা, বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, সাধ্বী, সুশীলা ও পবিত্রতার প্রতিকৃতিরূপিণী হইয়া জগতের পুণ্য ও আনন্দবর্দ্ধনের সহায়তা করিতে পারেন, তাহারই উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য তুমি আত্মোৎসর্গ করিয়াছ! আজি যে বঙ্গবাসিনীদিগের মধ্যে কত জনে সত্যধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়াছেন, কত জনে "সুরুচি সভ্যতা" বুঝিতে পারিয়াছেন, কত জনে সাহিত্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, কত জনে পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির রক্ষক, শিক্ষক ও প্রতিপালক, স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির শুশ্রূষাকারিণী, কোমলতাবর্দ্ধিনী, পবিত্রতা ও উৎসাহ বিকাশিনী; সকলেই এক বিশ্বজননীর সন্তান, সকলেই ভাই, সকলেই ভগিনী, সকলেই সেই পরম-মাতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া তাঁহার

—আজি যে কত জনে এ কথা বুঝিতে পারিয়াছেন, এ বিষয়ে বামাবোধিনি! তোমারও প্রাণপণ যত্ন ও শ্রমের সফলতা দেখিতে পাইতেছি। আজি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তুমি এই সকল শিক্ষা দিয়া আসিতেছ, সুতরাং বঙ্গবাসিনীরা বর্ত্তমান সময়ে যতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে তোমার যত্ন আছে, চেষ্টা আছে, হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি আছে! তাই বলিতেছি, মা, কন্যার মঙ্গলের জন্য যেমন আপনা ঢালিয়া দেন, শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর মঙ্গলের জন্য যেমন আপনা ঢালিয়া দেন, শুভাকাঙ্ক্ষিণী তুমি বঙ্গবাসিনীদিগের মঙ্গলের জন্য সেই রকম আপনা ঢালিয়া দিয়াছ! এ স্নেহ মমতার প্রতিদান মরজগতে মিলে না! তুমিও বঙ্গবাসিনীর কাছে "প্রতিদান" রূপে কিছুই গ্রহণ করিতে চাও না—তাহারাও তোমার এ স্বর্গীয় ঋণ শোধ দিবার ইচ্ছা করে না, তবে বামাবোধিনি! দাসত্ব-পীড়িত হতভাগা নিগ্রো জাতি এব্রাহাম লিঙ্কন, জন হাউয়ার্ড প্রভৃতি মহাত্মাগণকে যাহা দিয়াছে, সেবালয়ের রোগীগণ ফাদার দামিয়েন ও ভগিনী ডোরাকে যাহা দিয়াছে, পথ-ভ্রষ্ট পতিত নরনারীগণ মহাত্মা বুধ্‌কে যাহা দিয়াছে, বঙ্গভূমির পাষণ্ড নাস্তিকগণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও চৈতন্যদেবকে যাহা দিয়াছে, দীন অনাথ অনাথেরা স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাহা দিয়াছে, তোমার অভাগিনী বঙ্গবাসিনীগণ, তোমার চরণে সেই দীন-হৃদয়ের ভক্তি, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা ঢালিয়া দিতেছে—প্রার্থনা করি এ টুকু গ্রহণ করিতে তুমি বিরক্ত হইবে না! জানতো বামাবোধিনি। (উপকারী উপকৃত সম্বন্ধ লইলেও) ক্ষুদ্র ব্যক্তি যদি মহৎ ব্যক্তিকে কিছু দিয়া সুখী হয়, তবে নিষ্কামধর্ম্মী মহাত্মারা তাহাদিগকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করেন না; তাই শ্রীকৃষ্ণ, জীবনদাতা হইয়াও ময়দানবের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাই রামচন্দ্র ভক্ত শবরীর নিকট হইতে সাধিয়া আহার্য্য লইয়াছিলেন, তাই বলিতেছি তোমার বঙ্গবাসিনীগণ তোমাকে যতটুকু ভক্তি প্রীতি দিবে, (যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার ভুলিয়া) তোমাকে তাহা লইতেই হইবে।

ত্রিশ বৎসরে তুমি আমাদের জন্য কি কি কাজ করিলে তাহা বলিব না—বলিতে পারিব না। মা' শিশুকে মানুষ করেন, এই পর্য্যন্ত জানি, কেমন করিয়া মানুষ করেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। তা' ছাড়া আরও কারণ আছে; কথা কি, তুমি আমাদিগকে যে রকম সম্পূর্ণ দেখিতে ইচ্ছা কর, সে রকম সম্পূর্ণতা লাভের এখনও বহুতর বাকি রহিয়াছে। আমরা যে পর্ব্বতের উপরে উঠিব, এখনও তাহার উপত্যকায় পৌঁছিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ; সুতরাং তোমারও অনেক কাজ বাকি—ত্রিশ বৎসর খাটিয়াছ, এমন কত ত্রিশ বৎসর খাটিতে হইবে। অতএব যখন

অতীতের অপেক্ষা ভবিষ্যতের দিকে বোঝা ভারি ঠেকিতেছে, তখন আর বলিতে পারিলাম কই? আর জীবন্ত মানুষের কি জীবনচরিত লেখা যায়? —লজ্জা করে না?—তবে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, আগেই বলিয়াছি—এখনকার মেয়েদের উন্নতির জন্য—উন্নতির "খেয়াল" নহে, প্রকৃত উন্নতির জন্য যাহা কিছু কাজ হইতেছে, তাহার অনেকগুলি কাজে তোমার যত্ন, শ্রম, চেষ্টা—এবং সকল গুলিতেই হৃদয়ের সহানুভূতি জাগিয়া রহিয়াছে! তাই নারীজাতির উন্নতি আলোচনা করিতে গিয়া তোমার স্নেহময়ী মূর্ত্তি আগে মনে পড়ে!—আবার বলি, বঙ্গবাসিনী গত ত্রিশ বৎসরে যতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে, প্রত্যক্ষরূপেই হউক আর পরোক্ষরূপেই হউক—তোমার সহায়তাও তাহার এক প্রধান উপাদান—এবিষয়ে অধিক আর বলিতে পারিব না—তুমিও শুনিতে চাহিবেনা।

তার পরে বলি, বামাবোধিনি! বিধাতার আজ্ঞা পালন করিতেই তুমি এসংসারে আসিয়াছ, চিরদিনই সেই কাজ করিতেছ, তথাপি এ মরজগতের শোক দুঃখাদি তোমাকে কত সময়ে পীড়ন করিয়াছে! আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের মত তোমার মহৎ জীবনেও কত অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়াছে; কখনও তুমি শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-বিয়োগযাতনা সহিয়াছ, কখনও নিজ জীবনের আশঙ্কা ভোগও করিয়াছ, দরিদ্রতার দারুণ ক্লেশও পাইয়াছ!—এত ক্লেশেও তুমি যাঁহার কৃপায় এ ত্রিশ বৎসর তোমার জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াছ, সেই দেবতার চরণে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু বামাবোধিনি, ইহার অপেক্ষা ক্ষোভের কথা আছে—সে কথা এই যে এত সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া জগতে আসিয়াছ, তথাপি সময়ে সময়ে তোমাকে নিষ্ঠুর সমালোচনা সহিতে হয়, তীব্র বিদ্রূপে ব্যথিতা হইতে হয়—স্ত্রীজাতিকে "যথেচ্ছাচারিতা-শিক্ষাদায়িনী" বা "সম্প্রদায় বিশেষের মুখপাত্রী" এমনতর গালাগালি খাইতে হয়!—এসব কথা আশ্চর্য্য মনে করি না—কারণ এ জগতে যাঁহারা উচ্চ উদ্দেশ্য লইয়া আপনাকে কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচালিত করেন, তাঁহাদিগের অনেককেই এমনতর নিগ্রহ ভুগিতে হয়! বুদ্ধদেব হইতে পণ্ডিতা রমাবাই পর্য্যন্ত ইহার উদাহরণস্থল। যাহা হউক বামাবোধিনি! যিনি তোমার মত, স্ত্রীজাতিকে নিরপেক্ষভাবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম, অধিকার, সম্বন্ধ, কর্ত্তব্য, উদ্দেশ্য—নারীজীবনের উপযোগী সকল রকম সুশিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন, লোকে তাঁহাকে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, মুসলমান যাহাই কেন বলুক না, তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষাকে "বিকৃত শিক্ষা, যথেচ্ছাচারিতার শিক্ষা" যাহাই কেন বলুক না, বঙ্গবাসিনীগণ তাঁহার পদধূলি লইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারিলে তাহাদিগের জীবন

সার্থক হইবে। এ কথা যে তোমাকে পরিতুষ্ট করিতে বলিতেছি, তাহা নহে—এ রকম দুঃখে তুমি বিচলিত হইলে, আজি ত্রিশ বৎসর আমাদের জন্য রক্ত মাংস জল করিতে পারিতে না!—তবে আমাদের নিজেদের সান্ত্বনার জন্যই এ কথা উল্লেখ করিলাম। তুমি আমার উপরে অসন্তুষ্ট হইওনা।

আজিকার এই শুভদিনে যে সব কথা বলিব ভাবিয়াছিলাম, তাহার অনেক কথা খুলিয়া বলিতে পারিলাম না—আর একটী কথা কিছুই বলিতে পারিলাম না—বামাবোধিনি! তুমি যে একটী শোক ও নৈরাশ্যপূর্ণ তরুণ জীবন কি অসীম স্নেহ-ছায়ায় বাঁচাইয়া তুলিয়াছ, কি করিয়া সেই মৃতপ্রায় শিরাধমনীতে অমৃতবিন্দু সিঞ্চন করিয়াছ, কি করিয়া সেই জড় হৃদয় প্রাণের আশা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্ত্তব্য, একটু একটু করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছ, সেই মৃতদেহের অস্থি মজ্জায় কি করিয়া নবজীবন সঞ্চার করিয়াছ; মা'র মতন স্নেহে, ভগিনীর মতন যত্নে, শিক্ষয়িত্রীর মতন হিতৈষণায়, সখীর মত প্রীতিতে একটী অসহ্য দুঃখ-নিপীড়িত হৃদয়ের সকল অভাব কি করিয়া পূর্ণ করিতেছ, সে কথা বামাবোধিনি! আমি নিজেও বুঝি না, পরকেও বুঝাইতে পারিব না। লোকে বলে "জগতে ঋণগ্রস্তের মত দুঃখ আর নাই," আমি বলি মা'র কাছে সন্তানের, শিক্ষয়িত্রীর কাছে ছাত্রীর আর তোমার কাছে আমার, অনন্ত ঋণে ঋণী থাকা অপেক্ষা সুখ আর নাই!—তা' বামাবোধিনি! বামাবোধিনি! আমার উপাস্যা দেবী বামাবোধিনি! আমি বিধাতার নামে তোমারই হইয়াছি; তুমি এ ক্ষুদ্র প্রাণ—এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণ তোমার মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়া লইবে কি?

লেখিকা—
তোমারই
আমি।

পন্‌জ্ সাহেব।

ভারতের ধর্ম্ম ও রাজনীতিক্ষেত্রে শিখগুরু নানক একটি অমূল্য ও অত্যুজ্জল রত্ন। নানকের শিক্ষা, দীক্ষা, স্বভাব, চরিত্র, আচার, ব্যবহার রীতি, নীতি, ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতির বিস্তৃত ইতিহাস আমরা সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমরা তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি। শিখজাতিও নানককে 'বাবা' অর্থাৎ সাধুপুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন। যে অসামান্য বীরত্ব, শৌর্য্য, বীর্য্য, স্বার্থত্যাগ, স্বদেশবৎসলতা, স্বজাতিপ্রিয়তা, একপ্রাণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহে শিখজাতি ভারতবর্ষের গৌরবস্বরূপ হইয়া

দাঁড়াইয়াছে, বাবা নানক তাহার মূল। অদ্যকার প্রস্তাবে বাবা নানক সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি প্রয়োজনীয় অথচ নূতন কথার অবতারণা করিব। নানকের জন্মস্থানে এবং পঞ্জাব প্রদেশে আমরা এইগুলি সংগ্রহ করিয়া কোনও সময়ে ইংলণ্ডের একখানি মাসিক পত্রে প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিয়াছিলাম। প্রোক্ত পত্র হইতে আমরা কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া এই প্রস্তাবের অঙ্গপূর্ণ করিয়াছি।

বাবা নানক, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তঃপাতী জলন্ধর জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ কৃষিকার্য্য করিতেন এবং পিতা মহাশয় নানা সময়ে নানা স্থানে নানা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাউলপিণ্ডি জেলায় বাবা নানক বহুকাল অতিবাহিত করেন এবং এই স্থানেই তিনি আপনার ভবিষ্য জীবনের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। যে পরম রমণীয় স্থানটিতে মহাপুরুষ নানকের আশ্রম ছিল, তাহা আজিও সগৌরবে বর্ত্তমান। অমৃতসহর ভিন্ন ভারতবর্ষে শিখজাতির এতদপেক্ষা অধিকতর পবিত্র তীর্থ আর নাই। এই স্থানের নাম "পনৃজ্ সাহেব।" পেশোয়ার এবং কোহাটের সৈনিকবর্ত্মের মধ্য দেশে ইহা অবস্থিত এবং কৃষ্ণপর্ব্বত হইতে প্রায় দ্বাদশ ক্রোশ দূর। ইহার চারিদিকে সুন্দর সুন্দর পর্ব্বতমালা; এই পর্ব্বতশ্রেণী আফগানিস্থানের সলিমান গিরির সহিত মিশিয়াছে। পাহাড়ের উপর হইতে অবিশ্রান্ত ভাবে অতীব স্বচ্ছ ও সুস্বাদু সলিল তীব্রবেগে নিঃসৃত হইতেছে, তাহা এত স্বাস্থ্যকর যে বহু দূর দেশ হইতে রোগী সমূহ স্বাস্থ্যের জন্য ঐ জলপান করিতে আইসে। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ দর্শন উপলক্ষে এস্থানে আগমন করেন এবং পরম শ্রদ্ধাসহকারে পূজা দেন। মুসলমানেরাও পনৃজ্ সাহেবের বিশেষ পক্ষপাতী। এই স্থানটি নানাকারণে সকল জাতির এতাদৃশ শ্রদ্ধার আস্পদ হইয়া উঠিয়াছে যে, অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহার নিকটে আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জল বায়ু নিতান্ত স্বাস্থ্যকর, চারিদিকের দৃশ্য অতীব রমণীয়।

বাবা নানক সর্ব্বপ্রথমে পনৃজ্ সাহেব নামক স্থানে মুসলমান জাতির মধ্যে গোহত্যার বিরুদ্ধে উপদেশ দেন এবং শিয়া ও সুন্নী এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা সম্পাদনের বিহিত চেষ্টা করেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণ পর্ব্বতে* এক বলবন্ত পাঠান দস্যু রাজত্ব করিত। ঐ পাঠান দস্যুর

* সম্প্রতি পেশোয়ারের সন্নিকটে যে স্থানে বৃটীশ সেনা ও পার্ব্বতীয় জাতির সহিত মহাসমর হইয়া গিয়াছে, ঐ স্থানের উপরিস্থিত পর্ব্বতের ইংরাজী ভৌগলিক নাম ব্লাক্ মাউনটেন্, দেশী নাম কৃষ্ণ পর্ব্বত এবং মুসলমানী নাম জাংগী পাহাড়। এই স্থান চিরকালই বৃটীশের ভীতিক্ষেত্র। অসভ্য এবং দুর্দ্দান্ত বন্য যবনজাতি ভিন্ন আর কেহ কখন ইহাতে অধিবাস করিতে পারে নাই।

নাম দলী খাঁ। নানকের উপদেশের কথা শ্রবণ করিয়া, দলী খাঁ বাবা নানককে বলপূর্ব্বক কৃষ্ণপর্ব্বতে লইয়া যান এবং পার্ব্বতীয় দুর্গে আবদ্ধ করেন। বলা বাহুল্য, এই সময়ে শিখজাতির অভ্যুদয়ের বীজ পর্য্যন্ত প্রোথিত হয় নাই। বাবা নানকের সঙ্গে তাঁহার তিনজন শিষ্য ছিল, এই তিনজনই তাঁহার প্রথম শিষ্য। ইহাঁদের একজনের নাম চর্ণি। নানক ব্যতীত আর সকলকেই দলী খাঁ স্বহস্তে নিহত করেন। ছয়মাস কাল অতিবাহিত হইলে, একদিবস যোগাসনে বসিয়া বাবা নানক ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে দলী খাঁ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিল; কহিল, "অদ্য শুক্রবার, মুসলমানের অতি পবিত্র দিন, সুতরাং অদ্য আমরা তোমাকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমি সম্মতি না দিলে, আমাদের শাস্ত্রমতে বলপূর্ব্বক তোমার দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইবে।" বাবা নানক সহাস্যবদনে উত্তর দিলেন "তথাস্তু।" ঐ দিবস বাবা নানকের মুসলমান ধর্ম্মে বাস্তবিকই দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হয়; একপক্ষ কাল অতিবাহিত না হইতে হইতে মুসলমানেরা দেখিল যে, বাবা নানক মহম্মদীয় এবং হিন্দু এই উভয় ধর্ম্মই পালন করিতেছেন, অথচ ইহাদের কোনও ধর্ম্মেই তাঁহার বিশেষ আস্থা নাই। দলী খাঁ বলিল "মুসলমান হইয়া তোমার এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অশাস্ত্রীয় এবং অসামাজিক।" নানক কহিলেন, "এইরূপ ব্যবহারের জন্যই আমার জন্ম। আমি না হিন্দু না মুসলমান, অথচ উভয় ধর্ম্মকে একটী সাধারণ ক্ষেত্রে আনিয়া সংস্কার করতঃ একটি নূতন অথচ বিশুদ্ধ পরিচ্ছদে শোভিত করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য, সুতরাং হিন্দু হওয়া আর মুসলমান হওয়া আমার পক্ষে তুল্য কথা। আমি মুসলমানের গোহত্যা, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মযাজন, শীয়া সুন্নীর বিবাদ এবং হিন্দুজাতির জাতিভেদ প্রভৃতি প্রথা উঠাইয়া এক নবধর্ম্ম স্থাপন করিতে চাই; আমার ধর্ম্মের সম্মুখে যবন ও হিন্দু এই উভয় ধর্ম্মই হীনপ্রভ হইয়া পড়িবে।" ক্রমে ক্রমে তিনি আপনার প্রস্তাবিত ধর্ম্মের নীতিসমূহ সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে দলীখাঁর মন টলিল; কৃষ্ণপর্ব্বতে অসভ্য দস্যু জাতির মধ্যে শিখ ধর্ম্মের বীজ আজ প্রোথিত হইল; দস্যু পাঠানরাজ শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। প্রকাশ্যভাবে নানকের এই সর্ব্বপ্রথম শিষ্য! ইহার বংশ এখনও বর্ত্তমান, সম্প্রতি এই বংশের সহিত ইংরাজরাজের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে।

নানকের শরীর সবল, সুস্থ, নীরোগ, স্থূল এবং অতীব সুন্দর ছিল। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে শিষ্যশ্রেণী ভুক্ত করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, অথচ তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কেহ কখনও কোন অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারে নাই। তিনি স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে

রমণীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী-লোকের ধর্ম্ম, স্বভাব চরিত্র, আহার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার উপদেশ সমূহ নিতান্ত সারগর্ভ। নারীজাতি বলবতী হয়, ইহাও তাঁহার মনোগত অভিলাষ ছিল; প্রত্যেক শিখ রমণী কেবল গৃহ-ক্ষেত্রে নহে, সমর ক্ষেত্রেও বুদ্ধি, কৌশল এবং বীর্য্যবত্তা দেখাইতে পারে, ইহা তাঁহার বাসনা ছিল। তাঁহার গ্রন্থ-জীতে ইহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যগণ রমণী জাতির শিক্ষার প্রতি অমনোযোগী না হইলে, বোধ হয় এতদিনে শিখনারীগণ সৈনিক শিক্ষায় ব্যুৎপন্না হইয়া উঠিতেন। শিখ যুদ্ধে শিখ রমণী সহায়তা করি-য়াছে, ইহার প্রমাণ ভারতের ইংরাজ ইতি-হাসেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কথিত আছে, এক সময়ে এক দল অসামান্যা লাবণ্যবতী রমণী একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপরিস্থিত তরুতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐ পর্ব্ব-তের নিম্নদেশে উপবেশন করিয়া বাবা নানক ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। নানকের উন্নত ললাট, বিশাল বক্ষ, শালপ্রাংশু বাহু, সুন্দর আয়তন, অপরূপ মুখশ্রী, সুস্থ দেহ প্রভৃতি দর্শন করিয়া রমণীগণ বিমোহিতা হয় এবং নানকের ধ্যান-ভঙ্গের চেষ্টা করে। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া গেলে, বাবা নানক নয়নদ্বয় উন্মীলন করিলেন। তখন স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার কুচেষ্টায় তাঁহার হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত করি-বার প্রয়াস পায়। পরিশেষে বিফল-মনোরথ হইলে, রমণী সম্প্রদায়ের কর্ত্রী বলিয়া উঠিল, "যদি তুমি আমাদের নিকটে না আইস, তাহাহইলে আমরা এই পর্ব্বতমালা এই মুহূর্ত্তে তোমার শিরোপরি প্রক্ষেপ করিব; তুমি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।" বাবা নানক তাহাতেও টলিলেন না। স্ত্রীলোকগণ যখন বাস্তবিক পর্ব্বত ফেলিবার উপক্রম করিতে লাগিল এবং গিরিমালা যখন মুহূর্ত্ত মধ্যে শিরোপরি পতিতপ্রায় হইয়া উঠিল, তখন বজ্রগম্ভীরস্বরে বাবা নানক এই বলিয়া চীৎকার করিলেন যে, "হে পর্ব্বত! যদি আমি যথার্থ নির্দ্দোষী হই, তাহা হইলে এই নির্দ্দোষীকে নিহত করিয়া আপনার শুভ্রদেহে চিরকলঙ্কের কালিমা স্থাপন করতঃ জগতে অকীর্ত্তি ঘোষণা করিও না।" এই কথা বলিয়া তিনি আপনার বাম হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলি পর্ব্বতের গাত্রে স্থাপনা করিলেন। অর্দ্ধ-পতনোন্মুখ গিরিমালা পড়িতে পড়িতে আটকাইয়া গেল। প্রবাদ সত্য কি মিথ্যা জানি না, কিন্তু পর্ব্বতের এই অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। ইহা রাওলপিণ্ডি জেলায় আজিও বর্ত্তমান। পঞ্জাবী ভাষায় পন্‌জ্ অর্থে পাঁচ এবং সাহাব অর্থে অঙ্গুলী। এই জন্য এই স্থানের নাম পন্‌জ্ সাহাব্। এই প্রবাদ পঞ্জাবের সর্ব্বত্র প্রচলিত। [illegible] নিকটে

যদি কেহ এই প্রবাদ মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করে, তাহা হইলে চব্বিশ ঘণ্টা কাল মধ্যেই ঘোষণাকারীর প্রাণবায়ু তাহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। শিখের শাণিত তরবারী তাহার ধর্ম্মের রক্ষক।

পনুজ্ সাহেব ক্ষেত্রেই বাবা নানক কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কি প্রকারে সম্পন্ন হইবে, এই প্রস্তাব লইয়া হিন্দু ও মুসলমানে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি উভয় দলেরই নিকট এত প্রিয় ছিলেন যে, মুসলমানেরা তাঁহার মৃতদেহের কবর এবং হিন্দুরা দাহন সংস্কার করিতে চায়। পরিশেষে মুসলমানেরা জয়লাভ করিয়া মৃতদেহকে কবরস্থ করেন। প্রবাদবাক্য শুনা যায়, ভগবান হিন্দু ও মুসলমানের বিবাদ দেখিয়া, যোগবলে নানককে পুনর্জ্জীবিত করেন এবং তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে অনুমতি দেন। শিখ সমাজে এই প্রবাদ আজিও প্রচলিত।

পশুহত্যা।

(৩৪৩ সংখ্যা ১২৪ পৃষ্ঠার পর)

মুসলমানেরা যেরূপে জবাই করে, তাহা অল্প ভয়ানক ও অল্প নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক নহে। তাহারা গো কুক্কুট প্রভৃতিকে একবারে দ্বিখণ্ড করে না; অস্ত্রদ্বারা উহাদিগের কণ্ঠনালীর অর্দ্ধেক ছিন্ন করিয়া দেয়, জন্তুটী অসহ্য যাতনায় ভূমিলুণ্ঠিত হইতে থাকে, তাহারা স্বচক্ষে সেই ব্যাপককালে পরম কৌতূহলীর ন্যায় অম্লানবদনে ঐ ব্যপার অবলোকন করে। হা ধর্ম্ম! তোমার মূর্ত্তি কি এইরূপ ভয়ানক আকারে পরিণত হইল !!!

দ্বিতীয়তঃ। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই স্বার্থসাধনার্থ পশু পক্ষ্যাদির প্রাণহিংসা, এরূপ প্রচলিত হইয়াছে যে, তাহা একপ্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই মনুষ্যের সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। স্বার্থসাধনার্থে অনেক প্রকারে পশুহিংসা হইয়া থাকে। বৈষয়িক আড়ম্বর ও রসনার তৃপ্তিসাধন পশুহিংসার একটী প্রধান হেতু। এদেশের কেহ কেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাগশাবকগুলি কিছুকাল প্রতিপালন করিয়া কোন একটী ভোজ উপলক্ষে তাহাদিগকে বধ করিয়া থাকেন। আবার ছাগ বধের প্রণালীই বা কত! এরূপ শুনা গিয়াছে, একবারে ছাগের মস্তক ছেদন করিয়া রক্ত বহির্গত হইয়া সুস্বাদুতার হানি হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ রজ্জুদ্বারা ছাগটীর মুখবন্ধ করত তাহাকে মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে। নিরুপায় ও নিরীহ জীবটী তথায় শ্বাসরোধের অসহ্য

যাতনায় প্রাণত্যাগ করে। অনন্তর তদীয় মাংসদ্বারা উহার বধকারীদিগের উদর-পোষণ ও আমোদ নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশের ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতবাসী অসভ্য গারো-জাতিরা কোন কোন মহোৎসব উপলক্ষে "কুকুর পিষ্টক" ভক্ষণ করে। তাহারা একটী কুক্কুরকে বলপূর্ব্বক আকণ্ঠ তণ্ডুল ভক্ষণ করায়; এবং রজ্জুদ্বারা তাহার মুখবদ্ধ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। ঐ দগ্ধ কুক্কুরের শোণিতাদি দ্বারা উহার উদরমধ্যস্থ তণ্ডুল পরিপাক হইয়া পিষ্টকের আকার ধারণ করে। পরে অস্ত্রদ্বারা উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রধানতম আত্মীয় ব্যক্তিদিগকে প্রদান করে। এইরূপে তাহাদিগের মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্দেশীয় ডোম হাড়ি প্রভৃতি অনেক ইতরজাতিরা আপনাদিগের মহোৎসব-কালে দুই চারিটী শূকর বধ করে। তাহার প্রণালী অতি নিষ্ঠুর; কর্ত্তন করিলে রক্ত বাহির হইয়া যাইবে বলিয়া এক স্থানে তিন চারি ব্যক্তি লগুড় হস্তে দণ্ডায়মান হয়; মধ্যস্থলে শূকরটীকে ছাড়িয়া দেয়। এক ব্যক্তি উহার গাত্রে যষ্টি প্রহার করিলে, উহা যাতনায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতঃ প্রাণভয়ে অন্যদিকে পলায়ন করে, সেদিকেও সেইরূপে আঘাত পায়। নিরুপায় জন্তুটী প্রহারে বিকল হইয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করে।

ব্যাধেরা এবং মৃগয়াপ্রিয় ব্যক্তিরা কে ভয়ানক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এরূপ শ্রুত আছে, নিরীহ মৃগযূথ শিকার করিবার সময় পাছে অস্ত্র শস্ত্র দর্শনে দ্রুতগমনে পলায়ন করে, এই নিমিত্ত ক্রূরবুদ্ধি ব্যাধেরা মনোহর বংশীধ্বনি করে। সরলস্বভাব মৃগযূথ আহ্লাদিত হইয়া অনিমেষনেত্রে স্থিরভাবে সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতে থাকে। এদিকে কুটিলমতি যমদূতস্বরূপ ব্যাধেরা অস্ত্র শস্ত্রদ্বারা সেই সুবিশ্বস্ত জন্তুগণের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে!!! ইউরোপীয় জাতিরা এবং দেশস্থ কোন কোন ধনাঢ্য মহাশয় মৃগয়াকে অতি স্বাস্থ্যপ্রদ এবং আনন্দজনক ক্রীড়া মনে করিয়া সঙ্গে ভয়ঙ্কর কুক্কুর এবং বন্দুকাদি লইয়া খরগস শৃগাল, হরিণ প্রভৃতি জন্তুকে শিকার করিতে যান। যখন ঐ সমস্ত ভয়ার্ত্ত জীব ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে থাকে, ও যখন ঐ কুক্কুরেরা উহাদিগকে ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে থাকে, তখনই শিকারিগণের আনন্দের আধিক্য হয়, এবং তাহারা নানা প্রকার বিকট শব্দ করিয়া কুক্কুর-দিগকে উৎসাহদান এবং আপনাদের আহ্লাদ প্রকাশ করেন।

মুসলমানেরা গো, মেষ ও কুক্কুট দ্বারা সর্ব্বদাই সাড়ম্বর ভোজন করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ সভ্য ইউরোপীয় মহাশয়েরা আবার এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীস্থ নানা জাতীয় লোক যত প্রকার প্রাণীর

মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই ইউরোপীয়েরা ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কোনও জীবের জিহ্বাটী উপাদেয় বলিয়া, কেবল তজ্জন্যই সেই জাতীয় শত শত জীবের প্রাণবধ হয়, কোন জন্তুর মস্তিষ্ক উপাদেয় বিবেচনায় তজ্জাতীয় বহুতর জন্তু বধ করা হয়।

(ক্রমশঃ)

নীতি কণ্ঠহার।

অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু, কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ, সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

কার্য্য, মন ও বাক্য দ্বারা সমুদায় প্রাণীর অনিষ্ট না করা, প্রত্যুতঃ অনুগ্রহ ও দয়া করা সাধুদিগের সনাতন ধর্ম্ম॥ ১

যাদৃশং বপতে বীজং ক্ষেত্রমাসাদ্য কর্ষকঃ।
সুকৃতেদুষ্কৃতের্বাপি, তাদৃশং দৃশ্যতে ফলং॥

কৃষক যাদৃশ বীজ করিবে রোপণ,
তাদৃশ তাহার ফল হয় সংঘটন।
ভাল কর্ম্মে ভাল ফল, মন্দ কর্ম্মে মন্দ।
অকাট্য এ সত্য, ইথে নাহি কোন দ্বন্দ্ব।২

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং, বালাদপি সুভাষিতম্।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্॥

গরল হ'তেও কর অমৃত গ্রহণ।
বালকেরো মুখে কর সুকথা শ্রবণ।
অমিত্রের সুদৃষ্টান্ত করহ গ্রহণ,
অপবিত্র স্থান হ'তে লইবে কাঞ্চন। ৩

জ্ঞানপূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম চ্ছাদয়ন্তে হ্যসাধবঃ।
ন মাং মনুষ্যাঃ পশ্যন্তি, ন মাং পশ্যন্তি দেবতাঃ॥

অসাধু লোকেরা জ্ঞাতসারে পাপাচরণ করিয়া গোপন করে, এবং মনে করে যে, মনুষ্যেরা আমাকে দেখিতেছে না, দেবতারাও দেখিতেছেন না। ৪

তে বন্দ্যাস্তে মহাত্মান স্তএব পুরুষা ভুবি।
যে সুখেন সমুত্তীর্ণাঃ সাধো যৌবন সংকটাৎ॥

হে সাধো! যাঁহারা যৌবনরূপ সঙ্কট হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ পৃথিবীতে পূজনীয় মহাত্মা পুরুষ। ৫

ন চক্ষুষা ন মনসা, ন বাচা দূষয়েৎ ক্বচিৎ।
ন প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা, কিঞ্চিদ্দুষ্টং সমাচরেৎ॥

চক্ষু দ্বারা, মন দ্বারা ও বাক্য দ্বারা কখন দূষিত কার্য্য করিবেক না; এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনরূপ অসদাচরণ করা বিধেয় নহে। ৬

মাতরং পিতরঞ্চৈব, শুশ্রূষন্তি জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ভ্রাতৄণাঞ্চাপি সস্নেহা স্তেনরা স্বর্গগামিনঃ॥

যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া মাতা পিতার সেবা ও শুশ্রূষা করেন, ভ্রাতৃগণকে স্নেহ করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন। ৭

জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধঃ, শমচিত্তপ্রশান্ততা।
দয়া সর্ব্বসুখৈষিত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা॥

বিদ্যা, তত্ত্বজ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রশান্তভাব দয়া, সকলের সুখান্বেষণ, সরলতা, সমদর্শিতা এই সকল সাধুতার লক্ষণ। ৮

অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতেষু চার্জ্জবম্।
ক্ষমাচৈবাপ্রমাদশ্চ যস্যৈতে স সুখী ভবেৎ॥

অহিংসা, সত্যবাক্য, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, ক্ষমা, অপ্রমাদ, এই সকল যাঁহাতে আছে, তিনি সুখী হয়েন। ৯

শত্রুং মিত্রঞ্চ যে নিত্যং তুল্যেন মনসা গিরা।
ভজন্তি মৈত্র্যা সঙ্গম্য তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

যে সকল ব্যক্তি প্রীতিসহকারে মিলিত হইয়া নিত্য বাক্য ও মনে সমভাবে শত্রু মিত্রের সেবা করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন। ১০

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(৩৪৩ সংখ্যা ১০৮ পৃষ্ঠার পর)

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার চতুর্থ উদ্দেশ্য বা শেষ উদ্দেশ্য সর্ব্বজনীন সদ্ভাব। এ কথা শুনিয়া হয় তো অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইবেন, কারণ আর্য্যগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মধ্যে এমন কথা বলেন নাই যে "সকল নরনারীই এইদিনে ভ্রাতাভগিনীবৎ ব্যবহার করিবে।" অথবা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সর্ব্বজনীন সদ্ভাব রক্ষা করিতে যে হিন্দু মহিলা, ইংরেজ কি ফরাসীকে "ভাইফোঁটা" দিতে গিয়াছেন, ইহাও কেহ কখন দেখেন নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ সকল ঘটনা না হইলেও আর্য্যগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যে সর্ব্বজনীন শিক্ষা নিহিত রাখিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষিত হইতে পারিলেই মানবের সর্ব্বজনীন সদ্ভাব অভ্যাস হইতে পারে—সেই মহত্তম ইঙ্গিত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় আছে বলিয়াই আর্য্যগণের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া "বিশ্বজনীন সদ্ভাবের সঙ্কেত মাত্র।"

এ জগতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা পারিবারিক সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়াও নরনারীর ভ্রাতাভগ্নী সম্বন্ধের অনেক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে সামাজিক নরনারী সকলেই সমাজের সন্তান। এই সামাজিক ভ্রাতৃভাব ভগ্নীভাব সকলের মনেই নিহিত আছে—আছে বলিয়াই একজন বাঙ্গালির গৌরবে সমগ্র বঙ্গবাসী গৌরবান্বিত হন। আবার একজন ইংরেজের গৌরবে সমগ্র ইংলণ্ডবাসী গৌরবান্বিত হন। দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় সম্বন্ধ হইতে নরনারীগণের ভ্রাতৃভগ্নী ভাবের পরিবর্দ্ধন; যিনি "জননী, জন্মভূমিশ্চ" বুঝিয়াছেন, তিনি স্বদেশীয় নরনারীগণের ভ্রাতৃভাব ও ভগ্নীভাব অবশ্যই বুঝিবেন। স্বদেশীয়দিগের সহানুভূতি কিরূপ স্বাভাবিক, ভারতবাসী ভারতবাসীর প্রতি ফ্রান্সবাসী ফ্রান্সবাসীর প্রতি অনুরক্ত হওয়া কিরূপ স্বাভাবিক, তাহা অনেকে অনুভব করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এসকল ভ্রাতৃ ভগিনী সম্বন্ধ উচ্চ হইলেও সীমাবদ্ধ—আমাদিগের ভ্রাতৃভগ্নীত্বেরও যে উদার মহান্ স্বর্গীয় তৃতীয় সম্বন্ধ আছে, তাহার তুলনায় এ সকলই অকিঞ্চিৎকর বিবে-

চিত হইতে পারে; সেই সম্বন্ধানুসারে আমরা অভ্যস্ত হইলে এসিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা মিলিত হইয়া "একখানি গৃহ" হইতে পারে! সেই সম্বন্ধে আমরা সকলেই সেই বিশ্বজননীর সন্তান; এই বিশাল জগৎ শরীরে আমরা সকলেই এক এক পরমাণু, আমার মত অসংখ্য অণু পরমাণু যোগেই এই মানব-জগৎ গঠিত। যাহা জগতের মঙ্গলসাধক, সেই কার্য্য আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালনের পক্ষে পরস্পরে পরস্পরের সহায়তা করা নরনারী জীবনের এক মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান, সকলেই ভ্রাতা—সকলেই ভগিনী। অতএব ভ্রাতৃত্ব সকল পুরুষেই থাকিবে, ভগিনীত্ব সকল রমণীতেই থাকিবে, নচেৎ আমাদের জীবনের এক মহদুদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। ভ্রাতাকে দেখিলে আমাদের মনে হয় পুরুষজাতিই রমণীর রক্ষক ও শিক্ষক, তাঁহারা জগতে আসিয়াছেন—প্রধানতঃ রমণীকে ধর্ম্মজ্ঞান ও অভয় দিবার জন্য, রমণীর সম্মান গৌরব রক্ষা করিবার জন্য, ইহাই ভ্রাতার ভ্রাতৃত্ব। ভগিনীকে দেখিয়াই আমাদের মনে হয় রমণীজাতি পুরুষের সখী ও সেবিকা, তাঁহারা জগতে আসিয়াছেন—প্রধানতঃ পুরুষের তাপদগ্ধ হৃদয়ে শীতলছায়া দিবার জন্য; দয়া ও পবিত্রতার প্রতিরূপ হইয়া পুরুষের সেবা ও সাহায্যের জন্য; পুরুষের নিত্যসঙ্গিনী না হইলেও তাঁহার সুখ দুঃখে হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি দিবার জন্য। ইহাই ভগ্নীর ভগ্নীত্ব। ইহাই সমগ্র নরনারীগণের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য; সমুদয় নরনারী ভ্রাতৃভগ্নীভাবে অভ্যস্ত হইলেই এই কর্ত্তব্য পালিত হয়, এবং এই কর্ত্তব্য পালিত হইলেই সর্ব্বজনীন সদ্ভাব রক্ষা হয়।

কিন্তু এ শিক্ষায়, সর্ব্ব সাধারণকে পুস্তক পড়াইয়া অথবা মৌখিক উপদেশ দিয়া শিক্ষিত করা যায় না। নীতিগ্রন্থ মুখস্থ হইলেই কেহ নীতিপরায়ণ হয় না। নৈতিক শিক্ষা স্বতন্ত্র। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকল জ্ঞানানুশীলনে পরিস্ফুট হইতে পারে, স্মৃতি, মেধা, ধারণা প্রভৃতি বিদ্যালয়ে পরিমার্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যকারিণী বৃত্তি সকল পরিস্ফুট করিতে হইলে সাধুকার্য্যে অভ্যস্ত হওয়া চাই। ত্যাগস্বীকার, সহিষ্ণুতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি শিখিতে হইলে সদ্ভাব অভ্যাস করা চাই। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণ একথা বুঝিয়াছিলেন, শুধু বুঝিয়াছিলেন নহে—সকলেই যাহাতে ভ্রাতা ভগিনী জীবনের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন, সকলের হৃদয় যাহাতে ভ্রাতা ভগিনীভাবে অভ্যস্ত হইতে পারে এবং সকলেই যাহাতে ভ্রাতা ভগিনীর কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, সেই আশয়ে তাঁহারা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য—অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য, ভ্রাতাভগিনীর ভালবাসা অনুশীলিত হইয়া লোকের চিত্ত মার্জ্জিত

হইবে, স্বার্থপরতা দূর হইবে, সকলেই সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী হইবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার কৃত্য, রমণী ভগ্নী-ভাবে প্রণোদিত হইয়া পুরুষের শুভকামনা ও পরিচর্য্যা করিবেন, পুরুষ ভ্রাতৃস্থানীয় হইয়া রমণীকে "ভগিনী" বিবেচনা করিবেন, তাঁহার সম্মান গৌরব রক্ষা করিবেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শিক্ষা, বিশুদ্ধ ভ্রাতৃভগ্নীভাব, নিষ্কাম ভালবাসা, ভালবাসিয়া ত্যাগ স্বীকার। সহোদর সহোদরায় ইহার উৎপত্তি, পরিবার মধ্যে ইহার উন্নতি, সমাজে ইহার বিস্তৃতি এবং বিশ্বজগতে ইহার পরিণতি—এই সদ্ভাবের নাম—এই স্বর্গীয়-ভাবের নাম,—বিশ্বজনীন সদ্ভাব!

বঙ্গমহিলা ইংরেজকে অথবা ইংরেজ-মহিলা বাঙ্গালিকে "ভাই ফোঁটা" দিলেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য সফল হইল, তাহা নহে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উপদেশানুসারে আত্মগঠন করিতে পারিলে, প্রকৃতরূপে সকলে সকলের ভ্রাতা ভগিনী হইতে পারিলে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মহদুদ্দেশ্য সফল হয়। আর্য্যগণ সেই আশয়েই ইহা প্রবর্ত্তিত করেন।

বর্ত্তমান যুগ সভ্যতার যুগ, বর্ত্তমান যুগ স্বাধীনতার উন্নতির যুগ। বর্ত্তমান যুগ শিল্পবিজ্ঞানের যুগ, বর্ত্তমান যুগ বাণিজ্য অর্থনীতির যুগ; এই সকলই বর্ত্তমান যুগের গৌরব; কিন্তু বর্ত্তমান যুগ প্রেমের যুগ নহে। এমন কথা বলি না বর্ত্তমান যুগে প্রেমিক ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডী, কুমারী নাইটিঙ্গেল, বা ফাউলার জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এমন কথা বলি না বর্ত্তমান যুগে প্রেমিক কেশব চন্দ্র, বিদ্যাসাগর ভারত-বক্ষ উজ্জ্বল করেন নাই—এই কথা বলিতেছি যে, যে নিষ্কাম প্রেম সাধনায় ভারতীয় আর্য্যগন দেবতা হইয়াছিলেন, ভারতভূমি দেবভূমি হইয়াছিল, সেই প্রেম আর নাই! প্রেম গিয়াছে, সদ্ভাবও গিয়াছে, ভ্রাতৃভাব ভগ্নীভাব কেবল কথার কথা হইয়াছে! কেন?

নরনারীগণ প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের ভ্রাতাভগিনী, সকলেই যে বিশ্বজননীর সন্তান, একথা অনেকেই জানেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কাজে করিয়া থাকেন কয়জন? আমরা প্রমাণ স্বরূপ আমাদের বঙ্গদেশে দেখাইতেছি। এদেশে ভ্রাতৃভাব ভগ্নীভাবের তো কত রকম ব্যাখ্যা ও কত রকম উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যদি সকলেই ভাই সকলেই ভগিনী হইতেন, তাহা হইলে এদেশের এমন চেহারা হইত না। যদি সকলেই ভ্রাতার কর্ত্তব্য ভগিনীর কর্ত্তব্য পালন, করিতেন, তাহা হইলে এত বিবাদ, এত পাপ, এত মহাপাপ জন্মিত না—যদি সকলেই ভ্রাতার হৃদয় ভগিনীর হৃদয় পাইতেন, তাহা হইলে পুরুষগণ রমণীগণকে পদ-দলিত করিতেই সুখী হইতেন না—রমণীজাতির সুখ-দুঃখ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, অবস্থা, উপযোগিতা বিষয়ে অন্ধবৎ কার্য্য করিতে পারিতেন না। ভাই হইয়া ভগিনীকে অজ্ঞান অন্ধকারে রাখিতেন না; ভাই হইয়া

ভগিনীকে "পুরুষ" সাজাইতেও চাহিতেন না; ভাই হইয়া ভগিনীকে বিশ্রী ঠাট্টা তামাসা করিতে পারিতেন না; ভাই হইয়া ভগিনীর নামে শুধু শুধু আঠার গণ্ডা নিন্দা বাহির করিতে পারিতেন না! ভগিনী যাহা জানেন, ভাই তাহা শিখাইয়া দেন—ভগিনী যাহাতে শিখিতে পারেন, ভাই প্রাণপণে তাহারই উপায় বিধান করেন। ভগিনীর অশ্রু-মোচন করিতে ভাই সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন। ভগিনীর ধর্ম্মভাব, পবিত্রতা, লজ্জা ও সম্মান রক্ষা করিতে ভাই প্রাণপণে সহায় হন। ভগিনী ভ্রাতার মঙ্গলের জন্য—ভ্রাতার পরিচর্য্যার জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। এদেশে সে ভ্রাতৃ-ভাব কোথায়, সে ভগ্নীভাবই বা কোথায়? তাই বলিতেছিলাম ভ্রাতৃ ভগ্নীভাব এদেশে আজি কথার কথা হইয়াছে! শুধু বঙ্গদেশে নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের এই দশা হইয়াছে! যে পথে ব্যাস অষ্টাবক্র গিয়াছেন, জনক শিবি গিয়াছেন, গৌতমী গার্গী গিয়াছেন, সীতা সাবিত্রী গিয়াছেন, ভারতে জাতীয় ভালবাসাও বুঝি সেই পথে গিয়াছে! (ক্রমশঃ)

চীন কাহিনী।

ভারতবাসী মাত্রেই চীনদেশের নাম অবগত আছেন। জগতের প্রাচীন সভ্য জনপদের মধ্যে চীন একটী প্রধান বলিয়া পরিগণিত। যখন বর্ত্তমান সুসভ্য ইংলণ্ড উলঙ্গ বর্ব্বরের আবাসভূমি ছিল, যখন ইউরোপের অন্যান্য দেশ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গ্রীশ ও রোমের প্রতি চাহিয়া থাকিত; তাহারও পূর্ব্বে ভারতভূমির ন্যায় চীনদেশও সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল। চীনদেশকে সভ্য করিতে পাশ্চাত্য সাহার্য্যের প্রয়োজন হয় নাই। চীনবাসিগণ সর্ব্বপ্রথম দিগ্‌দর্শন নির্ম্মাণ ও মুদ্রাঙ্কন প্রচলন দ্বারা সমস্ত সভ্যজগতের সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছে।

চীনবাসিগণ পূর্ব্বকালে প্রতিবেশী তাতারদিগের উৎপাতে বিপদগ্রস্ত হইয়া স্বদেশের উত্তর ও পশ্চিম দিক্ এক প্রকাণ্ড প্রাচীর দ্বারা ঘেরিয়া লইয়াছে। এই প্রাচীর দীর্ঘে ১৫০০ মাইল ও উর্দ্ধে ৩০ ফুট এবং এপ্রকার প্রশস্ত যে ছয়জন অশ্বারোহী নির্ব্বিঘ্নে তাহার উপর পরস্পর পাশাপাশি হইয়া গমনাগমন করিতে পারে। চীনদেশের প্রাচীর পৃথিবীর আশ্চর্য্য পদার্থ কয়েকটীর মধ্যে একটী।

একে চীন দেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, তাহার উপর আবার চীনবাসিগণ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করাতে উহা হইতে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। তুরারোহ পর্ব্বতমধ্যস্থ ভূখণ্ড সমূহ, ইহারা যেরূপে সমতল ও উর্ব্বর ভূমিতে পরিণত করে, তাহা অন্যান্য দেশীয় লোকদিগের

অনুকরণীয়। খাল কাটিয়া ইহারা অত্যুচ্চ প্রদেশে জল প্রবাহিত করিয়া সম্পূর্ণ অনুর্ব্বর স্থান হইতেও শস্যাদি উৎপন্ন করে। চীনদেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চা ও ধান্য প্রধান। চীনদেশজাত চা প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই রপ্তানি হইয়া থাকে। উদ্যানজাত দ্রব্য এবং রেশম ও বংশবিনির্ম্মিত দ্রব্যাদি এখানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সুন্দর সুন্দর দ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য চীন বাসিগণ ধরাতলে অদ্বিতীয় না হইলেও নিতান্ত অগণ্য নহে।

চীন দেশের অধিবাসীর সংখ্যা পৃথিবীর সকল দেশের অপেক্ষা অধিক। শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, এই ক্ষুদ্র চীন দেশে (৫০০০০০০ বর্গমাইল স্থানে ৩৫০০০০০০০ পঁয়ত্রিশ কোটী লোকের বাস; স্থানাভাবে অধিকাংশ অধিবাসী নৌপল্লী নির্ম্মাণ করিযা সমুদ্র গর্ভে বাস করে।

চীন রমণীদিগের মধ্যে যাহার পদতল যত ক্ষুদ্র সে তত সুন্দরী নামে পরিচিত হয়, এই হেতু অতি শৈশব কাল হইতেই চীন রমণীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ পাদুকা ব্যবহার করিয়া থাকে।

পূর্ব্ব পুরুষদিগের পূজা করা চীনবাসীদিগের প্রধান ধর্ম্ম। গুরুজনগণের প্রতি ইহারা অসাধারণ ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। সাধারণ লোকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগের মধ্যে অনেকেই কনফিউসিয়স প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী। বুদ্ধ ও কনফিউসিয়স্ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত চীনদেশে টাউ নামক আর এক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। চীনবাসিগণ কাগজের মুদ্রা, গৃহ ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করে—তাহাদিগের বিশ্বাস এরূপ করিলে পূর্ব্বপুরুষগণ প্রকৃত মুদ্রাগৃহাদি প্রাপ্ত হইবেন। অতিথিসৎকার চীনবাসীগণ একটী মহৎ কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে, ইহাদিগের কার্য্যকলাপে বিনয় ও সদাচারের অসদ্ভাব নাই বটে, কিন্তু ইহারা সত্যের সম্মান রক্ষা করিতে জানে না।

চীনবাসীদিগের আহার পদ্ধতি বড়ই জঘন্য। বিড়াল কুক্কুর ইন্দুর টিকটিকি ভেক এবং তৈলপায়িক (আর্শুলা) প্রভৃতি জন্তু ইহাদিগের খাদ্য। মৃত জন্তুর গলিত মাংস ইহারা আদরের সহিত ভোজন করিয়া থাকে। কোনও ভোজব্যাপারে বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হয়। আহারান্তে নৃত্যগীত ও নাটকাদিঅভিনয় দ্বারা আগন্তুকদিগকে আপ্যায়িত করা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণ ভোজ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারে না—তাহারা অন্তরাল হইতে সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া থাকে। চীনবাসীরা যেরূপ অধিক পরিমাণে অহিফেন সেবন করে, অন্য কোনও দেশীয় লোক সেরূপ করে না। ইংরাজ বণিক্‌গণ সর্ব্বপ্রথমে চীনদেশে অহিফেন ব্যবসা বিস্তার করেন।

চীনবাসীরা যুদ্ধকৌশলে বিলক্ষণ

অভ্যস্ত। ইহারা যদিও স্বভাবতঃ উদ্ধত, কিন্তু স্বজাতির মধ্যে ইহাদিগের একতার অসদ্ভাব নাই।

চীনভাষার সহিত জগতের কোনও ভাষার সাদৃশ্য দেখা যায় না। এইভাষার এক একটী অক্ষর এক একটী শব্দ। অপরাপর ভাষায় যেমন ছত্রগুলি পত্রের বাম বা দক্ষিণ দিক্ হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ বা বামদিকে শেষ করা হয়, চীন ভাষায় সেরূপ হয় না। ইহার ছত্র গুলি পত্রের ঊর্দ্ধ দিক হইতে আরম্ভ হইয়া অধোদেশে সমাপ্ত হয়। অন্যান্য ভাষার সহিত এ ভাষার কোনও সাদৃশ্য না থাকিবার কারণ এই, চীন বাসীরা অন্য কোন জাতির সহিত সংমিলিত হইতে ভালবাসে না।

চীনদেশে অপরাধীকে দণ্ড দিবার পদ্ধতি অতিশয় ভয়ঙ্কর। অপরাধীকে বন্ধন করিয়া ভূমিতে শয়ন করান হয় এবং বংশখণ্ড দ্বারা তাহার হস্ত পদাদি এরূপ ভবে দলিত করা হয় যে ঐ সকল অঙ্গ একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়। (ক্রমশঃ)

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তারতম্য।

কিছুকাল পূর্ব্বে কতকগুলি ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই প্রশ্ন উপস্থিত করেন যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয় স্ত্রীলোক ও পুরুষে সমান ভাবে দেখা যায় কিনা? এবিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়াতে তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা এই বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে মনস্থ করেন। তদনুসারে প্রকাশ্য স্থলে তাঁহারা পরীক্ষা করেন। বিভিন্ন ধাতু ও শারীরিক অবস্থাসম্পন্ন শতাধিক পুরুষ ও প্রায় একশত রমণী স্বেচ্ছাক্রমে পরীক্ষাধীন হয়েন। পরীক্ষার পর পরীক্ষক বৈজ্ঞানিকগণ যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহাই আমরা বিবৃত করিতেছি। তাঁহারা বলেন যে স্পর্শেন্দ্রিয় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে অধিকতর তীক্ষ্ণ। সীবন কার্য্যে, মালাগাঁথা, সূতাকাটা ইত্যাদি কার্য্যে স্ত্রীলোকগণ যে পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শিনী হয়েন, তাঁহাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিকতর তীক্ষ্ণতাই তাহার কারণ। দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে ঐ দুইটী ইন্দ্রিয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকে সমান রূপেই তীক্ষ্ণ। রসনেন্দ্রিয় পুরুষে অধিকতর তীক্ষ্ণ। পরীক্ষকগণ কতকগুলি এরূপ মদ্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যাহাদের উপাদানে অতি সামান্য তারতম্য ছিল। পুরুষগণ এই সকল খাদ্য আস্বাদন করিয়া তাহাদের মধ্যে তারতম্য অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকগণ তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা পুরুষে অধিক না স্ত্রীলোকে অধিক এই প্রশ্ন করিলে অনেকেই হয়ত উহা স্ত্রীলোকে অধিক এই উত্তর করিবেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা পুরুষেই অধিক, নানা পরীক্ষার পর ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। একটী পরীক্ষার কথা বলা যাইতেছে। এক আউন্স প্রুসিক্ এসিড্ একলক্ষ আউন্স জলে মিশ্রিত করিলে পুরুষগণ তাহার আঘ্রাণ পাইয়াছিলেন কিন্তু উহা বিশহাজার আউন্সের অধিক জলের সহিত মিশ্রিত করিবার পর পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত কোন স্ত্রীলোকই তাহার আঘ্রাণ পান নাই।

শরীরতত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্ত করেন যে ব্যবহারের তারতম্য অনুসারে পুরুষ ও স্ত্রীলোকে কতকগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণতর এবং কতকগুলি ক্ষীণতর হইয়াছে। একথার মধ্যে যে সত্য আছে, সন্দেহ নাই।

নিদ্রা।

কাহার পক্ষে কতক্ষণ নিদ্রা যাওয়া প্রশস্ত, বয়স, ধাতু ও দেশের জলবায়ু অনুসারে তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। কফযুক্ত ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে বায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির অপেক্ষা অধিককাল নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক। যৌবন কাল অপেক্ষা বৃদ্ধকালে অধিক নিদ্রা প্রশস্ত। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের অধিক নিদ্রা আবশ্যক। প্রায় সকল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে নিদ্রা যাইবার প্রথা প্রচলিত আছে। দেখা গিয়াছে উহা শরীরের পক্ষে উপকারী। যাহার পক্ষে যতক্ষণ নিদ্রা যাওয়া প্রশস্ত, তদপেক্ষা অধিককাল নিদ্রা গেলে স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে। সুস্থাবস্থায় ছয় ঘণ্টার কম ও আট ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাওয়া কাহারও পক্ষে উচিত নহে। দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া শয়ন করাই পরিপাক ক্রিয়ার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বৈদ্য শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে, বামপার্শ্বে শয়ন করা প্রশস্ত, কিন্তু এই বিধি যে কেন প্রশস্ত তৎসম্বন্ধে উক্ত শাস্ত্রে কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। আধুনিক ইউরোপীয় শরীরতত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন যে একটী বোতল উলটাইয়া ধরিলে যেমন হয়, বামপার্শ্বে শয়ন করিলে পাকস্থলীর অবস্থা অনেকটা সেরূপ হয়, সুতরাং ভক্ষিত দ্রব্য অনায়াসে পরিপাক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নগামী হইতে পারে না; অর্থাৎ কূপ হইতে জল উত্তোলন করার ন্যায় পাকস্থলীকে আয়াস স্বীকার করিয়া ভক্ষিত দ্রব্যকে স্বীয় গন্তব্য পথে লইয়া যাইতে হয়! কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে ভক্ষিত দ্রব্য স্বাভাবিক ভাবে অনায়াসে স্বীয় পথে প্রেরিত হয়। অতএব দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া শয়ন করাই স্বাস্থ্যপ্রদ। নিম্নপৃষ্ঠ হইয়া শয়ন করাও নিষিদ্ধ। নিম্নপৃষ্ট হইয়া শয়ন করিলে শোণিত সঞ্চালনক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়,

সুতরাং নানা প্রকার দুঃস্বপ্ন ও অজীর্ণতা উপস্থিত হয়। উদর পূর্ণ করিয়া, গুরুপাকদ্রব্য আহারের পর নিম্নপৃষ্ঠ হইয়া শয়ন করিলে নিদ্রাবস্থায় কাহারও কাহারও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। সুস্থশরীর লোক রাত্রে আহারের পর শয়ন করিয়াছে, প্রাতে শয্যায় মৃতাবস্থায় পতিত রহিয়াছে, এরূপ ঘটনা অনেক হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় গুরুতর ভোজনের পর নিম্নপৃষ্ঠ হইয়া শয়নই মৃত্যুর মুখ্য কারণ, অনেকানেক ভিষক একবাক্যে এই কথা বলিয়া থাকেন। নিদ্রাবস্থায় পরিপাক ক্রিয়া অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই জন্য আহারের পর অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিয়া তৎপরে নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহারা অজীর্ণতা বা অম্বল রোগে কষ্ট পান, এই নিয়ম তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ রূপে পালনীয়।

বাঙ্গালা প্রবচন।

র।

১। রঘু চৈয়া বলা,
তিন কলির চেলা।

২। রঙ থাক্‌লে রঙে কড়ী,
রঙ ফুরালে গড়াগড়ি।

৩। রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে।

৪। রতন গর্ভের পেতন সন্তান।

৫। রতনে রতন মিলে।

৬। রত্নগর্ভা।

৭। রথ দেখা, কলা বেচা।

৮। রণের ঘোড়া।

৯। রাই কুড়ায়ে বেল।

১০। রাখালের হাতে শালগ্রাম।

১১। রাখে গোঁসাই মারে কে,
মারে গোঁসাই রাখে কে?

১২। রাগ ক'রে আপনার ঘরে
বেশী করে খাবে।

১৩। রাগখানিও আছে,
সুখখানিও আছে।

১৪। রাগ চণ্ডাল।

১৫। রাঙা মূলো।

১৬। রাঙের রাধা।

১৭। রাজা গেল পাটনে,
শূন্য হৈল দেশ,
মাঝখানে বসে আছে নেড়া দরবেশ।

১৮। রাজা থাক্‌তে,
কোটালের দোহাই।

১৯। রাজা পশুতি কর্ণাভ্যাং।

২০। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়,
উলু খাঁকড়ার প্রাণ যায়।

২১। রাজার মা আর পঞ্চাতেলী।

২২। রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট
প্রজা কষ্ট পায়,
গিন্নীর দোষে গেরস্ত নষ্ট,
লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।

২৩। রাজার ভাল বাসা
আর গৃহস্থের খাসী পোষা।

২৪। রাজার রাজ্যপাট,
গরিবের শাক ভাত।

২৫। রাজার রাণী, কাণার কাণী।

২৬। রাজার হাল, স্বর্গে বাস।

২৭। রান্না খেয়ে কান্না পায়।

২৮। রাতারাতি বামনা
হইল মহারাজ।

২৯। রাতের বেলা ভূতের ভয়।

৩০। রাম না হতে রামায়ণ।

৩১। রাম নামে ভূত পলায়।

৩২। রাম বলা ধুতি তোলা
ভুদিক্ কি সাজে?

৩৩। রাম রাজ্যে বাস।

৩৪। রাম লক্ষ্মণ দুটী ভাই,
রথে চড়ে স্বর্গে যাই।

৩৫। রাম হেন যেন স্বামী পাই।

৩৬। রামে মারুক আর রাবণে মারুক্।

৩৭। রাবণের চিতা।

৩৮। রাহুর দশা।

৩৯। রুচে পুছে খা, মন চল্কেতো খা।

৪০। রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও।

৪১। রূপে অন্ধ।

৪২। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

৪৩। রোকা কড়ি চোকা মাল।

৪৪। রোগ কেবল মুড়িতে,
আর ভুঁড়িতে।

৪৫। রোগা চড়ুয়ের
মুলুক যুড়ে বাসা।

৪৬। রোগিণো দেবতাভক্তঃ।

৪৭। রোগী এখন তখন,
রোজা ছ মাসের পথ!

৪৮। রোগী তুষ্ট অম্বলে,
সন্ন্যাসী তুষ্ট কম্বলে।

৪৯। রোগের শেষ,
আর ঋণের শেষ।

৫০। রোজার ঘাড়ে বোঝা।

৫১। রৌদ্রের তাত সয়,
বালির তাত সয় না।

প্রহেলিকা।

তিন বর্ণে নাম তার অতি মূল্যবান,
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে দেবের প্রধান।
মধ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে হয়ে যায় মোর,
শেষ বর্ণ ছেড়ে দিলে শক্র হয় ঘোর।
বল দেখি হেন বস্তু কি আছে এ ভবে,
যার তরে লালায়িত সর্ব্বদাই সবে? ১

সাগরের মাঝে থাকি নাহি থাকি নীরে,
নগরের মাঝে থাকি না থাকি সহরে।
গগনেতে আছি আমি—আকাশেতে নাই
কি নাম আমার ভেবে বল দেখি ভাই॥২

তিন বর্ণে নাম তার কি সুন্দর অঙ্গ!
তরুপ'রে বাস করে নহে সে বিহঙ্গ।
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে শ্রেষ্ঠ জীব গণি,
মধ্য বর্ণ নিলে বার বুঝিবে তখনি।
শেষ বর্ণ লোপে হয় তরঙ্গ প্রবল,
চাতুরীতে তার কাছে পরাস্ত সকল॥৩

তিন বর্ণে নাম তার অপূর্ব্ব চেহারা।
বাধা নাই স্বেচ্ছামত করে চলা ফেরা।
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে সকলেরি হয়,
মধ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে দেখে করে ভয়।
শেষ বর্ণ ছেড়ে দিলে বিমুখ সকলে,
যে ভাঙ্গিবে বাখানিব বুদ্ধির কৌশলে ॥ ৪

তিন বর্ণে নাম তার বাস করে অঙ্গে,
বাড়ায় আদর তার আশ্বিনে এ বঙ্গে।
মস্তক কাটিলে হবে কাল নিরূপণ,
মাঝ কেটে দিলে তার হইবে গহন।
অন্তিমে আকার দিলে হবে চন্দ্রহার,
বল দেখি হে ভগিনি কি নাম তাহার? ৫

তনু নাই তবু আমি সর্ব্বত্র প্রকাশ,
মোর মাঝে বাস করে সবে বার মাস।
আমারে ঠেলিয়ে চলে ধরিতে না পায়,
আমি কিন্তু লেগে থাকি সকলেরি গায়।
আমি না থাকিলে নাশ বিশ্ব চরাচর,
কি নাম আমার বল ওহে বিজ্ঞবর? ৬

জনতার মাঝে থাকি সকলেই জানে,
সকলেই দেখে মোরে শয়নে স্বপনে।
নয়নে নয়নে থাকি বচনে মননে,
অশনে বসনে থাকি দশনে বদনে।
সজনে বিজনে থাকি জনমে নিদানে,
কি পদার্থ বল আমি বিধির বিধানে? ৭

অবিনাশী বস্তু আমি বিজ্ঞানীরা কয়,
আমা বিনা সৃষ্টি নাশ জানিবে নিশ্চয়।
আমাকে আশ্রয় করি আছে এই ধরা,
অসীম সৌরজগত গ্রহ চন্দ্র তারা।
আমার স্বরূপ কেহ ভাবিয়ে না পায়,
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর বলেন সবায়।
আছয় অস্তিত্ব মোর নাহিক বিস্তার,
সাকার পদার্থ আমি নহি নিরাকার ॥ ৮

কলিকাতা আছি আমি ক'রে বাড়ীঘর,
আমার সেবায় রত কত নারীনর।
আমার মহিমা সবে করেছে প্রচার,
বছরে সেবক বাড়ে হাজার হাজার।
গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে মোর পূজা হয়,
কায়মনে মোর কাজ ধর্ম্মকর্ম্ম ক্ষয় ॥ ৯

রমণীর প্রিয় আমি অসিত বরণ,
কায়োমনে করে তারা আমারে যতন।
অভাব হইলে মোর কত কষ্ট মনে,
ঘরকোণে বসে থাকে বিষণ্ণ বদনে!
ধার করে এনে মোরে করয় ধারণ,
কথঞ্চিৎ মনকষ্ট হয় নিবারণ।
বল দেখি ভেবেচিন্তে কি নাম আমার,
নারীর সম্পত্তি আমি দান বিধাতার ॥ ২০

সতী ও শান্তি।

(৩৪৩ সংখ্যা ১২৭ পৃষ্ঠার পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, পর পরিষ্কার সরু কাপড় গরম জলে ভিজাইয়া তদ্দ্বারা তাহার চক্ষু দুইটি সর্ব্বাগ্রে ধোওয়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তার পর অল্প গরম জলে তাহার সর্ব্বশরীর ধোওয়াইয়া শুক্ল

সরু কাপড় দিয়া তাহার গা বেশ করিয়া মুছাইয়া দিতে হইবে। তার পর একখানি সরু পরিষ্কার কাপড় তাহার গায়ে দিবে। তাহা ছাড়া আমাদের দেশের মেয়েরা সচরাচর যাহা যাহা করিয়া থাকেন, তাহা মন্দ নয়। সন্তান প্রসবের পর অনেক স্থলে মাতা "বেহুঁশ" ও দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। কিয়ৎকাল পরে মাতার "হুঁশ" হইলে এবং উঠিলে ছেলেকে তাঁহার কোলে দেওয়া উচিত। তিনি কোলে লইয়া তাহাকে স্তনপান করাইবেন। ছেলেদের প্রথমে স্তনপান করান বিষয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে ভারি একটী কুসংস্কার আছে, সেটি এই যে, স্তনে প্রথমে যে দুধ্ আইসে, তাহা ভাল নয়, তাহা বিষাক্ত, সুতরাং তাহা গালিয়া ফেলিয়া দেন। কিন্তু এরূপ করা ভারি ভুল। তাঁহারা যাহা বিষাক্ত মনে করেন, বাস্তবিক তাহা নয়। ঐ প্রথম দুধ ছেলের ভারি উপকারী। দয়াময় পরমেশ্বর, যিনি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার আগে, সে কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহার যোগাড় করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা কি সম্ভব, যে তিনি সন্তানকে কষ্ট দিবার জন্য প্রথম স্তনদুগ্ধের সহিত বিষ মিশাইয়া রাখিয়াছেন? অধিকন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে মায়ের স্তনে প্রথমে যে দুধ আসিয়া থাকে, তাহা সন্তানের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। উহা এক পক্ষে যেমন খুব পুষ্টিকর, অন্য পক্ষে আবার তেমনি রোগনাশক। ছেলের পেটে যদি কোনরূপ গোলমাল থাকে, তাহা ঐ প্রথম দুধে সারিয়া যায়। ঐ প্রথম দুধ কেবলমাত্র খাদ্য নয়, উহা একটি মহৌষধ। সুতরাং কুসংস্কার বশতঃ ঐ দুধ গালিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়। পাশের একটি স্ত্রীলোক বলিলেন, "আমরা আগে এ কথাটি জানতুম্ না, আপনার মুখে আজ্ শুনলুম্। আমরা আগে মনে কত্তুম্ ও দুধ্‌টা দেখ্‌তে পুঁযের মত, উহা খাওয়ালে ছেলের অসুখ হবে, তাই আমরা গেলে ফেলে দিতুম্। ও দুধ্ এমন উপকারী, আমরা আগে জান্‌লে কি ফেলে দি মা? সরোজিনী বলিলেন, যাহাহউক, আর কখনও ফেলিবেন না। অনেক মেয়ের আবার স্তনে দুধ আসিতে দেরি হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্তনে দুধ না আসে, ততক্ষণ আমাদের দেশের মেয়েরা গাই দুধ ছেলেকে খাইতে দিয়া থাকেন। অনেক স্থলে দেখা যায়, যে তাঁহারা ছেলেকে যে দুধ খাইতে দেন তাহা অত্যন্ত ঘন। ছেলের পক্ষে এই ঘন দুধ হজম করা বড় সোজা কথা নয়। আপনারা দেখিয়াছেন স্তনের দুধ কত পাতলা, গাইয়ের দুধ কি সেই রকম পাতলা করিয়া ছেলেকে খাইতে দেওয়া উচিত নয়? আমাদের দেশের অনেক মেয়ে, তাহা করেন না। পরমেশ্বর ব্যবস্থা করিলেন ছেলের জন্য পাতলা দুধ, তাঁহারা ব্যবস্থা করিলেন ঘন, বলুন দেখি এ দোষ কার? ইহা কি অজ্ঞানের

দোষ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্তনে দুধ না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক ভাগ গাই দুধে দুই ভাগ গরম জল মিশাইয়া পাতলা করিয়া ছেলেকে খাইতে দেওয়া উচিত। স্তনপান করাইবার সময় একবার এ স্তন, একবার ও স্তন, এইরূপ ফিরাইয়া ঘুরাইয়া স্তনপান করান উচিত। অনেক মেয়েকে আবার এরূপ করিতে দেখিয়াছি, যে ছেলেকে একটি স্তনপান করাইতেছেন ত করাইতেছেন, ছেলে এদিকে স্তনপান করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। অধিকাংশ মেয়েকে অনেক সময় দেখিয়াছি, শুইয়া ছেলেকে স্তনপান করাইয়া থাকেন। শোয়াইয়া স্তনপান করাইলে যে কি সর্ব্বনাশ হয়, আমাদের দেশের মেয়েরা তাহা বোঝেন না। ছেলেরা যে "দুধ তোলে" তাহার একটি কারণ ছেলেকে শোয়াইয়া দুধ খাওয়ান। শোওয়াইয়া খাওয়াইলে দুধ একবারে গিয়া তাহার পেটে পড়িতে পারে না, সুতরাং তাহা ঊর্দ্ধগামী হয়। যদি মাতা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া নিজে বসিয়া এবং ছেলেকে কোলে বসাইয়া দুধ খাওয়ান, তাহা হইলে আর রাত দুপুরে "ডাইন ছাড়ান ওঝা" ডাকিতে হয় না। আর সারারাত ছেলেকে কোলে নিয়ে থাক্‌তে হয় না। আর "গোষ্ঠী শুদ্ধ" সকলকে জাগাইয়া কাঁদিয়া হাট পাকাইতেও হয় না।

মহারাণী সীতাবিলাস। *

দেবজম্মনীর বিবাহের পরে, তাঁহার পিতা মহিশূরে আসিয়া বাস করেন। এখানে ৮০ অশীতি বৎসর বয়সে ও কন্যার পরিণয়ের দ্বাদশ বৎসর পরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর সন্তান অর্থাৎ মহারাণীর ভ্রাতা বাসবরাজ দত্তক পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই দত্তকপুত্র আবার নিঃসন্তান হওয়াতে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এই দত্তক প্রপৌত্র কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন; তাঁহার মাতা, স্ত্রী ও সন্তান এক্ষণে মহিশূরে অবস্থিতি করিতেছেন।

'মৃত্যু নিকট' এইটি এক পক্ষকাল পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়া মহারাণী স্বীয় গুরুকে ডাকিয়া স্থানীয় প্রথানুসারে প্রায়শ্চিত্তাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেন ও পুত্রকে ডাকিয়া উক্ত কার্য্য গুলি অক্ষুণ্ণ ভাবে সংরক্ষণ করিতে বলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পুত্র ও পুত্রবধূকে ডাকিয়া এই উপদেশ দেন যে, "শিশু সন্তানের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হওয়া মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কিন্তু অত্যন্ত অভিভূত হওয়া উচিত নহে; হওয়াতে কোনও ফল নাই। তোমাদিগের বিস্তৃত

* লেখকের অনুমতি ভিন্ন কেহ এই প্রবন্ধ কোনরূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। বা, বো, স।

রাজ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবে; তোমাদিগের শাসনাধীন সহস্র সহস্র প্রজা তোমাদিগের সন্তানের মত। তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে; অবশিষ্ট যাহা কিছু দ্রষ্টব্য তৎসমস্ত সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিবে।" "দেওয়ান জম্মের মত তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে যাইলে তিনি বলিলেন "তাহার পূর্ব্বগত দেওয়ান রঙ্গচালু যেরূপ দক্ষতার সহিত রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, তিনি যেন সেইরূপ করেন।" এই সকল সদুপদেশ প্রদান করিয়া গত ২৬এ মার্চ্চ রবিবারে মহারাণী দেবজম্মনী নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। অতি সমারোহে প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় মহারাণীর মৃতদেহ শ্মশানাভিমুখে বাহিত হইতে থাকে। চারিদিকে আবালবৃদ্ধবনিতা ধনী নির্ধনী প্রজাপুঞ্জ শোকার্ত্ত হইয়া দণ্ডায়মান। মহারাজ কৃষ্ণজী উদয়ারের যেস্থানে সৎকার্য্য হয়, তাহার বামপার্শ্বে ইহঁার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। মুখাগ্নির পূর্ব্বে ও দাহের পর ধন ধান্য তণ্ডুলাদি প্রচুর পরিমাণে অকাতরে বিতরিত হয়। মৃত্যুর দিন ও তৎপরদিন ও শ্রাদ্ধের তিন দিন (৪ঠা, ৫ই ও ৬ই এপ্রেল) সমস্ত আপীস বন্ধ রাখিবার জন্য মহিশূর গবর্ণমেণ্ট গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মহিশূর ও বাঙ্গালোর রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্গীয়া মহারাণীর বয়ঃক্রম জ্ঞাপক ৮৯টি তোপ ধ্বনি প্রতি মিনিটে হইতে থাকে। গত ৬ই এপ্রেল পর্য্যন্ত রাজ্যের মধ্যে সমস্ত পতাকা অর্দ্ধ মাস্তল উত্তোলিত হইবার আদেশ বিঘোষিত হয়। "মহীশূর হেরল্ড" "ইণ্ডিয়ান্ স্পেক্টেটর" "ইভিনিং মেল" প্রভৃতি সংবাদ পত্রে খেদসূচক মৃত্যু বিবরণ প্রকাশিত হয়॥

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। আকাশকুসুম কাব্য—শ্রীনবীন চন্দ্র দাস এম, এ, প্রণীত। একটী যুবক ও বালিকা অকৃত্রিম প্রেমে বদ্ধ হইয়া একস্রোতে জীবন ভাসাইবার আশা করিয়াছিলেন, পিতা ধনলোভে বালিকাকে অন্যপাত্রসাৎ করিলেন, প্রণয়ীদের আশা "আকাশকুসুম" হইল, এই বিষয় লইয়া কাব্য রচিত। নবীন বাবুর এই বাল্যরচনায় তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে যে কয়েকটী ক্ষুদ্র কবিতা আছে তাহা অতি সুন্দর।

২। ভারতবর্ষীয় ভক্ত কবি, প্রথম ভাগ—শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তি প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। কবীর, নানক, তুলসীদাস ও তুকারাম এই চারিটী ভক্ত সাধকের জীবন ইহাতে বর্ণিত আছে। এতৎপাঠে ধর্ম্মানুরাগী নরনারীর উপকার হইবে। গ্রন্থকার অন্যান্য ভক্তের জীবনী প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা আমরা সুসিদ্ধ দেখিতে চাই।

৩। An Indian Woman's Impeachment, সুন্দর বাই এচ্, পাওয়ার

প্রণীত। অহিফেন সেবনে ভারতের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কয়েকখানি ছবি সহিত হৃদয়বিদারক ঘটনা সকলের বর্ণনা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের চক্ষু খোলা আবশ্যক।

৪। বিধবার আশা—মূল্য ৵১০ পয়সা। বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রমের উপকারিতা প্রদর্শনই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহা কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। বিধবাদিগের দুঃখের অবস্থা এবং তাহা মোচনের উপায় সম্বন্ধে ইহাতে অনেক কথা আছে।

নূতন সংবাদ।

১। মজঃফরপুর ও পূর্ব্ববাঙ্গালার অনেকস্থানে বিষম জলপ্লাবন হইয়াছে। ঢাকা জেলায় স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।

২। ইংলণ্ডেশ্বরী বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বর তাঁহাকে নিরাময় করুন্।

৩। বিক্‌টোরিয়া কলেজ শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য সম্প্রতি একশ্রেণী খুলিয়াছেন, বেতন ১৲ টাকা। মেডাল ও ছাত্রবৃত্তি দ্বারা সুদক্ষ ছাত্রীদিগকে উৎসাহদান করা হইবে।

৪। বিবি টিলি ষ্টিভেন্‌সান্, ক্রেঞ্চ সেলডম, অনীতা নিউকম ও কুমারী এলিস্ ফ্লেচার্ এই চারিটী রমণী আদিম জাতিদিগের সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ওয়াসিংটন এন্থ্রোপলাজিকাল্ সমাজের সভ্য বলিয়া মনোনীত হইয়াছেন।

৫। খিলাতের খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মীর মামুদ খাঁ তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়াছেন। বড় খাঁ সাহেবকে যাবজ্জীবন বন্দী থাকিতে হইবে।

৬। এলাহাবাদের পোষ্ট আফিসে অনেক স্ত্রীলোক কেরাণী হইয়াছেন। কলিকাতার বড় ডাকঘরেও এরূপ ব্যবস্থার কথা হইতেছে। সিংহলের ডাকবিভাগের কর্ত্তাসাহেব স্ত্রী কেরাণীর জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।

৭। ব্রহ্মপুত্রে সেতু নির্ম্মাণের জন্য ময়মনসিংহের জমীদার বাবু যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ৩০০০০ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

৮। ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গমহিলাদিগের প্রস্তুত যে সকল শিল্পজাত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে ইংলণ্ডের রাজপরিবারের মহিলাগণ প্রশংসা করিয়াছেন এবং প্রিন্সেস ক্রিশ্চিয়ানা সে গুলি চিকাগোতে পাঠাইবার সাহায্য করিয়াছেন।

৯। নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন উদরাময় রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১০। মেন নাম্নী এক বিএ উপাধিধারিণী মাদ্রাজী রমণী এবৎসর গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পাইয়াছেন, ইনি বিলাতে গিয়া শিক্ষা করিবেন। বিজয়পুরের মহারাজা

ইহাঁর সাহার্য্যার্থে বার্ষিক হাজার টাকা করিয়া দিবেন।

১১। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী হাইকোর্টের বিচারপতি কাশীনাথ ত্রিম্বক তিলাঙ গত ৩১এ আগষ্ট পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি যেমন নানা বিদ্যায় পারদর্শী, তেমনি বাগ্মী এবং তেমনি দেশহিতকর কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। ইহাঁর বিয়োগে ভারতমাতা বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

১২। বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রমের ক্রমশঃ উন্নতি দেখিয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম। ইহাতে এখনও ১০।১২টী হিন্দু বিধবার স্থান হইতে পারে। প্রার্থিনীগণ বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সকল সংবাদ অবগত হইতে পারিবেন।

১৩। একখানি বিখ্যাত ইংরাজী পত্রে বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান ইংরাজ মহিলাদিগের বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন;—বিবী বুথ পরলোকগতা। বিবী ব্রামওয়েল বুথ পতিতোদ্ধারে এরূপ ব্যস্ত, যে রাজনৈতিক চিন্তার তাঁহার অবসর নাই। বিবী কসেট হোমরূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীর প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছেন। বিবী বেসান্টের যেরূপ বিদ্যা, বুদ্ধি, গুণ ও চরিত্র তাহাতে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যক্ষম, কিন্তু তিনি থিওজফীর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। ডচেস এডিলান গ্রীক ভাষায় পারদর্শিনী, গুণবতী ও সুলেখিকা এবং স্বশ্রেণীর রমণীগণের মানসিক উন্নতির বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন দলের নেত্রী হইবার উপযুক্ত নন। লেডী হেনরী সমারসেট এই নেত্রীত্ব পদ লাভ করিয়াছেন।

বামা-রচনা।

বিজনে।

বিজন ভূধর মাঝে একেলা বসিয়া,
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিখানি ধ্যান করে থাকি;
আঁধারেতে আলোকের জ্যোতি প্রকাশিয়া,
হৃদয়ের থরে থরে ছবিখানি আঁকি।
শীতল বাতাস ওই যায় পরশিয়া,
প্রকাশিয়া তাঁর জ্যোতি হৃদয় মাঝারে;
প্রেমের প্রদীপ জেলে আরতি করিয়া,
স্থাপিব প্রেমের মূর্ত্তি নাশিয়ে আঁধারে।
তাঁহার আলোকে আমি পাইব আলোক,
হৃদয় মাঝারে আমি রাখিব তাঁহায়,
যা বলে বলুক ওই জগতের লোক,
একেলা যদিও আমি তবুও দোঁহায়।
রাখিব তাঁহারে আমি আপনার মনে;
যেমন কমল থাকে সলিল শয়নে।

শ্রীমতী হিঙ্গনকুমারী ঘোষ
রায়না, বর্দ্ধমান।

ফটো বিচার।

তুই আর আমি ভাই! হরির উত্তর,
ভাই বোন দুই জনে,
বসে আছি এক সনে,
এঁকেছে সুখের চিত্র, কৃতী চিত্রকর!

অনন্ত সন্তোষ প্রীতি,
সুধামাখা শুভ স্মৃতি,
[illegible] এই ছবি মাঝে হইয়া অমর !
এই দিন, মাস, সবে
কোন্ দূরে পড়ে রবে,
আমরা মিলিয়া র'ব অনন্ত বৎসর !—
তুই আমি র'ব অই ছবির ভিতর ! ১

সাধে কি এ ছবি দেখি অতৃপ্ত অন্তর ?—
তুই আমি একমনে,
আনন্দ ধরে না মনে,
তৃপ্তিহীন এ বাসনা, মরম ভিতর !
কি দেখে গিয়েছি ভুলে,
বলিতে পারিনে খুলে,
তুই এ রহস্য ভেঙে, বল্ অতঃপর—
দেখিলি তো তুটি ছবি, কে হেন সুন্দর ?২

বল্ ভাই ! তুজনের কে হেন সুন্দর ?—
চাহিতে কাহার পানে,
উল্লাস উথলে প্রাণে,
কার মুখ শরতের কচি শশধর ?
সংসারের শত জ্বালা,
শত কালকূট ঢালা,
ভুলি চেয়ে কার চোখে—নীল ইন্দীবর ?
বল্ দেখি, তুজনের কে হেন সুন্দর ? ৩

বল্ ভাই ! তুজনের কে হেন সুন্দর ?
কার মধুমাখা হাসে
প্রভাত কিরণ ভাসে,
বিরাজে বাসন্তী উষা সুমেরু উপর ?
কার তরে সন্ধ্যাকালে,
প্রকৃতি সোণার থালে,
আনে উপহার হীরা মাণিক নিকর ?
বল্ দেখি, তুজনের কে হেন সুন্দর ? ৪

বল্ ভাই ! তুজনের কে হেন সুন্দর ?—
সোণামুখী দিগঙ্গনা,
[illegible] করে অভ্যর্থনা,
কার মুখ চেয়ে [illegible] হাসে সুধাকর ?
[illegible] কার,
[illegible]
প্রাণ গ'লে ঢেউ চলে, তর তর তর ?
বল্ দেখি তুজনের, কে হেন সুন্দর ? ৫

বল্ ভাই ! তুজনের কে হেন সুন্দর ?—
আজিও মরত-বায়
লাগেনি কাহার গা'য়
স্বরগ-সৌরভ ভরা কার কলেবর ?
জগতের পাপলেশ
পরশেনি কার কেশ,
কে সে দেবতার শিশু, কে সে মনোহর ?
বল্ দেখি, তুজনের কে হেন সুন্দর ? ৬

বল ভাই ! তুজনের কে হেন সুন্দর,
সরলতা মধুরতা,
মিশিয়া রয়েছে কোথা ?
প্রীতি পবিত্রতা—যাহা ত্রিদিব উপর,
—মাখিয়া কাহার হিয়ে,
বিধি দেছে পাঠাইয়ে,
দেখা'তে এ মর পুরে দেবের আদর ?
বল্ দেখি, তুজনের কে হেন সুন্দর ? ৭

বল্ ভাই ! তুজনের কে হেন সুন্দর ?—
হেরি কার ক্ষুদ্র দেহ,
বুকে ওঠে প্রীতি স্নেহ,
মরমের তারে তারে বাজে সপ্ত স্বর !—
বল্ দেখি কার রূপ
প্রাণতোষ অপরূপ !
অনন্ত সন্তোষ লভে বিরক্ত অন্তর।
বল্ কে আমার চোখে এমন সুন্দর ? ৮

বল্—কে আমার চোখে এমন সুন্দর,
যদি তার ছবি নিয়ে
প্রাণে রাখি মিশাইয়ে,
পশিবে কি তার ছটা আমারো ভিতর ?
তারি মত নিরমল
হবে কি এ হৃদিতল,
পুনঃ কিরে ভেঙে চুরে গড়িবে ঈশ্বর ?—
এই আমি তারি মত হব কি সুন্দর ? ৯

লেখিকা—
"দিদি"

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৫ সংখ্যা। আশ্বিন ১৩০০—অক্টোবর ১৮৯৩। ৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন গবর্ণর জেনারেল—আগামী ডিসেম্বরে লর্ড ল্যান্সডাউনের সময় পূর্ণ হইতেছে। সার হেন্‌রী নরম্যান্ নূতন রাজপ্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন, ইনি কুইন্সল্যাণ্ডের শাসনকর্ত্তা। লর্ড লিটনের সময়ে ইনি সামরিক সেক্রেটরী ছিলেন।

মধ্যম রাজকুমারের রাজত্বলাভ—ইংলণ্ডেশ্বরীর ভাসুরের সম্প্রতি মৃত্যু হওয়াতে মধ্যম রাজকুমার জর্ম্মণির অন্তঃপাতী স্যাক্সিকেবার্গ রাজ্য পাইয়াছেন। ইনি ইহাঁর ভাগিনেয় জর্ম্মণ সম্রাটের অধীনস্থ রাজা হইলেন।

হোমরুল—গ্ল্যাডষ্টোনের প্রিয় আইরিস্ আইন বিল কমন্স সভার অনুমোদিত হইয়াছিল, কিন্তু লর্ড সভায় অধিকাংশের মতে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

কোরিন্থ যোজকের বিয়োজন—১১ বৎসরের চেষ্টায় বহু অর্থ ব্যয়ে কোরিন্থ যোজক কাটিয়া প্রায় দুই ক্রোশ দীর্ঘ একটী খাল হইয়াছে। গ্রীসরাজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মহা সমারোহে খাল খুলিয়াছেন।

রমণীর তিব্বত ভ্রমণ—কুমারী পেলার নাম্নী এক ইংরাজ রমণী তিব্বত দেশ ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য রীতিনীতি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিব্বৎ রমণীগণ সাহায্য না করিলে তাঁহার ঘোর বিপদ হইত।

বিশ্বজনীন ধর্ম্ম সভা—চিকাগোতে একটী নূতন ব্যাপার হইয়াছে, পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করা হইয়াছে, তাঁহারা একত্র হইয়া সকল ধর্ম্মের সার কথা শ্রবণ

কীর্ত্তন করিবেন। ভারতবর্ষ হইতে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বি বি নগরকার, জষ্টিস আমীর আলি ও সিংহলের ধর্ম্মপাল গমন করিয়াছেন। ১১ই হইতে ২৭এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার কার্য্য চলিবে এবং প্রতিদিন নিম্নলিখিত এক একটী বক্তৃতা হইবেঃ—

(১) অভ্যর্থনাসূচক বক্তৃতা,(২) ঈশ্বর, (৩)মনুষ্য, (৪) ধর্ম্ম মানবজাতির বিশেষ লক্ষণ, (৫) ধর্ম্ম-প্রণালীসমূহ, (৬) পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ, (৭) ধর্ম্ম ও পরিবার, (৮) ধর্ম্মের নেতা সকল, (৯) বিজ্ঞান ও সাহিত্যাদির সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ, (১০) ধর্ম্ম ও নীতি। (১১) ধর্ম্ম ও সামাজিক প্রশ্নসকল, (১২) ধর্ম্ম ও সভ্যসমাজ, (১৩) ধর্ম্ম ও মানব প্রীতি, (১৪) খৃষ্ট জগতের ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা, (১৫) খৃষ্টজগতের ধর্ম্মের পুনর্ম্মিলন, (১৬) সমুদায় মানব পরিবারের ধর্ম্মসম্মিলন, (১৭)ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ধর্ম্মে পূর্ণ ধর্ম্মের মূলসূত্র যাহা স্বীকৃত ও বিবৃত হইয়াছে।

রচনা পারিতোষিক—আগামী ১লা মার্চ্চের মধ্যে "শিশুপালন বা পিতৃভক্তি" দুইটীর অন্যতর বিষয়ে রচনা বঙ্গমহিলা মাত্রেই লিখিয়া প্রেসিডেন্সী সার্কেলের স্কুল ইনস্পেকটরের আফিসে পাঠাইতে পারেন। ইহা ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক রচনা। এবার ৮০ টাকা করিয়া দুইটী পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য।

প্রহেলিকার উত্তর—শ্রাবণ মাসের বামাবোধিনীতে যে প্রহেলিকা প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাহার উত্তর দিয়াছেনঃ—শ্রীমতী মৃণালিনী মুখোপাধ্যায় বহরমপুর, শ্রীমতী সত্যবতী দেবী ফতেগড়, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু চক্রবর্ত্তী নোয়াখালি, অবনীপ্রসাদ নিয়োগী ময়মনসিংহ ও শ্রীমতী অছিমন্নেসা খাতুন ছিদ্দিকা হবিবগঞ্জ। মৃণালিনীর উত্তর সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষকর।

বামাবোধিনীর মহোৎসব।

বামাবোধিনীর ত্রিংশ জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ২০এ ভাদ্র সোমবার সিটী কলেজ গৃহে ইহার হিতৈষী ও অনুরাগী বন্ধুদিগের এক বৃহৎ সম্মিলন হয়। প্রায় সহস্র ব্যক্তির সমাগমে কলেজ হল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অশীতিপর বৃদ্ধ মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয় চলৎশক্তিহীন হইয়াও উৎসাহভরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ ছিলেন। বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু এম এ এবং আরও অনেকগুলি বিদুষী রমণী মহিলাদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী হারমোনিয়ম সহকারে গীত হয়। বেথুন বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী ও ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় অতি সুস্পষ্ট সুমধুর স্বরে গান করিয়া শ্রোতৃগণের

চিত্ত মোহিত করেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী হারমোনিয়ম বাদন করেন।

সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

গাও জয় জগদীশ জয়, জয় জগদীশ-জয়।
আজি আনন্দ উৎসবে,
ভাই ভগ্নী মিলে সবে,
আনন্দে উৎফুল্লমন, প্রফুল্লহৃদয়।
অজ্ঞানা অবলা হীনা,
কারাবন্দী পরাধীনা,
কত দীনা বঙ্গাঙ্গনা বর্ণন না হয়;
দুর্ব্বলের যিনি বল,
দুঃখীর চিরসম্বল,
মুখ তুলে চেয়েছেন হইয়ে সদয়।
কে জানিত বল কবে,
অন্ধজনে চক্ষু পাবে,
মৃত দেহে জীবনের হইবে উদয়;
আজি নারী নরসাথে,
চলেছে উন্নতিপথে,
বাধা বিঘ্ন সব চূর্ণ আর কিবা ভয়?
পিতার প্রেমভাণ্ডার,
সদা অবারিতদ্বার,
সম-অধিকারী তাহে তনয়া তনয়;
এক পদে করি ভর,
কে হইবে অগ্রসর,
দুই পদে চল গতি হইবে নিশ্চয়।
পিতৃ-আজ্ঞা শিরে লয়ে,
সুপুত্র সুকন্যা হয়ে,
জ্ঞান ধর্ম্মে নারীনর সাজাও হৃদয়;
যাবে দুঃখ যাবে পাপ,
দূর হবে মনস্তাপ,
মানবসমাজ হবে সুখ শান্তিময়।

তৎপরে সম্পাদক বামাবোধিনীর গত জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে বিধাতার আশ্চর্য্য অপার করুণার জন্য ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ইহার ভাবী জীবনের কল্যাণ প্রার্থনা করেন।

অতঃপর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় ইংরাজীতে ওজস্বিনী ভাষায় একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন এবং সকলে তন্ময় হইয়া তাহা শ্রবণ করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় * "স্ত্রীজাতি, ইহাঁদের বর্ত্তমান সময়ের কর্ত্তব্য এবং আমাদের পরস্পরের দায়িত্ব।" স্ত্রীজাতি জনসমাজে হীন ও অজ্ঞান বলিয়া অনাদৃত, এজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন স্ত্রীজাতির প্রকৃত স্থান অতি উচ্চ, তাহা তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইতেছে না। গ্রীক, রোমান্, হিন্দু সকল জাতির বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পুরুষ নহেন, কিন্তু স্ত্রীলোক। "সরস্বতীর বরপুত্র" বলিয়া মহাকবি কালিদাসের এত গৌরব। তবে স্ত্রীজাতি উচ্চ জ্ঞানের অধিকারিণী বলিয়া কেন না সম্মানিত হইবেন এবং তাঁহাদের পদতলে বসিয়া জ্ঞানশিক্ষা করিয়া পুরুষগণ কেন না ধন্য হইবেন? পরে তিনি দেখান আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদিনের এত

* Womanhood; Its Mission at the present day, and our Relative Responsibility.

কীর্ত্তন করিবেন। ভারতবর্ষ হইতে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বি বি নগরকার, জষ্টিস আমীর আলি ও সিংহলের ধর্ম্মপাল গমন করিয়াছেন। ১১ই হইতে ২৭এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার কার্য্য চলিবে এবং প্রতিদিন নিম্নলিখিত এক একটী বক্তৃতা হইবেঃ—

(১) অভ্যর্থনাসূচক বক্তৃতা,(২) ঈশ্বর, (৩)মনুষ্য, (৪) ধর্ম্ম মানবজাতির বিশেষ লক্ষণ, (৫) ধর্ম্ম-প্রণালীসমূহ, (৬) পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ, (৭) ধর্ম্ম ও পরিবার, (৮) ধর্ম্মের নেতা সকল, (৯) বিজ্ঞান ও সাহিত্যাদির সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ, (১০) ধর্ম্ম ও নীতি। (১১) ধর্ম্ম ও সামাজিক প্রশ্নসকল, (১২) ধর্ম্ম ও সভ্যসমাজ, (১৩) ধর্ম্ম ও মানব প্রীতি, (১৪) খৃষ্ট জগতের ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা, (১৫) খৃষ্টজগতের ধর্ম্মের পুনর্মিলন, (১৬) সমুদায় মানব পরিবারের ধর্ম্মসম্মিলন, (১৭)ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ধর্ম্মে পূর্ণ ধর্ম্মের মূলসূত্র যাহা স্বীকৃত ও বিবৃত হইয়াছে।

রচনা পারিতোষিক—আগামী ১লা মার্চ্চের মধ্যে "শিশুপালন বা পিতৃ-ভক্তি" দুইটীর অন্যতর বিষয়ে রচনা বঙ্গমহিলা মাত্রেই লিখিয়া প্রেসিডেন্সী সার্কেলের স্কুল ইনস্পেকটরের আফিসে পাঠাইতে পারেন। ইহা ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক রচনা। এবার ৮০ টাকা করিয়া দুইটী পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য।

প্রহেলিকার উত্তর—শ্রাবণ মাসের বামাবোধিনীতে যে প্রহেলিকা প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণ তাহার উত্তর দিয়াছেনঃ—শ্রীমতী মৃণালিনী মুখোপাধ্যায় বহরমপুর, শ্রীমতী সত্যবতী দেবী ফতেগড়, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু চক্রবর্ত্তী নোয়াখালি, অবনীপ্রসাদ নিয়োগী ময়মনসিংহ ও শ্রীমতী অছি-মন্নেসা খাতুন ছিদ্দিকা হবিবগঞ্জ। মৃণা-লিনীর উত্তর সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষকর।

বামাবোধিনীর মহোৎসব।

বামাবোধিনীর ত্রিংশ জন্মোৎসব উপ-লক্ষে গত ২০এ ভাদ্র সোমবার সিটী কলেজ গৃহে ইহার হিতৈষী ও অনুরাগী বন্ধুদিগের এক বৃহৎ সম্মিলন হয়। প্রায় সহস্র ব্যক্তির সমাগমে কলেজ হল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অশীতিপর বৃদ্ধ মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয় চলৎ-শক্তিহীন হইয়াও উৎসাহভরে আসিয়া উপ-স্থিত হইয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ ছিলেন। বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু এম এ এবং আরও অনেকগুলি বিদুষী রমণী মহিলাদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী হারমো-নিয়ম সহকারে গীত হয়। বেথুন বিদ্যা-লয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী ও ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় অতি সুস্পষ্ট সুমধুর স্বরে গান করিয়া শ্রোতৃগণের

চিত্ত মোহিত করেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী হারমোনিয়ম বাদন করেন।

সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

গাও জয় জগদীশ জয়, জয় জগদীশ-জয়।
আজি আনন্দ উৎসবে,
ভাই ভগ্নী মিলে সবে,
আনন্দে উৎফুল্লমন, প্রফুল্লহৃদয়।
অজ্ঞানা অবলা হীনা,
কারাবন্দী পরাধীনা,
কত দীনা বঙ্গাঙ্গনা বর্ণন না হয়;
দুর্ব্বলের যিনি বল,
দুঃখীর চিরসম্বল,
মুখ তুলে চেয়েছেন হইয়ে সদয়।
কে জানিত বল কবে,
অন্ধজনে চক্ষু পাবে,
মৃত দেহে জীবনের হইবে উদয়;
আজি নারী নরসাথে,
চলেছে উন্নতিপথে,
বাধা বিঘ্ন সব চূর্ণ আর কিবা ভয়?
পিতার প্রেমভাণ্ডার,
সদা অবারিতদ্বার,
সম-অধিকারী তাহে তনয়া তনয়;
এক পদে করি ভর,
কে হইবে অগ্রসর,
দুই পদে চল গতি হইবে নিশ্চয়।
পিতৃ-আজ্ঞা শিরে লয়ে,
সুপুত্র সুকন্যা হয়ে,
জ্ঞান ধর্ম্মে নারীনর সাজাও হৃদয়;
যাবে দুঃখ যাবে পাপ,
দূর হবে মনস্তাপ,
মানবসমাজ হবে সুখ শান্তিময়।

তৎপরে সম্পাদক বামাবোধিনীর গত জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে বিধাতার আশ্চর্য্য অপার করুণার জন্য ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ইহার ভাবী জীবনের কল্যাণ প্রার্থনা করেন।

অতঃপর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু কালী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় ইংরাজীতে ওজস্বিনী ভাষায় একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন এবং সকলে তন্ময় হইয়া তাহা শ্রবণ করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় * "স্ত্রীজাতি, ইহাঁদের বর্ত্তমান সময়ের কর্ত্তব্য এবং আমাদের পরস্পরের দায়িত্ব।" স্ত্রীজাতি জনসমাজে হীন ও অজ্ঞান বলিয়া অনাদৃত, এজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন স্ত্রীজাতির প্রকৃত স্থান অতি উচ্চ, তাহা তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইতেছে না। গ্রীক, রোমান্, হিন্দু সকল জাতির বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পুরুষ নহেন, কিন্তু স্ত্রীলোক। "সরস্বতীর বরপুত্র" বলিয়া মহাকবি কালিদাসের এত গৌরব। তবে স্ত্রীজাতি উচ্চ জ্ঞানের অধিকারিণী বলিয়া কেন না সম্মানিত হইবেন এবং তাঁহাদের পদতলে বসিয়া জ্ঞানশিক্ষা করিয়া পুরুষগণ কেন না ধন্য হইবেন? পরে তিনি দেখান আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদিনের এত

* Womanhood; Its Mission at the present day, and our Relative Responsibility.

উচ্চ শিক্ষা যে বিড়ম্বনা মাত্র হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগকে মানুষ করিতে পারিতেছে না, ইহার প্রকৃত কারণ স্ত্রীলোকদিগের হীনাবস্থা ও শিক্ষাভাব। আমাদের মাতা, স্ত্রী, ভগিনী ও কন্যার প্রভাব আমাদিগের উপরে অসীম, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা নীচ হইয়া থাকিলে আমরা নিশ্চয়ই নীচ হইয়া যাইব। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আমাদের স্বাভাবিক শিক্ষয়িত্রী ও নেত্রী হইবার জন্য সৃজন করিয়াছেন, তাঁহারা সুশিক্ষিত, উন্নত, ও মহচ্চরিত্র হইলে গৃহের ও সমাজের মহাশক্তি হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের চরণের দিকে লইয়া যাইবেন। ইউরোপ ও আমেরিকার স্ত্রীজাতি সমাজোদ্ধারে মহাশক্তিরূপে কার্য্য করিতেছেন। তিনি পরে বলেন জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই স্ত্রীপুরুষের জন্য সমান প্রয়োজনীয়। পুরুষগণ ভক্তিহীন জ্ঞানী এবং স্ত্রীলোকগণ জ্ঞানহীন ভক্তিমতী হইবেন ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কে একথা বলিতে পারেন? আপনাদিগকে ও পুরুষজাতিকে উন্নত করা যেমন স্ত্রীলোকের কার্য্য, আপনাদিগকেও স্ত্রীজাতিকে উন্নত করা তেমনি পুরুষজাতিরও কর্ত্তব্য। পুরুষজাতি যে দয়া করিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতির সহায় হইবেন তাহা নহে, ইহা করিতে তাঁহারা ন্যায়তঃ বাধ্য। ইহা না করিলে তাঁহারা ঘোর অপরাধে অপরাধী ও সেই অপরাধের ফলভোগী হইবেন।

পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গদেশে সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার ইতিবৃত্ত অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়া প্রদর্শন করেন যে অনেক যত্ন, চেষ্টা ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া দেশহিতৈষী মহাত্মাগণ স্ত্রীশিক্ষার পথ একটু প্রসারিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কার্য্য এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে। সুশিক্ষিতা রমণীর সংখ্যা অঙ্গুলির অগ্রে গণনা করা যায়। অসংখ্য অসংখ্য রমণী এখনও প্রকৃত জ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত ও উন্নত করিতে না পারিলে আমাদের সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির আশা নাই। তিনি কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান যে এখন ইংলণ্ডে যে কিছু সংস্কার ও জনহিতৈষণার কার্য্য হইতেছে, তত্রত্য সুশিক্ষিতা মহিলারা তাহার তলে তলে রহিয়াছেন এবং পার্লেমেন্ট ও ইংরাজ সমাজকে তাঁহারাই চালাইতেছেন। আমাদের রমণীগণ শিক্ষিতা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ সমাজের মহাশক্তি হইবেন। বামাবোধিনীর তিনি একজন বহুদিনের লেখক এবং ইহার সঙ্গে একীভূত, এজন্য ইহার গুণের কথা না বলিয়া তিনি ইহার কার্য্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলেন। আজি কালি সভাসমিতি, স্ত্রীবিদ্যালয়, পত্রিকা, পুস্তক প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে স্ত্রীশিক্ষার যে সকল কার্য্য হইতেছে, এক সময় বামাবোধিনী একাকী সে সকল কার্য্য করিয়াছেন। বামাবোধিনী পয়ঃপ্রণালীর মত নানাবিধ

জ্ঞান অন্তঃপুরের অতি নিভৃত স্থান পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন। একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসর কাল ইনি এই কার্য্যে রত থাকিয়া ঈশ্বর কৃপায় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা সামান্য আনন্দ ও গৌরবের বিষয় নহে।

ইহার পর বামাবোধিনী সম্পাদক বক্তাদ্বয়কে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিয়া সভাস্থ সকল বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন, বিশেষতঃ ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের অধিষ্ঠানে সভার সকল অভাব পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মহোল্লাস প্রকাশ করেন। লাহিড়ী মহাশয় বাক্য অপেক্ষা তাঁহার ভাব ভঙ্গীদ্বারা তাঁহার অন্তরের গভীর আনন্দের পরিচয় দেন এবং স্ত্রীশিক্ষাহিতৈষী মহোদয়দিগকে ধন্যবাদ দিয়া এক একটী করিয়া উপস্থিত সকল মহিলাকে আশীর্ব্বাদ করেন। সভার কার্য্য অতি আনন্দের সহিত সমাহিত হয়। সভার আরম্ভে রঙ্গিল কাগজে মুদ্রিত সঙ্গীত সকলকে প্রদত্ত হয়, সভা ভঙ্গ সময়ে পুষ্পস্তবক বিতরণ করিয়া সভাস্থগণকে বিদায় দান করা হয়। জগদীশ্বর করুন্ বামাবোধিনী দীর্ঘজীবিনী হইয়া এইরূপ সম্মিলন সুখ উপভোগপূর্ব্বক তাঁহার করুণা ও মহিমার যেন সাক্ষ্যদান করিতে পারেন।

বালক আকবর এবং গুলবিবি।

মোগল সম্রাট হুমায়ুন স্বজাতীয় বৈরিবর্গের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া যখন করাচী হইতে আটকাভিমুখে পলায়ন করিতেছিলেন, সিন্ধুদেশের অন্তঃপাতী অমরকোট নগরে সেই সময়ে আকবরের জন্ম হয়। হুমায়ুনের কনিষ্ঠ সহোদর এবং একজন বৃদ্ধাদাসী বালক আকবরের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। এক বর্ষকাল অতিবাহিত না হইতে হইতে, খুল্লতাতের মৃত্যু হওয়াতে আকবরের আহার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের ভার ঐ দাসীর হস্তে সম্যক্ প্রকারে ন্যস্ত হয়। বৃদ্ধাকে সকলে গুলবিবি বলিয়া সম্বোধন করিত। গুলবিবি মিসর দেশীয় এক সম্ভ্রান্ত যবন বণিকের দ্বিতীয়া কন্যা; ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তনে আজি মোগল রাজপ্রাসাদে দাসীত্বে নিযুক্তা। হুমায়ুন ইহাকে প্রধানা দাসীপদে নিয়োজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দাসীর ন্যায় কখনই ব্যবহার করিতেন না। স্বভাব, সুশিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য্য এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য গুলবিবি মোগল সমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। দাসীর অধীনে পালিত হইয়া আকবরের বুদ্ধি ও শিক্ষার এতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল যে, আবুল ফজল গুলবিবিকে "আকবরের মাতা এবং শিক্ষা গুরু" বলিয়া সম্বোধন করিয়া গিয়াছেন।

গুলবিবির নিকটেই বালক আকবরের পারস্য ও আরব্য ভাষার শিক্ষা হয় এবং তাঁহারই যত্নে তাঁহার স্বভাবের সৌন্দর্য্যও বিকশিত হয়। দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বহুবর্ষ পর্য্যন্ত মহামতি আকবর যে সকল অনন্যসাধারণ গুণ দ্বারা ভারতকে বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বৃদ্ধা গুলবিবিই তাহার মূল। স্ত্রী-বুদ্ধি বিকৃত হইলে যেমন প্রলয়ঙ্করী, সুমার্জিত হইলে তেমনি শুভকরী। শিক্ষিতা ও ধার্ম্মিকা রমণীর হস্তে বালকের ভার ন্যস্ত হইলে বালকের ভবিষ্য জীবনের এতদূর উন্নতি হয়, গুলবিবি ও আকবর তাহার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। অতি বাল্যাবস্থাতেই আকবর কিরূপ বুদ্ধিশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা কোনও সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পারস্য পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

হুমায়ুন বাদসা আপন বৈরিবর্গকে পরাস্ত করিয়া যখন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন, সেই সময়ে আকবর এবং গুলবিবি উভয়েই দিল্লীতে আনীত হয়। হুমায়ুন আকবরকে নিতান্ত ভাল বাসিতেন এবং সততই আপনার চক্ষুর সম্মুখে রাখিতেন। ক্রমে আকবরের বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইলে, রাজবিধি, বিচার এবং ন্যায় শিক্ষা দিবার জন্য, হুমায়ুন কখনও কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযোগের বিচার ভার আকবরের হস্তে ন্যস্ত করিতেন।

এক দিবস হুমায়ুন হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অপরাহ্নে বায়ু সেবন করিতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে ক্ষত্রিয়-জাতীয় এক হিন্দু বণিক্ সসম্মান সেলাম করতঃ সম্রাট্ সমীপে এই বলিয়া নিবেদন করিল যে, "মহাত্মন্"! আপনার ধর্ম্ম-ময়ী নগরী মধ্যে এ পর্য্যন্ত কাহারও একটি কপর্দ্দকও অপহৃত হয় নাই, কিন্তু পঞ্চ-সহস্র রৌপ্য মুদ্রা বঞ্চনা করিয়া একব্যক্তি আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে; আমি তিন মাস কাল ব্যাপিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কেহই আমার চীৎকারে কর্ণপাত করেন নাই। আপনি কৃপা না করিলে আমি ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়া যাইব।" সম্রাট হুমায়ুন এই অভিযোগের বিচারের ভার বালক আকবরের হস্তে ন্যস্ত করিলেন।

যথাসময়ে ক্ষত্রিয়জাতীয় বণিক্ বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া অভিযোগ-মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার বক্তব্য বিষয় এইরূপে বর্ণন করিল:— "মহাত্মন্! আমি জাতিতে ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মে হিন্দু এবং ব্যবসায়ে বণিক্। গত বৎসর কোনও দূরদেশে সস্ত্রীক তীর্থ দর্শন করিবার অভিলাষে দিল্লী পরিত্যাগ করি। দিল্লী নগরী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে আমার গৃহে ৫ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা ছিল, আমি ঐ মুদ্রা আমার স্বজাতীয় একজন মহাধনী এবং বিখ্যাত বণিকের বাটীতে জমা রাখিয়াছিলাম। একটি সুবৃহৎ কার্পেট বন্ধন (ব্যাগ) মধ্যে মুদ্রা

সমূহ রক্ষা করিয়া উহা দিল্লীর নির্ম্মিত কঠিন তালা দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছিল; তদনন্তর লোহিতবর্ণের স্থূল বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা গালিচা-বন্ধনটিকে সুন্দর ও কঠিন রূপে আবৃত করিয়া চারিদিকে সেলাই করিয়া দিয়াছিলাম, ঐ সেলাইয়ের উপরে পারস্য ভাষায় আমার নামের মোহরটিকে লাক্ষা সহযোগে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলাম। বহুদিন পরে আমরা তীর্থদর্শন করিয়া সস্ত্রীক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। আমাদিগের আত্মীয় বণিক্ মহাশয় সাদরে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করেন এবং পর-দিবসে তোমাদের গচ্ছিত দ্রব্য নিরাপদে পুনর্গ্রহণ কর" বলিয়া আমাদের হস্তে ঐ গালিচা-বন্ধনটিকে প্রত্যর্পণ করেন। ব্যাগ খুলিয়া বিস্ময় ও বিষাদের সহিত দেখিলাম, উহার সেলাই, লাক্ষামোহর প্রভৃতি সমুদায় ঠিক্ আছে, কিন্তু অভ্যন্তরে রৌপ্য মুদ্রা নাই, কেবল কতকগুলি যমুনানদীর তীরদেশসংগৃহীত শুভ্রবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড! ওজন করিয়া দেখিলাম, গচ্ছিত ব্যাগের ওজন এপর্য্যন্ত ঠিক্ আছে, রতি মাষা কম নাই!! মহাত্মন্! এই অপূর্ব্ব বঞ্চনা দ্বারা আমার আত্মীয় সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। বিচারালয়ে অপরাধীর দণ্ড এবং আমার অপহৃত অর্থের পুনরুদ্ধার না হইলে আমার জীবন ধারণের ভরষা নাই।" বালক আকবর, অভিযোক্তার সমুদয় কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতঃ তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন যে, "যত শীঘ্র পারি, তোমার অর্থের পুনরুদ্ধার করিয়া প্রকৃত অপরাধীর সমুচিত দণ্ড-বিধান করিব।" বণিক্ সন্তোষ সহকারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এদিকে, অন্যতম ক্ষত্রিয় বণিক্‌কে আহ্বান করিয়া আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই অভিযোগ সম্বন্ধে কি বলিতে ইচ্ছা কর?" বণিক্ বলিল, "মহাত্মন্! লাক্ষার মুদ্রাঙ্কন, ওজন, সেলাই, আবরণ প্রভৃতি সকল বিষয়ই সুন্দররূপে সংরক্ষিত; ওজনের এক রতি মাষা ন্যূন নাই; বোধ হয় ঐ দুষ্ট ক্ষত্রিয় আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য প্রোক্ত কার্পেট বন্ধনে প্রস্তর স্থাপন করিয়া, পঞ্চ সহস্র মুদ্রার মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে।" আকবর, ইহাকেও সান্ত্বনা করিয়া সহাস্যবদনে বিদায় দিলেন।

এইরূপে একপক্ষকাল অতিবাহিত হইলে, এক দিবস মধ্যাহ্নকালে বালক আকবর সম্রাট হুমায়ুনের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া এক ক্ষুদ্র শাণিত ছুরিকা দ্বারা পিতার পরম রমণীয় বহুমূল্যবান্, পুরাতন অথচ সুবৃহৎ উপাধানটিকে (বালিস) স্বহস্তে গ্রহণ করতঃ গোপনে তাহার মধ্যদেশের সামান্য অংশ কর্ত্তন করিয়া দিলেন। এই বালিসটি সম্রাট বাবরের সমসাময়িক; সম্রাট্ ভিন্ন কাহারও ইহাতে শরীর স্পর্শের অধিকার ছিল না। বালিসের সেলাই এমন চমৎকার ছিল যে, এত বর্ষ বিগত হইয়া গিয়াছে,

তবুও যেন ইহা সম্পূর্ণ নূতন। আকবর ইহা কর্ত্তন করিয়া, গুলবিবির নিকটে গমন করতঃ কহিলেন যে, আমি কোনও কারণে পিতা মহাশয়ের প্রিয় বালিসটি কাটিয়া ফেলিয়াছি; কল্য প্রাতে কাছারীর সময়ে সম্রাট শিরোধানের এরূপ অবস্থা দেখিলে আমার উপরে নিতান্ত বিরক্ত হইবেন। মাতঃ! আমি এমন একজন কার্য্যকুশল চতুর দর্জ্জী চাই, যে ব্যক্তি খুব কৌশল সহকারে সেলাই করতঃ এই বালিসকে পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত করিতে পারে।

গুলবিবি কেবল প্রাসাদের সমাচারে অভিজ্ঞ ছিলেন এমত নহে, দিল্লী নগরীর সমগ্র অংশ তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তিনি আকবরকে বলিলেন "এই সহরে কেবল এইরূপ একজন মুসলমান দর্জ্জী আছে, যে ব্যক্তি তোমার অভিলাষ পরিপূরণ করিতে পারে।" গুলবিবি তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দর্জ্জী আসিয়া শিরোধানের সেলাই ক্রিয়া এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলসহকারে সম্পন্ন করিল যে, বালিসের ছিন্নতা আর সহজে দেখা যায় না অথচ গুজনও পূর্ব্বের মত ঠিক্ রহিল।

বালক আকবর, দর্জ্জীকে গোপনে এক গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন এবং বহু পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কার্পেটবন্ধনের সেলাই শিখাইতে পার কি?" দর্জ্জী দিল্লীর অধিবাসী, সুতরাং বণিকের অভিযোগ সম্বন্ধে সহরে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। সম্রাটপুত্রের কথার মর্ম্মে দর্জ্জী তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিয়া দিল। আকবর দোষী বণিকের যথাবিধি দণ্ড দিলেন এবং নির্দ্দোষী বণিকের হস্তে পঞ্চসহস্র মুদ্রা দিয়া তাহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে গুর্ব্বী গুলবিবির গৃহে গমন করিলেন।

যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী তাঁহারা এই ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত হইতে একটি মহৎ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। স্ত্রীলোকের শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইলে পুরুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীলোক সমাজের অর্দ্ধাংশ এবং পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী, স্ত্রীলোকের উন্নতি না হইলে পুরুষ এবং পুরুষ সমাজের উন্নতি অসম্ভব। সামান্যা দাসীকর্ত্তৃক লালিতা ও পালিতা হইয়া যদি আকবরের ন্যায় মহাপুরুষের উদ্ভব সম্ভব হয়, তাহা হইলে না জানি হতভাগ্য ভারতের সমগ্র নারীসমাজ শিক্ষিতা ও ধার্ম্মিকা হইতে পারিলে ভারতের ভাগ্যচক্র কি অসাধারণ সুন্দর শক্তি ধারণ করে!

বাঙ্গালা প্রবচন।

ল।

১। লঘুপাপে গুরুদণ্ড।

২। লঙ্কাকাণ্ড।

৩। লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রি,
নিয়ে এলেন হরিদ্রি।

৪। লঙ্কায় রাবণ মলো,
বেউলো কেঁদে রাঁড় হলো।

৫। লঙ্কার বাণিজ্য ক্ষেতের কোণা।

৬। লজ্জা নাহি যায়,
রাজা হারে তায়।

৭। লজ্জা নারীভূষণং।

৮। লম্বা কোঁচা ফতো জারি।

৯। ললাটের লেখা বল
কে খণ্ডিতে পারে ?

১০। লক্ষ বাঁটুল পক্ষ তীর,
তবে হয় হাত স্থির।

১১। লক্ষ্মণের মত দেবর হোক্।

১২। লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

১৩। লক্ষ্মী আস্তে কি দুওরে আগড় ?

১৪। লক্ষ্মী চঞ্চলা !

১৫। লক্ষ্মীছাড়ার ঝক্কি বড়।

১৬। লক্ষ্মীর পো ভিক্ষে মাগেন।

১৭। লক্ষ্মীর বরযাত্র।

১৮। লক্ষ্মীর বেটী ফক্কী।

১৯। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।

২০। লাউ শাকের বালি,
আর অন্তরের কালি।

২১। লাখ কথা না হলে বে হয় না।

২২। লাখ কথার এক কথা।

২৩। লাখ টাকা লাখ টাকা,
হুকুড়ী দশ টাকা।

২৪। লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন।

২৫। লাগে তীর না লাগে তুক্ক।

২৬। লাজের মাথায় পড়ুক বাজ,
সার গিয়ে আপনার কাজ।

২৭। লাজে বৌ ভাত খান না,
চাল্‌তা হেন গ্রাস।

২৮। লাজ নাইকো যার,
রাজা হারে তার।

২৯। লাট সাহেব !

৩০। লাঠির আগে ভূত ভাগে।

৩১। লাড়ার মার ভাঁড়া।

৩২। লাথি মেরে পায়ে গড়।

৩৩। লাথি চড়ে নাহি লাজ,
আমার নাম কবিরাজ।

৩৪। লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়ে।

৩৫। লাথির ঢেঁকি কি চড়ে উঠে ?

৩৬। লাফয়ে চাঁদ ধরা।

৩৭। লাভ লোকসান জেনে,
চাষ করে না সোনার বেণে।

৩৮। লাভের গুড় পিঁপড়ে খায়।

৩৯। লিখিলে পড়িলে মরিবে দুঃখে,
মৎস্য ধরিবে, খাইবে সুখে।

৪০। লুকয়ে খেলে শুকয়ে যায়।

৪১। লুণ খাই যার, গুণ গাই তার।

৪২। লুণ আন্তে পান্তা ফুরায়।

৪৩। লেখা পড়া ঘণ্টা নাড়া।

৪৪। লেখা পড়া করে যেই,
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।

৪৫। লেখা পড়া যেমন তেমন
কপাল মাত্র গোড়া;
চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ান,
রামা চড়ে ঘোড়া।

৪৬। লেঙ্‌টার ঘরে চুরি।

৪৭। লেজ ধরে সিন্ধু পার।

৪৮। ন্যেজে পা দেছে।

৪৯। লেবু টেবু সব আছে।

৫০। লেবু রগড়ালেই তিত।

৫১। লোক দেখানে ভালবাসা,
ভাদ্র মাসের কচি শশা;
দেখলে তারে হয় লোভ,
খেলে পরে পিত্তের কোপ।

৫২। লোকে বলে আছ ভাল,
সালুক খেয়ে দাঁত কাল।

৫৩। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

৫৪। লোহা জব্দ কামার বাড়ী,
মেয়ে জব্দ শ্বশুর বাড়ী।

৫৫। লোহার কার্ত্তিক।

৫৬। লোহা পাথরে যুদ্ধ করে,
শোলা দিদি পুড়ে মরে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(৩৪৪ সংখ্যা ১৪৮ পৃষ্ঠার পর)

আজি ভারতে ভালবাসার বড় "টানা টানি" পড়িয়াছে। অন্যান্য দেশের পক্ষে যাহাই হউক, ভারতের পক্ষে ইহা হাসিয়া উড়াইবার কথা নহে। —সদ্ভাবের কীর্ত্তিমন্দির, অমায়িকতার শিক্ষাগৃহ, প্রেমের আনন্দমঠ ভারতভূমি আজি যে ভালবাসা হারা হইয়াছেন, ইহা হাসিবার কথা নহে; প্রেমময়ী ভারত ভূমি আজি যে বিবাদের রাজ্য, ইহা বড় সর্ব্বনাশের কথা। যে দেশে ভ্রাতৃ-ভগ্নীভাব শিখাইতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার জন্ম হইয়াছিল, সে দেশে নানা রকমের বিবাদ! সে দেশে ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ। সকলের ধর্ম্মেই বলিতেছে "দেবতায় ভক্তি কর, সংযতেন্দ্রিয় হও, সত্যপ্রিয় হও, পরোপকারে আত্মোৎসর্গ কর"—প্রভেদ নাই এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু প্রধান নীতি গুলির যখন সামঞ্জস্য আছে, তখন বিবাদ "অপরিহার্য্য" নহে। ভারতে পরস্পরের সামাজিক আচার ব্যবহার লইয়াও বিবাদ; সকলেরই কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলিতেছে "যাহা সত্য, যাহা ন্যায়সঙ্গত, যাহা জনসমাজের হিতকর, তাহাই গ্রহণীয়" তথাপি দারুণ বিবাদ। আজি ভারতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ত্রুটি ধরিয়াও পরস্পরে বিবাদ। পারিবারিক ঘটনা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অনেক সময়ে তুচ্ছ বিষয়—যাহা এক কথায় মীমাংসা হইতে পারে, এ রকম তুচ্ছ বিষয় লইয়াও গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান ভারতবাসীর সামাজিক বিবাদ বা জাতীয় বিবাদের মূলেও অনেক সময়ে

সেইরূপ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনা পরিলক্ষিত হয়! জগতের নরনারী সকলেই এক বিশ্বমাতার সন্তান, মা'কে যিনি যেমন করিয়া ডাকিতেছেন, তাঁহার সেই ডাকই মা'র চরণে পৌছিতেছে, তথাপি ভাই ভগিনীদিগের মধ্যে দারুণ বিবাদ। এ-বিবাদ স্নেহভাবে ত্রুটি বুঝাইয়া দেওয়া নহে, এ বিবাদ ভাল বাসিয়া দোষ সমালোচনা নহে, এবিবাদ কোনও মঙ্গলের আশয়ে নহে, কেবল হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া বিবাদ!—তীব্র গালি, মর্ম্ম-ভেদী বিদ্রূপ, নিদারুণ বিবাদ! কোথায় বা সেই ভ্রাতৃভগ্নীভাব আর কোথায় বা এই সাপত্ন্য ঈর্ষ্যা! কোথায় বা সেই সদ্ভাব আর কোথায় এই শত্রুতা! লিখিতে লজ্জা করিতেছে কত জ্ঞানী ব্যক্তি—লোকে যাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করে, এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি, এই বিবাদের পক্ষসমর্থক, পৃষ্ঠপোষক অথবা স্বয়ং প্রবর্ত্তকরূপে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন!! জ্ঞান যদি সুনীতির পোষক না হইল, তবে সে জ্ঞান "ভারবহন" মাত্র; বিশেষতঃ অজ্ঞান মূর্খের অপরাধ অপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তির দোষই অধিকতর গ্রহণীয়।

এই সকল শোচনীয় ঘটনার আনুষঙ্গিক কারণ যতই থাকুক না, প্রধানতঃ পরস্পরের ভালবাসার অভাবেই এ সকল বৈষম্য। কেহ যে কাহারও হৃদয় বোঝেন না, কেহ যে কাহারও অবস্থা ও উপযোগিতা বিবেচনা করেন না, কেহ যে কাহাকে সহানুভূতি দিতে পারেন না, সে কেবল ভালবাসা নাই বলিয়া। যাহাকে ভালবাসি, তাহার ভ্রম কি ত্রুটি দূরে যাউক, সে যদি প্রকৃত দোষী হয়; তথাপি সে ক্ষমা পাইয়া থাকে—এ ক্ষমা পক্ষপাতিতা নহে; দোষীকে ভাল বাসিলেই দোষের "ইতিবৃত্ত" বুঝিতে পারা যায়, দোষীর হৃদয়ে ও ঘটনাবলীতে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়, "তাহার অবস্থায় পড়িলে এরকম দোষ অনিবার্য্য" একথা স্বতঃই মনে আসিবে। তখন ক্ষমা করা অতি সহজ। শুধু ক্ষমা নহে, দয়া, বিনয়, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ এ গুলিতো ভালবাসা হইতে জন্মে; নচেৎ এ জগতে কে কার? সকলেই স্বার্থপরতায় অন্ধ, হিংসা দ্বেষ অহঙ্কারের ফলে কেবলই বিবাদ, কেবলই শত্রুতা। তাই বলিতেছি সকলেই যদি সকলকে ভাল বাসেন, সকলেই যদি সকলকে বিশ্বজননীর সন্তান বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এ সকল শোচনীয় ঘটনার পরিবর্ত্তে বিশ্বজনীন সদ্ভাব সকলের আয়ত্ত হয়, এই মানবরাজ্য দেবরাজ্য বলিয়া অনুভূত হয়।

একথা তুমি আমি বুঝিতেছি, কিন্তু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, সিসিরোর বাগ্মিতা, কোম্‌তের দর্শন, মিলের যুক্তি যখন ভবিষ্যতের অন্ধকারে লীন ছিল, তাঁহাদের জাতিদের অস্তিত্ব যখন জগতের সভ্য জগতের অজ্ঞাত ছিল, তখন ভারতীয় আর্য্যগণ এ সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বুঝিতে পারিয়া সর্ব্ব

সাধারণের কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট করিতে, তাহাদিগকে বিশ্বজনীন সদ্ভাবে অভ্যস্ত করাইতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাই এক একবার ভরসা হয়, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হইলে বুঝি বা ভারতের লুপ্ত প্রায় সদ্ভাব আবার ফিরিয়া আসিবে! তাই ভরসা হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হইলে বুঝি বা সকলেই ভাই, সকলেই ভগিনী হইবে! বুঝি প্রেমসাধক আর্য্যগণের মহামন্ত্র ব্যর্থ হইবে না। বুঝি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার জন্ম নিষ্ফল হইবে না!

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সদ্ভাবের পরিণতির অবস্থাকে প্রেম বলে। বলিয়াছি যেমন কলিকা ও ফুল, সেইরূপ সদ্ভাব ও প্রেম। সদ্ভাব হইতে পর আপনার জন হয়, প্রেম হইতে পর প্রেমিক নিজেই! সদ্ভাব বলেন "এই জগতে যত নর নারী সকলেই এক মায়ের সন্তান;" প্রেম মানবকে বলেন "এ যত মানব দেখিতেছ, এ সব তুমিই"! "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই হইল সদ্ভাবের কথা, আর "আত্মবৎ সর্ব্বভুতেষু" এই হইল প্রেমের কথা! হৃদয়ে হৃদয়ে যে একটুকু ব্যবধান, প্রেম তাহা সহিতে পারে না, প্রাণে প্রাণে যে একটুকু প্রভেদ, প্রেম তাহা সহিতে পারে না। সদ্ভাব সকলের মুখে হাসি দেখিতে চায়, সকলের বুকে সুখ দেখিতে চায়! প্রেমিক নিজে সন্ন্যাসী ভিখারী হইয়া পরের সুখ বাড়াইতে চায়! প্রেমিক বুদ্ধ—প্রেমিক চৈতন্য কিসের জন্য সংসার ছাড়িয়াছিলেন? প্রেমময়ী মীরা বাই—করমেতো বাই কিসের জন্য পথের ভিখারিণী হইয়াছিলেন? কেবল প্রেমের জন্য। প্রেমিক বিশ্বেশ্বরকে—এই অনন্ত বিশ্বের সম্রাটকে আপনার বুকের ভিতর পূরিয়া রাখিয়াছেন। প্রেমিক পঞ্চভূতের সমষ্টিও নহে, ইন্দ্রিয়ের—একাদশ ইন্দ্রিয় অধিকারীও নহে; প্রেম, কায়মনোবাক্যে প্রেমিককে ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করিয়াছে, প্রেমিক সেই ঈশ্বরের। প্রেমের সহিত ধর্ম্মের মিলন অপরিহার্য্য। ধার্ম্মিক বলিতে প্রেমিক বুঝায়, প্রেমিক বলিতে ধার্ম্মিক বুঝায় একথা তুমিই বুঝিয়াছিলে, হিন্দু আর্য্য তুমিই বলিয়া গিয়াছ—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

অর্থাৎ "ঈশ্বরে যোগ যুক্তাত্মা ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আপনাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে সর্ব্বভূতকে আপনার মধ্যে দেখেন" ইহাই প্রেমের চরমোৎকর্ষ! এমন স্বর্গীয় কথা যে জাতি বলিয়াছেন, সে জাতি মানব কি দেবতা, পাঠক পাঠিকা স্বয়ং তাহার বিচার করুন।

প্রকৃত পতিপ্রাণা রমণী সপত্নী-সন্তানকে "পর" ভাবিতে পারেন না, স্বামীর সন্তান বলিয়া, স্বামীর ধন বলিয়া তাহাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন; সেইরূপ প্রকৃত ধার্ম্মিক কোনও ব্যক্তিকে পাপী বলিয়া, কোনও সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত বলিয়া,

ঘৃণা বা অবহেলা করিতে পারেন না!—সকল মানব ঈশ্বরের সৃজিত বলিয়াই তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন; শত্রুতা কি বিদ্বেষ বলিয়া যে কোন পদার্থ আছে, প্রেমিক তাহার অস্তিত্ব অবগত নহেন। বিশ্বপ্রেমিক দেবতা যীশুখৃষ্ট মৃত্যু কালে প্রাণহন্তাদিগের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, বিশ্ব-প্রেমিক দেবতাগণেরই এ কার্য্য সম্ভবে। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের কথা অনেকেই জানেন; প্রহ্লাদ হরিভক্ত ছিলেন বলিয়া অধার্ম্মিক পিতা হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদের প্রতি পাশব অত্যাচার করেন; কিন্তু জগ-দীশ্বরের কৃপায় প্রহ্লাদের কোনও অনিষ্ট হইল না; হরিভক্ত প্রহ্লাদ, পিতৃরূপী অসুরের সহস্র চেষ্টাতেও মরিল না! মরিল না কেন?—যিনি তোমার আমার মত অভক্ত অকৃতজ্ঞ মানুষগুলাকে আপনা দিয়া সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত প্রহ্লাদের রক্ষার্থে তিনিই সহায় হইলেন, তাই প্রহ্লাদ মরিল না। ইহাতে হিরণ্যকশিপু অধিকতর কুপিত হইয়া পুরোহিতদিগকে আদেশ দিলেন প্রহ্লাদকে অভিচার ক্রিয়া দ্বারা বিনাশ করিতে হইবে। পুরোহিতেরা অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন, সেই পাঠ্য মন্ত্র প্রজ্বলিত অগ্নি হইয়া প্রহ্লাদের পরিবর্ত্তে দুরাশয় পুরোহিতগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। প্রহ্লাদতো হিংসাপরায়ণ মানব নহেন যে শত্রুর বিপদে আনন্দ উপভোগ করিবেন! প্রহ্লাদ মনুষ্যত্ব অতিক্রম করিয়া দেবতা হইয়াছেন কিনা, জগদীশ্বরের চরণে আপনা উৎসর্গ করিয়া প্রহ্লাদ "আপনাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে ও সর্ব্বভূতকে আপনার মধ্যে" দেখিতে-ছেন কিনা, তাই এ "শোচনীয়" দৃশ্য দেখিয়া প্রহ্লাদের বুক ফাটিয়া গেল, প্রহ্লাদ কাতর কণ্ঠে তাঁহার প্রাণের হরিকে, ডাকিতে লাগিলেন।—

"সর্ব্বব্যাপিন্! জগদ্রূপ! জগৎস্রষ্টঃ জনার্দ্দন!
পাহি বিপ্রানিমানস্মাদ্ দুঃসহান্ মন্ত্রপাবকাৎ॥
যথা সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী জগদ্‌গুরুঃ।
বিষ্ণুরেব তথা সর্ব্বে জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ॥
যথা সর্ব্বগতং বিষ্ণুং মন্যমানো ন পাবকম্।
চিন্তয়াম্যরিপক্ষো২পি জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ॥
যে হন্তুমাগতা দত্তং যৈর্বিষং বৈর্হুতাশনঃ।
যৈর্দিগ্‌গজৈরহং ক্ষুণ্ণো দষ্টঃ সর্পৈশ্চ যৈরপি॥
তেষ্বহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপো২স্মি ন ক্বচিৎ।
তথা তেনাদ্য সত্যেন জীবন্ত্বসুরযাজকাঃ॥"

কি অমৃতময় কথা! যে কেহ প্রহ্লা-দের জীবন বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, প্রহ্লাদ তাহাদের কাহাকেও শত্রু জ্ঞান করেন নাই! প্রহ্লাদের জীবনবিনাশে সঙ্কল্পকারীপুরোহিতগণের জীবন ভিক্ষার্থে প্রহ্লাদের এত দীনতা! প্রহ্লাদ প্রেমিক বলিয়াই এ সব কথা বলিতে পারিয়াছেন, প্রেমে মানুষের "মনুষ্যত্ব" ঘুচিয়া যায়, মানুষ দেবতা হয়!

কিন্তু আগে সদ্ভাব চাই! কলিকা না হইলে ফুলের বিকাশ হয় না; সদ্ভাব অভাবে হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ হইবেই হইবে। সদ্ভাবের সাধনায় সিদ্ধ হইতে না পারিলে প্রেম-সাধক হওয়া যায় না।

প্রেমে সাধারণের অধিকার নাই—সদ্ভাবেই সাধারণের অধিকার। সদ্ভাবের অনুশীলনে সাধারণের সাধারণত্ব ঘুচিয়া যখন বিশেষত্ব জন্মে, তখন তাঁহারা প্রেমের সাধক হইতে পারেন। প্রেম সাধারণের ধারণার অতীত। মহাপ্রাণ দূরদর্শী আর্য্যগণ এই কারণেই ব্রত প্রথা প্রভৃতি প্রবর্ত্তন করেন। এই সকল ব্রত প্রথা, অন্ধভাবে গ্রহণ করিলে কোনও ফল হয় না—যদি আমরা চক্ষুষ্মান্ কি চক্ষুষ্মতী হইয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে ইহাতেই কতক দূর "মনুষ্যত্ব" শিক্ষা পাইতে পারি। এজগতে প্রহ্লাদ দধিচ ক্বচিৎ জন্মগ্রহণ করেন, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বা বিদ্যাসাগর মহাশয় দৈবাৎ জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তোমার আমার মত "হরে, পুঁটীর" মত অসঙ্খ্য মানব নিত্যই জন্মগ্রহণ করিতেছে। আমরা—সাধারণ নর নারীগণ যাহাতে "হৃদয়" লাভ করিতে পারি—এই ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ হৃদয়ে যাহাতে "সমগ্র জগৎ এক পরিবার" এই বিশ্বজনীন সদ্ভাব ধারণা করিতে পারি সেই অভিপ্রায়ে আর্য্যগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। এখনও কি সুরুচিপ্রাপ্ত দেশীয় ভ্রাতা ভগিনীগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রবর্ত্তক আর্য্যগণকে "কুসংস্কার প্রবর্ত্তক" বলিয়া মনে করেন? এখনও কি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভ্রাতৃভাব ভগ্নীভাব—নিষ্কাম ভালবাসার অনুশীলন করিতে বিরত থাকেন? এখনও কি ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকে "কুসংস্কার" মনে করিয়া ভাই ভগিনী ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে পর হইয়া রহিবেন? প্রিয় পাঠিকা ভগিনি! এমন কাজ তুমি কখনই করিও না, এমন অমূল্যনিধি হেলায় হারাইলে আমাদেরই ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে কাঁটা পড়িবে, আমাদেরই মনুষ্যত্ব লাভ হইবে না! (ক্রমশঃ)

ভারতীয় য়িহুদী।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বোগদাদ, বুশায়ার এবং অন্যান্য কয়েকটী আরবীয় প্রদেশ হইতে বিংশতি জন য়িহুদী সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আগমন করে। এক্ষণে ভারতে যে সকল য়িহুদী দেখা যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই ইঁহাদিগেরই বংশ। পৃথিবীর অনেক দেশে য়িহুদীরা রাজা ও দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া থাকে, এই জন্য অনেক য়িহুদী এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। অপর রাজ্য অপেক্ষা ব্রিটিষ শাসনাধীন ভারতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্বাধীনতা ও শান্তি উপভোগ করিতে পারিবে এই বাসনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া উক্ত বিংশতি জন য়িহুদী এদেশে আগমন করে। বোম্বাই নগর ভারতের বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপযোগী নগর নগরীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান

এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী হওয়াতে ঐ নগর হইতে বিভিন্ন দেশ প্রদেশের সহিত আমদানী রপ্তানি করিবার বিশেষ সুবিধা, এইজন্য উহারা ঐ নগরেই প্রথমে বসতি করে। য়িহুদী জাতি অতি প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্য কার্য্যে সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়া আসিতেছে, সুতরাং এই ভারতপ্রবাসী য়িহুদীগণ অচিরাৎ বাণিজ্যকার্য্যে যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। ক্রমে ইহাঁরা একদিকে চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ এবং অপর দিকে মিসর, ইটালী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে ভারতজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি এবং তত্তৎদেশ হইতে ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করিতে আরম্ভ করিলেন। চীনদেশে অহিফেন রপ্তানি করার কার্য্য ক্রমে ইহাদিগের একচেটিয়া হইয়া উঠিল। অহিফেন ব্যবসায়ে ইহাঁদিগের উদ্যম, কার্য্যতৎপরতা ও দক্ষতার প্রমাণ পাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ইহাঁদিগের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। ক্রমে এই য়িহুদীদিগের বংশ ভারতের অন্যান্য স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। আজকাল ভারতের অনেক প্রধান নগরে প্রায়ই দু চারি জন য়িহুদী দেখা যায়, কিন্তু বোম্বাই ও কলিকাতাই ইহাদিগের প্রধান বাসস্থান।

ভারতবাসী য়িহুদীগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী প্রাচ্য য়িহুদী, দ্বিতীয় শ্রেণী বেনি-ইজ্‌রেল, এবং তৃতীয় শ্রেণী কোচিন্ য়িহুদী নামে খ্যাত। প্রাচ্য য়িহুদীগণই উচ্চশ্রেণীর য়িহুদী বলিয়া পরিচিত। ইহাঁরা য়িহুদী জাতির ব্রাহ্মণ। ধনে, মানে, বিদ্যায় য়িহুদী সমাজে ইহাঁরাই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। ইহাঁরা প্রায়ই ইয়োরোপীয়দিগের ন্যায় গৌরবর্ণ ও সুশ্রী। বেনি-ইজ্‌রেল্ য়িহুদীগণ মধ্যশ্রেণীভুক্ত। ইহাঁরা খুব পরিশ্রমী ও কার্য্যপটু। এই শ্রেণীর অনেক য়িহুদী হিন্দুর পরিচ্ছদ ও বেশভূষার অনুকরণ করিয়া থাকেন। নিম্নতম শ্রেণীর য়িহুদীগণই কোচিন্ য়িহুদী নামে খ্যাত। ইহারা অশিক্ষিত এবং অপর দুইশ্রেণী য়িহুদীদিগের ভৃত্য ও পাচকের কার্য্য করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ভারতীয় য়িহুদীগণ ইয়োরোপীয় য়িহুদীগণের ন্যায় ইয়োরোপীয়দিগের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার অনুসরণ করে না। ইহাদিগের মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচলিত আছে, কিন্তু ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতার যে আতিশয্য দেখা যায়, তাহা ইহাদিগের মধ্যে লক্ষিত হয় না। অবিবাহিত যুবক ও অবিবাহিতা যুবতী বিবাহার্থী হইয়া আলাপ পরিচয় করিবার রীতি য়িহুদীগণের মধ্যে প্রচলিত নাই। হিন্দুদিগের ন্যায় পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকেরাই পুত্র কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া থাকেন। পূর্ব্বানুরাগ (কোর্টসিপ্) প্রথা ইহারা ঘৃণাকর বিবেচনা করে।

যৌবন বিবাহ প্রচলিত থাকাতে পাত্র ও পাত্রী উভয়েই সম্মতি দান না করিলে ইহাঁদিগের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয় না। য়িহুদী দিগের বিবাহপদ্ধতি খ্রীষ্টীয়ানদিগের বিবাহ পদ্ধতির অনুরূপ, তবে কোন কোন বিশেষ বিশেষ পার্থক্যও আছে। য়িহুদী বিবাহপদ্ধতির একটী নিয়ম এই যে বর ও কন্যা উপাসনালয়ে আচার্য্যের সম্মুখে নীত হইলে বর কন্যাকে একটী স্বর্ণ, একটী রৌপ্য ও একটী তাম্র মুদ্রা উপহার দিয়া বলেন, "মুসা ও ইজরেল প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে তুমি আমার সহিত আজ পবিত্র উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে।" যে তিনটী মুদ্রা উপহার প্রদত্ত হয়, তাহা বিশ্বাস, প্রেম ও আশার চিহ্নস্বরূপ বিবেচিত হয়। পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিশ্বাস, প্রেম ও আশাপূর্ণ হৃদয়ে দম্পতি কালযাপন করিতে সমর্থ হইবে, এই বাসনার নিদর্শন স্বরূপ উপরোক্ত তিনটী মুদ্রা বিবাহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

য়িহুদী মহিলা গৃহকার্য্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকেন। স্নেহ, প্রেম, স্বামিভক্তি এই সকল স্ত্রীজনোচিত গুণে তাঁহারা বিভূষিতা। অশিক্ষিতা হইয়াও তাঁহারা বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় দিয়া থাকেন। অশিক্ষিতা হইলে স্ত্রীলোকগণ প্রায় কুসংস্কারের বশীভূত হয়েন, কিন্তু য়িহুদী স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কুসংস্কারের আধিক্য দেখা যায় না। বেশভূষা ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য সম্বন্ধে য়িহুদী রমণীগণ যত্নশীলা, কিন্তু অনেকানেক ইউরোপীয় মহিলাগণের ন্যায় তাঁহারা ফ্যাসন লইয়া উন্মত্তা হয়েন না। ইহাঁদিগের পরিচ্ছদ ও বেশভূষার সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা ও সাদাসিদে ভাব এই দুইটী লক্ষণ দেখা যায়। অতি ধনাঢ্যা য়িহুদী রমণীও পোষাক সম্বন্ধে জাঁকজমক ভাল বাসেন না। ভারতীয় য়িহুদী রমণীগণের মধ্যে একটী কুপ্রথা প্রচলিত দেখা যায়—ইহাঁরা অত্যন্ত ধূমপানপ্রিয়। হুঁকা বা গুড়গুড়ির সহযোগে ধূমপান উভয় য়িহুদী পুরুষ ও রমণী বড়ই ভাল বাসিয়া থাকেন। ইহাঁরা এদেশীয়দিগের ন্যায় তাম্বূলও ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বাটীতে কোন আত্মীয়-বা বন্ধু উপস্থিত হইলে হিন্দুদিগের ন্যায় পান তামাক না দিয়া ইহাঁরা তাঁহাকে এক পাত্র কাফি পান করিতে দিয়া অভ্যর্থনা করেন। য়িহুদীরমণীগণ অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়। ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকে সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী। য়িহুদী পুরুষগণ যে দেশে বাস করেন, প্রায়ই সেই দেশের লোকদিগের পরিচ্ছদ অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইয়োরোপীয় য়িহুদী পুরুষগণ ইয়োরোপীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। ভারতীয় য়িহুদী পুরুষগণ এতদিন মুসলমানদিগের পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে সাহেবী পোষাক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। য়িহুদী রমণীগণের পোষাক ইয়োরোপীয় ও হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদের

সংমিশ্রণ—গাউন, আঙ্গিয়া, জুতা, মোজা ইত্যাদি। অলঙ্কারের মধ্যে হার, বালা, ইয়ারিং ও ব্রুচ এই কয়টী য়িহুদী রমণী-গণের অতি প্রিয়। ভারতীয় য়িহুদীগণের মধ্যে একটী অতি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা এই যে পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে পুত্রের পিতা তাহাকে দুইমাস কাল পরে প্রথম দর্শন করিয়া থাকেন। ঐ সময়ের পূর্ব্বে পুত্রমুখ দর্শন করা য়িহুদীগণের মধ্যে অশুভকর বিবেচিত হইয়া থাকে।

য়িহুদীগণের ধর্ম্ম জুডাইসম্ (Judaism) নামে খ্যাত। উহা অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। উহাতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের ভাব অনেক পাওয়া যায়। য়িহুদীগণ অতিশয় স্বধর্ম্ম-নিরত। অতি প্রাচীন কাল হইতে য়িহুদী জাতি ঈশ্বরপরায়ণতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে খ্রীষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা য়িহুদীদিগের ধর্ম্ম বিশুদ্ধতর, কারণ ইহাতে অদ্বিতীয় ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য দেবতা ও মুক্তিদাতা।

পঞ্চযজ্ঞ।

"পঞ্চযজ্ঞ" নাম শুনিয়া আমার পাঠিকা ভগিনীরা কি ভাবিতেছেন জানি না, আমি কিন্তু যে দিন প্রথম উহা শুনিয়াছিলাম সে দিন ভাবিয়াছিলাম, সে কালে যেমন রাজসূয়, অশ্বমেধ, প্রভৃতি যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, পঞ্চযজ্ঞও হয় তো সেই রকম কোনও একটী ক্রিয়া! তার পরে হিন্দুশাস্ত্রের প্রসাদে ক্রমে ক্রমে বুঝিলাম, পঞ্চযজ্ঞের বিষয়ে যাহা ভাবিয়াছিলাম, বাস্তবিক তাহা নহে। পঞ্চযজ্ঞ মানবের জীবনের শিক্ষা; এ কালে মা বাপ যে উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ে পাঠাইয়া থাকেন, ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ সেই উদ্দেশ্যেই "পঞ্চযজ্ঞ" প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—ইহা হইতে মানবের মনুষ্যত্ব লাভ হইতে পারে। "পঞ্চযজ্ঞ" কি তাহা পরে বলিতেছি।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে চারি প্রকার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠতম আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমে, আত্মসংযম, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি মহদ্গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু গার্হস্থাশ্রম অবলম্বন ব্যতীত মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুটিত হইতে পারে না। ভগবান্ মানবজাতির শরীর, মন ও হৃদয়ে যে সকল শক্তি ও ভাব দিয়াছেন, গার্হস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেই যে সমুদয় বিকসিত ও চরিতার্থ হইতে পারে; ভগবান্ মানবজাতির জন্য যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গার্হস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেই সে সমুদয় পালিত হইতে পারে। অতএব মানবজীবনের যাহা প্রধান উদ্দেশ্য, গার্হস্থাশ্রম অবলম্বনেই তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য আর্য্য ঋষিগণ

গার্হস্থ্যাশ্রমকেই "জ্যেষ্ঠাশ্রম" বলিয়া গিয়াছেন; আমাদেরও প্রতীত হয় যে গার্হস্থ্যাশ্রম স্বর্গের সোপান।

কিন্তু সকল কথা সকলের পক্ষে ঠিক্ খাটে না। যদি গার্হস্থ্যাশ্রম সকলের পক্ষেই "স্বর্গের সোপান" হইত, তাহা হইলে রামায়ণে রাবণের চিত্র থাকিত না, মহাভারতে দুর্য্যোধনের চিত্র থাকিত না, আমাদের দেশে ক্ষুদ্রাশয় স্বার্থপর গৃহস্থবর্গের চিত্র সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইত না। অতএব ঠিক্ করিয়া বলিতে হইলে বলা যায় যে, ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া, বিশ্বহিতৈষণা উদ্দেশ্যে যিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করেন, তাঁহারই গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করা সফল হয়। সেই গৃহস্থই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহার পক্ষে সংসারাশ্রম যথার্থই স্বর্গের সোপান হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি স্বার্থপরতায় অন্ধ, আত্মসংযমে অক্ষম, গার্হস্থ্যাশ্রম তাহার পক্ষে অধঃপতনের পিচ্ছিল পথ, নরকের প্রশস্ত দ্বার*। সে মানব গৃহধর্ম্মের অযোগ্য।

অতএব সাধারণ মানবকে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইলে অগ্রে ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গ ও বিশ্বহিতৈষণা ব্রতে দীক্ষিত হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। সনাতন ধর্ম্মবেত্তা সর্ব্বতত্ত্বদর্শী আর্য্য ঋষিগণ ইহা বুঝিয়াই গৃহস্থের সুশিক্ষার জন্য বহুবিধ উপায় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন, কেবল শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সকল মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লাভ হইতে পারে না; প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে সদা সাধুভাবে উত্তেজিত ও সাধু কার্য্যে অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক। প্রকৃত জীবনের জন্য জ্ঞান চাই, কর্ম্ম চাই, ভক্তি চাই। এই তিনের সমবায়ে মনুষ্যত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য আর্য্য ধর্ম্মাচার্য্যগণ কেবল বেদ, উপনিষৎ, গীতা, ভাগবতে শিক্ষা প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। জ্ঞান যাহাতে কর্ম্ম ও ভক্তির সহিত মিলিত হয়, তাহার জন্য বহুবিধ ব্রত, নিয়ম, ক্রিয়া প্রবর্ত্তন করেন। এই সকল ব্রত, নিয়ম, ক্রিয়াদির অনেক গুলিই মানব জগতে চিরস্থায়ী হইতে পারে; কারণ মানব জগৎ চিরদিন যে উন্নতির পিপাসু, আর্য্য ঋষিদিগের অনেকগুলি ব্রত নিয়ম মানব জগৎকে সেই উন্নতিপথেই লইয়া যায়—মানবের মনুষ্যত্ব লাভের সহায়তা করে। আমাদিগের আলোচ্য "পঞ্চযজ্ঞ"ও আর্য্যগণের এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার বিষয় আলোচনা করিলে ইহার প্রবর্ত্তক মহাত্মাগণের ধর্ম্মনিষ্ঠা, মহাপ্রাণতা ও বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হইতে হয়, আর আর্য্যভারত যে জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল কিসের জন্য, তাহাও কতক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়।

---

* হিন্দুশাস্ত্রও এইকথা বলে; ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥

মনুসংহিতা ৩।৭৯।

পঞ্চযজ্ঞ গৃহস্থগণের দৈনিক পাঁচ প্রকার কার্য্য। এই পঞ্চযজ্ঞের নাম, ১ম, ব্রহ্মযজ্ঞ। ২য়, পিতৃযজ্ঞ। ৩য়, নৃযজ্ঞ। ৪র্থ, ভূতযজ্ঞ। ৫ম, দেবযজ্ঞ। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"ব্রহ্মযজ্ঞং দৈবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাবিধি ন হাপয়েৎ॥"

অর্থাৎ মানব ব্রহ্মযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ যথাবিধি পালন করিবে—কখনই পরিত্যাগ করিবে না। ইহার পরে পঞ্চযজ্ঞ-ত্যাগী গৃহীকে আর্য্য ঋষিগণ "নরাধম"ও বলিয়াছেন, "নরপিশাচ"ও বলিয়াছেন।

পঞ্চযজ্ঞের কোনটী কি প্রকারে আচরিত হইবে তদ্বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র বলেন,—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥"
মনু, ৩।৭০

অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ*, পিতৃলোকের তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমকে দৈবযজ্ঞ, বলি অর্থাৎ সকল জীবকে আহারদান করাকে ভূতযজ্ঞ, এবং অতিথিসেবাকে নৃযজ্ঞ কহে। এই সকল কার্য্যের দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ আচরিত হইয়া থাকে। পঞ্চযজ্ঞের আচরণে গৃহী ও গৃহিণীগণ কি পুণ্য লাভ করিবার যোগ্য হন, আমরা তাহা যথাসাধ্য বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১ম যজ্ঞ—ব্রহ্মযজ্ঞ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। গৃহস্থগণ নিজে নিরেট মূর্খ অথবা লেখাপড়ার প্রতি বিতৃষ্ণ হইলে পারিবারিক বা সামাজিক অমঙ্গলের সম্ভাবনা; অন্ততঃ মানবের গার্হস্থ্য জীবন যেরূপ সম্পূর্ণ হওয়া উচিত, মূর্খ গৃহস্থগণের সেরূপ হইতে পারে না; এই অনিষ্ট নিবারণের আশয়ে আর্য্য ঋষিগণ অধ্যয়নকে দৈনিক কর্ত্তব্যের মধ্যে ধরিয়াছেন (১)। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। নিজের অধীত উপদেশে অন্যের মূর্খতা দূর করাইতেই শিক্ষার সার্থকতা। আর্য্য ঋষিগণের অনেকেই জানিতেন, যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সুশিক্ষিত, সেই সমাজেরই প্রকৃত উন্নতি হইয়া থাকে (২)। কিন্তু সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সুশিক্ষা, বড় সহজ কথা নহে। সে কাজের জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির শ্রম, যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। আমরা অগ্রে বলিয়াছি, অধ্যয়ন গৃহস্থগণের অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং গৃহস্থেরা অনেকেই সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহাদিগের

* মূলে ব্রহ্মযজ্ঞের কার্য্য "অধ্যাপন"ই লিখিত আছে। কিন্তু টীকায় কুল্লূকভট্ট "অধ্যাপনশব্দেনাধ্যয়নমপি গৃহ্যতে" ইত্যাদি লিখিয়াছেন। অধ্যয়ন ব্যতীত অধ্যাপন যে অসম্ভব, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। প্রঃ লেঃ

(১) শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে কি দারুণ পার্থক্য তাহা অনেকেই বোঝেন। তথাপি কেহ কেহ বুঝিয়াও অবুঝ হন ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়!

(২) যে সকল আর্য্য বেদাদি [illegible] পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা [illegible] বলিতেছি না।

উপরে লোকশিক্ষার ভার অর্পিত হও-য়াতে সমাজের বহু ব্যক্তিই সুশিক্ষা লাভ করিতে পারিত। এইরূপ কৌশলেই সমাজে ছোট, বড়, দরিদ্র, ধনী, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই সুশিক্ষা লাভ করিত। লোক-শিক্ষার এই প্রকার বহুল প্রচারে ভার-তীয় আর্য্যসমাজ প্রকৃত পক্ষে উন্নততর উন্নততম হইয়াছিল। এই আত্মশিক্ষা ও লোকশিক্ষা হিন্দু আর্য্য-গণের "ব্রহ্মযজ্ঞ" রূপে প্রতিদিন আচরিত হইত। ব্রহ্মযজ্ঞের আচরণে মানব কি পুণ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন, ভরসা করি আমাদের দেশের ভাই ভগিনীরা সে কথা বুঝিয়াছেন।

২য় পিতৃযজ্ঞ—পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ। পরলোকগত পিতৃলোক-দিগের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ আর্য্য ঋষিগণ গৃহ-স্থের দৈনিক কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন কেন, এ কথা এখনকার কালে অনে-কেই বুঝিতে চাহেন না।—তবে ইহ-লোকবাসী পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রদিগের প্রদত্ত জলপিণ্ড যে পরলোক পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ-দিগের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে, এ বিষয়ে আমরা কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অবশ্য দিতে পারি না; কিন্তু যে দুইটী কারণে আর্য্যগণ ইহা মানবের "কর্ত্তব্য-কার্য্য" বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা অসাধ্য নহে। প্রথমতঃ যে সকল ভক্তিমান্ সন্তান পরলোকগত পিতৃপুরুষ-দিগের জন্য শোকাকুল হন, পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠানে, তাঁহারা বিশেষ শান্তিলাভ করিতে পারেন। পিতৃযজ্ঞের আচরণে একদিকে আত্মার অমরত্ব যেমন অনুভূত হয়, অপর দিকে ইহলোকবাসী আত্মীয়ের সহিত পরলোকবাসী আত্মীয়ের সম্বন্ধের দৃঢ়তাও সেইরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়। শোকা-কুল মানবের পক্ষে এরূপ ঘটনা যে কত-দূর শান্তিপ্রদ, ভুক্তভোগিগণ তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারেন। কিন্তু পিতৃযজ্ঞের উদ্দেশ্য কেবল ইহাই হইলে "পিতৃযজ্ঞ" সর্ব্ব-সাধারণের "অবশ্য কর্ত্তব্য" বলিতে পারি-তাম না। ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যই মানব-জগতের অধিকতর কল্যাণ সাধন করে; সেই জন্য ইহা মানবমাত্রেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য বলা যায়। সে উদ্দেশ্য এই যে, ভরসা করি সকলেই বুঝিতে পারেন যে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অভাবে মানব-হৃদয় মরুভূমিবৎ নীরস হইয়া পড়ে।—কেবল তাহাই নহে, ভক্তিহীন ও কৃতজ্ঞতাবিহীন হৃদয়ে কোনও সদ্গুণও উপযুক্তরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে না, মানব-প্রকৃতিও কাজে কাজে গর্ব্ব ও কঠোরতার প্রতিকৃতি স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। মানব-হৃদয়ের অন্যান্য সাধুভাবের ন্যায় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাও অনুশীলন দ্বারা ক্রমবিকাশ লাভ করে। পরলোকগত পিতৃপুরুষ-দিগের শ্রাদ্ধাদি হইতে মানবহৃদয়ে সেই ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধাদি মানবের ভক্তি-উদ্দীপক ক্রিয়া; মাতা পিতা প্রভৃতি পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতে২ মানবের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা

তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ ছুটাইয়া যে সহস্র স্রোতে উথলিয়া উঠে, মানবের অহঙ্কারাদি সকল প্রকার কঠোরতা চূর্ণ হইয়া যায়, এ সকল বিষয় "পিতৃযজ্ঞ"-কারী মানবগণ অবশ্যই বুঝিতে পারেন। আবার হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পিতৃযজ্ঞ সমাপন করিয়া পিতৃগণের নিকটে গৃহস্থকে যে বর যাচ্ঞা করিতে হয়, তাহাতে প্রকৃত নিঃস্বার্থতা ও পরার্থপরতার অভ্যাস হয়, আমরা দেশীয় ভাই ভগিনীদিগের অবগতির জন্য এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—

"অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু গোত্রং নঃ পরিবর্দ্ধতাম্।
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ॥
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্তিতি।
অন্নং চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি॥
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচীস্ম কাঞ্চন।
অন্নং প্রবর্দ্ধতাম্ নিত্যং দাতা শতং জীবতু॥"

অর্থাৎ পিতৃগণ আমাদিগের নিকটে সদাই সৌম্যমূর্ত্তি হউন; আমাদিগের বংশপরম্পরা বিস্তীর্ণ হউক; দাতাদিগের সংখ্যা ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হউক; শ্রদ্ধা হইতে আমরা যেন কদাচ বিচলিত না হই; দানের বস্তু আমরা যেন প্রচুর লাভ করি; আমরা যেন প্রচুর অন্ন ও বহু অতিথি লাভ করি। আমরা যেন বহু ভিক্ষার্থীর প্রার্থনা-পূর্ণ করি; যেন কাহারও নিকটে আমরা কিছু ভিক্ষা না করি; গৃহে অন্ন নিত্যই বর্দ্ধিত হউক; এবং দাতারা চিরজীবী হউন।

ভগবদ্গীতায় যে নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রকাশিত, যে ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম অদ্যাপি মানবজগতে প্রচারিত হয় নাই, এই প্রার্থনার ছত্রে ছত্রে সেই নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রতিভাত হইয়া আছে। এই অপূর্ব্ব পিতৃযজ্ঞ মানবের শান্তিবিধান করে, ভক্তি কৃতজ্ঞতার উদ্দীপন করে, মানবকে স্বার্থত্যাগী ও পরার্থপর করে। এতগুলি সুশিক্ষা হয় বলিয়াই আর্য্যগণ পিতৃযজ্ঞকে মানবের দৈনিক কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

সতী ও শান্তি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমাদের দেশের মেয়েদের আর একটী মহদ্দোষ এই, ছেলে যখনই কাঁদিয়া উঠে, তখনই তাহাকে স্তনপান করান্। ছেলে কাঁদিলেই কি জানিতে হইবে যে তাহার ক্ষুধা হইয়াছে? এ ছাড়া কি তাহার কাঁদিবার আর অন্য কোন কারণ নাই? ছেলে দুধ খাইয়া ঘুমাইল, হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল, অমনি মুখে স্তন না দিয়া দেখা উচিত কেন সে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিবার অনেক কারণ থাকিতে পারে। মশা কামড়াইল, ছারপোকা কামড়াইল, ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। ভারি গরম হইয়াছে অথবা ভারি শীত লাগিয়াছে, ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। অতিরিক্ত দুধ খাওয়াতে ঘুমাইতে পারিতেছে না, ছেলে

কাঁদিয়া উঠিল। এ ছাড়া কাঁদিয়া উঠিবার আরও অনেক কারণ থাকিতে পারে। অতএব ছেলে কাঁদিয়া উঠিল বলিয়া যে অমনি তাহাকে স্তনপান করাইতে হইবে এরূপ মনে করা ভারি ভুল। মাতার এ বিষয়ে অনবধানতা বশতঃ যে কত হাজার হাজার শিশু মাতাকে কাঁদাইয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার খবর কে রাখে? আমাদের দেশের অনেক মেয়ে মনে করেন যে, ছেলেকে যত বেশী খাওয়াইবে, তত সে বেশী হৃষ্ট পুষ্ট হইবে। এই ভ্রমে পড়িয়া আমাদের দেশের মেয়েরা যে সন্তানের কি অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা মনে করিলে কান্না আসে। ইহাতে সন্তান হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হওয়া দূরে থাক, বরং রোগে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অজীর্ণতা প্রভৃতি পীড়ায় অশেষ কষ্ট পাইয়া মায়ের কোল ছাড়িয়া অবশেষে মৃত্যুর কোলে শান্তি লাভ করে। যত দিন আমাদের দেশের মেয়েরা এ বিষয়ে সতর্ক না হইবেন, ততদিন সন্তানের এই অকালমৃত্যু কখনই ঘুচিবে না। ছেলে স্তনপান করিতে করিতে যখনই দেখিবে আর স্তনপান করিতেছে না, সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে স্তন দিতে বিরত হওয়া উচিত। যখনই স্তন ছাড়িল, তখনই জানিতে হইবে যে, তাহার স্তনপান করা শেষ হইয়াছে—তাহার পেট ভরিয়াছে। স্তন পান করাইবার একটা ঠিক সময় থাকা ভারি দরকার। দিনের বেলা দুই ঘণ্টা অন্তর, এবং রাত্রিতে তিন ঘণ্টা অন্তর স্তনপান করান উচিত। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্তনপান করাইবার সময়ও বৃদ্ধি করা উচিত। যদি মাতার স্তনে দুধ না থাকে, তাহা হইলে গাই দুধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই গাইদুধ খাওয়াইবার প্রণালী এইরূপ হওয়া উচিত:-প্রসবের পর প্রথম মাসে এক ভাগ খাঁটী গাই দুধের সহিত দুই ভাগ জল মিশাইয়া ছেলেকে দিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে যতটুকু দুধ তত টুকু জল, চতুর্থ মাসে দুই ভাগ দুধ এবং এক ভাগ জল মিশাইয়া ছেলেকে খাওয়ান উচিত। চতুর্থ মাসের পর খাঁটি দুধ ছেলেকে দেওয়া যাইতে পারে। ছেলেকে "বাসী দুধ" খাওয়ান কখনও উচিত নয়। বাসী দুধ যত রোগের মূল। এদিকে যেমন বাসী দুধ খাওয়ান একেবারে নিষিদ্ধ, ওদিকে আবার যেন কখন ঠাণ্ডা দুধ খাওয়ান না হয়; কারণ ঠাণ্ডা দুধ হজম করিতে অনেক দেরি হয়, এবং ইহাতে অনেক রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। আর, যে গাভীর দুধ পান করান হয়, দেখা উচিত, সে গাভীর কোন রোগ আছে কিনা? যদি কোন রোগ থাকে, তাহাহইলে তাহার দুধ কখনও ছেলেকে খাওয়াইবে না। দুধের সঙ্গে যে জল মিশাইয়া দেওয়া হয়, সে জল পরিপাক হওয়া উচিত; কারণ জলের গুণাগুণের উপর দুধের গুণাগুণ অনেক নির্ভর করে। দুধ ফুটাইয়া লইলে আর কোন রকম দোষ থাকিবার সম্ভাবনা

থাকে না। কিন্তু দুধ ফুটাইবার সময় ইহাও মনে রাখা উচিত যে "এক বলগ্" দুধ ছেলের পক্ষে উপকারী।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে যত ছেলের অকাল মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই দেখা গিয়াছে যে মাতার স্তনদুগ্ধ পানে পরিপুষ্ট সন্তান অপেক্ষা গো-দুগ্ধ পানে পরিপুষ্ট সন্তান অধিক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্তনদুগ্ধ পানে পরিপুষ্ট সন্তান সকল অতিশয় হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ট হইতে দেখা যায় এবং তাহারা দীর্ঘজীবী হয়। অতএব আমাদের এদেশের মেয়েদের এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। কি করিলে মাতার স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুধ হয়, তাহা আগে বলা হইয়াছে। অতএব সেই সকল নিয়ম মত কাজ করিলে আর দুধের ভাবনা ভাবিতে হইবে না। সন্তানের পক্ষে গাই দুধ অপেক্ষা যে স্তনের দুধ শতগুণ উপকারী, ইহা সর্ব্বদা সকলের মনে রাখা উচিত। এই স্তনদুগ্ধের উপর সন্তানের স্বাস্থ্য, এমন কি, তাহার দীর্ঘজীবন নির্ভর করিতেছে। অতএব সন্তান যাহাতে ঐ স্তনদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত না হয়, সে বিষয়ে যত্ন রাখা সকলের উচিত।

মন! তুমি হওনা রাজা।

১

মন! তুমি হওনা রাজা
কেন বও ভূতের বোঝা!
ছ'জন রাজার অধীন হয়ে *
কাল কাটাবে আদেশ ব'য়ে?
একটুও জ্ঞান নাই তব কি,
তাই হতে চাওনা সুখী?
মন! তুমি হওনা রাজা,
রাজা হওয়া বড় মজা।

২

ল্যাট, কোট, গাউন, বডি,
সেমিজ কামিজ লাখ কি কোটী,
চেন আংটী চিক বালা,
রূপার গোলাপ রূপার থালা,
আতর গোলাপ ল্যাবেণ্ডার,
অডিকলোন, ম্যাকেসার,
লুচি মণ্ডা, মুরগি মটন
দধি দুগ্ধ ঘৃত ওদন,
দোতালা তেতালার ভিতর
কোমল শয্যা খাটের উপর,
স্বার্থে যাহা খেটে মর
ও গুলি ছয় রাজার কর,
কর দেওয়া নয়ত সোজা,
তাই বলি মন! হওনা রাজা।

৩

বাহিরেতে খরচ সরু,
অন্তঃপুরে কল্পতরু,
আর কত দিন এমনি ভাবে
মন বেশি কাল [illegible]?

* [illegible] রাজা ষড়রিপু।

হয়ে দেহ রাজ্যের রাজা
আর কত কি ভুগ্‌বে সাজা ?
ভূতের বোঝা ল'য়ে মাথায়
পড়িতেছ প্রতি পায়,
আর কেন ভুগ্‌বে সাজা ?
তাই বলি মন ! হওনা রাজা।

৪

যখন রে মন ! রাজা হবে,
দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় সবে—
বশীভূত হয়ে র'বে
আদেশ তব মাথায় ব'বে।
এক বার ভেবে দেখ্ দেখি মন !
জোর দাপটে রাজা ছ'জন
সুখ শান্তি কেড়ে নিয়ে
পথের ফকীর করে দিয়ে
তব দেহ রাজ্যের রাজা—
হয়ে ব'সে কর্‌ছে মজা,
একটুও বল নাই তব কি,
নিলে সব দিয়ে ফাঁকী !
সত্য, ধৃতি, ক্ষমা, দম,
শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম,
অচৌর্য্য, অক্রোধ মনে
ধী বিদ্যাকে পাঠাও রণে,
বেঁধে তারা দুষ্ট দলে
দিবে তব চরণতলে,
কিম্বা স্বীয় দশ করে,
দশটী অস্ত্র* দৃঢ় ধ'রে
যুদ্ধে হয়ে অগ্রসর
ছয় রাজাকে দূর কর,
সুখ, শান্তি ধর্ম্ম সনে
বসি দেহ-রাজাসনে,
পা'য়ের উপর পা দিয়ে,
যাও ওরে মন ! কাল কাটিয়ে,
হওরে নিজে রাজার যোগ্য,
দেহ রাজ্য তোরি ভোগ্য,
বিশ্ব রাজ্যের রাজা যিনি,
দিয়াছেন এ আদেশ তিনি,
লঙ্ঘিলে তাঁর আদেশ ভবে
ছ'জন রাজার অধীন হবে।
রাজা হওয়া বড় মজা,
তাই বলি মন হওনা রাজা।

কু, রা।

* ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।
উপরিউক্ত 'দশটী অস্ত্র' এই দশ ধর্ম্মকে বলা হইল।

পশুহত্যা।

(৩৪৪ সংখ্যা ১৪৪ পৃষ্ঠার পর।)

সভ্য করাসিরা ভেকজাতির দক্ষিণ পদ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ছুঁচা অতি দুর্গন্ধময় জন্তু; কিন্তু জনৈক ফরাসিস্ পণ্ডিত আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ইহাদের দেহের মধ্যে একটী শিরা আছে, কেবল তাহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, ঐ শিরা পরিত্যাগ করিলেই ছুঁচার মাংস উপাদেয় ভক্ষ্য দ্রব্য হইবে। এই আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা ঐ পণ্ডিত মহাশয় মনুষ্য

জাতীয় অনেকের পরম বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের অনেক জাতি, মৃগমাংস ও গণ্ডারের মাংস পবিত্র বলিয়া ভোজন করে। আসাম দেশবাসীরা হস্তিমাংস ভক্ষণ করে। কাফরিজাতি জলহস্তীর মাংস এবং আফরিকার অন্যান্য অসভ্য লোক সিংহের মাংস, আসিয়ার তুরাণ প্রদেশবাসীরা ঘোটকের মাংস, গ্রীক ও রোমকেরা কুকুর, কুক্কুট, বিরাল ও গাধার মাংস, চিনেরা ইন্দুর মাংস, ভারতবর্ষের পর্ব্বতবাসী অসভ্য জাতিরা সাপ, গোসাপ, টিকটিকী প্রভৃতি সরীসৃপগণের মাংস ভক্ষণ করে। এইরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি কোন প্রাণীই মানব জাতির করাল গ্রাস হইলে নিস্তার পায় নাই।

কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্তও অনেক ব্যক্তি অনেক প্রকারে প্রাণিহিংসা করিয়া থাকে। অজ্ঞান বালকেরা যেমন আপনাদের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ভেকাদি নিরীহ জন্তুকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা প্রদান করে; তাহারা যেমন পক্ষী, পতঙ্গ, কীট প্রভৃতি কোন একটী জন্তু দেখিলেই তাহাকে বন্ধন করে, কাহারও পদ, কাহারও ডানা কাটিয়া দেয়, উহারা যাতনায় যত ধড় ফড় করে, বালকেরা ততই আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে; সেইরূপ এতদ্দেশীয় অধিকবয়স্ক অনেক ব্যক্তিও বিষয় কর্ম্ম হইতে অবকাশের দিবস প্রাপ্ত হইলেই নিদারুণ ব্যাধগণের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া পুষ্করিণীতে মৎস্য শিকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিরপরাধ মৎস্যকে কণ্টকবিদ্ধ করিয়া যেরূপ কৌতুক প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে দয়ার লেশ আছে, এরূপ বোধ হয় না।

তৃতীয়তঃ। পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাণবধ করা ভিন্ন মানবজাতি কত শত প্রকারে জন্তুগণের প্রতি নৃশংসাচরন করিয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কৃষক ও বণিকেরা যখন গবাদি পশুদ্বারা কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্য করে, রজকেরা যখন গর্দ্দভগণের দ্বারা আপনাদিগের গুরুতর বস্ত্রভার বহন করায়, তখন তাহারা ঐ মহোপকারক জন্তুর প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তাহা কাহার অবিদিত আছে? তাহারা ঐ নিরীহ জন্তুগণের উপর অপরিমিত ভার প্রদান করে, অল্পপরিমাণে ও অতি জঘন্য আহার প্রদান করে, যথার্থ পিপাসা বুঝিয়া বারি পান করিতে দেয় না, নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখে, কোনরূপ রোগ উপস্থিত হইলে ব্যয়ের আশঙ্কায় চিকিৎসা করায় না, বার্দ্ধক্যগ্রস্ত ও শীর্ণকলেবর হইলেও তাহাকে বিলক্ষণ বলিষ্ঠের ন্যায় পরিশ্রম করাইবার চেষ্টা পায়। অধিক কি, দিবারাত্র অবিচ্ছেদ ভার বহন করাতে শরীরের চর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইয়া শোণিতধারা বহিতেছে,

তথাপি ঐ পাষণ্ডেরা তাহাদিগকে কিছুমাত্র অবকাশ বা কিঞ্চিন্মাত্র তাহাদিগের ভার লাঘব করিয়া দেয় না বরং তাহারই উপর কশাঘাত করে। ছাগ গবাদি পশুরা খোঁয়াড়ে যেরূপ ক্লেশ পাইয়া থাকে, তাহা কাহার না বিদিত আছে?

হস্তিপকেরা আপনাদিগের অভিলাষানুরূপ দ্রুতগমনের ত্রুটী দেখিলেই হস্তিগণের মস্তকে এরূপ ভীষণতর অঙ্কুশের আঘাত করে যে এতাদৃশ পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ড জন্তুও একবারে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে থাকে; তাহাদিগের লৌহতুল্য মস্তকও বিদীর্ণ হইয়া শোণিত বর্ষণ করিতে থাকে।

শকটবানেরা যে সকল ঘোটক, গরু ও মহিষ দ্বারা শকট চালন করিয়া আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, প্রতিদিন যাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদিগের সংসার নির্ব্বাহের কিছুমাত্র উপায় নাই, তাহাদিগকে উপযুক্ত আহার বা পানীয় প্রদান করে না; অতীব দুর্গম পথে দ্রুতগমনের কিঞ্চিন্মাত্র শৈথিল্য দেখিলেই আপনার যত শক্তি ততই কশাঘাত করিতে থাকে। প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া যাইতেছে, গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে অনবরত ফেনোদ্গার করিতেছে, তথাপি মৃত্যু গমন দ্বারা পাছে সেই স্বার্থপরগণের নিতান্ত অন্যায় লাভের অণুমাত্র হানি হয়, এই ভয়ে ঐ হতভাগ্য নিরুপায় প্রাণীকে যথার্থই প্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে, কিছুতেই ঐ নিষ্ঠুরদিগের লৌহময় অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হইবে না! এক কলিকাতা নগরীতে প্রতিদিন এ বিষয়ের শত সহস্র দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে।

হা নির্দ্দয় মানব! হতভাগ্য পশ্বাদি জন্তুগণ আত্মযন্ত্রণা প্রকাশ করিতে অসমর্থ বলিয়াই কি তোমরা দস্যুর ন্যায় তাহাদিগের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে? যদি আত্মযন্ত্রণা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত উহাদিগের বাক্‌শক্তি থাকিত, তাহাহইলে বোধ হয় উহারা এরূপ কাতর ও করুণস্বরে বিলাপ ও অনুযোগ করিত যে, তদ্দ্বারা তোমাদিগের পাষাণময় হৃদয়ও এককালে দ্রবীভূত হইয়া যাইত।

প্রহেলিকা।

চারি বৃদ্ধ প্রবাসে করেন অবস্থান,
পেলে পথপ্রদর্শক দেশে চলে যান।
চারি যুগের বৃদ্ধ তারা জানে সর্ব্বজন,
তাহাদের বাল্য কেহ দেখেনি কখন।
সংসারের কাজে বহু উপকার করে,
ভেবে দেখ, বিনা ক্লেশে পাইবে তাহারে।১

প্রভাতের নব কলি ঝরে পড়ে যায়,
মধ্যাহ্নের খর তাপে উজলে শোভায়।

সায়াহ্নের সুশীতল মৃদুল অনিলে,
"ঝঞ্ঝাবাতে তরুসম" পড়ে, হেলে, দুলে।
নব কলি ঝ'রে গেলে,
শোভে পুনঃ নব সাজে ;
যায় সে জনম মত যে কুসুম ঝরে সাঁজে।
কভু সে প্রসূন মাঝে বজ্রের নিঃস্বন,
কি আশ্চর্য্য ! নাম তার বল ভগ্নীগণ। ২

প্রথমেতে কাঁধে তুলে করয়ে সম্মান,
শেষে কান ধরে তার করে অপমান।
নহে কোন দোষে দোষী কভু সেই জন,
কশাঘাতে জর জর করে নরগণ।
প্রতিশোধ দিতে সেই না জানে কখন,
আকুলি ব্যাকুলি শুধু করয়ে রোদন।
তাহার রোদনে সবে হরষিত মন,
কেবা সে, কোথায় থাকে বল সর্ব্বজন। ৩

কমলেতে বাস মম নহি ত ভ্রমর,
কিন্তু মধুকর সহ রহি নিরন্তর।
কোমল কলিকা পরে বসি অনুক্ষণ,
কুসুম কেশরে সদা কাটাই জীবন।
ভক্ষ্য মধ্যে ডুবে থাকি কেহ নাহি দেখে,
ব্যঞ্জনের গোড়া কিন্তু সবে জানে মোকে।
কালিয়ে কাবাব হতে শাক কচু কলা,
তরকারী সকলেতে করি লীলা খেলা।
কি অকাল কি দুর্ভিক্ষ কভু ছাড়া নই,
কাংশ পাত্রে কলাপাতে সুশোভিত হই।
পাচক পাচিকা সহ সদা বাস করি,
কি নাম আমার ভাই বলহ বিচারি। ৪

সুবর্ণের বর্ণক্ষয় করিয়া যতনে,
সংসারের সার ত্যাজ অতি হৃষ্ট মনে ;
সুবাদে সু বাদ দিবে, সঙ্কোচ না হবে,
পরে যাহা পাবে তাই ত্বরিতে পাঠাবে। ৫

তিন বর্ণে নাম তার জানে সর্ব্বজন,
প্রথম অক্ষর ছাড়ি পাঠে দাও মন।
মাঝের অক্ষর ছাড়ি করগে লুণ্ঠন,
শেষাক্ষর ছাড়ি দিলে বুঝায় ছলন।
তিনাক্ষর যোগে হয় লজ্জা নিবারণ।
কোন্ বস্তু হয় তাহা বল ভগ্নীগণ। ৬

ক্রোধেতে জনম তার ক্রোধেই জীবন,
কিন্তু ক্রোধজয়ী সেই জানে সর্ব্বজন।
নানা ক্রোধে মণ্ডিত তাহার তনুখানি,
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকাল কিন্তু আদরিণী।
কি আশ্চর্য্য কেহ তারে দেখেনি নয়নে,
কিন্তু সদা লীলা তার বদনে বদনে।
আকর্ষণী শক্তি বহু ধরে সেই জন,
কিন্তু পরপ্রত্যাশী সে সদা সর্ব্বক্ষণ,
সর্ব্বকাল মানবের বন্ধু সেই হয়,
যতনে সেবিলে তার যাতনা পলায়।
শোকে দুঃখে শান্ত করে যেন গো জননী,
কেবা সেই শান্তিময়ী বলগো ভগিনী। ৭

আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে ক্ষুদ্রশাখা হয়,
মধ্য বর্ণ ছেড়ে সবে তুষ্ট হ'য়ে খায়।
শেষ বর্ণ বাদ দিয়ে কর্ম্মে দাও মন,
তিন বর্ণ যোগে রেঁধে খায় সর্ব্বজন। ৮

নহে তরু, নহে লতা নহে সে উদ্ভিজ,
আছে তার পত্র পুষ্প আছে তার বীজ।
কুসুমেতে বীজ তার আশ্চর্য্য ঘটন,
কি পদার্থ হয় সেই বল ভগ্নীগণ। ৯

একটী বিদুষী নারীর মৃত্যু সৌভাগ্য।

(প্রাপ্ত)

পঞ্চবৎসর অতীত হইল এক দিন একটী তীর্থময় প্রদেশে দেখিয়াছিলাম, ভাগ্যবতী মুক্তকেশী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। শিরোদেশে তুলসী, গঙ্গাজল এবং আদরাতিশয্যে স্থাপিত গীতা, রামায়ণ, দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি রাশীকৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। চতুর্দ্দিকে জ্ঞানবানূপতি এবং পিত্রাদি গুরুমণ্ডলী সমাসীন। অশ্রুমুখী মাতা শিরঃসন্নিধানে বসিয়া পবিত্র হস্তে তুলসী মিশ্রিত গঙ্গাজল বিন্দু বিন্দু করিয়া মুখে প্রদান করিতেছেন। পিতা শিরে হরিনাম, কণ্ঠে নারায়ণ নাম ও বাহুতে পতি নাম লিখিয়া কর্ণে অজস্র নামপীযূষ সিঞ্চন করিতেছেন। আর পতি পার্শ্বদেশে বসিয়া একান্তমনে জীবের পরমগতি ও চরমসহায় ভবকাণ্ডারীকে স্মরণ করিতেছেন। এইরূপ নামধ্বনি, হৃদিস্থ নারায়ণ ও গুরুমণ্ডলীর মধ্যে তনুত্যাগ করিয়া দিব্যধাম প্রয়াণ অবশ্যই সুকৃতির ফল বলিতে হইবে। মৃত্যুদ্বারে ইহাই দেবীর প্রথম দৃশ্য ও অতি প্রশংসনীয় মৃত্যু সৌভাগ্য।

ইহার দ্বিতীয় দৃশ্য বিপ্রগণ বাহিত-পুষ্পরথে ঐ পবিত্র দেহ যজ্ঞভূমিতে লইয়া যাইবার কালে ঘণ্টাবাদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ পিতার গমন।

তৃতীয় দৃশ্য—একটী দেবনদীর তীরে কদম্বমূলে ভাব সহকারে গয়া গঙ্গাদি বিবিধ তীর্থ আহ্বান করিয়া ঐ পূত সলিলে দেহের অভিষেক এবং পতিকর্ত্তৃক মন্ত্রপূত অগ্নিতে সেই পাঞ্চভৌতিক সতীদেহের আহুতি।

তৎপর চতুর্থ দৃশ্য—পিতৃকৃত্যের জন্য প্রসিদ্ধ অশ্বক্রান্ত নামক এক প্রাচীন তীর্থে ঐ ভাগ্যবতীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও তত্তীর্থবাসী বিপ্রবর্গের সেবা।

এর চেয়েও অধিকতর ভাগ্যের কথা দেবীর ভস্মাবশিষ্ট অস্থিনিচয়ে বিরচিত জপমালা। জানি না ইহা হইতে আর অধিকতর প্রেমের নিদর্শন জগতে কি আছে! কবিত্ব নয়, কল্পনাও নয়, একমাত্র প্রাণের প্রবর্ত্তনাতেই এই এক নূতন প্রেম-ক্রিয়া সদাত্মা মুক্তকেশী-পতি আমাদিগকে প্রদর্শন করিলেন। অহো! ভাগ্যবতীর অস্থি নির্ম্মিত প্রত্যেক মালা-বীজই প্রত্যেক অভিনিবেশে পতির হৃদয়ে ভগবান্‌কে আনিয়া উপস্থিত করে। অহো! কি ভাগ্য কি ভাগ্য!!

তাহার পর মনস্বিনী সাধ্বী রমণীকুলের দর্শনযোগ্য ৬ষ্ঠ দৃশ্য—মুক্তকেশী-পতির তীব্র বৈরাগ্য। প্রেমাস্পদ পত্নীর মৃত্যু হইতে ইহার মুনিব্রত, মুনিবেশ ও যত্যাচার আরম্ভ। ভারতের পূজনীয়া

সতীকুল অবগত হউন, পুরুষের মধ্যে ও এমন জনৈক সৎপুরুষ আছেন, যিনি বৈধব্যের ন্যায় কঠোর এক পত্নীব্রত লইয়া প্রীতির সহিত সময় যাপন করিতে পারেন।

দেবীর সপ্তম দৃশ্য—পিতার কাছে একটী ক্ষুদ্র উদ্যানস্থিত একটী ক্ষুদ্র ধর্ম্মালয়ে স্বর্গীয়া দেবীর অস্থি ও চিতাভস্ম প্রোথিত ধর্ম্মবেদী। এই সতীক্ষেত্রে আবার একটী পঞ্চবটী স্থাপন করাতে স্থানটী যেন তীর্থময় হইয়াছে। এই পাঁচটী বৃক্ষ পাঁচটী সতীমাতার নামে রোপিত। গাছ একটী উপলক্ষ্য মাত্র, নানাপ্রকার ভাব ঘনীভূত করিয়া আনন্দের উপচয় করাই এই সমস্ত দৃশ্যের উদ্দেশ্য। ভাবের চক্ষে চাহিলে এই সকল তরুলতাও অনেক সময়ে ঈশ্বর দর্শনেরই য[illegible] হইয়া থাকে।

দেবালয়ের দক্ষিণে পঞ্চবটীর অঙ্গীভূত আমলকী-রোপিত স্থানটী নারায়ণী-ক্ষেত্র বলিয়া চিহ্নিত ও আদৃত। নারায়ণী মুক্তকেশীর শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নাম। পূর্ব্বদিকে পঞ্চবটীর অঙ্গীভূত অশ্বত্থ রোপিত স্থানটী ভাগীরথী ক্ষেত্র বলিয়া সমাদৃত। ভাগীরথী দেবী মুক্তকেশীর পিতামহী। দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণের অশোক তরুটী উমাতারা সেনগুপ্তার নামে আদৃত। কথিত আছে এই অশোক তরুতলেই তপস্যা করিয়া নগনন্দিনী উমা বীতশোক হইয়াছিলেন।

বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না, কিন্তু পঞ্চবটীর প্রত্যেক বৃক্ষেরই সঙ্গে এক একটী ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আছে। উত্তরে মুক্তকেশীর মাতামহী দিনময়ী দেবীর নামে একটী বিল্বতরু রোপিত। কি গূঢ় বৈজ্ঞানিক অর্থ আছে জানি না, কিন্তু পুরাণে উল্লেখ আছে বিল্বতরুতলে মৃত্যু অক্ষয় স্বর্গোৎপাদক। আর পঞ্চবটীর অঙ্গীভূত পশ্চিমের ছায়াপ্রধান বটতরু রোপিত স্থানটী সাবিত্রীক্ষেত্র বলিয়া সমাদৃত। সাবিত্রী ভদ্রজায়া, ঐ ভূ-স্বামী রমেশ বাবুর স্বর্গীয়া মাতা।

এই সতীক্ষেত্রে এইবার মুক্তকেশীর ৬ষ্ঠ সাম্বৎসরিক কৃত্য তিন দিবসে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ ২৯ শে শ্রাবণ দেবালয়ে একটী ধর্ম্মসভা হয়, তাহাতে একজন সর্ব্ব প্রথম হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তৎপর যথাক্রমে এক একজন সভ্য খ্রীষ্টধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা যথারীতি বর্ণন করেন। সর্ব্বশেষে পাদ্রি জোন্স সাহেব খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিশ্বাস মতে পরলোক সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলেন।

তৎপর ৩০শে তারিখ মাতৃপূজা। মাতা দেবালয়ে উপস্থিত হইলে স্বর্গীয়া দেবীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান স্বরেন্দ্র নাথ প্রথমতঃ সেই দেবীমাতার চরণ ধৌত করিয়া দেন। তৎপরে তিনি আসনস্থা হইলে তাঁর চরণ সন্নিধানে সবস্ত্র একটী ফলপুষ্পের ডালা স্বর্গীয় মুক্তকেশীর নামে উপহার স্থাপন করিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করেন। তাহার

পর শঙ্খ ঘণ্টাদি বাদনদ্বারা আনন্দ প্রকাশ ও শাস্ত্র পাঠ দ্বারা রোরুদ্যমানা দেবী মাতার আত্মাতে শান্তিজল সেচন করা হয়।

৩১ শে তারিখ সংক্রান্তি দিবস অক্ষয়-তৃতীয়া বলিয়া মাতার খুব আনন্দ। আর পিতা মুক্তকেশীর স্বর্গারোহণের দিন বলিয়াই অতিশয় অনুরাগের সহিত পূর্ব্বাহ্নে সবান্ধবে ভগবদুপাসনা, অপরাহ্নে সতীমাহাত্ম্য পাঠ ও সায়াহ্নে বিশ্বরাজের আরতি করিয়া অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি অনুভব করেন। এই সকল পূর্ব্বাপর ঘটনা একত্রিত করিয়া মুক্তকেশীর মৃত্যু সৌভাগ্য বা মৃত্যুগন্ধ আঘ্রাণ করিলে নিশ্চয়ই অস্মদেশীয় রমণীকুল আপ্যায়িতা হইবেন। শ্রীগোপালকৃষ্ণ দে,—শিলচার।

নূতন সংবাদ।

১। বামাবোধিনীর ৩০ জন্মোৎসব উপলক্ষে বিজ্ঞাপিত পারিতোষিক রচনায় নিম্নলিখিত মহিলাগণ প্রতিযোগিনী হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের প্রবন্ধ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ সকল বিচারিত হইলে যাঁহারা পারিতোষিকযোগ্যা, তাঁহাদিগের নাম পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে। (১) বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা—শ্রীমতী মানকুমারী বসু, বসন্তকুমারী দাসী ও প্রভাবতী দেবী। (২) স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ আমোদ—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, সুশীলা সিংহ ও মানকুমারী বসু। (৩) রোগীর শুশ্রূষা—শ্রীমতী কুমুদিনী রায়, বরদা সুন্দরী দেবী ও নিস্তারিণী দেবী। (৪) পঞ্চযজ্ঞ—শ্রীমতী মানকুমারী বসু। (৫) বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষা—শ্রীমতী প্রভাবতী চট্টোপাধ্যায় ও প্রভাবতী দেবী। (৬) একালের শাশুড়ী ও বধূ—শ্রীমতী শারদা সুন্দরী দেবী ও সত্যবতী দেবী।

২। গত ২৩ শে সেপ্টেম্বর সিটি কলেজে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ যে সাংবৎসরিক মহাসভা হয় তাহাতে এত লোকের সমাগম হইয়াছিল, যে উপরের হলে ও নীচের উঠানে এককালে বক্তৃতা হয়। উপরে জষ্টীস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীচে বাবু আনন্দ মোহন বসু সভাপতির কার্য্য করেন। বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। রাজা স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, নগেন্দ্র বাবু তাহা বিশেষরূপে উল্লেখ করেন। ৬০ বৎসর হইল রাম মোহন রায় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় তাঁহার জন্য অদ্যাপি কোন স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইল না। তিনি ভারতের গৌরবরবিরূপে উদিত হইয়াছিলেন এবং ভারতবাসী সকল শ্রেণীর লোকের উপকার করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

৩। স্বর্গীয় জষ্টীস তেলাঙ্গের স্থানে

ডাক্তার ভাণ্ডারকার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ভাইস চ্যানসেলার হইয়াছেন।

৪। সার হেনরি নর্ম্মাণ ইতিমধ্যে গভর্ণার জেনারলের পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। কে বড়লাট হই-বেন এখনও স্থির হইতেছে না।

বামারচনা।

পদ্মাঙ্কে চন্দ্রের ছায়া।

পদ্মাঙ্ক সলিলে আজি কি মাণিক জ্বলে,
গগন হইতে শশি!
হেথায় পড়েছ খসি,
অন্য ঠাঁই তোমার কি ছিলনা ভূতলে?
মর্ম্মর প্রস্তরে মোড়া ধনীদের গেহ,
মণি মুক্তা তায় কত
শোভা পায় শত শত
তথা কেন না ঢালিলে এ সুন্দর দেহ? ১

হীরা ও স্বর্ণের খনি আছেত ভূতলে,
ও মোহন রূপ চাঁদ!
ভূগর্ভে রাখিতে সাধ
হয় যদি, তবে কেন এই ক্ষুদ্র জলে?
সরসী, সরিৎ, সিন্ধু বক্ষস্থল ছাড়ি,
একাঞ্জলি মাত্রবারি
পদ্মাঙ্কে রয়েছে ভরি
তার সহ কেন এত প্রেম বাড়াবাড়ি? ২

যদিও এ ধরাধাম হীন স্বর্গ চেয়ে,
রহিয়াছে তবুও তো
রমণীয় স্থান কত
তাহাও কি একবার দেখ নাই চেয়ে?
বাবুর বৈঠকখানা অট্টালিকা পরে,
নাট্যালয়ে পুষ্পোদ্যানে,
শুভ বিবাহের স্থানে
বৌ ঠাকুরাণীদের শয়নের ঘরে—৩

পাইলে না স্থান? চোখে লাগিল না শশি?
তাই কি রজনীকান্ত
হইয়া এমন শান্ত
কর্দ্দম পদ্মাঙ্ক নীরে পড়িয়াছ খসি?
ভাস্করের প্রিয় কাকা, অত্রির নন্দন.
কমলালয়ার ভাই
রাজা যক্ষের জামাই
কেন তুমি ক্ষুদ্র প্রতি সদয় এমন? ৪

বড় লোক হ'য়ে কর ক্ষুদ্রের সম্মান,
ক্ষুদ্র সহ আলাপনে
ঘৃণা কিছু নাহি মনে
সর্ব্বদা তুষিছ ক্ষুদ্রে তুমি মতিমান।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুপত্রে শতধা হইয়া,
শিশিরের স্বচ্ছ জলে
ক্রীড়াকর কুতূহলে
বায়ু সঙ্গে পাতা সঙ্গে রহিয়া রহিয়া ৫

নৃত্যকর শশধর নয়ন রঞ্জন।
নবদূর্ব্বাদল শিরে
ক্ষুদ্র শিশিরের নীরে
কেমন ক্ষুদ্রটী হও জগৎ মোহন!
হৃদয় খুলিয়া ক্ষুদ্র চকোরের তরে
কর সুধা বিতরণ
ধরাধামে কয়জন
বড় হ'য়ে ক্ষুদ্রজনে এত সমাদরে? ৬

কি বলিলে শশধর? ক্ষুদ্রের উপর
তোমার বড়ই স্নেহ,
ক্ষুদ্রে না আদরে কেহ
বড় ত্যজি ক্ষুদ্রে তাই এমন আদর?
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ধন্য মহাশয়!
যেমন মোহন রূপ
গুণ তার অনুরূপ
যেমন উচ্চেতে থাক তেমনি হৃদয়।৭

কিন্তু শশধর! যবে মানব সকল
কি জানি কি গুরুদোষে
কলঙ্কী বলিয়া ঘোষে

শুনিয়া হৃদয় হয় বড়ই চঞ্চল,
তুমি কিন্তু ধীর ভাবে সহিয়া এসব
নিজের কর্ত্তব্যে রত
রহিয়াছ অবিরত
শত ধন্যবাদ তোমা কুমুদ-বান্ধব ৮

ভৃগুপদ চিহ্ন যথা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে
তব পরে হে শশাঙ্ক!
কর্দ্দমেতে এ পদাঙ্ক
সেই মত শোভা পায় ভাবুকের চক্ষে,
সাধারণে ধনীদের বড়লোক কহে;
দয়া, ধর্ম্ম আর আর
বড় গুণ আছে যার
সেই বড়, সুধু ধনী বড়লোক নহে। ৯

শ্রীকুমুদিনী রায়।

বঙ্গমহিলাদিগের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

বিগত ১৮৮৯-৯০, ১৮৯০-৯১ ও ১৮৯১-৯২ অব্দে কোন রচনা পারিতোষিকের উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়াতে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ১৮৯২-৯৩ অব্দের পারিতোষিক দান কালে ৪০৲ চল্লিশটাকা করিয়া চারিটির পরিবর্ত্তে ৮০৲ আশী টাকা করিয়া দুইটি পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে, এবং "শিশুপালন" বা "পিতৃভক্তি" এই দুইটী বিষয়ের অন্যতরটি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

পারিতোষিক দানের নিয়ম :—

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিক প্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিক প্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলিকে বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অভিভাবককে এরূপ অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে যে তাঁহার বিশ্বাসমতে রচয়িত্রী ঐ প্রবন্ধ রচনা কালে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৪ অব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (লেফাফার) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিকের রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক, রচনার গুণানুসারে তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

সি, এ, মার্টিন্
বাঙ্গালা দেশের বিদ্যাধ্যাপনের ডিরেক্টর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৬ সংখ্যা	কার্ত্তিক ১৩০০—নবেম্বর ১৮৯৩।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

নূতন রাজ-প্রতিনিধি—ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারল লর্ড এলগিনের পুত্র লর্ড এলগিন ভারতের নূতন রাজ-প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

দৈবযোগ বড়ই অনুকূল—মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বর্ত্তমান গবর্ণর লর্ড ওয়েনলক্ ও লর্ড হারিস লর্ড এলগিনের সহাধ্যায়ী। তিন জনেই এক সময়ে এক গুরু-গৃহে বাস করিয়া অধ্যয়ন করেন। দেখা যাউক তিন জনে মিলিয়া ভারত শাসনে কিরূপ শিক্ষার পরিচয় দেন।

পারসীদিগের দান—গত বর্ষে পারসী সম্প্রদায়ের দয়ার কার্য্যে ৮০০০০০ আট লক্ষের অধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। পারসীদিগের ধন ও দানশক্তি আরও বর্দ্ধিত হউক।

শোচনীয় মৃত্যু—ভারতের প্রথম পার্লামেণ্ট সভ্য দাদাভাই নৌরজীর এক মাত্র পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি কচ্ছে ডাক্তারি করিতেছিলেন, নৌরজীর শোকে ভারতবাসী মাত্রেই শোকার্ত্ত।

রমাবাই ও তাঁহার প্রতিবাদিগণ—রমাবাই সারদাসদনে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করাতে অনেক হিন্দু তাঁহাদিগের আত্মীয় বিধবা দিগকে সারদাসদন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া এক নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহাতে ভর্ত্তি করিয়াছেন। হিন্দুগণ রমাবাইয়ের কার্য্যের ব্যাঘাত না করিয়া যদি স্বতন্ত্র একটী স্ত্রী বিদ্যালয় চালাইতে পারেন, তাহা হইলে সকল দিকেই ভাল হয়।

ভারতের লোক গণনা—১৮৯১ সালের সেন্সাস বিবরণ পার্লামেণ্টে

অর্পিত হইয়াছে সর্ব্বশুদ্ধ লোক সংখ্যা ২৮,৭২,২৩,৪৩১ জন। ইহাদের মধ্যে শতকরা ছয়জন মাত্র লিখিতে ও পড়িতে জানেন। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অধিবাসী সংখ্যা প্রায় ২২কোটী। নগর সকলের মধ্যে বোম্বাই প্রথম ও কলিকাতা দ্বিতীয় স্থানীয় হইয়াছে; কারণ বোম্বাইয়ের লোক সংখ্যা ৮,২১,৭৬৪ এবং কলিকাতার লোকসংখ্যা ৭,৪১,১৪৪। ভারতবর্ষে ২০,৭০,০০,০০০ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, ২০,০০,০০০ শিখ, ১৫,০০,০০০ জৈন, ৭০,০০,০০০ বৌদ্ধ, ২০,০০,০০০ খ্রীষ্টান ও ৫,৭০,০০,০০০ মুসলমান।

কাবুলে দৌত্যকার্য্য—ডুরন্দ সাহেব কয়েকটী সহচর হইয়া কাবুলের আমীরের নিকট গমন করিয়াছেন। আমীর সদল ব্রিটিষ দূতকে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। আমীরের মহিষী ইংরাজী সভ্যতায় দীক্ষিতা, তিনি ইংরাজ অতিথিদিগকে ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

বালিকা ব্যবসায়—কুলটাগণ মন্দ অভিপ্রায়ে অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে ক্রয় করে ও পরে তাহাদিগকে কুপথগামিনী করিয়া থাকে। সম্প্রতি বিখ্যাত পাদরী ডাক্তার খোবরণ ইহার প্রতিবিধানার্থ রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করেন। দুঃখের বিষয় হাইকোর্টের বিচারপতি পিগট সাহেব আইনে এ দুষ্কার্য্যের দণ্ডবিধানের কোন ব্যবস্থা দেখিতে পান নাই এবং আসামীদিগকে খালাস দিয়াছেন। এ দুর্নীতি নিবারণার্থ দেশবাসীদিগের বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক।

বঙ্গদেশের জন সংখ্যা—হিন্দু ১,৮০,৬৮,৬৫৫ ও মুসলমান ১,৯৫,৮২,৩৪৯; গত ১০ বৎসরে মুসলমান সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে বঙ্গদেশ ত মুসলমান-প্রধান হইয়াছে, দুই এক শত বৎসর মধ্যে বাঙ্গালা হিন্দুস্থান না হইয়া যবনস্থান বলিয়া গণ্য হইবে। বঙ্গদেশে হাজার করা ৮৯৪ জন পুরুষ এবং ৯৯৬ জন স্ত্রীলোক মূর্খ, বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তারের কত প্রয়োজন!

কুমারী নাইটেঙ্গেলের প্রস্তাব—ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কয়েকটী গ্রাম মনোনীত করিয়া স্বাস্থ্য বিষয়ে বক্তৃতা করা হউক; সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে এমন ভাষায় বক্তৃতা হইবে এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান নামক সভা সকল এই ভার গ্রহণ করিবেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারিলে দেশের অনেক উপকার হয়।

জাপানের সমৃদ্ধি — রেভারেণ্ড বারনেড সাহেব জাপানে বহুদিন বাস করিয়া লিখিয়াছেন তথায় দরিদ্রতা নাই। তাহার চারিটী কারণ উল্লেখ করিয়াছেন—(১) জাপানের প্রত্যেক লোকের কিছু না কিছু ভূমি সম্পত্তি আছে; (২) জাপানের লোকে প্রাণ গেলেও অপরের গলগ্রহ হয় না, প্রত্যেকে প্রাণপণে খাটিয়া

আপনার জীবিকা অর্জ্জন করে; (৩) জাপানীরা পল্লিগ্রামে থাকিতে ভালবাসে; এজন্য অল্পব্যয়ে তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়; (৪) জাপানীরা বিলাসিতা ও আড়ম্বর ভালবাসে না, ধনী, দরিদ্র সকলেরই চালচলন প্রায় এক প্রকার।

আশ্চর্য্য চিত্রকরী — সুইজারল্যাণ্ডে কুমারী রেপিন চিত্রকার্য্যে সুবিখ্যাত; আশ্চর্য্যের বিষয় এই ইহাঁর হাত নাই, পা দিয়া সুন্দর পট অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

শরীর পরিষ্কার করিবার উপায় —এক পেয়ালা সামুদ্রিক লবণে এক কাচ্চা কর্পূর ও এক কাচ্চা এমোনিয়া মিশাইয়া একটী সওয়া সেরী বোতলে রাখ, তৎপরে বোতলে গরম জল পূরিয়া ২৪ঘণ্টা রাখিয়া দাও। স্নানের জলে ইহার এক চামচা মিশাইয়া স্নান কর, শরীর মর্দ্দন করিবা মাত্র সমুদায় মলা উঠিয়া যাইবে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(৩৪৫ সংখ্যা ১৭৪ পৃষ্ঠার পর)

আমরা বাল্যকালে কৃষক ও কৃষক পুত্রদিগের গল্পে পড়িয়াছিলাম "কৃষিকার্য্যে রত্ন লাভ হইবে" পিতা এই লোভ দিয়া পুত্রদিগকে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। পুত্রেরা কৃষিকার্য্যে বাস্তবিক রত্ন না পাইলেও শ্রমলব্ধ ধনে রত্নলাভের ন্যায় সুখী হইল এবং জীবনোপায়রূপ কৃষিবিদ্যা শিখিতে পারিল। আর্য্যগণের অনেক বিধি আমাদিগের পক্ষে সেই কৃষকপুত্রদিগের রত্নলোভ স্বরূপ। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতেও আমরা ইহা দেখিতেছি। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আচরিত না হইলে ভ্রাতার আয়ুক্ষয় হইবে, কি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আচরিত হইলে ভ্রাতার আয়ুবৃদ্ধি হইবে, এগুলি কেবল প্রবর্ত্তনা মাত্র। প্রকৃত পক্ষে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য কেবল ভ্রাতৃভাব ভগ্নীভাবের অনুশীলন, কেবল সদ্ভাবের পরিবর্দ্ধন। সহোদর সহোদরার সদ্ভাব অনুশীলিত হইয়া পারিবারিক ভ্রাতৃভগিনী ভাব, তাহার বিস্তারে সামাজিক ভ্রাতৃ ভগ্নীভাব, তাহার পরিণামে সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃ ভগ্নীভাব—এই চতুর্বিধ ভ্রাতা ভগিনীভাব, এই বিশ্বজনীন সদ্ভাব শিক্ষা দেওয়াই ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য। যেমন ভূচিত্র দেখিয়া পৃথিবীর আকার বোঝা যায়, ফটোগ্রাফ দেখিয়া মানবের আকৃতি অনুভব করা যায়, সেই রকম ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইতেই আর্য্যগণের বিশ্বজনীন সদ্ভাব অনুভূত হয়। সেই দিনই যেন আমরা ভ্রাতা ভগিনীর মূল্য বুঝিতে পারি, সেই দিনই মনে হয় সকলেই সকলের মঙ্গলের জন্যে খাটিতে আসি-

য়াছি! এই ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া সকল জাতির, সকল সাম্প্রদায়িকেরই গ্রহণীয়। এ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বিশ্বজনীন প্রেমের সঙ্কেত।

এই খানে একটী কথা আছে, কথাটী এই, অনেকে যম যমুনার উপাখ্যান হইতে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়াকে কুসংস্কার মনে করেন, —"যমের দুয়ারে কাঁটা" পড়িবার কথা শুনিয়া ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ঐ উপাখ্যানের ভিতর যে কি জীবন্ত সহৃদয়তা রহিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখেন না। নিষ্কাম ভালবাসা আর্য্যগণের বড় গৌরবের জিনিস ছিল; তাঁহারা নিষ্কাম ভালবাসার সাধক ছিলেন। যাহাতে নিষ্কাম ভালবাসা, নিঃস্বার্থ হিতৈষণা দেখিয়াছেন, তাঁহারা—গুণগ্রাহী আর্য্যগণ তাহারই পূজা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন ভগিনী-হৃদয় নিঃস্বার্থ ভালবাসার মন্দির, ভগিনী আত্মবিস্মৃত হইয়া ভ্রাতাকে ভাল বাসিতে পারেন, তাই ভগিনীর গৌরবার্থে যম যমুনার উপন্যাস ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যমুনা যমের ভগিনী; যাঁহার ভগিনী আছে, তিনিই ভগিনী হৃদয়ের মমতা বোঝেন। তাই যখন স্বার্থ-ত্যাগিনী শুভাকাঙ্ক্ষিণী ভগিনী, বৎসরান্তে ভ্রাতৃস্নেহোদ্বেলিতা হইয়া "ভাই ফোঁটা" দেন, তখন যমের হস্ত হইতে—নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, সর্ব্বসংহারক যমের হস্ত হইতে, যমদণ্ড খসিয়া পড়ে! তাঁহার দুয়ারে কাঁটা পড়ে! যাঁহার ভগিনী আছে সে ভগিনী-প্রাণে ব্যথা দিতে পারে না—ভগিনীর প্রাণের ভাইকে কাড়িয়া লইতে পারে না! এই কথা টুকু বুঝাইতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যম যমুনার অবতারণা! আর কোন্ জাতি ভগিনীর এমন গৌরব করিতে পারে, বলতো?

প্রাচীন ভারতে "ভগিনী" বড় গৌরবের জিনিস ছিল। এক সময়ে একবার নহে, অনেক সময়ে অনেকবার ভারতীয় ভগিনীকুল গৌরবান্বিতা হইয়াছেন। যখন বৈদিক সময়ে, পণিগণ ইন্দ্রের দূতী সরমার সহিত ভ্রাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধ পাতাইয়াছিল, তখন ভারতীয় ভগিনীর বড় গৌরবের দিন ছিল। যখন উড়িষ্যায় জগন্নাথের মন্দিরে ভাই ভগিনী পূজা প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তখন ভারতীয় ভগিনীর বড় গৌরবের দিন ছিল; যখন আর্য্যগণ "স্নেহেচ মাতা ভগিনীচ যত্নে" বলিয়াছিলেন, তখন ভারতীয় ভগিনীর বড় গৌরবের দিন ছিল। সে দিনকার কথা—যখন রাজস্থানে "রাখিবন্ধন" প্রথা প্রচলিত ছিল, যখন হিন্দু মহিলাপ্রদত্ত "রাখি-বলয়" গ্রহণ করিয়া মুসলমানেরাও তাহাদিগের "ধর্ম্মভ্রাতা" হইতেন, সহোদরের মত প্রাণ পণে ধর্ম্মভগিনীর ধর্ম্ম, পবিত্রতা, সম্মান ও গৌরব রক্ষার্থ প্রস্তুত থাকিতেন, তখনও ভারতীয় ভগিনীর বড় গৌরবের দিন ছিল*। সকলের উপরে যে দিন ভগিনীকুলের গৌরব রক্ষার্থ হিন্দু আর্য্যগণ ভ্রাতৃ-

* রাখিবন্ধন প্রথার বিষয় ভবিষ্যতে বলিতে ইচ্ছুক রহিলাম।

পু, লে,

দ্বিতীয়া প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভাই ভগিনী পরস্পরকে পূজা করিতে আদেশ দিয়াছেন, সেদিন ভগিনীকুলের স্বর্গীয় গৌরব শতগুণ উজ্জ্বল হইয়াছিল। নিষ্কাম ভালবাসার অনুশীলনই যদি ভগ্নীর ভগ্নীত্ব হয়, তাহা হইলে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তাঁহাদিগের শিক্ষয়িত্রী।

বোধ হয় অনেকেই জানেন আজিও ভারতে ভগিনীর ভগিনীত্ব লুপ্ত হয় নাই; আজিও ভারতীয় ভগিনীতে ভগিনীর হৃদয় বিদ্যমান। দেখিতে চাও?—বাঙ্গালীর ঘরে খুঁজিয়া দেখ, ভ্রাতার নিকটে গ্রাসাচ্ছাদনের আশা নাই, ভ্রাতৃগৃহে স্থান নাই, ভ্রাতার হৃদয়েও বড় মমতা নাই, তবু ভগিনীর স্নেহ অটল রহিয়াছে। দেখিতে চাও? বাঙ্গালির ঘরে খুজিয়া দেখ, ভ্রাতার নিকটে তিরস্কৃতা, অপমানিতা, বাক্যবাণে জীবন্মৃতা, তবু ভগিনীর স্নেহ অটল রহিয়াছে। দেখিতে চাও তো খুঁজিয়া দেখ—ভাই লক্ষাধিপতি, ভগিনী পথের ভিখারিণী, তবু ভগিনীর স্নেহ অটল রহিয়াছে। ইহা ভগিনী জাতির দুঃখের কথা হইলেও বড়ই সৌভাগ্যের কথা। মাতার স্নেহ, ভার্য্যার প্রেম, কন্যার ভক্তি, এ সকল স্বর্গীয় জিনিস সন্দেহ নাই, কিন্তু এ সকল জিনিস অল্পাধিক পরিমাণে বিনিময় হয়, কমই হউক আর বেশি হউক, কিছু না কিছু ফিরাইয়া পাইতে হয়; ভগিনীর—যে ভগিনীর ভালবাসার দান আছে প্রতিদান নাই, তাঁহার বড় জিত হইয়াছে। এ সংসারে যে ভালবাসা বিলাইতে পারিয়াছে, স্বর্গেই তাহার জন্য ভালবাসা রক্ষিত রহিয়াছে। ভাল বাসিয়া যত সুখ, ভাল বাসা পাইয়া তত নহে। যিনি ভাল বাসিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই হৃদয় স্বর্গ হইয়াছে; যিনি ভালবাসা পাইয়াছেন, তিনি যে মানুষ সেই মানুষই রহিয়াছেন। ভাল না বাসিতে পারা রমণীজাতির বড় কলঙ্ক। এ কথা আমি আজি বলিতেছি না; রমণী জাতিকে ভগিনীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা শিখাইবার জন্যই ভারতীয় আর্য্যগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছি ভগিনী-জীবনে (দুঃখের কথা থাকিলেও) বড় সৌভাগ্য!—আর্য্যগণই এ বিষয় স্বীকার করিয়াছেন।

আর্য্যগণ ভগিনী জাতিকে স্নেহাশীষ রূপে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিয়াছেন। ভগিনি! যদি বৎসরান্তে স্নেহের ভ্রাতাকে দেখিতে চাও, যদি স্বহস্তে ভ্রাতাকে সেবা ও যত্ন করিয়া সুখী হইতে চাও, তবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া গ্রহণ করিও। যদি ভ্রাতা ভগিনী জীবনের মুল্য বুঝিতে চাও, যদি ভ্রাতৃ সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগকে সহোদরের মত ভালবাসিতে ইচ্ছা কর, তবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া গ্রহণ করিও। যদি সামাজিক ভ্রাতৃভগ্নীভাবে আবদ্ধ হইতে চাও, যদি ভালবাসিয়াই সুখী হইতে চাও, তবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া গ্রহণ করিও। যদি বিশ্বজননীর পুত্র কন্যাদিগকে ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া প্রীতি দিতে চাও, যদি নিষ্কাম ভালবাসার অনুশীলন করিতে চাও, তবে

আগে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় অভ্যাস কর। প্রেমিক আর্য্য ঋষিগণের পবিত্র সঙ্কেতানুসারে পাদক্ষেপ কর, তুমি সহজে তোমার গম্য স্থানে পৌঁছিবে। আর্য্যগণের স্নেহাশীষ সফল হইবে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভগিনীগণের জগৎ ভ্রাতৃময়। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ায় ভ্রাতার মধ্যে কেহই পর নাই, সবই সহোদর। ভাই ভাই "ঠাঁই ঠাঁই" হইয়া থাকে, ভাই ভাই দলাদলি হইয়া থাকে, ভাই ভাই গালাগালি দিয়া থাকে, ভগিনীর সঙ্গে কিন্তু সে সব গোলমাল নাই, ভগিনী সকল ভ্রাতারই শুভাকাঙ্ক্ষিণী। ভগিনীর গোত্রও দেখিতে হয় না, জাতিও দেখিতে হয় না, কেবল অনুগ্রহ করিয়া ভালবাসা চন্দনের "ভাই ফোঁটা" লইতে হয়, কেবল বিশ্বজননীর স্নেহামৃত—আত্মার পুষ্টিবর্দ্ধক "খাদ্য" গ্রহণ করিতে হয়—না করিলে ভ্রাতার "অকল্যাণ" হয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় পরকে আপনার করিতে হয়; ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভগিনীর নিকটে জেঠ্‌তুত, খুড়তুত, মাসতুত পিসতুত ভ্রাতা বলিয়া উপেক্ষা নাই; ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সকলেই সহোদর। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভগিনীর নিকটে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান বলিয়া প্রভেদ জ্ঞান করিতে নাই, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সকলেই এক মায়ের সন্তান। ইহাই ভগিনীর শিক্ষনীয়।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভ্রাতা মাত্রেই ভাইফোঁটা গ্রহণ করিতে পারেন। যিনি ভগিনী হৃদয়ের ভালবাসা গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই "ভাইফোঁটা" গ্রহণ করিতে পারেন। যিনি ভ্রাতা হইতে জানেন, ভ্রাতার কর্ত্তব্য বোঝেন, তিনিই "ভাইফোঁটা" গ্রহণ করিতে পারেন। যিনি ভগিনীর ভাই, যাঁহার সহোদরা আছেন, যিনি সহোদরার মুখ একদিনও দেখিয়াছেন, তিনি সেই ভ্রাতৃত্বে প্রণোদিত হইয়া সকল ভগিনীর নিকট হইতে ভাইফোঁটা লইতে পারেন। যাঁহার সহোদরার অভাব, সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য, তিনি আজি ভাইফোঁটা লইতে পারেন। যিনি (বিশ্বজননীর) মাতৃভক্ত পুত্র, যিনি সম্পূর্ণ রূপে মায়ের হইতে পারিয়াছেন, তিনি যে দেশের লোকই হউন, যে জাতিতেই জন্মিয়া থাকুন, বঙ্গবাসিনীর "ভাইফোঁটা" গ্রহণ করিতে তাঁহার অধিকার আছে। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, মায়ের মাতৃভক্ত পুত্রগণ সারিদিয়া দাঁড়াইয়া "ভাইফোঁটা" গ্রহণ করিতে পারেন। হিন্দু আর্য্যগণের গার্হস্থাশ্রম নিজের জন্য নহে—সমস্ত জগতের জন্য। হিন্দু আর্য্যগণের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নহে—সকল সাম্প্রদায়িকগণের জন্য। যদি সকল সম্প্রদায়েই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তবে এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইতেই জগতে প্রকৃত সদ্ভাব স্থাপিত হইতে পারে।

ইহাই মহাপ্রাণ হিন্দু আর্য্যগণের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া "বিশ্বজনীন প্রেমের

সঙ্কেত” সেই কথা লিখিতে গিয়া আমার ক্ষুদ্রতম শক্তি-অনুযায়ী জ্ঞান ও বিশ্বাসানুসারে যাহা “সত্যও কর্ত্তব্য” বুঝিলাম, উপস্থিত প্রবন্ধে তাহাই লিখিলাম। ইহাতে যাহা ত্রুটি বিবেচিত হইবে, যাহা ভ্রম বা অন্যায় বিচারিত হইবে, সে আমারই অক্ষমতা—মহাপ্রাণ আর্য্যগণের নহে। যাঁহারা আমার পিতৃ মাতৃ স্থানীয়, যাঁহারা আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাঁহারা জানিবেন, আমার মত অযোগ্য ও অক্ষম ব্যক্তি এরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে পদে পদে পদচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কথা ভাবিয়াই তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আর যাঁহারা আমার ভ্রাতা ভগিনী, আজি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় তাঁহারা তো আমাকে ক্ষমা করিবেনই; তবে সকলেই জানিবেন আমি যাহা কিছু লিখিলাম, সে কেবল সত্য ও কর্ত্তব্যের উত্তেজনায়—বিদ্বেষবশতঃ কি উপদেশ দিবার জন্য নহে। আমি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সকল ভ্রাতা ভগিনীরই “অনুজা”।

এখন মা আমার বিশ্বজননি! একবার তোমার পদ-ধূলি দিয়া এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সম্পূর্ণ কর। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার যাহা উদ্দেশ্য, সেই বিশ্বজনীন সদ্ভাব তুমিই শিখাইয়া দাও। আমি যে নিত্য নিত্য জাগিয়া স্বপ্ন দেখি, তোমাতে জগৎ ভরিয়া গিয়াছে, মাটীর জগৎ প্রেমের জগৎ হইয়াছে, আমরা—তোমার সকল ছেলে মেয়েরা, রাগারাগি ভুলিয়া, গালাগালি ভুলিয়া, সকল রকম দুষ্টামি ভুলিয়া, সকলেই ভাই—সকলেই ভগিনী হইয়াছি। আমি যে নিত্য নিত্য জাগিয়া স্বপ্ন দেখি, আমরা তোমার প্রেমার্ণবে ডুবিয়া গিয়াছি, তোমার ছেলে গুলি সত্য, ন্যায় ও জ্ঞানের আদর্শ হইয়া তোমার মেয়েগুলির ধর্ম্ম জ্ঞান পবিত্রতা সম্ভ্রম প্রভৃতি শিক্ষা ও রক্ষার সহায় হইয়াছেন; তোমার ”মেয়ে গুলি—তোমার ধর্ম্মপরায়ণা, বিদ্যাবতী, সতীও লক্ষ্মীরূপা মেয়েগুলি—তোমার ছেলেদের শরীর মন ও আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে পরিচর্য্যা করিতেছেন, সকলেই প্রকৃত ভাই ভগিনী হইয়া পশু, পক্ষী, কীট, কীটাণুর প্রতিও সদয় ব্যবহার করিতেছেন, তোমার জগতের মঙ্গলে সকলেই মঙ্গল অনুভব করিতেছেন, আমরা তোমার প্রেমোচ্ছ্বাসে আপনা ভাসাইয়া দিয়াছি। আমি যে নিত্য নিত্য স্বপ্ন দেখি, আমার এ স্বপ্ন সফল করিবে কবে মা? তোমার জগতে আমি অণু বা পরমাণুর তুল্য নগণ্য, কিন্তু তোমার কাছে আমিও স্নেহের, আমিও আদরের, তুমি আমার জন্যেও খাটিতেছ, তোমার স্নেহের বুক আমাকেও পাতিয়া দিয়াছ, তাই মা তোমাতেই আমার অধিকার আছে। তোমাতে অধিকার আছে বলিয়া মা, তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি, তোমার ধ্রুব, প্রহ্লাদ, চৈতন্য, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, নানক, তোমার গৌতমী মৈত্রেয়ী, তোমার মীরাবাই, করমেতো বাই প্রভৃতি দেব দেবীগণ তোমার যে প্রেমরাশি পাইয়া ধন্য

হইয়াছিলেন, তাহারই এক কণা দিয়া এ পতিত জাতিকে উদ্ধার কর; তোমার প্রেমে এ জগৎ ডুবাইয়া দাও! ও মা! তুমিই আর্য্যঋষিগণের প্রবর্ত্তিত ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল কর! আমার এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তোমারই চরণে সমর্পণ করিলাম, ইহা অসম্পূর্ণ হউক, অকিঞ্চিৎকরই হউক, নগণ্যই হউক, তোমার আশীর্ব্বাদে যেন তোমার মঙ্গলেচ্ছার বিরোধী না হয়। তোমার অধমা সন্তানের ইহাই প্রার্থনা।

"প্রতীচ্ছ হে স্বস্য ধনং স্বয়ং ত্বং"

"নমো নমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।"

চীন কাহিনী।

(৩৪৪ সংখ্যা ১৫০ পৃষ্ঠার পর)

(২)

চীনবাসীদিগের বিবাহপদ্ধতি অনেক পরিমাণে হিন্দুদিগের অনুরূপ। বিংশ বৎসরের পূর্ব্বেই অধিকাংশ চীন যুবকের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। চীন-বাসীদিগের বিশ্বাস—মৃত ব্যক্তি স্বীয় পুত্র কর্তৃক যথাবিধি সমাহিত না হইলে প্রেতাত্মা প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়; যে ব্যক্তি নিঃ-সন্তান হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহা অপেক্ষা হতভাগ্য আর দ্বিতীয় নাই। পরজীবনের ভাবী দুঃখযন্ত্রণা নিরাকরণ করিবার আশায় চীনবাসিগণ যৌবনের প্রারম্ভেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। একের অধিক স্ত্রীগ্রহণ করা ইহাদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কিন্তু যদি প্রথম পরিণীতা স্ত্রী বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে চীনযুবক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। পোষ্য পুত্র গ্রহণ ভারতবর্ষের ন্যায় চীন দেশেও প্রচলিত আছে।

বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যায় সাক্ষাৎ-কার লাভ করিতে পায় না। হিন্দুদিগের ন্যায় চীনবাসীদিগের বিবাহের সম্বন্ধ ঘটকদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। যদি কন্যার পিতা ঘটকের প্রস্তাবিত বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ না করে, তাহা হইলে বিবাহপ্রার্থী কন্যার পিতার বাটীতে যথাসাধ্য উপঢৌকন প্রেরণ করে। ইহার পর দৈবজ্ঞদ্বারা বর ও কন্যার জন্মপত্রিকা বিচার করান হয় এবং মঙ্গল

সূচক অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে শুভদিন দেখিয়া বিবাহ স্থির করা হইয়া থাকে। বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্ব তিনদিনের মধ্যে কন্যা বা বরের গৃহে কোনও মূল্যবান্ দ্রব্য ভগ্ন বা অপহৃত হইলে ইহারা ভয়াবহ অমঙ্গলের নিদর্শন মনে করে। এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কখনও পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। বিবাহ স্থির হইবার পর হইতে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কন্যাকে সর্ব্বদাই নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে হয়। পাত্রের অবস্থানুসারে কন্যার পিতা তাহার নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কন্যার পিতা অর্থ প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ বিবাহ স্থির হয় না।

ঋণ করিয়াও চীনবাসীরা পুত্র কন্যার বিবাহে উৎসবাদি করিয়াথাকে। বর বন্ধু বান্ধব ও অনুচরদিগের সহিত বহু আড়ম্বরে কন্যা আনয়ন করিতে গমন করে। পাছে বর কোন প্রেতাত্মা কর্তৃক আক্রান্ত হয়, এই ভয়ে তাহার অগ্রে একব্যক্তি একখণ্ড শূকর মাংস লইয়া গমন করে। চীনবাসীদিগের বিশ্বাস প্রেতাত্মা শূকরের মাংসে সন্তুষ্ট হয়, সুতরাং বরের আর কোন অনিষ্ট করে না।

কন্যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেশভূষা ও হীরকাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া এবং আলুলায়িত কেশপাশ বেণীবদ্ধ করিয়া লোহিতবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত আসনে উপবিষ্ট হয়। বর কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইয়া বাহক চতুষ্টয়ের দ্বারা প্রস্তরনির্ম্মিত আসনসহ কন্যাকে নিজ বাটীতে বহন করাইয়া আনে। বরের বাটীতে আসিয়া কন্যা আসন হইতে অবতরণ করতঃ সধবা পুত্রবতী রমণীদ্বয়-সাহায্যে দেহলী উপরিস্থ অগ্নিকটাহ উল্লঙ্ঘন করে। ইহার পর বর অভ্যর্থনা গৃহের উন্নত স্থানে উপবিষ্ট হয়। কন্যা আসিয়া সাষ্টাঙ্গে বরের পদপ্রান্তে প্রণিপাত করে। বর কন্যাকে প্রণত দেখিয়া স্বীয় আসন হইতে অবতরণ করিয়া কন্যার নিকট উপস্থিত হয় এবং অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া একদৃষ্টে তাহার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করে। অনন্তর বরকন্যা নীরবে পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া উপবেশন করে। কিন্তু বিবাহকালে বরকন্যার মধ্যে যে যাহার পরিচ্ছদের উপর উপবেশন করিতে পারিবে, গার্হস্থ্য জীবনে সে তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে সক্ষম হইবে, এই বিশ্বাস বশতঃ প্রত্যেকেই অপরের পরিচ্ছদ প্রান্তে বসিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এইস্থানে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর বর কন্যা গৃহ-দেব-মণ্ডপে গমন করিয়া স্বর্গ, পৃথিবী এবং পিতৃপুরুষদিগকে পূজা করে। এখান হইতে বর কন্যা ভোজনাগারে গমন করে। কন্যার আচার ব্যবহার ও ভাবভঙ্গী দেখিবার জন্য আগন্তুকগণ গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ উন্মুক্ত রাখে। বর ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করে, কিন্তু কন্যা ভোজ্য স্পর্শ না করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। আগন্তুকগণ চা পান করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এইরূপে চীনদেশে বিবাহ সম্পন্ন হয়। (ক্রমশঃ)

আকর পরম্।

দেখিতে দেখিতে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদায় প্রধান, পুরাতন এবং প্রয়োজনীয় বিদ্যা (science) গুলি লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। চিকিৎসাতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন হিন্দুজাতি বিশেষরূপে বুঝিতেন, এই জন্য তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারকে ভৈষজ্যতত্ত্বের অগণ্য গ্রন্থাদিতে পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। মহাবিশাল দ্রুমবর হইতে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র তৃণটির গুণ পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশ্লেষণ করিতে বিমুখ হয়েন নাই; অভ্রভেদী গিরিরাজের মহোচ্চ শিখরে উঠিয়া—তরঙ্গায়িত সমুদ্রবক্ষে চড়িয়া——বিশাল বিজনে প্রবেশ করিয়া, প্রাচীন হিন্দু ভৈষজ্য বিদ্যার আলোচনা করিতেন। মহাযোগী মহাদেব শ্মশানে মশানে বিচরণ করিয়া চিকিৎসা তত্ত্বের নব নব পন্থা আবিষ্কার করিয়া বেড়াইতেন। ব্রহ্মবাদিনী রমণীপুঞ্জ দ্রব্যগুণ শিক্ষা করিয়া তাহা সাধারণ্যে প্রচার করিতেন এবং প্রাচীনা গৃহস্থ স্ত্রীলোকগণও আপনাদের অবসরকালটি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য অতিবাহিত করিতেন। এখন সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রামের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ ভৈষজ্যতত্ত্বের আলোচনা করিতেন এখন সেই গ্রামে দেশীয় চিকিৎসার নাম পর্য্যন্তও নাই। স্ত্রীলোকেরা যেন কোনও নূতন পরিবর্ত্তন-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নূতন জীব হইয়া যাইতেছে; এই জন্য একটি শিশু সন্তানের একটু সামান্য জ্বর বা সর্দ্দি হইলে ডাক্তারকে ডাকিতে হয়; একটু নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে ইউরোপীয় (অর্থাৎ বিদেশীয়) ঔষধের আশ্রয় অবলম্বন করিতে হয়। প্রাচীনাগণ তাহা করিতেন না; তাঁহাদের অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গুণ জানা ছিল, তাঁহারা একটি তৃণ তুলিয়া অথবা একটি পত্রের রস দ্বারা কিম্বা একটি যৎসামান্য "টোটকা" ঔষধ দ্বারা শিশুকে সুস্থ করিয়া দিতেন। ইহাতে ব্যয়ও নাই, অধিক চিন্তাও নাই, সময় ক্ষয় নাই, অথচ সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দতা এবং স্বাধীনতা আছে। বড় দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালা দেশের নব্য "সৌখীন দল" বিলাসের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে এত দূরে যাইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহাদের নিকটে পুরাতন তত্ত্ব গুলি এখন অপদার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়; ভাল বিষয় গুলি মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই জন্য ক্রমে ক্রমে আমরা "মন্দ" গুলি গ্রহণ করিয়া "ভাল" গুলি পরিত্যাগ করিতেছি। ইহাতে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েরই দোষ। ফলতঃ, সমাজকে স্ত্রীলোক যতদূর রক্ষা করে, পুরুষ ততদূর

রক্ষা করে না। এই জন্য, আমাদের প্রাচীন ও প্রয়োজনীয় বিদ্যাগুলির পুনরুদ্ধারের ভার আমাদের শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণ গ্রহণ করিলে, দেশের এক নূতন অবস্থা উপস্থিত হয়; সমাজ এক অপূর্ব্ব ও অভিনব মনোহারিত্বে বিভূষিত হইয়া যায়।

ভারতের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতিরও যথেষ্ট অধঃপতন হইয়াছে। এই বিষাদের দিনে নারীজাতির পুনরুন্নতি সাধন প্রথমেই কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালা দেশে নারীজাতির অবনতি সংঘটিত হইলেও, সমগ্র ভারতের নারী জাতির এখনও অবনতি ঘটে নাই। পঞ্জাব, মধ্যদেশ, রাজপুতানার রমণীবর্গ এখনও সাহস, দয়া, সরলতা এবং নানা সদ্গুণে জগতের অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ বর্ত্তমান। মাদ্রাজী ও মহারাষ্ট্রী রমণীগণ এখনও আদর্শ রমণীর দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন। মাদ্রাজের স্ত্রীলোকেরা অন্যপ্রকার শিক্ষায় অবশ্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতে সমর্থা হয় নাই, কিন্তু হিন্দুচিকিৎসা শাস্ত্রে ইহারা প্রভূত রূপে পারদর্শিনী। প্রবাদ আছে "চিকিৎসক না হইলে মাদ্রাজী রমণী 'রমণী' বলিয়াই গণ্য হয় না।" একথা ঠিক্। মাদ্রাজে যত নারী, তত চিকিৎসক; এক গৃহে যত স্ত্রীলোক ততই ভিষক। আমাদের দেশে কি কখনও এই অপূর্ব্বভাব দেখিতে পাইব না? অন্য শিক্ষার সঙ্গে চিকিৎসা বিদ্যায় কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করাও আবশ্যক।

মাদ্রাজের "তৈলঙ্গী" ও "মালয়ী" রমণীগণ অগণ্য প্রকার দ্রব্যের গুণ জানেন। ধাতু, লতা, ফল, মূল প্রভৃতি তাঁহারা সততই পরীক্ষা করেন; ধাতু সকলেরও আলোচনা হইয়া থাকে। তৈলঙ্গী রমণী হইতে মালয়ী রমণী এ বিষয়ে আরও পারদর্শিনী। ত্রিবাঙ্কুর, কোচীন এবং সমগ্র মালাবার উপকূলের রমণীগণ "মালয়ী" রমণী নামে প্রসিদ্ধা। ইহাঁরা আকর পরম্ নামে এক অত্যাশ্চর্য্য উদ্ভিদ প্রায় সততই ব্যবহার করেন এবং এই চমৎকার উদ্ভিদের দ্বারা এই স্ত্রীলোকগণ জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। এই অদ্ভুত "আকর পরমের" একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। মালাবারের নিকটে মহিশূর রাজ্যে এক বিদুষী বঙ্গরমণী রহিয়াছেন; ভরসা করি তিনি এ বিষয়ের আরও আলোচনা করিয়া বাঙ্গালীর রমণী সমাজ মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ের জ্ঞান প্রচার করতঃ সুকীর্ত্তি স্থাপন করিতে কুণ্ঠিতা হইবেন না।

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সর্ব্বশেষ সীমায় ত্রিনেবেল্লী নগরী, ইহা হইতে শকটে নাগরকোয়েল যাইতে হয়। এই নাগর কোয়েল হইতেই প্রকৃত মালাবার আরম্ভ হইয়াছে। (মালাবারের রমণী সমাজের বিবরণ প্রস্তাবান্তরে বর্ণন করিব।) নাগরকোয়েল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মালাবার উপকূলে আকর পরম্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কন্যাকুমারীতে

(কুমারী অন্তরীপে) ইহা প্রভূত পরিমাণে জন্মে। দূর হইতে দেখিলে, ইহাকে "অমৃত বল্লী" বা "নীলী অনন্তমূল" বলিয়া ভ্রম জন্মে। আকর পরমের এক লাটিন নাম রাখিতে ইংরেজ ডাক্তার সাহেবগণ ক্রটি করেন নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমার তাহা স্মরণ নাই। এই পর্য্যন্ত জানি, এই বিদেশীয় নামটি উচ্চারণ করিলে মাদ্রাজ বা মালাবার অঞ্চলে "আকর পরম্" কেহই বুঝিতে পারে না। যাহাহউক, আকর পরম্ এক বিশাল লতা; আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জঙ্গলে এবং তরু তলাদির নিকটে ইহা জন্মিলেও ইহা অপরাপর লতার ন্যায় কখনও কোন তরুকে আশ্রয় করে না, এই জন্য ইহার অন্য নাম "সতী সুন্দরী"। এক আশ্চর্য্য নৈসর্গিক শিক্ষা !! প্রথমেই এই লতা আমাদের রমণীগণকে সতীত্বের উচ্চশিক্ষা দিতেছেন। এই লতা, উদ্ভিদের ন্যায় ভূমিতে জন্মিয়া ক্রমশঃ ভূমির উপর দিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে; কখনও উর্দ্ধে উঠে না; বাড়িতে বাড়িতে ত্রিশ চল্লিশ হস্ত দূর পর্য্যন্ত যাইয়া পড়ে। ইহার স্বভাব এই যে, যতই বিস্তৃত হউক না, উর্দ্ধে উঠে না। কি আশ্চর্য্য শিক্ষা !! ইহাতে আমরা মাতৃভক্তি এবং বিনয় উভয়ই শিক্ষা পাইতেছি। এখন রূপকের কথা যাউক, প্রকৃত ভাবে ইহার চমৎকার গুণ বর্ণনা করা আবশ্যক। প্রথমে ইহার আকৃতি এবং প্রকৃতি কিছু বর্ণনা করিতেছি। ইহার গ্রন্থিসমূহ স্থূল, কিন্তু ডাঁটা কোমল এবং পাতলা; ফুল বারমাস থাকে। ফুলের বর্ণ গাঢ় লোহিত, সিন্দুরের মত, সৌগন্ধ কিছুই নাই। * তীব্র কটুগন্ধ ফুলে পাওয়া যায়; অনেক ক্ষণ ধরিয়া ঘ্রাণ লইলে মাথা ধরিয়া থাকে এবং গরম বোধ হয়। অত্যন্ত বর্ষা হইলে ফুল পচিয়া যায়, কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই আবার নূতন ভাবে জন্মে। ফুল কখনও শুকাইতে দেখা যায় না; খসিয়া পড়ে, না হয় পচিয়া যায়। বিকৃত হইলেও রং ঠিক্ থাকে। মূলের আকার প্রায় "শতমূলী" লতা সদৃশ; পাতা খুব বড় বড়; পাতার উপরে সবুজ রং, অভ্যন্তরেও সবুজ রং, কিন্তু শ্বেত রঙ্গের কিছু আভা দেখা যায়। প্রতি পত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী দ্বারা পাঁচ সমভাগে বিভক্ত। লতা বা পাতা প্রায়ই শুকায় না, এই জন্য ডাক্তারেরা ইহাকে (এভার্‌গ্রীণ) চির-হরিৎ বলিয়া কখনও কখনও সম্বোধন করেন। পাতার বা ডাঁটার কোনও বিশেষ গন্ধ নাই। পাতা

* আমরা প্রথমে আমেরিকার এক মাসিক পত্রে এই লতার বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম। তদনন্তর ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত নাগোরকোয়েলের সেসনসূজজ মিষ্টর পিলে মহাশয়কে পত্র লিখিয়া এই লতা ডাকযোগে আনাইয়াছিলাম। এস্থলে স্বীকার করা আবশ্যক যে, বঙ্গ সাহিত্যের সুপরিচিত কোন মহোদয় সর্ব্ব প্রথমে এই লতার গুণ ইংলণ্ডের এক সমাচার পত্রে প্রকাশ করেন; আমেরিকার কোনও সম্বাদ পত্রে উহা উদ্ধৃত হয়। এই প্রস্তাব লিখিতে লিখিতে তাঁহার প্রস্তাব হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

হইতে অন্ধকার রাত্রে কখনও কখনও "অতি সামান্য" জ্যোতিঃ দেখা গিয়াছে; ইহার কারণ এ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। এক্ষণে ইহার গুণ লিখিতেছি। ইহার গুণগুলি বিস্তৃত ভাবে লিখিতে গেলে এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইয়া পড়ে, এজন্য সংক্ষেপে কিছু লিখিতেছি। এই লতাকে এক প্রকার "মকরধ্বজ" বলিলেও বলা যায়। মকরধ্বজ অনুপান ভেদে যেমন নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়, এই লতাও নানা রোগের ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মকরধ্বজে অনুপান অপেক্ষা করে, ইহার অনুপান কেবল জল অথবা নারিকেল তৈল। আভ্যন্তরিক প্রয়োগের জন্য অনুপান, শীতল জল; বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য অনুপান, নারিকেল তৈল। শরীরের বহির্দ্দেশে বেদনা, যন্ত্রণা, ফোলা, চর্ম্মরোগ, প্রভৃতি দেখা গেলে, পত্রের রস নারিকেল তৈলের সহিত মিশ্রিত করতঃ উহা গরম করিয়া ব্যবহার করা যায়। ইহাতে অসংখ্য লোকের যন্ত্রণা প্রশমিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু একথা বলা আবশ্যক, বাহ্যিক প্রয়োগে ইহার ফল যত শীঘ্র পাওয়া যায়, আভ্যন্তরিক প্রয়োগে তত শীঘ্র পাওয়া যায় না, একটু বিলম্বে ফল হয়। আমি আমার নিজের পরীক্ষায় প্লীহা, জ্বর এবং চর্ম্মরোগ এই তিনটি ব্যাধি ইহার সাহায্যে দূরীকৃত করিয়াছি। পেটের বেদনার ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোনও প্রকার শিরোরোগে ইহা ব্যবহৃত হয় না। ইহার ফুল বা মূল কোনও রোগের ঔষধ নহে; ফল হয় না; কেবল পত্রের রসই ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার রসে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য উত্তমরূপে পরিষ্কার করা যায়; ইংরেজেরা স্পীরীট দিয়া যে সকল দ্রব্য (প্রিজার্ভ) "রক্ষা" করেন, আকর পরমের রসে তাহা সুন্দররূপে রক্ষিত হয়। মালাবারের ইহাই "দেশী স্পীরীট"। রসকে জমাইতে পারিলে, বিশুদ্ধ শর্করা পাওয়া যায়। রসের আস্বাদন চিনির মত নহে, কিন্তু সুস্বাদু। বঙ্গদেশে ইহার আলোচনা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে; অনেক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইতে পারে।

তোরা দুটী।

জীবন আকাশ হ'তে
খসে গেছে দুটী তারা।
পুনঃ কিগো নব বেশে
ফিরিয়া আসিল তারা?

সেই হাসি সে চাহনি—
সেই মধুমাখা বাণি।
সেই স্বপ্ন নিশি শেষে
আসিয়াছে উষা রাণী॥

জীবন মধ্যাহ্ন মাঝে
কত যে দেখিনু খেলা।
কত কি দেখিতে হবে
না জানি সাঁঝের বেলা!

ফুটেছিস্ তোরা দুটী
থাক্ হৃদি আলো করে;
দেখিস্ তাদের মত
তোরাও যাস্না ঝ'রে॥

জীবন উৎসাহহীন
করিয়া গিয়াছে তারা।
এখন কেমন যেন
পড়ে আছি আত্মহারা।

এসেছিস্ তোরা দুটী
জাগাতে পারিস যদি
তোদের ও হাসি দিয়ে
সে মোর প্রসন্ন হৃদি।

জানিনা যেখানে থাকি
কেন মন যায় ছুটি—
দেখিতে কেমন আছ
প্রাণের আরাম দুটী।

তোরা দুটী যাস্ নাকো
আমাকে দিয়ে গো ফাঁকি।
তোদের দেখে গো যেন
অন্তিমে স্তিমিত আঁখি॥

আঁধার জীবনে মোর
তোদের বিমল হাসি।
যেন চির দিন তরে
বিতরয় আলো রাশি!

হৃদয় উদ্যানে মোর
চিরদিন থাক্ ফুটি,
যেন ঝরে' যাস্ নাকো
থাক্ ফুটে তোরা দুটী॥

প্রবাদ বিচার।

সুসভ্য জাতিমাত্রেই স্বদেশীয় প্রবাদের আদর করিয়া থাকেন, কেননা প্রবাদ দেশের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। উহা দ্বারা কোন জাতির আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষা, ধর্ম্মানুরাগ, স্বভাব চরিত্র, সভ্যতা, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি নানা বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। এমন কি উহাকে জাতীয় দর্পণ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। প্রবাদের আর একটী মহৎ গুণ এই যে, উহাদ্বারা জাতীয় সাধারণ শিক্ষার স্রোত অন্তঃসলিলা নদীর প্রবাহবৎ নীরবে, ও গুপ্তভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। প্রবাদ সকল এমন সুন্দর ও সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে রচিত হইয়া থাকে যে, উহা দ্বারা যে শিক্ষা প্রচারিত হয়, তাহা সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক পরমাদরে পরিগৃহীত হয়। গুরুমুখে বা পুস্তক বিশেষের শিক্ষা পরিগ্রহে লোকের মনে ইতস্ততঃ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রবাদের শিক্ষা গ্রহণে কাহারও কিছুমাত্র

সঙ্কোচ হয় না, বরং প্রয়োজন কালে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া প্রবাদ-রচয়িতার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ হইয়া থাকেন। এতাদৃশ মহোপকারী প্রবাদ সকলের সৃষ্টি, পুষ্টি, রক্ষা, প্রচার, প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সাধারণের আলোচনার বিষয় তাহার সন্দেহ নাই।

প্রবাদ সকলের সৃষ্টি অতি আশ্চর্য্যরূপে হইয়া থাকে। সম্রাট, রাজা, সামন্ত, জমীদার, নবাব প্রভৃতির স্বেচ্ছাচারিতা, চালচলন ও অপব্যয়, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক প্রসিদ্ধ ঘটনা, সুন্দর গ্রন্থাদির উৎকৃষ্ট বাক্যাবলী, চিরপ্রচলিত উপকথা বা আখ্যায়িকার অংশ বিশেষ, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও গায়কগণের কাব্য ও গানের অংশ ইত্যাদি বহু বিষয় আশ্রয় করিয়া প্রবাদ নিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে। যাঁহারা অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, সূক্ষ্মদর্শী, চিন্তাশীল, কবি ও রসিক, তাঁহারাই প্রবাদের সৃষ্টিকর্ত্তা। সম্প্রতি আমাদের চক্ষের উপর ধীরে ধীরে একটী প্রবাদের সৃষ্টি হইতেছে, আমি যদি তাহার বিবরণটী বিশদরূপে প্রকাশ করিতে পারি, তাহা হইলে ভরসা হয়, পাঠক পাঠিকাগণ প্রবাদ সৃষ্টির কতক-আভাস পাইবেন।

প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় একজন পণ্ডিত, কবি ও সঙ্গীতাচার্য্য। তাঁহার স্বরচিত উত্তম সঙ্গীত অনেক আছে। তাঁহার একটী গান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিব্যঞ্জক। উক্তির মর্ম্ম এই,

"যখন আমার সর্ব্বজীবে সমান দয়া হইবে, ভগবানের নাম শ্রবণ মাত্র অশ্রুপুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক পরিস্ফুট হইবে এবং নিমেষ কালও সেই নাম ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইব, ভগবদ্ভক্তগণের দর্শনমাত্র আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিব ও তাঁহাদের পরিচর্য্যায় প্রাণপণ করিতে পারিব, ভগবানের লীলাস্থল সকলে অবস্থান পূর্ব্বক তন্নাম শ্রবণ কীর্ত্তন ভিন্ন অন্যাভিলাষ রহিবে না, আপনি তৃণ হইতে নীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু ও অভিমানশূন্য হইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের সম্মান বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইব—আমার চরিত্র যখন ইত্যাদ ইত্যাদি প্রকার হইবে, আমি তখনই গৌর হইতে পারিব। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইতে আমার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।" গানটীর শেষ পদ এই,—

"—গৌর হতে বাঁকী অনেক দিন।"

সম্প্রতি কোন আধুনিক গ্রন্থকার স্বরচিত কোন পুস্তক, বঙ্গীয় লেখকগণের অগ্রগণ্য পথপ্রদর্শক স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন পুস্তকের তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করায় কোন বিচক্ষণ রসিক ব্যক্তি কহিলেন

"—গৌর হতে বাঁকী অনেক দিন।"

অর্থাৎ আধুনিক গ্রন্থকার মহাশয়ের গ্রন্থখানি বিদ্যাসাগরের তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। যে স্থলে এই ঘটনা হইয়াছে,

আমরা শুনিয়াছি, উহার পর যখন যখন সেই স্থলে ক্ষুদ্র বস্তু বা ক্ষুদ্র ঘটনা, মহৎ বস্তু বা মহৎ ঘটনাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তখন তখনই কোন ২ ব্যক্তির মুখ হইতে ঐ কথা স্বতঃই বহির্গত হইয়াছে। অতএব

"—গৌর হতে বাঁকী অনেক দিন।"

একটী প্রবাদ হইয়া পড়িল। কাল সহকারে হয়ত এ বিবরণ লোকের স্মৃতি হইতে অন্তরিত হইবে, কিন্তু প্রবাদটী লোকের মুখে২ এবং গ্রন্থাদিতে বঙ্গভাষার সঙ্গে সঙ্গে চিরকাল রহিয়া যাইবে। যদিও আমরা সকল প্রবাদের উৎপত্তির বিবরণ জ্ঞাত নহি এবং জ্ঞাত হইবার কোনও উপায়ও নাই; কিন্তু ঐরূপে যে সমুদায় প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিগত তুইশত বর্ষের মধ্যে যে সকল প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, অভিনিবেশ সহকারে নির্ব্বাচন করিলে বোধ হয়, তাহাদের নির্ণয় না হইতে পারে এমন নহে। আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত প্রবাদগুলি তাহার অন্তর্গত।

১। নবাব্ সিরাজ উদ্দৌলা আর কি ?

২। রাজা নব কৃষ্ণ।

৩। সীতারামী সুখ।

৪। কালে বাপুও পণ্ডিত হবে!

৫। ঘটিরাম ডিপুটী।

৬। জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমাই চৈত্রমাসে রাস।

৭। মাত মরেছে বিরাল কাঁদে
শান্ত কোলে বকে।
ব্যাঙের শোকে সাঁতারপানি
হেরি সাপের চোকে॥

৮। লোহার কাত্তিক।

নদীয়া জিলার কোন পল্লীগ্রামে কার্ত্তিকেয় তুলে নামে একজন ভয়ঙ্কর দস্যু ছিল। কোন সময়ে সে দস্যুতার অপরাধে ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তৎকালে, যে গ্রামে যে অপরাধীর বাস, সেই গ্রামে বা তাহার নিকটে তাহাকে ফাঁসী দেওয়ার নিয়ম ছিল। আমরা বালককালে কার্ত্তিকেয় তুলের ফাঁসী কাষ্ট দেখিয়াছি। কার্ত্তিকেয়ের ফাঁসী হওয়ার পর তাহার মা "আমার লোহার কাত্তিক কোথা গেল" বলিয়া কাঁদিয়া ছিল। তদবধি ঐ কথা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। দৃঢ়িষ্ট, বলিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিলেই লোকে "লোহার কার্ত্তিক" বলিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

শ।

১। শক্তমাটিতে বিড়াল আচড়ায় না।

২। শক্তের কুকুর, নরমের বাঘ।

৩। শক্তের তিন কুল মুক্ত।

৪। শজনে শাকে লুন জোটেনা,
মুসুর ডালে ঘি!

৫। শজিনে শাক বলে আমি

সকল শাকের হেলা,
আমারে খোজ করে
কেবল টানাটানির বেলা।
৬। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।
৭। শঠের মায়া, তালের ছায়া।
৮। শতং বদ মা লিখ।
৯। শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ।
সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।
১০। শত্রুপুরীর মাঝে বাস।
১১। শত্রুর শেষ রাখিতে নাই।
১২। শনির দৃষ্টি।
১৩। শনিবারের মড়া দোষর চায়।
১৪। শমন-দমন রাবণ রাজা,
রাবণ-দমন রাম।
১৫। শয়তানের মায়া বোঝা ভার।
১৬। শয়নে পদ্মনাভ।
১৭। শয্যাকণ্টক।
১৮। শয্যাগুরু।
১৯। শর্ব্বরীদীপকশ্চন্দ্রঃ,
প্রভাতদীপকঃ রবিঃ।
ত্রৈলোক্যদীপকোধর্ম্মঃ,
সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ।
২০। শরশয্যা।
২১। শরাটাও টা, ঘোড়াটাও টা।
২২। শরীরং পাতয়েৎ বাপি
কার্য্যং বা সাধয়েদ্ বুধঃ।
২৩। শরীরপাতন কিম্বা
কার্য্যের সাধন।
২৪। শরীরের নাম মহাশয়,
যা সয়াও তাই সয়।
২৫। শ ষ স হয়েছে,
হ ক্ষ দেখিব।
২৬। শসা খেয়ে জলকে টান,
তেমনি ভেয়ের বোনকে টান;
চিনি খেয়ে জলকে টান,
তেমনি বোনের ভাইকে টান।
২৭। শসে মিয়া।
২৮। শস্তার তিন অবস্থা।
২৯। শাক, অম্বল পান্তা,
তিন অবুধের হন্তা।
৩০। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।
৩১। শাককে শাক, মূলকে মূল,
পেঁয়াজ পয়জার দুই হলো।
৩২। শাঁকের করাত,
যেতে কাটে, আসতে কাটে।
৩৩। শাপাদপি শরাদপি।
৩৪। শামুক দিয়ে সমুদ্র ছেঁচা।
৩৫। শালগ্রাম দিয়ে বাটনা বাটা।
৩৬। শালগ্রাম পোড়ায়ে খেয়ে,
নোড়া দেখে ভয়।
৩৭। শালগ্রামের শোওয়া বসা।
৩৮। শাস্ত্র ছেড়ে মাঙ্টামি।

প্রহেলিকা।

(গত প্রকাশিতের পর)

ফল মধ্যে বীজ থাকে জানে সর্ব্বজন,
মূল মাঝে বীজ হেরি অদ্ভুত রচনা।
গরবে মানবে তার দের নব নাম,
কোন্ দ্রব্য হয় বল বুধ গুণধাম। ১

সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণে পটু খনক সে নয়,
বাঁকা পথে চলে, কভু সোজা নাহি ধায়।
মস্তক নাহিক তার উদরে বদন,
কঠিন বর্ম্মেতে সদা শরীরাবরণ।
সমরেতে পটু সদা অস্ত্র ধরে হাতে,
কাটি, বিঁধ—দৃঢ় অঙ্গ রক্ত নাহি তাতে।
হাড়েতে লুকান মাংস কঠিন নয়ন,
অষ্টরথ সজ্জা তার যুদ্ধের কারণ।
যুদ্ধ কালে দেখি তারে শঙ্কা পাই মনে,
কোন্ মহাবীর সেই বল ভগ্নীগণে। ২

শয়নে নিষেধ তারে করে সর্ব্বজন,
কিন্তু সন্ধ্যা পূর্ব্বে সেই ঘুমে অচেতন।
বহু জাতি গোত্র তার অধিপতি বঙ্গে,
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তার বাঙ্গালির সঙ্গে।
পূর্ব্বাবধি আর্য্যকুলে আছিল সম্মানে,
এবে নব্য সভ্যে দেখে ঘৃণিত নয়নে।
নাহিক তাহার কাছে অপর আপন,
যায় তার ঘরে, যেবা করয়ে যতন।
দোষে গুণে জড়িত সে সদা সর্ব্বক্ষণ,
তারে বধি খায় নর সুনিদ্রা কারণ।
জলে স্থলে রয় সদা, উভচর নয়,
বিচার করিয়া দেখ কেবা সেই হয়। ৩

তিন বর্ণে নাম তার জানে সর্ব্বজন,
পরার্থে জীবন দান করে সেইজন।
মাথা কাটি রাঁধ, খাও, যাহা ইচ্ছা কর,
এ বড় আশ্চর্য্য তাহে হবে গোলাকার।
মাঝখান বিধিমতে যদি কাটা যায়,
তবে তাহা ছাড়াইতে হবে বড় দায়,
অন্তিম বিচ্ছিন্নে পুনঃ জীবিত সে হয়,
বল দেখি হেন জীব কি আছে ধরায়?৪

সুন্দর সরস ফল ধরি তুই হাতে,
মাঝামাঝি কেটে দেখি অসম্ভব তার।
রসনা-রোচক পক্ক জাম এক হাতে,
অন্য হাতে দেখি দণ্ড রেখা টানিবার।
কোন্ দেশী ফল সেই কি নাম তাহার,
বল বল ভগ্নীগণ করিয়ে বিচার। ৫

বেলা গেল সন্ধ্যা হলো;
জ্বলিলে আঁধার, নিবিল আলো। ৬

এ জগতে ফল বল কি আছে এমন,
চির কাল খায় সবে হয়ে হৃষ্টমন।
দেখাইতে গেলে কিন্তু হবে বড় দায়,
ভাবিতে হবে না তারে পাইবে ত্বরায়। ৭

পঞ্চ যজ্ঞ।

(৩৪৫ পৃষ্ঠার পর)

৩য় নৃযজ্ঞ—অতিথি সেবা। অতিথি সেবা আর্য্যগণের দৈনিক কর্ত্তব্য। অতিথি অর্থে হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে,

"যস্য ন জ্ঞায়তে নাম নচ গোত্রং নচ স্থিতিঃ।
অকস্মাদ্ গৃহমায়াতি সোহতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ"।

অর্থাৎ যে অপরিচিত ব্যক্তি সহসা গৃহে উপস্থিত হয়, তাহাকে জ্ঞানিগণ "অতিথি" বলেন। এতদ্ভিন্ন আত্মীয় কুটুম্ব ব্যতীত কোনও পরিচিত ব্যক্তি আহারাদির জন্য গৃহে আগমন করিলে তাহাকেও অতিথি বলা হয়।

এইরূপ অপরিচিত বা অল্প পরিচিত ব্যক্তিগণ গৃহস্থের নিকটে কিরূপ সমাদৃত ও সম্মানিত হইবেন, নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোকে তাহা বুঝিতে পারা যায় ;

সংপ্রাপ্তায় ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।
অন্নং চৈব যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্ ॥

অতিথি গৃহে আগমন করিলে জল, আসন দিবে ; যথাশক্তি আহার্য্য দান করিয়া বিধিমত সৎকার করিবে।

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ ॥

শ্রেষ্ঠতম জাতির গৃহে যদি নীচ জাতিও আগমন করে, তথাপি তাহাকে যথাযোগ্য পূজা করিবে ; কারণ অতিথি সকল দেবতারই স্বরূপ।

এতদ্ভিন্ন পরম শত্রুও অতিথি হইলে তাহাকে যথাবিধি আদর ও সম্মাননা করিতে হিন্দু শাস্ত্রের আদেশ। *

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ রকম অতিথিসেবার কথা কাহার মনে কি রকম লাগিতেছে জানি না ; কিন্তু আর্য্যগণ যে উদ্দেশ্যে নৃযজ্ঞরূপ অতিথিসেবা প্রবর্ত্তন করেন, তাহা সফল হইলে মানবজন্ম সার্থক হয়। এই অতিথিসেবা হইতে মানবের যাহা শিক্ষা হয়, তাহার নাম সর্ব্বজনীন প্রীতি। মানুষ মানুষকে ভাল বাসিবে, সকলেই এক বিশ্বজননীর সন্তান ; সকলে একই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়, একই জগতের সেবা করিতে জগতে আসিয়াছেন। তাই সহোদর সহোদরার মত সকল মানব সকল মানবকে প্রীতি করিবে ; এইরূপ করাই মানবের উচিত। কিন্তু "উচিত" বুঝিয়াও অনেকে কাজে করিতে পারে না। বর্ত্তমান শতাব্দীতে "ভ্রাতৃভাব, ভগ্নীভাব, সর্ব্বজনীন প্রীতির আবশ্যকতা" অনেকেই বুঝেন, অনেকেই বলেন, আরও অনেকে প্রবন্ধে লেখেন ; কিন্তু সে কাজে অভ্যস্ত অতি অল্প লোকে। ইহার জন্য আমরা মানবসমাজকে নিন্দিত বলি না—মানব নীতিশিক্ষা পাইলেই সুনীতিজ্ঞ—সুনীতিপরায়ণ হইতে পারে না। ব্যাকরণের সূত্রের মত অথবা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার মত, সাধুতা (কেবল মুখস্থ করিয়া বা আঁকে কসিয়া) আয়ত্ত করিবার জিনিস নহে ; সাধুভাবে প্রণোদিত হইয়া সাধুতা অভ্যাস না করিলে সাধু বা সাধ্বী হওয়া যায় না। এইজন্য আর্য্যগণ, সর্ব্বজনীন প্রীতি কেবল বাক্যে বলিতে না দিয়া, কায়মনোবাক্যে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতিথিসেবা সেই সর্ব্বজনীন প্রীতি অনুশীলনের এক প্রধান উপায়। হিন্দুশাস্ত্রে অতিথি ও অতিথিসৎকারের যে প্রকার ব্যবস্থা আছে, তাহা উপযুক্তরূপে আচরিত হইলে মানবের স্বার্থপরতা, অভিমান, হিংসা, বিবাদ প্রভৃতি কুবৃত্তি ও কুকার্য্য দূর হয় ; পরসেবা, সহানুভূতি, দয়া, উপচিকীর্ষা, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি সাধুবৃত্তি ও সাধুকার্য্য সকল

* অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ॥

অভ্যস্ত হয় ; হিংসা ভালবাসায়, শত্রুতা-বন্ধুত্বে ও আত্মাভিমান বিনয়ে পরিণত হইয়া জনসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। যে সমাজে এমন আতিথেয়তা, সে সমাজে কে কাহাকে পর ভাবিতে পারে? একজন লোক ক্ষুধাতুর, তৃষ্ণাতুর অথবা নিদ্রাতুর হইয়া যে কোনও গৃহস্থের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিবেন, তিনি অপরিচিতই হউন, শত্রুই হউন গৃহস্থ তাঁহাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করিবেন, গুরুর মত সেবা করিবেন, পরম শত্রু হইলেও তাঁহার আজ্ঞা পালনে কৃতার্থ হইবেন। এই রকম আতিথেয়তার জন্যই রাণা ভীমসিংহ, নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী সূর্য্যমল্লের সহিত একত্রে পান ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন ; এই রকম আতিথেয়তার জন্যই ভারতীয় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল জাতীয় অতিথির সমুচিত শুশ্রূষা করিতে বিমুখ হন নাই! আর কোন্ দেশে এমন সুশিক্ষা প্রচলিত আছে, তাহা আমরা জানি না। সহস্র সভাসমিতিতে যে কাজ সাধিত না হয়, এক নৃযজ্ঞরূপ অতিথিসেবা হইতে মানবের সে কাজ সাধিত হইতে পারে। এই দেবোচিত উদারতা—এই সর্ব্বজনীন প্রীতির অনুশীলন, ইহারই নাম নৃযজ্ঞ।

৪র্থ যজ্ঞ—ভূতযজ্ঞ, সকল প্রাণীকে আহার প্রদান করা। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাং।
বায়সানাং কৃমীনাংচ শনকৈ নির্বপেদ্ ভুবি।
(মনুসংহিতা, ৩ অধ্যায় ৯২ শ্লোক)

অর্থাৎ "অন্ন পাত্রে উদ্ধার করিয়া ধূলি না লাগে এমন করিয়া ভূমিতে কুকুর, পতিত, কুকুরোপজীবী, পাপ রোগী, কাক ও কৃমিদিগকে উহা প্রদান করিবেক।"

মানবজীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য এই যে সক্ষম ব্যক্তি অক্ষম ব্যক্তিকে দয়া করিবে, সবল ব্যক্তি দুর্ব্বল ব্যক্তিকে রক্ষা করিবে, শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি হীনতর ব্যক্তিকে লালন পালন করিবে। এ জগতে অভাবের জন্যই অনেকস্থলে মানবসমাজ পাপাগার হইয়া থাকে। অনেক সময়ে দরিদ্রতার জন্য পেটের দায়ে অথবা পরিবার প্রতিপালনের দায়ে মানুষ শঠ হয়, প্রতারক হয়—চোর হইয়াও থাকে। যদি ধনী গৃহস্থগণ মানবজীবনের কর্ত্তব্য বুঝিয়া এই রকম দুঃখী দরিদ্রদিগের আহারাদির জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেন—ইহাদিগের অবস্থা ও কার্য্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া নিজেদের দয়া ও সহানুভূতি বিকাস করেন, তাহাহইলে তাঁহাদিগের হৃদয়ের যেমন উন্নতি হয়, সমাজের হত্যা, চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি পাপ ও দুঃখ হ্রাস হইয়া, সুখশান্তিও সেইরূপ বর্দ্ধিত হয়। দয়াবৃত্তি যতই চরিতার্থ করা যায়, মানব-হৃদয় ততই উন্নত হইয়া থাকে ; দয়াবৃত্তির পরিস্ফুরণেই মানব প্রকৃত পরার্থপর হয় * ; এই কারণে

* শুধু "দয়া" নহে—প্রীতিবৃত্তিই পরার্থপরতার মূল ; তবে দয়াও প্রীতিমূলক। প্রীতি না হইলে দয়া জন্মে না। প্রঃ লেঃ।

দয়াবৃত্তির বিকাশের জন্য প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে উপদেশ ও অনুশাসন আছে। কিন্তু এ বিষয়ে আর্য্যগণের উপদেশ ও অনুশাসন শ্রেষ্ঠতম বলা যায়। অন্যান্য ধর্ম্ম দীনহীনকে দয়া করিতে বলে, অসহায়কে রক্ষা করিতে বলে, দরিদ্রকে দান করিতে বলে; কিন্তু দূরদর্শী আর্য্যধর্ম্ম ইহার উপরে আরও অনেক দূর যাইতে বলে, ইতর প্রাণীদিগের অভাব বুঝিয়া তাহাদিগকে আহার যোগাইতে বলে, দুঃখিত বা অভাবগ্রস্ত জীব মাত্রেরই যথাসাধ্য উপকার করিতে বলে। এ দয়ার পাত্র কেবল গো, অশ্ব প্রভৃতি নহে—গো অশ্ব প্রভৃতি জন্তুর উপরেই দয়া করিবার বিধি থাকিলে আর্য্যধর্ম্মের এতটা শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হইত না; কারণ গো অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু হইতে মানবজাতি যেরূপ উপকৃত, তাহাতে তাহাদিগকে সমুচিত স্নেহ ও যত্ন করা তো মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল কৃতজ্ঞতার জন্য অথবা স্বার্থপূরণের জন্য কোনও প্রাণীকে যত্নাদি করিলে দয়া বৃত্তি উপযুক্তরূপে স্ফূর্ত্তি পায় না, প্রীতি ভাবও যথোচিত বিকাস লাভ করিতে পারে না; এইজন্য আর্য্যগণ পতিত, গলিত কুষ্ঠী প্রভৃতি দুর্ভাগ্য ব্যক্তিগণ, কাক কুকুর প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণ—অধিক কি জগতের ঘৃণ্য যে কৃমি কীট তাহাকেও—সস্নেহে আহার করাইতে উপদেশ দিয়াছেন! * এই কার্য্যই গৃহস্থের ভূতযজ্ঞ। ভূতযজ্ঞের অনুষ্ঠানে মানবের দয়াবৃত্তি সম্প্রসারিত হয়, নিঃস্বার্থ প্রীতি অভ্যাস হয়; যাহাকে লোকে "বিশ্বহিতৈষণা" বলে, ভূতযজ্ঞে মানব তাহারই শিক্ষা পাইয়া থাকেন। সেই বিশ্বহিতৈষণাই প্রকৃত "ভূতযজ্ঞ"।

৫ম যজ্ঞ—দেবযজ্ঞ, হোম বা ঈশ্বরোপাসনা। হিন্দুশাস্ত্রে "হোম" করাকেই "দেবযজ্ঞ" বলা হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি ঈশ্বরোপাসনা শেষ হইলে "হোম" করিতে হয়। সুতরাং "হোম" বলিলে দেবোপাসনা শেষ করাও বুঝিতে পারা যায়। "মানবজীবনে ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন কি?" একথার সম্পূর্ণ উত্তর ধর্ম্মাচার্য্যেরাই দিয়া থাকেন, তথাপি মানব মাত্রেরই এ কথার উত্তর জানা উচিত। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিরও বিবেচনায় ঈশ্বরের কার্য্যে যথাসাধ্য আত্মোৎসর্গ করাই মানবজীবনের কর্ত্তব্য; উপাসনা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে। একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগের উপদেশ আমরা "নির্ভুল সত্য" বলিয়া মানিতে পারি না। এ জগতে ভগবানের প্রতি ভক্তি ও প্রীতির অনুশীলনেই মানব জন্মের সম্পূর্ণ সার্থকতা। উপাসনা হইতেই মানবের সেই ভক্তি ও প্রীতি বিকাস লাভ করে, এজন্য ভগবদ্-

* পণ্ডিতবর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার সদ্ভাব গ্রন্থে লিখিয়াছেন "একটী কৃমীকীটকে বাধিত দেখিলে যিনি নিজ হৃদয়ে বেদনা অনুভব করেন, তিনিই ধার্ম্মিক"। আমরাও বলি করুণাই বিশ্বব্যাপিনী। পুঃ লেঃ

পাসনা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাসনা দ্বারা মানব ভগবানের নিকটস্থ হইয়া থাকে; উপাসনাতেই ভগবানের মহিত ভক্তের প্রাণের যোগ হইয়া থাকে। আমরা সহস্র ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া তাহা ভুলিয়া যাইতে পারি, হিতাহিত জ্ঞান সত্বেও মোহান্ধ হইয়া, অথবা ঘটনাস্রোতে জীবন ছাড়িয়া দিয়া পথভ্রষ্ট বা তরঙ্গতাড়িত তৃণের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে পারি—আমাদের মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাণুর পক্ষে সকলই সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু আমরা যদি ভক্তিভাবে ভগবানকে প্রাণের প্রাণে রাখিয়া পূজা করিতে পারি, যদি তাঁহাকে লাভ করিবার উপযুক্ত হইতে গিয়া পাপবুদ্ধি, পাপকার্য্য, পাপকামনা, সবই এড়াইতে পারি, যদি ভগবানকে ভাল বাসিয়া, তিনি আমাদিগকে যে রকম দেখিতে চাহেন, ঠিক্ সেই রকম হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, তাহা হইলেই আমরা—ক্ষুদ্র আমরা, নগণ্য আমরা, মনুষ্যত্বের শেষ সীমায় পৌছিতে পারি। যাহার ভগবানে ভক্তি প্রীতি আছে, পাপে বিতৃষ্ণা আছে, পুণ্যে আকাঙ্ক্ষা আছে তাহার সবই আছে,—মানবে প্রীতি আছে, জীবে দয়া আছে, বিশ্বহিতৈষণায় ও কর্ত্তব্যপালনে আত্মোৎসর্গ করিবার একান্ত ইচ্ছা আছে!* এমনতর ভগবদ্ভক্তি, ভগবৎ প্রীতির প্রধান উপায় ভগবদুপাসনা। ধর্ম্ম-প্রাণা মীরাবাই বলিয়া গিয়াছেন,

"হরিসে লাগিরহ ভাই,
তেরা বনিতে বনিতে বনি যাই।"

এ উক্তির সত্যতা বিষয়ে কাহার সন্দেহ আছে জানি না; উপাসনা যোগে যে মানবের ভগবদ্ভক্তি ক্রমশঃ দৃঢ়তর—দৃঢ়তম হইতে থাকে, এ কথায় কাহার অবিশ্বাস হইবে জানি না।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই আর্য্যঋষিগণ "দেবযজ্ঞ" মানবের দৈনিক কর্ত্তব্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মমুহূর্ত্তে স্নাত ও সংযত হইয়া ভগবানের চরণবন্দনা করিয়া, তাঁহাতে আত্মোৎসর্গ ও দৈনিক কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া, মানব সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে এবং তাহাতে মানবাত্মায় ধর্ম্মের দশ লক্ষণ লক্ষিত হইবে, + ইহাই আর্য্যঋষিগণের প্রবর্ত্তিত "দেবযজ্ঞের" উদ্দেশ্য। এইরূপে উপাসনা যথাবিধি শেষ হইলে ভগবানের উদ্দেশে হোমক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এইরূপে ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ গৃহস্থব্যক্তিকে সম্পন্ন করিতে হয়। ব্রহ্ম-

* যিনি প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, তিনি এই সকল সদ্ভাব গ্রহণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। যিনি ভগবদ্ভক্ত হইয়াও ভগবানের ইচ্ছামত জিতেন্দ্রিয় ও নিষ্পাপ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা না করেন, তাঁহার ভগবদ্ভক্তির মূল্য নাই। প্রঃ লেঃ।

+ ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥
মনু। ৯২। ৬।

যজ্ঞে আত্মশিক্ষা ও লোকশিক্ষা, পিতৃযজ্ঞে, গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা, নৃযজ্ঞে সর্ব্বজনীন প্রীতি, ভূতযজ্ঞে বিশ্বহিতৈষণা এবং দেবযজ্ঞে ঈশ্বরোপাসনা সাধিত হয়। নিয়মিতরূপে এই পঞ্চযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিলে মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়—মানবজন্ম সার্থক হয়। ভগবদ্ভক্ত দূরদর্শী আর্য্যগণ এই অভিপ্রায়েই পঞ্চযজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিয়াগিয়াছেন।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পঞ্চযজ্ঞের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। জগদীশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি, এখনকার নরনারী জ্ঞানের জন্য যেমন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, অর্থের জন্য যেমন শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি চেষ্টা করেন, মনুষ্যত্ব লাভের জন্য সেইরূপ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন, ভরসা করি তাহাতেই তাঁহাদের জীবন প্রকৃত সার্থকতা লাভ করিবে। যে জাতি পঞ্চযজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, সে জাতি ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের শিক্ষক নহেন, এই বিশ্বজগতেরই গুরুস্থানীয়।

লেখিকা
শ্রীমানকুমারী বসু।*

* পঞ্চযজ্ঞের পারিতোষিক রচনায় লেখিকা পারিতোষিক-যোগ্যা হইয়াছেন। বা, বো, স।

তাপমান যন্ত্র।

(৩৪৩ সংখ্যা ১১৩ পৃষ্ঠার পর)

ইংরাজ চিকিৎসকগণ সহজে শরীরের অবস্থা ও রোগ নির্ণয়ের জন্য যে তাপমান ব্যবহার করেন, তাহাকে রোগী সম্বন্ধীয় তাপমান (Clinical Thermometer) কহে। এই যন্ত্র ব্যবহারে বিনাক্লেশে শরীরের উত্তাপ ও নাড়ীর অবস্থা অবগত হওয়া যায় এবং ইহার ব্যবহার সকলেই করিতে পারেন।

মনুষ্যের বগল সর্ব্বদা গরম থাকে, এ নিমিত্ত তাপমান যন্ত্রের পারদগর্ভভাগ বগলের মধ্যে দিয়া কিয়ৎক্ষণ চাপিয়া রাখিলেই উষ্ণতা জন্য পারদ ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া নিবৃত্ত হইবে। পরে বগল হইতে যন্ত্রটী লইয়া পারদধাতুর বিস্তৃতি নিরীক্ষণ করিয়া দেহস্থ উষ্ণতা স্থির করিতে হইবে। সহজ অবস্থায় ৯৮ বা ৯৮॥ কিম্বা ৯৯° অংশ পর্য্যন্ত পারদ বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহার অতিরিক্ত বিস্তৃত হইলেই জ্বর বোধ করিতে হইবে। সচরাচর জ্বরে ১০১। ১০২। ১০৩° শ গরম হইয়া থাকে। ইহার পর ১০৪°। ১০৫°। ১০৬° শ পর্য্যন্ত জ্বরে গরম হইলে বিষম জ্বর হয়। সে জ্বরে প্রায় কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারে না, অনেক সময় সহসাই মৃত্যু হয়। যখন সহজ অবস্থা ৯৯।৯৮॥ বা ৯৮°শ হইতে [illegible]

পর্য্যন্ত পারদ সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিবে, তখন বুঝিবে রোগীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে মন্দ হইয়া আসিতেছে। এই সময় উষ্ণকারক ঔষধাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যে রোগীর ৯৪।৯৩।৯২°শ পর্য্যন্ত পারদ সঙ্কুচিত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইবে, তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন, পরিত্রাণলাভ দুষ্কর। যে রোগীর ৯১ কি ৯০°শ পর্য্যন্ত পারদ সঙ্কুচিত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে, তাহার মৃত্যু অবধারিত।

কৃষিতত্ত্ব।

ভূমির সার।

(৩৪২ সংখ্যা ৮৭ পৃষ্ঠার পর।)

যে সকল ভূমিতে পূর্ব্বে কখন কোন সার দেওয়া হয় নাই, এবং যদি তাহাতে অধিক উদ্ভিজ্জ জীবিত থাকে, সেই সমস্ত উদ্ভিজ্জ বিনষ্ট করিতে হইলে, চূণ পাঁজা হইতে লইয়াই (অর্থাৎ যখন ইহা অতিশয় ক্ষয়কারী থাকে) ছড়াইতে হয়। সামান্য জমিতে দিতে হইলে, এত নূতন চূণ কেহ ব্যবহার করে না। পতিত জমির উপর ক্ষয়কারিতার গুণ দর্শে, কিন্তু ফশলের জমি অঙ্গারক অম্ল (Carbonic Acid) বিযুক্ত হইলে হানির সম্ভাবনা।

মেঃ ব্রেক, একজন কৃষিকার্য্যে বিশেষ দক্ষ সাহেব সার প্রয়োগের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "যত চূণ যেরূপ পরিমিত ভূমির উপর দিতে হইবে, তাহা যেখানে অতি সহজে জল পাওয়া যাইতে পারে, এমন স্থানে গাদা করিয়া রাখিবে। ইহাতে তাহার ক্ষয়কারিতার হ্রাস হইবে। ইহা শীতল হইলে (দুই তিন দিন পরেই হয়) গাড়িতে বোঝাই করিয়া ক্ষেত্রের নিকট লইয়া যাইবে, এবং বড় কোদালের দ্বারা সমান করিয়া জমির উপর ছড়াইয়া দিবে। লোকে সমস্ত ক্ষেত্রের উপর ছোট ছোট গাদা করিয়া রাখে, এবং তাহা এইখানে বৃষ্টিতে শিথিল হয়। কিন্তু এই প্রকরণ দূষণীয়। ইহাতে অধিক বৃষ্টি পাইলে উত্তম চূণ না হইয়া গোলা হইয়া পড়ে, সে অবস্থায় সমান করিয়া ছড়াইয়া দিবার সুবিধা হয় না,এবং চূণ মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশে না।" মেঃ ওয়াইট কহেন যে, ছড়াইবার সময় জমি ও চূণ উভয়েরই শুষ্ক ভাব থাকা উচিত। এক স্থানে চূণ কোন মোকর্দ্দমার জন্য কয়েক বৎসর গাদা করা ছিল, এক জাতীয় জমিতে ইহার এবং গোলা চূণের পরীক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু চূর্ণ চূণই অপেক্ষাকৃত উপকারক স্থির হইল।

যেখানে অধিক পরিমাণে চূণ প্রস্তুত হয়, এবং সমুদয় বৎসর পাঁজা থাকে, সেখানে বড় উপযোগী ঋতুর প্রতীক্ষা করিতে হয় না। শীতকালে ইমারতের

গাঁথনির জন্য ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্যে চূণ প্রস্তুত হয় না। গ্রীষ্মকালই চূণ তৈয়ারের প্রসিদ্ধ সময়। মাঠে চষিবার সম্পূর্ণ এক বৎসর পূর্ব্বে ছড়াইলে চূণ জমির উপর স্থির হইয়া বসে। যদি ছড়াইবার অল্প সময় পরেই জমি চষা হয়, তাহা হইলে ইহা কর্ষিত মৃত্তিকার নীচে পড়ে এবং ক্রমে মাটির ভিতর ডুবিয়া যাইতে থাকে, সুতরাং কোন গুণ দর্শে না। এক ক্ষেত্রের কিয়দংশ চষিবার তিন বৎসর পূর্ব্বে চূণ দেওয়া ছিল, এবং অবশিষ্ট অংশ এক বৎসর পূর্ব্বে দেওয়া হয়; উভয় অংশেই সমান পরিমাণে দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাতে ছোলার ফশল হইলে, পূর্ব্বোক্ত অংশে প্রতি বীজে দশটী করিয়া এবং শেষোক্ত অংশে প্রতি বীজে ছয়টী করিয়া ফলিয়াছিল।

চূণ প্রয়োজনের পরিমাণ ভূমির উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। ভাগাড় জমিতে এবং পর্ব্বতের উপরে অধিক পরিমাণে আবশ্যক। ডার্বিসায়ারে প্রতি তিনবিঘা অর্দ্ধকাঠা বা একর (Acre) জমিতে ১০০০ বুসেল (Bushel)* বা ২৩৭ মণ ২০ সের প্রয়োগ করাতে উত্তম ফল হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ৩০০ বুসেল(৭১মণ ১০ সের),কোন কোন স্থানে ৫০০ বুসেল (১১৮ মণ ৩০ সের) প্রয়োগ করিতে দেখা গিয়াছে। অল্প স্থলে ভূমির উপযোগিতা ভেদ বশতঃ (৮ মণ ২২সের হইতে ৩৮ মণ) পরিমাণের অনেক স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়,কিন্তু সাধারণ স্থলে ৩৬ হইতে ১৬০ বুসেল প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

পর্ব্বতে, নামাল ভাগাড় ও কর্দ্দম ভূমিতে চূণের অধিক আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ওয়ারিকসায়ারের স্নেরিডেন হিথে একটী ক্ষেত্রের ত্রিশ বিঘা পাঁচ কাঠা জমিতে এক বৎসর তিন বার করিয়া মেষবিষ্ঠার সার দেওয়া হয়, ৩০ বিঘা ৫ কাঠা পচা গোময় দ্বারা সার করা হয়, এবং ৩০ বিঘা ৫ কাঠা জমিতে চূণ প্রযুক্ত হয়। এই সমস্ত জমিতে ছোলা ও অন্য বীজ বপন করে। যে অংশে মেষবিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে দশ ছালাও ছোলা উৎপন্ন হয় নাই, এবং অন্য বীজগুলি জড় করিবার যোগ্যই হয় নাই, যে অংশে পচা গোময় দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেও প্রায় তদনুরূপ ফসল হয়, কিন্তু যে অংশে চূণ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে ছোলা ও অন্য বীজ উত্তমরূপ ফলিয়াছিল।

অনেকস্থলে এমত মাটী থাকে যে, তাহা শুষ্ক, হালকা এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায় মূলে পরিপূর্ণ, এবং পতিতাবস্থায় তাহার উপর দিয়া হাঁটিতে গেলে পা ডুবিয়া যায়। এরূপ জমিতে উত্তমরূপে চূণ প্রযুক্ত হইলে মূল সকল বিনষ্ট হয় এবং জমি আঁটিয়া যায়, ও রস শোষণ করিতে সমর্থ হয়। তাহার পর ইহার উপর হাঁটিলে পা ডুবিয়া যায় না এবং অপেক্ষাকৃত উত্তম ও অধিক শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। চূণের দ্বারা উত্তপ্ত বালুকারও উৎপাদিকা শক্তি জন্মিয়াছে। (ক্রমশঃ)

* বুসেল—/৯॥ সের।

আহার সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রুচি।

শুক্তির মধ্যে যে শাঁস থাকে ইউ-ফ্রেটিস্ নদীতীরস্থ তুরস্ক জাতি, তাহা স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করে, এবং তাহা যে কেহ আহার করিতে পারে তাহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারে না; কিন্তু ইংরাজ, আমেরিকান, ফরাসীস্ এবং অন্যান্য কতকগুলি ইয়োরোপীয় জাতির নিকট উহা অতি উপাদেয় খাদ্য।

প্রশান্ত মহাসমুদ্র তীরবর্ত্তী আমেরিকার উপকূলে যে আমেরিকান্ ইণ্ডিয়ান্ জাতি বাস করে, তাহারা পঙ্গপাল উড্ডীন হইলে অতীব আনন্দিত হয়। পঙ্গপাল তাহাদের প্রিয় খাদ্য। উহা সংগ্রহ করিয়া হত্যাপূর্ব্বক কয়েক দিবস তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করা হইয়া থাকে, পরে তাহা চূর্ণ করিয়া পাত্রের মধ্যে রক্ষিত হয়, এবং উহাই বহুকাল ধরিয়া ভক্ষিত হইয়া থাকে।

ফ্রাঙ্ক বক্‌লেভ নামক একজন ইংরাজ প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিত সংকল্প করিয়াছিলেন যে পৃথিবীস্থ সকল জাতি যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া থাকে, তিনি তৎসমুদায় পদার্থ আস্বাদন করিয়া দেখিবেন। তিনি এই সংকল্প যতদূর পারেন কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি নানা জাতীয় সর্পের মাংস আস্বাদন করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাহা গোমাংসের ন্যায় সুস্বাদু।

বাঁধা কপি দুই তিন মাস কাল জলে রাখিলে তাহা পচিয়া গিয়া যে পদার্থ সৃষ্ট হয়, রুশ জাতির অনেকে তাহা অতি উপাদেয় খাদ্য বিবেচনা করে।

প্রশান্ত মহাসমুদ্রস্থ কোন কোন দ্বীপবাসিগণ টিকৃটিকি ও কুম্ভীরের ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া থাকে। ব্রেজিলবাসীরা এবং শ্যামদেশীয় লোকেরা পিপীলিকার ব্যঞ্জন সুখাদ্য বিবেচনা করিয়া থাকে। সিংহল দ্বীপবাসিগণ যখন মধুচক্র হইতে মধু সংগ্রহ করে, তখন মধুমক্ষিকাগুলির মধ্যে যতগুলি পারে, তাহারা সংগ্রহ করিয়া থাকে, এবং মধুর সহিত কিম্বা বিনা মধুর সাহায্যে মধুমক্ষিকাগুলিও আহার করে।

চীনবাসিগণ মূষিকের মাংস আহার করিতে খুব ভাল বাসে। বিড়াল ও কুকুরের মাংসও চীনবাসিগণের অতি প্রিয় খাদ্য। চীনদেশে মাংসবিক্রেতার দোকানে ভেড়ার মাংসের সহিত বিড়াল কুকুরের মাংস বিক্রীত হইয়া থাকে। তথায় অন্যান্য মাংস অপেক্ষা কুকুর বিড়ালের মাংসের মূল্য অধিক। মূষিকগুলি টাকায় এক ডজনের হিসাবে বিক্রীত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর নানাদেশে নানাকালে নরমাংস ভক্ষণ রীতি প্রচলিত ছিল, এবং আজকালও কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমেরিকায় এজ্‌টেক্ জাতির মধ্যে এই

প্রথা প্রচলিত ছিল—যুদ্ধে যে ব্যক্তি যাহাকে হত্যা করিত,সে পরে তাহার মাংস আহার করিত। এজ্‌টেক্‌ জাতীয়দিগের সম্রাট প্রত্যহ নরমাংস ভক্ষণ করিতেন। অদ্যাবধি মেয়োরি নামক অসভ্য জাতীয় লোকেরা এ মাংস আহার করিয়া থাকে।

চীনদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন, কোন ইংরাজ পরিব্রাজক তাহার তালিকা দিয়াছেন। তিনি বলেন নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি তাঁহাদিগের প্রাত্যহিক আহার্য্য; লবণাক্ত কিঞ্চুলক(কেঁচো), জাপান দেশীয় পরিষ্কৃত চর্ম্ম, ডিম্ব, কুম্ভীরের মাংস, হরিণের মাংসপেশী, ভল্লুকের পদাগ্রভাগ, এবং কুক্কুরশাবকের ও বিড়ালের মাংস।

স্পেনদেশে একটী অভিনব ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহাকে স্পেনদেশীয় ভাষায় "অলা পড্রিদা" কহে। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া এইরূপ;— একটী প্রকাণ্ড পাত্রে জল দিয়া উহা চুল্লীর উপর বসাইয়া দিতে হইবে। জল উত্তপ্ত হইলে উহার মধ্যে এক তোলা বা দুই তোলা পরিমাণ সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও সর্ব্বপ্রকার কীট পতঙ্গ ও প্রাণীর মাংস নিক্ষেপ করা হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ সমস্ত মিশ্রিত হইয়া সুসিদ্ধ হইলে তাহা ভক্ষণ করা হয়। স্পেনদেশীয় লোকেরা "অলা পড্রিদা" অতি উপাদেয় ব্যঞ্জন বলিয়া ভোজন করিয়া থাকেন।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৮এ অক্টোবর পারিসের এক হোটেলে মৃগীরোগে মহারাজ দলীপসিংহের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে কোনও আত্মীয় ছিল না। গত ২৮এ তারিখে লণ্ডনের এলহিডেন সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার দেহ সমাহিত হইয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরী ও যুবরাজ প্রতিনিধিদ্বারা মাল্যোপহার পাঠাইয়াছিলেন। ইহাঁর জীবন একটী শোকান্ত উপন্যাস। ইহাঁর বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং প্রথম পক্ষের ২ পুত্র ও ৪ কন্যা জীবিত আছেন।

২। পরলোকগত জষ্টিস টিলাণ্ডের শূন্যপদে মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে মনোনীত হইয়াছেন। ইনি এপদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

৩। হিউম সাহেব, নর্টন সাহেব ও দাদাভাই নৌরজী এই তিনজন কনগ্রেসের উৎসাহী সভ্য একসঙ্গে গত ২৯এ অক্টোবর ব্রিণ্ডিসি ত্যাগ করিয়াছেন, শীঘ্র ভারতে উপস্থিত হইবেন।

৪। বোম্বাইয়ের সার দিনসা মাণকজি পেটিট পারসীদিগের জন্য একটী হাসপাতাল স্থাপনের অভিপ্রায়ে একটী

সম্ভ্রান্ত কমিটীর হস্তে ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। এই হাসপাতাল তাঁহার পিতার নামে উৎসর্গিত হইবে।

৫। মুক্তিফৌজের প্রতিষ্ঠাতা জেনারল বুথের কনিষ্ঠা কন্যা লুসী বুথ যিনি ভারতে প্রচার কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত তিনি শীঘ্র কলিকাতায় অসিতেছেন। স্থানীয় বিদুষী রমণীগণ তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে ভাল হয়।

বামা-রচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।*

ভারতের পুরাতন সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি কে আর প্রতিধ্বনিত করিয়া, ভারতআকাশে বিঘোষিত করিবে? যে সকল পুরাতন কাহিনী সময়ের পরিবর্ত্তনরূপ চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে, তাহা কে আর সংগ্রহপূর্ব্বক ভারতের মঙ্গলাচরণরূপ পর্ব্বসকল আবিষ্কার করিয়া ভারতমহিলাদিগের সৎকার্য্যে উৎসাহবর্দ্ধন করিবে? সে যোগাশ্রম—সে পূজ্যপাদ ঋষিদের শান্তিময় নির্জ্জন পর্ণকুটির নাই, যেখানে বসিয়া তাঁহারা বিশ্ববিধাতার মঙ্গলগাথা গান করিতেন। যে গীতধ্বনি দেশ, দেশান্তর, নগর, প্রান্তর, বন, উপবন বিদীর্ণ করিয়া স্বর্গরাজ্যে যাইয়া পৌঁছিত, যে গীতধ্বনি গন্ধবহ আপন মস্তকে ধারণ করতঃ দূর হইতে সুদূরে লইয়া গিয়া সমগ্র জগৎ পবিত্র করিত; সে বিশ্বজনীন প্রেমের গীত কে গাহিবে! যে প্রেমের পবিত্রবন্ধনে তুমি আমি চরাচর বিশ্বসংসার বাঁধা, যে প্রেম একই সুন্দরবস্তু হইতে নিঃসৃত হইয়া, পিতৃরূপে পিতার, মাতৃরূপে মাতার, ভ্রাতৃরূপে ভ্রাতার, ভগিনীরূপে ভগিনীর, স্ত্রীরূপে স্ত্রীর, পুত্ররূপে পুত্রের হৃদয়ে সুন্দররূপে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিয়া এ বিশ্বসংসারকে কি এক অভিনব প্রেমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই প্রেমরূপিণী বিশ্ব বিধাত্রী মঙ্গলময়ী জননীই জানেন তিনি কোথায় নির্জ্জনে কোন্ লীলা পটের অন্তরালে থাকিয়া একটি একটি অভিনব আশ্চর্য্য আনন্দময় স্মৃতি হৃদয় মধ্যে জাগরিত করিয়া দিয়া যাহা বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহা মানবপ্রাণকে আবার আন্দোলিত করিবার জন্য জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মহাত্মাদিগের স্মরণপথে আনিয়া দিতেছেন।

আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্ব্বের কথা মনে হইয়া আমার অনুপম আনন্দ উপস্থিত হইতেছে। সেই দিন কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ার দিন, সে দিনের কি

---

* পারিতোষিক-যোগ্য না হইলেও রচনাটী সংক্ষেপে মন্দ হয় নাই বলিয়া প্রকাশিত হইল। বা, বো, স।

মধুময় দৃশ্য! দিব্য বিচিত্র আসনে নূতন বসন ভূষণ পরিধান করিয়া সহোদর উপবেশন করিলেন, সহোদরা সহোদরের মঙ্গলকামনার্থে মঙ্গলাচরণ ও জয়ধ্বনি করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধিচন্দনে চর্চ্চিত করত মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর চরণে কায়মনোবাক্যে তাহার সর্ব্ববিধ মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া পরে স্বহস্তে সেই সহোদরকে নানা উপকরণ সম্বলিত প্রীতিভোজন করাইয়া আনন্দিতা হইলেন। এই কি সহোদরার সহোদরের প্রতি ভক্তি প্রেম স্নেহ প্রীতির সুন্দর দৃশ্য নয়? এমন কে আছে সংসারে, সেই দিনের সেই সুন্দর মধুময় দৃশ্য দেখিয়া, আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারেন? ইহা কি বিশ্বজনীন প্রেমের আভাস নয়? ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, দেখিয়া কে আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন? আজ সেই আনন্দের দিন মনে করিয়া, বিশ্বজননীর চরণে প্রণিপাত করত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার বিশ্বজনীন ভাব যথাসাধ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। হে বিশ্ববিধাত্রী করুণাময়ী জননী! আমরা যেন সর্ব্বপ্রকার অসৎকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়া সর্ব্বদা তোমার পবিত্র নাম মহিমান্বিত করিতে পারি, আমাদিগকে এমন শক্তি দাও। সর্ব্বদা যেন তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন ও আজ্ঞা পালনে যত্নবতী হই। সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে কখনও যেন তোমা হইতে বিচলিত না হই। তুমি সর্ব্বদা আমাদের সহায় হও, তোমার পবিত্র চরণে বার বার নমস্কার করি।

"ভ্রাতৃদ্বিতীয়া" এই পর্ব্ব বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত, কোন্ সময়ে এবং কাহা কর্ত্তৃক এই প্রথার প্রচলন হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যিনি ইহা আবিষ্কার করেন, তিনি যে বহুদর্শী ও বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন, তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভাই ভগিনীর এমন সুন্দর সম্বন্ধ ও মধুর সমাবেশ আর কিছুতেই নাই। এইরূপ প্রবাদ আছে যে যমুনা আপন সহোদর যমকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন অর্চ্চনা করাতে যম মৃত্যুর অতীত হইয়াছেন। যদিচ ইহা দেশাচার মধ্যে পরিগণিত বলিয়া অনেক পাশ্চাত্যশিক্ষিত জ্ঞানিলোকেরা ইহার কথা শুনিবামাত্র নানাপ্রকার বিদ্রূপসূচক কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা যদি কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহাহইলে ইহার মধ্যে যে গূঢ় মর্ম্ম আছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

অতএব উক্ত দিনে ভ্রাতৃ অর্চ্চনা না করিলে ভ্রাতার পরমায়ু হ্রাস হয়। জনসাধারণের বিশেষতঃ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী সহোদরার সহোদরের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রীতি থাকাতে, সহোদরের মঙ্গল কামনায় কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ার দিন ভগিনী ভ্রাতৃ-অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাই প্রকৃত মূল তত্ত্ব নহে। অত-

লোককে বুঝাইবার নিমিত্ত কোন বহুদর্শীব্যক্তি এই প্রবাদ রটনা করিয়াছেন। ইহা বিশ্বজনীন সদ্ভাবের মূলীভূত কারণ। এই জগতে ভাই ভগিনী সম্বন্ধ যে কি অমূল্য পদার্থ এই পূর্ব্বে তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। এমন সুন্দর মধুর সদ্ভাবের সমাবেশ আর কোথায়ও আছে কি না সন্দেহ। এই দিনে ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে যতই মনোমালিন্য থাকুক না কেন, সমস্ত দূরীভূত করিয়া উভয়েই উভয়কে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা ও স্নেহ করিয়া থাকেন। এমন সুন্দর সম্বন্ধ ধরাধামে আর নাই, ইহা জগদীশ্বরপ্রদত্ত সম্বন্ধ। "ভাই" এই কথাটি মনে হইলে মন আনন্দ রসে আপ্লুত হয়। ভাইয়ের সুখ দেখিলে যতই বিদ্বেষভাব ও দুঃখ মনোমধ্যে থাকুক না কেন, সমস্ত দূর হইয়া মনে অতুল আনন্দের সঞ্চার হয়।

এক গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া, একই মাতার স্তন পান করিয়া, একই যত্নে ও স্নেহে লালিত পালিত হইয়া, এরূপ সদ্ভাব স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই এমন যে স্বাভাবিক প্রেমের সম্বন্ধ, লোকে তাহা বিস্মৃত হইয়া ভ্রাতা ভগিনীর কতই অনিষ্ট আচরণ করিয়া থাকে ও মর্ম্মান্তিক বেদনা দেয়। ইহা বড়ই দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। উক্ত পর্ব্ব ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল প্রদেশেই হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। বহুশতাব্দি হইতে উক্ত পর্ব্ব চলিয়া আসিতেছে এবং যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মধুময় ভাব ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া যাইতেছে, তথাপি স্থানে স্থানে ইহা পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বল রহিয়াছে। কিন্তু অনেকেই ইহার প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটন করতঃ ইহার মধুরতা অনুভব করিতে পারেন না, এবং ইহার মধ্যে যে গূঢ়ভাব আছে, তাহাও উপলব্ধি করিতে পারেন না, ইহা অতীব শোচনীয় বিষয়। পূর্ব্বের ন্যায় আর এখন ভ্রাতাদের ভগ্নীগণের প্রতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা বা স্নেহ মমতা দৃষ্ট হয় না, এবং ভগিনীগণেরও পূর্ব্বের ন্যায় ভাইয়ের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা ও স্নেহ প্রীতির হ্রাস দেখা যায়। এমন যে দুর্লভ ভ্রাতৃসম্বন্ধ যাহা আমরা বিশ্বজননীর প্রসাদে ভূমিষ্ঠ হইয়াই লাভ করি, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অতীব শোচনীয় সন্দেহ নাই। উপসংহারে আর্য্য ভাই ভগিনীদিগের নিকট আমার, বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন এ বিষয়টি একটু বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন।

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী।
কুড়িগ্রাম, জেলা রংপুর।

অভাগা বালক *।

১

তারাও মায়ের ছেলে, বাপের সন্তান ;
তারাও বিধির কার্য্যে,
এসেছিল নর-রাজ্যে,
উন্নতি, পূর্ণতা-তরে তাদেরো পরাণ!
তারাও মায়ের ছেলে, বাপের সন্তান!

২

তাদেরো উদরে ধরে অভাগী জননী;
শৈশবে সে সোণামুখ,
হেরি উছলিত সুখ,
আদরে মা চুমো দিত ব'লে "যাদুমণি"
তাদেরো গড়িত কত যতনে জননী!

৩

বাপের হৃদয়ে আশা উঠিত উথলি,
ছেলে হবে সুসন্তান,
সাধু জ্ঞানী কীর্ত্তিমান,
বংশের গৌরব হবে "বংশধর" বলি!
বাপের কতই আশা উঠিত উথলি!

৪

হা অভাগ্য! মা'র সেই আঁচলের ধন,
বাপের নয়নমণি,
বান্ধবের সুখ-খনি,
জীবন্ত শোকের ছবি!—এ কি বিড়ম্বন!
সয় কি এ দুঃখজ্বালা,
সেই ছেলে বোবা কালা,
সুখসাধ-তরু হায় সমূলে পতন!
অনন্ত শোকের ভরা হৃদয়ের ধন!

৫

হতভাগা শিশো! তোরা এ ভব-ভবনে,
কেন এসেছিলি বল,
অশরণ দুরবল!
হা কুগ্রহ "গলগ্রহ" পরে কয়ে মনে!
চাহিতে ও মুখ পয়ে,
মা বাপের আঁখি ঝরে,
কত বিভীষিকা জাগে জাগ্রত স্বপনে!
তা'রা চায়, চলি যায় সুদূর বিজনে!

৬

হায় কি ক্ষোভের ভরা ও কচি পরাণ,
একটী দিনের তরে,
ডাকিলি না "মা'মা" ক'রে,
বলিলি না "বাবা" কথা অভাগা সন্তান!
শত রোগ শোকে মরি,
তবু মা বাবারে স্মরি,
সকল আগুণ যেন হয় নিরবাণ!—
কিছু জানিলি না তোরা অভাগা সন্তান!

৭

বুঝিলি না নর-হৃদে কি যে সাধ আশা,
ভাই, বোন, সাথি-সনে
খেলা ধুলা আলাপনে,
পারিলি না ঢেলে দিতে প্রীতি ভালবাসা!
পাইয়া মানব-প্রাণ,
চিনিলি না ভগবান্!
"কথার কাঙ্গাল" হলি, শিখিলি না ভাষা!
বুঝিলি না মানবের কি যে সাধ আশা!

৮

এহেন বিষাদপূর্ণ ভাগ্যহীন প্রাণ—

* কলিকাতা সিটীকলেজের মূক ও বধির বালকদের শিক্ষালাভ উপলক্ষে লিখিত।

বাড়াতে জীবের জ্বালা,
এই সব বোবা কালা,
কেন গো জগতে তুমি দিলে ভগবান্ ?
খুলে কি বলিব আমি—
তুমি তো অন্তরযামী,
তোমারে যে কবে লোকে "নিঠুর পাষাণ,"
এদেরে পাঠালে ভবে কেন ভগবান্ ?

৯

না! না!—মোরা হীনমতি ক্ষুদ্রাশয় নর,
জানি না বুঝি না হরি!
তোমারেই দোষী করি,
ভাবি না যে তুমি নাথ, করুণা-সাগর!
এ যে দেখি তব বরে,
সিটী কলেজের ঘরে,
বোবা শিশু-মুখে আহা! ফুটিছে সুস্বর!
ধন্য ধন্য প্রেমময় দয়াল ঈশ্বর!

১০

অভাগারা কথা কয় চিরদিন পরে,
চির সাধ মিটাইয়ে,
শিশুকণ্ঠ প্রকাশিয়ে,
"মা"বলিয়া ডাকে আজি সোহাগের ভরে!
আনন্দে পাতিয়া হাত,
বলে "ও মা! দাও ভাত"
শুনিতে শিহরে দেহ, চোখে জল ঝরে!
বোবা ছেলে কথা কয় এতদিন পরে!

১১

কে জানে তোমার লীলা, লীলাময় হরি।
তব বরে দয়াময়!
সকলি সম্ভব হয়,
আমরা বুঝি না তাই একে আর করি!
অধম, জীবন্ত জড়
বোবা কালা হীননর,
লেখে, পড়ে, ছবি আঁকে, কি আনন্দ মরি!
মা বাপের বুকে ছোটে সুখের লহরী!

১২

তাঁরাও সহস্র ধন্য, মিলি যে ক'জন
এই সব অভাজনে,
স্নেহ ভরে, সযতনে,
পশুত্ব ঘুচায়ে দেন মানব-জীবন!
শত ক্লেশ অবহেলি,
বিঘ্ন বাধা পায়ে ঠেলি,
বিধির আদেশ শুভ, করেন পালন!
ধন্য এ উদ্যম আশা—ধন্য এ সাধন!

১৩

আমি ডাকি, আয় তোরা দেশীয় জননি!
যার কোলে ছেলে আছে,
পরের ছেলের কাছে,
মায়ের হৃদয় নিয়ে, আয় রে এখনি!
মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ,
অভাগা বালকে দেহ,
মরতে যে মা'র মায়া সংসার-পালনী।
আমি করি আবাহন,
দেশীয় ভগিনীগণ!
আয়রে এদেরো হ'তে সোদরা ভগিনী!
ভগ্নীভাব সুধাধারা
হৃদয়ে পালিছে যারা,
আসুক ছুটায়ে তারা প্রীতি-স্রোতস্বিনী!
নারী-হৃদি যার আছে,
আয় সে ব্যথীর কাছে,
ঢেলে দে মমতা, দয়া, ভারতবাসিনি!
রমণী "অবলা দীনা"
রমণী "শকতি হীনা"
তা ব'লে রমণী নহে "নিরেট পাষাণী";
দেশের পুরুষগণ,
সঁপি দেহ, মন, ধন,
খাটিছে এদেরি তরে দিবস যামিনী?
রমণী কেমনে সবে,
কেমনে নীরবে রবে,
তারা যে শিশুর মাতা, ভ্রাতার ভগিনী!
তাই ডাকি, আয় হেথা, ভারতবাসিনী!

শ্রী মা।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৭ সংখ্যা	অগ্রহায়ণ ১৩০০—ডিসেম্বর ১৮৯৩।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

রাজ প্রতিনিধির ভ্রমণ—লর্ড লান্সডাউন সস্ত্রীক ও সদল সিমলা শৈল হইতে কলিকাতায় আসিয়া ব্রহ্মদেশ ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন। নবজিত ব্রহ্মরাজ্যে রাজপ্রতিনিধির এই প্রথম পদার্পণ, খুব সমারোহ হইবার কথা।

বেলুচিস্থানের নূতন ব্যবস্থা—গত ১০ই নবেম্বর কোয়েটার এজেণ্ট সার জেমস ব্রাউন পদচ্যুত খুদাদাদ খাঁর পুত্র মীর মামুদ খাঁকে খিলাতের সিংহাসনে অভিষেক করিয়াছেন। তিনি বেলুচিস্থানে সর্দ্দারগণসহ ইংরাজরাজভক্ত হইয়া ন্যায়ানুসারে রাজ্যশাসন করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী—ইনি স্কটলণ্ডে ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়া উচ্চ উপাধি সকল লাভ করিয়াছেন—পূর্ব্বেই আমরা জানাইয়াছি। গত ১৬ই নবেম্বর ইনি সুস্থশরীরে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। ইনি দক্ষতার সহিত চিকিৎসাকার্য্য সম্পাদন করিয়া আপনার উন্নতি ও দেশের হিতসাধন করুন_এই আমাদিগের প্রার্থনা।

ইংরাজের জয়—ইংরাজ চার্টার্ড কোম্পানী আফ্রিকার দক্ষিণে মেটাবিলি দেশে স্বর্ণখনি আবিষ্কার করিতে যাওয়াতে তত্রত্য অসভ্যজাতিদিগের সহিত বিবাদ ও যুদ্ধ বাধে, ইংরাজপক্ষ জয়যুক্ত হইয়াছেন।

সর্পদংশনের চিকিৎসা—মান্দ্রাজের চিঙ্গলিপটের ডাক্তার টমাসের নিকট মৃতবৎ এক সর্পদষ্ট ব্রাহ্মণকে আনা হয়, তিনি তাহার গাত্রের স্থানে স্থানে ছিন্ন করিয়া কুঁচলা বিষমিশ্রিত

জলের পিচকারী দেন, ইহাতে সে ব্রাহ্মণ কিয়ৎক্ষণ পরে সচেতন হইয়া বাঁচিয়া উঠে। "বিষস্য বিষমৌধং।"

কাপ্তেন রোহিণী—মুক্তিফৌজের প্রতিষ্ঠাতা জেনারল বুথের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী লুসী বুথ ভারতের প্রচার-কার্য্যের প্রধান ভার লইয়া অতি উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। গত ২১এ নবেম্বর বঙ্গমহিলা সমাজের সভ্যাগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। তিনি অল্পবয়স্কা বালিকা হইয়া যেরূপ নিষ্ঠাবতী, ত্যাগপরায়ণা ও ভারতের হিতব্রতে অনু-রাগিণী, তাহা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত ও পরমানন্দিত হইয়াছি।

ইন্দ্রবিরোচন সংবাদ।

পরমেশ্বরকে জানিবার অধিকার সকলেরই আছে এবং সকলেই তাঁহাকে অনুসন্ধান করে। কিন্তু জ্ঞানীরাই তাঁহাকে যথার্থ জানিতে পারেন, অজ্ঞানীরা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। এই বিষয়ে আমরা বৃহদারণ্যক উপ-নিষৎ হইতে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা বলিতেছি।

একদা দেবতারা ও অসুরেরা মনে মনে সংকল্প করিলেন যে আমরা সেই মহান্ আত্মাকে অনুসন্ধান করিব যাঁহাকে জানিলে স্বর্গাদি সকল লোক ও মোক্ষাদি সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র এবং অসুরদিগের মধ্যে বিরোচন প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া প্রজাপতির নিকট সমিৎ হস্তে* লইয়া গমন করিলেন। তাঁহারা হিংসাবশতঃ পরস্পরের সহিত পরামর্শ না করিয়া স্বতন্ত্ররূপে স্বতন্ত্র পথ দিয়া গমন করিলেন। তাঁহারা দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ প্রজাপতি গৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপস্যা শেষ হইলে প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছে? তাঁহারা উত্তর করিলেন—আপনি বলিয়াছেন যে "যে আত্মা অপহত-পাপ, অজর, অমর, শোক, ক্ষুৎপিপাসা-বর্জ্জিত, সত্যকাম, সত্যসংকল্প তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকেই বিশেসরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে। যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হন, তাঁহার সকল লোক ও সকল কামনা প্রাপ্তি হয়।" হে ভগবন্! আমরা সেই জ্ঞান লাভেচ্ছায় এখানে আগমন করিয়া অবস্থান করিতেছি।

প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন—চক্ষুতে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই সেই

* পূর্ব্বকালে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার জন্য গুরুসন্নিধানে যাইবার সময় শিষ্যগণ সমিৎ অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ লইয়া গমন করিতেন।

আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনি অভয়, তিনি ব্রহ্ম।

ইন্দ্র ও বিরোচন মনে করিলেন যে চক্ষুতে যে ছায়া দেখা যায়, তাহারই কথা বুঝি প্রজাপতি কহিলেন; সেইজন্য তাঁহারা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! জলেতে অথবা আদর্শে যে ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহাই কি আত্মা? প্রজাপতি বলিলেন উভয়েতেই সেই আত্মা দৃষ্ট হন।

প্রজাপতি পুনর্ব্বার তাহাদিগকে বলিলেন ঐ জলপূর্ণ পাত্রে আত্মাকে গিয়া দেখ; যদি তাহাকে না দেখিতে পাও, তবে আমার নিকট পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিও। তাঁহারা সেই জলপূর্ণ পাত্রে দেখিতে লাগিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন কি দেখিলে? তাঁহারা বলিলেন, ভগবন্! আমাদেরই ছায়া আলোম আনখ পর্য্যন্ত দেখিতেছি।

প্রজাপতি পুনর্ব্বার তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের শরীর পরিস্কৃত করিয়া, সুন্দর বেশভূষাদ্বারা সুসজ্জিত হইয়া ঐ জলে দর্শন কর। তাহারা তদ্রূপ করিলে পর প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন কি দেখিলে? তাঁহারা বলিলেন ভগবন্! আমরা যেমন পরিস্কৃত ও স্বালঙ্কৃত সুসজ্জিত হইয়াছিলাম, জলেতে সেইরূপ দেখিলাম।

প্রজাপতি বলিলেন উহাই সেই আত্মা, উহাই অমৃত এবং অভয়। ইন্দ্র ও বিরোচন ব্রহ্মদর্শন করিয়াছি ভাবিয়া সন্তুষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। অনেকেই এইরূপ ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকেন! প্রজাপতি মনে মনে করিলেন, যেহেতু ইহারা ব্রহ্মকে না জানিয়া এবং উপলব্ধি না করিয়া চলিয়া গেল, ইহাদের পরাজয় হইবে। ইহারা শরীরকেই আত্মা মনে করিল, সুতরাং আত্মসুখ, আত্মমর্য্যাদা, আত্মযশ ঘোষণাই ইহাদের পরমধর্ম্ম হইবে—ইহারা ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিবে না।

এদিকে বিরোচন ব্রহ্মকে জানিয়াছি এই আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া অসুরদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, আমি সেই অমৃত অভয় পুরুষকে জানিয়াছি শ্রবণ কর। দেহই ব্রহ্ম, এই জগতে দেহেরই পূজা, দেহেরই পরিচর্য্যা করিবে। দেহের পূজা ও পরিচর্য্যা করিলে ইহলোক ও পরলোক জয় করা যায়। অসুরেরা এই কথা উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান মনে করিল এবং তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল। তদবধি অসুরেরা দান করে না, সৎকর্ম্ম করে না, যজ্ঞ করে না। আহার বিহার বেশভূষা আমোদ প্রমোদই তাহাদের ধর্ম্ম। মৃতদেহকে গন্ধমাল্য বেশভূষাদ্বারা সুসজ্জিত করে। এই সকল অনুষ্ঠানদ্বারা তাহারা সকল লোক ও সকল কামনা প্রাপ্ত হইবে মনে করে।

কিন্তু ইন্দ্র দেবতাদিগের নিকট গেলেন না। তিনি মনে মনে ভীত হইলেন। তিনি ভাবিলেন এই যে ছায়া দেখিলাম

যখন শরীরে ভূষণ থাকে, তখন তাহা ভূষিত বোধ হয়; শরীর সুসজ্জিত হইলে তাহা সুসজ্জিত, পরিস্কৃত হইলে পরিস্কৃত, অন্ধ হইলে অন্ধ, অপরিস্কৃত বা ক্লেদ-যুক্ত হইলে অপরিস্কৃত বা ক্লেদযুক্ত, ছিন্নহস্ত, ছিন্ন পদ হইলে ছায়াও ঐরূপ হয় এবং এই শরীরের বিনাশ হইলে ইহারও বিনাশ হয়, তখন ইহাকে জানিয়া ফল কি? ইন্দ্রের মনে এই সংশয় উপস্থিত হওয়ায় তিনি পুনর্ব্বার প্রজাপতিসমীপে গমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মঘবন্! তুমি সন্তুষ্ট হইয়া বিরোচনের সহিত গমন করিয়াছিলে, পুনর্ব্বার কি অভিপ্রায়ে প্রত্যাগমন করিলে? ইন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! এই ছায়া শরীরেরই পরিবর্ত্তন অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহাতে কোন আত্মলক্ষণ দেখিতেছি না। তখন প্রজাপতি বলিলেন হে মঘবন্! তুমি যথার্থ বুঝিয়াছ। তুমি আর দ্বাত্রিংশ বর্ষ তপস্যা কর, পরে আমি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিব। ইন্দ্র দ্বাত্রিংশ বর্ষ তথায় অবস্থিতি করিলে পর প্রজাপতি বলিলেন যিনি স্বপ্নাবস্থায় নানা ভোগ্য বিষয় উপভোগ করেন, তিনি সেই আত্মা, তিনি অমৃত, তিনি অভয়, তিনিই ব্রহ্ম।

ইন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি মনে করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু দেবতাদিগের নিকট যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার আবার সংশয় উপস্থিত হইল। যিনি স্বপ্নেতে ভোগ করেন, শরীর অন্ধ হইলে তিনি অন্ধ হন না, ক্লেদযুক্ত হইলে ক্লেদযুক্ত হন না, ছিন্নহস্তপদ হইলে ছিন্নহস্তপদ হন না এবং ধ্বংস হইলে ধ্বংস হন না বটে, কিন্তু স্বপ্নেতে তিনি শোক করেন, ক্রন্দন করেন, বিনাশ আশঙ্কা করেন, তবে ইহাই বা অমৃত অভয় কিরূপে হইতে পারে? অতএব তিনি পুনর্ব্বার প্রজাপতির নিকট ফিরিয়া গেলেন্। প্রজাপতি তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মঘবন্! তুমি সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, আবার কি অভিপ্রায়ে আসিলে? ইন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি যে আত্মার কথা বলিয়াছেন তিনি যদিও শরীর অন্ধ হইলে অন্ধ হন না, চক্ষু নাসিকা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে তাহার ক্লেদ নির্গত হয় না, হস্তপদ ছিন্ন হইলে তাহার তদ্রূপ হয় না, শরীর বিনাশ হইলে তাহার বিনাশ হয় না; কিন্তু সেই স্বপ্নাত্মা আহত ও বিচ্ছিন্ন হয়, শরীর তাহার প্রিয় আশ্রয় জ্ঞান হয় এবং তিনি শোক করেন— রোদন করেন, অতএব তাঁহাকে জানিয়া ফল কি? প্রজাপতি উত্তর করিলেন, তুমি যথার্থ বুঝিয়াছ; তুমি পুনর্ব্বার দ্বাত্রিংশ বর্ষ তপস্যা কর, পরে আমি তোমাকে উপদেশ করিব।

ইন্দ্রের তপস্যা শেষ হইলে প্রজাপতি বলিলেন, যাঁহাতে বিশ্রাম করিয়া আত্মা সুপ্রসন্ন হয় আর স্বপ্ন দেখ না, তিনিই এই আত্মা; তিনি অমর ও অভয়, তিনি ব্রহ্ম।

ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু দেবতাদিগের নিকট যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পুনর্ব্বার সংশয় হইল যে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় ঐ সুষুপ্তাত্মার আত্মজ্ঞান থাকে না, ভূতাদি বাহ্যবস্তুর জ্ঞান থাকে না, তৎকালে তিনি কি প্রকারে ব্রহ্ম হইবেন? সেইজন্য তিনি প্রজাপতির নিকট পুনর্ব্বার আসিলেন এবং পূর্ব্ববৎ তাঁহার সন্দেহ অবগত করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন আর পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচারীরূপে অবস্থিতি কর, তাহার পর আমি তোমাকে প্রকৃত ব্রহ্মের বিষয় শিক্ষা দিব। ইন্দ্র ঐ পাঁচ বৎসর অবস্থিতি করিলে পর প্রজাপতি বলিলেন হে মঘবন্! এই শরীর নশ্বর ইহা অমর ও অশরীরী আত্মার আবাসস্থান। এই শরীর প্রিয় ও অপ্রিয়ের অধীন। এই প্রিয় ও অপ্রিয় অবস্থাদ্বয়কে ইহা অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু আত্মা প্রিয় অপ্রিয়ের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। বায়ু, মেঘ, বিদ্যুৎ ও বজ্র অশরীরী। কিন্তু যেমন উহারা সূর্য্যরশ্মিদ্বারা ঐ আকাশ হইতে সমুত্থান করিয়া স্ব স্ব রূপ ধারণ করে, সেইরূপে আত্মা সেই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ পুরুষের জ্যোতিদ্বারা এই শরীর হইতে সমুত্থান করতঃ স্বীয় যথার্থরূপ ধারণ করেন। তিনি উত্তম পুরুষ, তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যাদি সম্ভোগ করেন, শরীরকে ভুলিয়া যান। যেমন অশ্বসকল যানে যুক্ত থাকে, সেইরূপ এই আত্মা শরীরে যুক্ত। যিনি বাহ্যবস্তু দর্শন করিবার ইচ্ছা করেন; তিনি আত্মা; যিনি গন্ধ আঘ্রাণ করিবার ইচ্ছা করেন, তিনি আত্মা; যিনি বাক্য কহিবার ইচ্ছা করেন, তিনি আত্মা; যিনি শব্দ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা করেন, তিনি আত্মা; যিনি মনন করিবার ইচ্ছা করেন, তিনি আত্মা। মনঃ দিব্যচক্ষু; এই চক্ষুদ্বারা আত্মা সকল কামনার বিষয় ব্রহ্মকে উপভোগ করেন। দেবতারা এই ব্রহ্মলোকে উত্থান করিয়া আত্মার আত্মা সেই পরমাত্মার উপাসনা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা সকললোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সকল কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল।

বিবী ফসেট্।

ইনি কে? ইঁহার বিশেষ পরিচয় ভারতবাসীকে দিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ইনি ভারতহিতৈষী মৃত মহাত্মা হেনরি ফসেটের সহধর্ম্মিণী, সহযোগিনী এবং রত্নপ্রসবিনী বিবি মিলিসেণ্ট গ্যারেট ফসেট্। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সফক্ বিভাগস্থ নর্বরো গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইঁহার পিতা নিউসন গ্যারেট অল্ডিবরো নগরের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব মেয়র বা মাজিষ্ট্রেট। প্রথমে ইনি একজন সামান্যা শিক্ষয়িত্রী সকাশে অল্পমাত্র শিক্ষালাভ করেন। পিতা-মাতা অবসর

পাইলে যখন গৃহে মিলিত হইতেন, মাতা মোজা বুনিতেন, ও পিতা মাতা উভয়েই কথোপকথনচ্ছলে ইহাঁকে ও ইহাঁর জ্যেষ্ঠা সহোদরা (যিনি এক্ষণে ডাক্তার বিবি গ্যারেট এন্ডারসন্) উভয়কে শিক্ষাদান করিতেন। কবিতা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি ইহাঁরা অধ্যয়ন করিতেন। কিরূপ অল্পচেষ্টায় ইহাঁর শিক্ষা যে পরিস্ফুট হইয়াছিল, ইহাই তাহার পরিচয়। একদিন ইহাঁর ভগিনী মোজা বুনিতেছেন, ইনি সেক্সপিয়র প্রণীত "ওথেলো" পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ একজন দীর্ঘকায় বলবান্ যুবক তথায় উপস্থিত। পাঠক পাঠিকাকে এই মহাত্মার পরিচয় এখানে দিতে হইবে কি? ইনিই আমাদিগের ভাবী বন্ধু মহাত্মা হেনরি ফসেট। ইনি এরূপ এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক বালিকাকে উক্ত পুস্তক পাঠ করিতে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। আমাদিগের দেশে সকলে বলেন যে, জন্ম, মৃত্যু বিবাহ ঈশ্বর পূর্ব্বেই নির্দ্ধারণ করিয়া রাখেন। ইহাঁদিগেরও তাহাই হইল। ইনি উহাঁর বর, উনি ইহাঁর কন্যা। বিধাতার যখন নির্বন্ধ, তখন কোনও মতে কেহ কি তাহা খণ্ডন করিতে পারে? বিবাহ সম্পন্ন হইল।

স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের উপর যাবজ্জীবন নির্ভর করিতেন। পরস্পরের উদার রাজনীতিতে পরস্পরে উপকৃত হইয়াছিলেন। স্ত্রী-স্বত্ব রক্ষা করা স্ত্রীর জীবনের মহদুদ্দেশ্য। স্বামীও তাহার অনুমোদন করিতেন ও সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেন। আবার যে শাস্ত্রে স্বামী বিশারদ, তাহা স্ত্রী তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতেন। তিনি তাঁহার অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেন। শুধু তাহা নহে, বিবি ফসেট স্বয়ং অর্থনীতি বিষয়ে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়াছেন। আশা করা যায় এই পুস্তক খানি সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র আদৃত হইবে। অগ্রে স্ত্রীর সহিত পরামর্শ না করিয়া ফসেট কখনও কোনও বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ করিতেন না। এমন স্ত্রী হইলে কে না এইরূপ করিয়া থাকেন? একদা একস্থানে সভা হইতেছে, বিবি ফসেট বক্তৃতা করিতেছেন, বক্তৃতায় মুগ্ধ একজন ইংরাজ ভদ্রমহিলা বলিয়া উঠিলেন যে "স্ত্রীতেই ফসেট্ গৌরবান্বিত।" আর একজন আর এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে "ফসেট (অন্ধতাবশতঃ) স্ত্রীকে দেখিতে পান না, কিন্তু তাঁহাকে ভাবিলেই যথেষ্ট।"

(ক্রমশঃ)

প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ণতা।

(শালুম্ব্রা সর্দ্দার)

রাজস্থানের মহারত্ন অমরাত্মা প্রতাপ সিংহের সর্ব্বসমেত সতরটী পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অমর সিংহ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাণা প্রতাপ সিংহের মন একটী ঘোর আশঙ্কায় আকুল হইয়াছিল, এই আশঙ্কা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহকেলইয়া; কেন না তাঁহার পরোলোক গমনান্তে অমর সিংহই মিবারের উত্তরাধিকারী। মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি প্রিয় মাতৃভূমি মিবারের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চিন্তা করিতেছিলেন। অমর সিংহকে তিনি এই গুরুতর কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন না, সুতরাং মৃত্যু শয়নেও তিনি মিবারের ভাবী অবস্থা কল্পনা করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। প্রতাপ সিংহ সর্ব্বক্ষণ পুত্র অমর সিংহের চালচলন দর্শন ও আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে অমরের দ্বারা চিতোর উদ্ধার হইবে না; অধিকন্তু ভাবনা, স্বীয় স্বাধীনতা তিনি তুর্কির করে প্রদান করিয়া না বসেন। অমর অলস—অমর বিলাসী; পাছে তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসরের কঠোর বনবাসব্রত বিফল হইয়া মাতৃভূমি তুর্কির করায়ত্ত হয়,—পাছে অমর আলস্যে দিন কাটাইবার জন্য, বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তুর্কির করে মাতৃভূমিকে অর্পণ করিয়া কুটীরের পরিবর্ত্তে অট্টালিকায় বাস করেন।* কালের করাল গ্রাস হইতে কাহারও নিস্তার নাই, উত্তম, মধ্যম, অধম তোমার আমার নিকট বিচার্য্য, কিন্তু কাল সে সমস্ত বিচার করে না, তাহার বিশাল উদর অনন্তকাল অপূর্ণ, তাহার বুভুক্ষা অনন্তকাল বিস্তৃত, তাহার লোল রসনা অনন্ত কাল ভীষণ, তাহার ঘোর দংষ্ট্রা অনন্তকাল সাধু অসাধু, কুলতিলক কুলাঙ্গার, জ্ঞানী মুর্খ, ধনী দরিদ্র সকলকেই চর্ব্বণে চূর্ণ করিতেছে। যখন স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক বীরপুঙ্গব প্রতাপসিংহের মুমূর্ষু অবস্থায় শীর্ণকঙ্কাল সকল তাড়িত বেগে কম্পিত করিয়া দীর্ঘশ্বাস বহিতেছিল, তখন রাণার সর্দ্দারগণ ব্যাকুলিতচিত্তে বাষ্পাকুলিতনয়নে তাঁহার ব্যথিত চিত্তকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং শালুম্ব্রা সর্দ্দার কাতরবচনে তাঁহার অন্তিম শয়নেও শান্তির ব্যাঘাত ঘটিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় প্রতাপসিংহ ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন যে "কুমার অমরসিংহ সুখাভ্যস্ত, আলস্যপরায়ণ ও বিলাসী, তাহাদ্বারা যবনগ্রাস হইতে মাতৃ-

* মিবারপতি প্রতাপ সিংহের প্রতিজ্ঞা ছিল, যত দিন চিতোর উদ্ধার না হয়, তত দিন তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারী বনবাস ব্রত অবলম্বন করিয়া পর্ণকুটীরে বাস করিবেন।

ভূমিকে রক্ষা করিয়া পিতৃপুরুষগণের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব, তবে যদি আপনারা মিবারের শুভ্র যশঃরক্ষা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন, তাহা হইলে আমি শান্তচিত্তে মৃত্যু শয়নে শায়িত হই।" রাণার বাক্য শেষ হইলে সকল সর্দ্দার একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন "মহারাজ! আমরা বাপ্পারাওলের পবিত্র সিংহাসনের দিব্য লইয়া শপথ করিতেছি, যতদিন একজন মাত্র জীবিত থাকিব, তত দিন কোন মতেই তুর্কিগণ মিবার ভূমি অধিকার করিতে পারিবে না।" রাণা প্রতাপসিংহ সর্দ্দারগণের এই বাক্যে আশ্বস্তচিত্তে শেষ নিঃশ্বাসত্যাগ করিলেন।

রাজপুত-কুল-গৌরব, রাজস্থানের উজ্জ্বল নক্ষত্র রাণা প্রতাপসিংহ ইহলোক ত্যাগ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ তনয় অমর সিংহ তদীয় সিংহাসনারোহণ করিলেন। তিনি সিংহাসন আরোহন করিলে অমরাত্মা প্রতাপের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল। অমর সিংহ পেশোলার ক্ষুদ্র কুটীরগুলি পরিত্যাগ করিয়া "অমর মহল" নামক একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় চাটুকারগণে পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। অমর সিংহ যদিও শৈশবাবধি পিতার বীরোদাহরণে অনুপ্রাণিত ও তাঁহার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মোগল সম্রাট আকবর জীবনের শেষ সময় কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করায় মিবার ভূমিতে পুনরায় শান্তি বিরাজ করিতেছিল। চিতোর উদ্ধার না করিয়া প্রতাপের আত্মজের সে শান্তি উপভোগ করা নিতান্ত অনুচিত, তবুও অমর স্বেচ্ছায় সে শান্তিভঙ্গ করিলেন না। পঞ্চাশ বৎসর কাল মোগলকুলশেখর আকবর প্রকৃষ্ট প্রণালীতে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।* জাহাঙ্গীর তদীয় সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। অচিরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রণভেরী মিবারের প্রান্তদেশে নিনাদিত হইয়া উঠিল। ভারত সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মোগলপতির অধিকার বিস্তৃত ছিল, কেবল মিবারই মোগলের অধীনতা স্বীকার করে নাই। বোধ হয় সেই জন্যই জাহাঙ্গীর সিংহাসনারোহণ করিবামাত্র তাঁহার বিশাল অনীকিনী মিবারের প্রতিকূলে চালিত করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর অমরের ন্যায় শান্তি উপভোগ করিতে ভাল বাসিলেন না। মিবার করায়ত্ত করিবার জন্য তাঁহার পিতার প্রাণপণ যত্ন ছিল, তিনিও সেই পথে অগ্রসর হইলেন। অমর সিংহের যে মাতৃভূমির প্রতি মমতা ছিল না অথবা শুভ্র যশঃ ইচ্ছা একেবারে ছিল না এমত নহে, কিন্তু চাটুকারগণের প্রলোভন বাক্যে ও নিজের আলস্যপরতন্ত্রতায় তিনি স্বকর্ত্তব্যে বিরত থাকিলেন। তাঁহাকে কর্ত্তব্যবিমূঢ় ও নিরুৎসাহ দেখিয়া সর্দ্দারগণ দারুণ অভিতপ্ত হইয়া উঠি-

* রাণা প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর আট বৎসর পরে সম্রাট আকবরের মৃত্যু হয়।

লেন। তাঁহারা প্রতাপের নিকট যে শপথ লইয়াছিলেন তাহারই বা কি করেন! রাজার অনভিমতে যুদ্ধ করিলে প্রতাপের পুত্রের রাজসম্মান থাকে কৈ? আবার যুদ্ধ না করিলে প্রতাপের প্রিয় মাতৃভূমি রক্ষাই বা হয় কি প্রকারে? সর্দ্দারগণ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন; দুঃখে, ক্ষোভে ও রোষে অধীর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কোন প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিলেন না। চন্দাবৎ বীর শালুম্ব্রা সর্দ্দার আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনার্থে রাজরোষকে অগ্রাহ্য করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে রাণা অমর সিংহকে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! দ্বারে এক দণ্ডায়মান বাপ্পারাওলের বংশধর, বীরপুঙ্গব প্রতাপ সিংহের পুত্র ও মিবার রাজ্যের অধিপতি হইয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? আপনি এইরূপে কি স্বীয় কুলগৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন? একবার স্মরণ করুন যে আপনি কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—কাহার শোণিত আপনার ধমনী শিরায় প্রবাহিত। স্বদেশবৈরী মোগলদল আপনার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে, আর আপনি কিনা চাটুকার দলে পরিবৃত হইয়া ভীরু, বীর্য্যহীন কাপুরুষের ন্যায় সময় অতিবাহিত করিতেছেন! ভাবিতেছেন কি? মুসলমানগণ আপনার রাজ্য বিধ্বংস করিবে, জীবনস্বরূপিণী রাজপুতমহিলাগণকে কলঙ্কস্পর্শে কলঙ্কিত করিবে, আপনার প্রজাবর্গকে নিপীড়ন করিবে, পবিত্র দেবালয় সমূহ ভগ্ন করিবে, ধর্ম্মপুস্তক সকল দগ্ধ করিয়া ভস্মরাশি করিবে, এমন কি হিন্দুর ক্রিয়া কলাপ প্রতিরোধ করিয়া "হিন্দু" নাম বিলুপ্ত করিবে, আর আপনি জীবিত থাকিয়া তাহাই দর্শন করিবেন! মহারাজ! এ বিলাসের ও আলস্যের সময় নহে, এখন আলস্য পরিহার করুন, বিলাস সুখ ত্যাগ করুন, রণে অগ্রসর হইয়া শিশোদীয় কুলের বিমল যশোভাতি রক্ষা করুন্।"

সামন্তশিরোমণি শালুম্ব্রাপতির এইরূপ তেজস্বিনী বক্তৃতায় সভাস্থ সকল ব্যক্তিই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু অমর সিংহের চৈতন্যোদয় হইল না। তখন শালুম্ব্রা সর্দ্দার রাণাকে কাষ্ঠের পুত্তলের ন্যায় নির্ব্বাক্ ও নিশ্চেষ্ট দর্শন করিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া সিংহাসন হইতে নামাইয়া আনিলেন। তাহাতে অমর সিংহ শালুম্ব্রাপতিকে "রাজদ্রোহী রাজাবমাননাকারী" বলিয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু শালুম্ব্রা সর্দ্দার অক্ষুব্ধমনে পূর্ব্বের ন্যায় বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "রাজন্! আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিব, আপনাকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতেই হইবে, উঠুন, এই অশ্বে আরোহণ করুন" এই বলিয়া শালুম্ব্রাপতি বলপূর্ব্বক অমরকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া সদলে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। রাণা রোষে, ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে নির্ব্বাক্

হইলেন এবং ইহার কোন প্রতীকার করিতে না পারিয়া তাঁহার আরক্তনয়নদ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল, তিনি সে অশ্রু কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিলে রাণার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া তাঁহার মনোবিকার দূরে গেল। তিনি আত্মকৃত অপরাধ বুঝিতে পারিলেন এবং শালুম্ব্রা সর্দ্দারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সর্দ্দার শিরোমণি! আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি শিশোদীয় কুলের যথার্থ হিতকারী, পিতা দীর্ঘকাল ধরিয়া মিবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে এত কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন, আজ আমাদ্বারা তাঁহার সেই গৌরব বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে; এ সময় আপনি আমার চৈতন্যোদয় করিয়া চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। হে সর্দ্দারমণ্ডলী! আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন; পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, মিবারের গৌরব রক্ষার্থে তাঁহার পুত্র জীবিত আছে, চলুন আমরা মিবারের গিরিপ্রদেশ কম্পিত করিয়া মোগল সেনার সম্মুখীন হই।" রাণার এই উৎসাহ বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া রাজপুতগণ দ্বিগুণ বলে বলীয়ান্ হইলেন ও দেবীর নামক ক্ষেত্রে শত্রুগণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা মুসলমানগণের ধূমোদ্গীরণকারী অনলবর্ষী কামান সমূহ ভেদ করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দিন উভয় পক্ষে ভয়াবহ সংগ্রাম চলিতে লাগিল, সন্ধ্যার সময় রাণা অমর সিংহ বিশাল মোগলবাহিনীর উপর জয়লাভ করিয়া সদলে সগৌরবে স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। সম্বৎ ১৬৬৪, (খৃ ১৬০৮) এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যদি শালুম্ব্রাপতি নিজের কর্ত্তব্য না বুঝিতে পারিতেন, যদি তিনি প্রভুর প্রকৃত হিতের দিকে না চাহিয়া তোষামোদকারীদিগের ন্যায় চাটুবাক্যে তাঁহার সন্তোষসাধনে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এইদিনে মিবারের কি শোচনীয় দশা ঘটিত! ধন্য শালুম্ব্রাপতি! ধন্য তোমার প্রভুভক্তি, ধন্য তোমার স্বদেশ প্রেম, ধন্য তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞান! আজ তোমারই কর্ত্তব্যপরায়ণতা গুণে প্রভুর জড়ভাব দূর হইয়া চৈতন্যোদয় হইল—তোমারই বীর্য্যে আজ মিবারের গৌরব রক্ষিত হইল। কু, রা।

সতী ও শান্তি।

(৩৪৫ সংখ্যা ১৮৩ পৃষ্ঠার পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আজ কাল অনেক মেয়েকে কাচের এক রকম শিশিতে করিয়া দুধ খাওয়াইতে দেখা যায়। ঐ সকল কাচের শিশিকে মেয়েরা সচরাচর "মাইপোষ" বলিয়া থাকে। উহার মুখে একটি রবারের নল

থাকে, এবং উহার অগ্রভাগে ঠিক স্তনের "বোঁটার" মত "নিপল" থাকে। ঐরূপ প্রণালীতে দুধ খাওয়ান মন্দ নয়। কিন্তু এ বিষয়ে একটু সাবধানতা আবশ্যক। যে মাইপোষ সহজে পরিষ্কার করা যাইতে পারে, যন্ত্র দেখিয়া ব্যবহার করা উচিত। নতুবা উহাতে হিত না হইয়া বরং অনেক সময় অহিত হইয়া থাকে। ঐ নলের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায়, দুধ জমিয়া দই হইয়া আছে, এবং উহা টক্। ঐ টক্ দই দুধের সঙ্গে মিশিলে তাহাও শীঘ্র কাটিয়া যায়, এবং টক্ হইয়া যায়। সুতরাং উহা ছেলেকে খাওয়াইলেই "অম্বল" হয়, পেটের অসুখ প্রভৃতি নানাবিধ রোগে ছেলেকে কষ্ট দেয়। আমাদের দেশের বুড়ীরা যেমন অনেক সময় ছেলেকে ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়াইয়া থাকেন, আজ কাল আবার অনেকে 'চামচে" ধরিয়াছেন, এ দুটির কোনটি নিরাপদ নয়। ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়ান হইতেছে, ছেলে হঠাৎ মুখ ঘুরাইয়া লইল, এরূপ স্থলে অনেক সময়ে ছেলের ঠোঁট অথবা দাঁতের "মেড়ে" কাটিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। চাম্‌চেতেও অনেক সময়ে তাই হয়।

শান্তি বলিলেন, আচ্ছা দিদি, আমাদের দেশের অনেক মেয়েরা যে নরম কলমী প্রভৃতির নলে করিয়া দুধ্ খাওয়াইয়া থাকেন, সে ত মন্দ নয়। সরোজিনী বলিলেন, "হ্যাঁ বোন্ সেই বেশ। ঐ রকমে দুধ খাওয়াইলে যেমন কোন অপকারের সম্ভাবনা নাই, তেমনই আবার একটা খুব উপকার আছে। ছেলে যখন মায়ের স্তনের বোঁটার সঙ্গে সেই কলমীর নল চুষিয়া দুধ টানিয়া লইতে থাকে, সেই সময়ে তাহার জিভের সহিত ঘর্ষণে প্রচুর লালা উৎপন্ন হইতে থাকে। সেই লালা দুধের সহিত মিশিয়া হজমের পক্ষে খুব সহায়তা করে।" পাশের একটি মেয়ে বলিলেন, "লালা ত তবে খুব্ উপকারী?" সরোজিনী বলিলেন, হ্যাঁ, খুব্ উপকারী বৈ কি। উপকারী বলিয়া ত ডাক্তারেরা ভাত খাইবার সময় জল খাইতে নিষেধ করেন। কারণ সেই সময় জল খাইলে, লালা জলের সহিত মিশিয়া অনেক নষ্ট হইয়া যায় এবং যাহা খাওয়া যায়, তাহার সহিত ভাল করিয়া মিশিতে পারে না।" পাশের মেয়েটি বলিলেন, কেন মা, অনেকে ত ভাত খাইবার সময় জল খাইয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি হজমের ব্যাঘাতের কথা ত কখন শোনা যায় না?" সরোজিনী বলিলেন, হ্যাঁ তা শোনা যায় না বটে; লালা যেমন অনেক নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি আর যে চারিটি রস আছে, তাহাদের দ্বারা হজম হইয়া যায়। পাঁচটি রসে শীঘ্র হজম হইত, চারিটি রসে একটু দেরি হয়; যেমন পাঁচজনের কাজ চারিজনে করিতে গেলে দেরি হইয়া থাকে।" পাশের মেয়েটি বলিলেন, "হ্যাঁ মা এবার বুঝ্‌তে পেরেছি।"

সরোজিনী বলিলেন, যতদিন না দাঁত উঠিবে, ততদিন পর্য্যন্ত দুধ্ ব্যতীত অন্য

কিছু ছেলেকে খাইতে দেওয়া উচিত নয়। যখন সব দাঁত উঠিল, তখন জানিতে হইবে যে তাহার অন্য খাদ্য দ্রব্যের আবশ্যক হইয়াছে। সেই সময় অন্নপ্রাসানের প্রয়োজন।

আঁধারে আলোক।

১

সংসার! দিলেনা মম
ভালবাসা, ভক্তি স্নেহ
অভাগা দেখিয়া উহা
আমায় (ও) দিলেনা কেহ।
দুঃখেতে সহানুভূতি
সারল্যের খোলা প্রাণ
নিলেনা আমার ঠাঁই
করিলেনা প্রতি দান।

২

উৎসাহ ভাঙ্গিলে মম,
বিশ্বাসে দলিলে পায়,
সদাশা পূরাতে মোর
বাধা দিলে পায় পায়;
তোমার এ বন মাঝে
আছি ভগ্ন কাণ্ড প্রায়
দুর্দ্দান্ত অশান্তি তায়
দলিতেছে প্রতি পায়।

৩

তবুও অধীর নহি
হইব, ভরসা আছে
বাসনাকে দিব বলি
না হয় তোমার কাছে।
তব ঘাত প্রতিঘাতে
অবশ্য হইবে মম
দুর্ব্বল কোমল মন
কঠিন পাষাণ সম।

৪

তা হইলে শান্তি দেবী
এ মম হৃদয়াসনে
করিবেন অবস্থান
স্বেচ্ছায় হসিতাননে,
দিবেনা নিবেনা তুমি
তায় ক্ষতি নাহি হবে,
হাসিয়া বাসন্তী ঊষা
খোলা প্রাণে কথা কবে।

৫

মৃদুল প্রভাত বায়
ফুলের আতর ল'য়ে
ধীরে ধীরে সসম্মানে
সস্নেহে যাইবে ব'য়ে।
গোলাপ, মল্লিকা যূথী
সৌভাগ্য গরব ভুলি
তুষিবে এ অভাগায়
মুদিত পাঁপড়ী খুলি।

৬

প্রভাত চাতকচয়
গাহিয়া মধুর গান
মাতাইয়া ধরাতল
মোহিত করিবে প্রাণ,

গ্রীষ্মের বিমলাকাশে
উদিয়া চন্দ্রমা সাঁঝে
বরষিবে সুধা ধারা
আমার হৃদয় মাঝে।

৭

বরষার নব মেঘ
গম্ভীর গর্জ্জন করি
তুষিবে নয়ন মন
বিজলীভূষণ পরি,
সুরঞ্জিত জলধনু
গগনে উদিত হবে,
কেকা ভাষে শিখীকুল
পেকম ধরিবে যবে—

৮

বিস্তারি সৌন্দর্য্য ছটা
কদম্ব কুসুম চয়
হাসিয়া সরল হাসি
তুষিবে মম হৃদয়।
শারদ চন্দ্রিকা রাশি,
বিশ্ব প্রেমিকের ন্যায়,
ঢালিয়া অমিয়া ধারা
তুষিবে এ অভাগায়।

৯

কল্লোলিয়া তরঙ্গিণী
গাহিবে মধুর গান
ভুলিয়া তোমার রোষ
তায় জুড়াইব প্রাণ।
মৃদুল পবন মাখা
সুনীল সলিল রাশি
তুষিবে হৃদয় মম
হেসে অকপট হাসি।

১০

তোমার পেষণ যন্ত্রে
হয়েছে যা শতখান
জুড়ে গেঁথে মিশাইব
নীলোর্ম্মিতে সেই প্রাণ,
আতিথ্য করিবে মোরে
ঋজু তীর-তরু চয়,
বিহগের সদালাপে
হবে প্রাণ শান্তিময়।

১১

ভীষণ ভ্রূকুটী তব
দেখে সদা কাঁপে প্রাণ,
পলাইব তব দূরে
লয়ে আমি মানে মান,
দলিতেছ প্রতি পায়
আছি আমি তব কাছে!
গর্ব্ব তেজি দেখ এবে
আঁধারে আলোক আছে।

কু, রা।

বাদন প্রণালী।

পিয়ানাফোর্ট ও হারমোনিয়ম।

(৩৪১ সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠার পর)

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল কাওয়ালী।

অস্থায়ী।

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১
| ৹। । । । | ১। । । । |
| গ ঋ গ ঋ | সা নি সা ঋ |
১

৩ ৫ ৪ ৩ ২ ৩
+ ||| ৩। । ৬ ৬৭ । |
গ্ন | সা১ নি প ম প |

অন্তরা।

৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ৪
| ৹। । । । | ১। । ।৭ । |
| প প প প | প প ম প |

```
  ৩   ৪   ৫   ৪      ২     ৪
|+।৭  ।   ।   । |    ৩॥    ॥ |      }
| ম   প   ধ   প |    গ     প |  ।::}
```

রাগ শব্দে মনের ভাব অথবা প্রকৃতির শোভা বুঝায়, এবং ধ্বনিবিশেষ দ্বারা লোকের চিত্তরঞ্জন করাকেও রাগ কহে।

ব্রহ্মার মতে আদি ছয় রাগ, যথা—

১ ভৈরব, ২ শ্রী, ৩ মেঘ, ৪ বসন্ত, ৫ পঞ্চম ও ৬ নট নারায়ণ।

৩৬ রাগিণী, যথা,—

১। ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রামকেলী, গুণকেলী, সৈন্ধবী ও বাঙ্গালী।

২। মালশ্রী, ত্রিবলী, গৌরী, কেদারী মধুমাধবী ও পাহাড়ী।

৩। মল্লারী, সৌরটী, সারেবী, কৌশিকী, গান্ধারী ও হরশৃঙ্গারী।

৪। দেশী, দেবগিরি, বৈরাটী, তোড়ি, ললিতা ও হিন্দোলী।

৫। বিভাষা, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়-হংসিকা, মালবী, ও পট মঞ্জরী।

৬। কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী, ও হম্বিরা।

উল্লিখিত ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিণী ব্যতীত আরও যে সকল রাগ রাগিণী ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে উহাদের পুত্র ও পুত্রবধূ, অথবা উপরাগ ও উপরাগিণী বলে। হিন্দু সংগীত গ্রন্থে রাগ, রাগিণী ও উপরাগ ও উপরাগিণী সম্বন্ধে অনেক মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। ভরত ও হনুমন্ত মতে এক একটী রাগের পাঁচ পাঁচটী রাগিণী। ব্রহ্মার ও অন্য অনেক গীত তত্ত্ববিদের মতে রাগের ছয় ছয় রাগিণী।

রাগাদির পুত্র ও পুত্রবধূ সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ। কোন মতে এক এক রাগের আট আট পুত্র, কোন মতে ছয়, কোন মতে সাত।

রাগ তিন প্রকার, যথা—শুদ্ধ, সালঙ্ক এবং সংকীর্ণ। যে সকল রাগের সহিত অন্য রাগের সংস্রব থাকে না, তাহাদিগকে শুদ্ধ রাগ কহে। দুই রাগ মিশ্রিত হইয়া যে রাগ উৎপন্ন, তাহাকে সালঙ্ক কহে। বহু রাগ সংযোগে যে রাগ জন্মে, তাহাকে সংকীর্ণ বলা যায়।

শুদ্ধ, সালঙ্ক ও সংকীর্ণ এই তিন জাতীয় রাগ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা,—ওড়ব, খাড়ব ও সম্পূর্ণ।

যে যে রাগ রাগিণীর স্বর বিন্যাসে সাত স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা সম্পূর্ণ জাতীয়। যে সকল রাগাদিতে ছয় স্বর ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে খাড়ব জাতি বলা যায়। আর যে সকল রাগ রাগিণী পাঁচ স্বর বিশিষ্ট, তাহারা ওড়ব জাতি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

কোন রাগ আলাপে যে স্বর প্রথম ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম গ্রহ। রূপের বিশ্রামক যে স্বর, তাহাকে ন্যাস কহা যায়।

রাগে যে স্বর স্বামিবৎ ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ যে স্বর অন্য স্বর অপেক্ষা প্রধান বা যাহার বহুল প্রয়োগ হয়, তাহাকে অংশ বা বাদী কহে। রাগে মন্ত্রিবৎ যে

স্বর ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ বাদী স্বরের অনুগত হইয়া প্রযুক্ত হয়, তাহাকে সম্বাদী কহে। পরে অবশিষ্ট যে স্বর ভৃত্যবৎ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে অনুবাদী কহে। রাগভ্রষ্টকর স্বরের নাম, অর্থাৎ রাগাদির অঙ্গে যে স্বর ব্যব্যহার হয় না, তাহাকে বিবাদী কহে।

রাগ রাগিণী আলাপচারি করিবার বিশেষ বিশেষ সময় দিবারাত্রির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং কতকগুলি আবার উৎসব বিশেষে গীত হইয়া থাকে :—যথা দেওয়ালী, ঝুলন যাত্রা ও দোলযাত্রা। কিন্তু শাস্ত্রে যে রাগ যে ঋতুতে গানের বিধি আছে, শিষ্টেরা যদি দেশাচার মতে অন্য সময়ে সেই রাগ গান করেন, তাহা হইলে দূষ্য হয় না এবং রঙ্গভূমিতে ও রাজার আজ্ঞায় সকল সময়ে সকল রাগ গান করা যাইতে পারে।

বেহাগ। কাওয়ালী।

{ •৺ । ৺ | ১৺ ৺ ৺ ৺ |
{ নি সা নি | সা সা গ গ |

+৺ × × × × ৺ |
ম প প ম প ম |

৩× ৺ ×৺× × | }
গ ম ঋ গ সা | }

অন্তরা।

•৺ ৭× × ৺ ৺
প ম প ধ প

১৺ × × ৺ ৺ |
ম গ ম প ম |

+৺ × × ৺ ৺
গ ঋ ঋ গ ম

৩×৺ ×৺× × | }
গ ম ঋ গ সা | }

ঝুম। কাওয়ালী।

{ +। । ৩। । •। ৺ ৺
{ ঋ গ | ম প | গ ম ঋ |

নঃ চঃ দঃ।

১৺ ৺ । | +। । | ৩। । |
গ ঋ সা | ধ প | ম গ |

•। । | ১। । | + ৺ ৺ |
ঋ গ | ঋ সা | সা' নি সা' |

৩৺ ৺ । | •। । | ১। । }
ধ নি প | ম গ | ঋ সা }

+। । | ৩৺ ৺ । •৺ ৺ ৺
গ' ম' | গ' ঋ. সা' নি সা' ধ

৺ | ১৺ ৺ । |
নি | সা' নি সা. |

+৺ ৺ ৺ ৺ | ৩৺ ৺ । |
সা' ঋ. নি সা. | ধ নি প |

•। । | ১। । | }
ম গ | ঋ সা |:: }

প্রবাদ বিচার।

(৩৪৬ সংখ্যা ২০৮ পৃষ্ঠার পর)

বাঙ্গালা ভাষা অনেক প্রবাদ স্বীয় জননী সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। আহার কতকগুলি বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে :—

যথা—

১। মনুষ্যের চিন্তাই জ্বর।

২। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

৩। বুদ্ধি যাঁর, বল তার।

৪। দুর্ভিক্ষ ক্ষণ কাল, স্মরণ থাকে চিরকাল।

৫। দশপুত্র সম কন্যা, যদি পাত্রে পড়ে।

৬। দারিদ্র্য দোষে, গুণ রাশি নাশে।

৭। কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা।

৮। অতিদানে বলির পাতালে হইল ঠাঁই ইত্যাদি।

কতকগুলি অবিকল সংস্কৃত থাকিয়া বঙ্গভাষার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। যথা—

১। অতি দর্পে হতা লঙ্কা।

২। অদ্যভক্ষ্যোধনুর্গুণঃ।

৩। অধিকন্তু ন দোষায়।

৪। অন্নচিন্তা চমৎকারা।

৫। আতুরে নিয়মোনাস্তি।

৬। আত্মবন্মন্যতে জগৎ।

৭। কা কস্য পরিবেদনা।

৮। ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।

৯। গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে।

১০। গতস্য স্থচনা নাস্তি।

১১। চটকস্য মাংসং ভাগ শতং।

১২। চন্দনং ন বনে বনে।

১৩। দারিদ্রদোষা গুণরাশিনাশী।

১৪। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

১৫। প্রবাসে নিয়মো নাস্তি।

১৬। প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।

১৭। ফলেন পরিচীয়তে।

১৮। বায়ুনাং বিচিত্রা গতিঃ।

১৯। বিদ্যারত্নং মহাধনং।

২০। বিষকুম্ভং পয়োমুখং।

২১। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

২২। মহাজনো যেন গতাঃ স পন্থা।

২৩। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

২৪। মূর্খস্য লাঠ্যৌষধং।

২৫। মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।

২৬। যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।

২৭। যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

২৮। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।

২৯। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

৩০। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।

৩১। শতং বদ মা লিখ।

৩২। শত মারী ভবেদ্বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।

৩৩। শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং।

৩৪। শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।

৩৫। শত্রুঞ্চ গৃহমাগতং।

৩৬। বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া।

কতকগুলি বিজাতীয় ভাষার প্রবাদ অবিকৃত বা কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া বঙ্গভাষায় চলিয়া গিয়াছে। যথা—

১। মরদকী বাত হাতীকা দাঁত।

২। তৈয়ারী খানা ছোড় মৎ।

৩। এসা দিন নেহি রহেগা।

৪। এভি যায়েগা।

৫। হাম্ ছোড়া, লেকেন কম্‌লি নেহি ছোড়া।

৬। মহতের বাত, হাতীর দাঁত, পড়ে ত নড়ে না।

৭। মন চাঙ্গাত, কেটো গঙ্গা।

৮। বেকারের চেয়ে বেগার ভাল।

৯। বেগার খাটবে ত বেকার বুঝে না।

১০। তৈয়ারি ভাত ছাড়তে নাই।

১১। জোর যার, মুল্লুক তার।

১২। চাকুরি না গুখুরি। ইত্যাদি।

কাহারও স্বেচ্ছাচারিতা ও অমিত-ব্যয়িতা দর্শন করিলে লোকে সে সকল প্রবাদের উল্লেখ করিয়া থাকে, রাজ-রাজড়াগণের স্বেচ্ছাচারিতাদি অবলম্বনে সে সকল প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—

১। লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন।

২। ছকু বাবু।

৩। নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

৪। রাজাদের ঘুড়ী,এক বিয়ানে বুড়ী।

৫। নবাব আর কি?

৬। নবাব পুত্র।

৭। নবাবি চাল। ইত্যাদি।

এইরূপে প্রবাদের সৃষ্টি হয়। যাঁহারা দেশের হিতৈষী বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন, প্রবাদ পুষ্টি ও রক্ষা বিষয়ে তাঁহাদিগের যত্নপর হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয়, কেননা প্রবাদ দেশের অতীব উপকারী পদার্থ। যেমন প্রাচীরাদির উপর অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিলে তাহার অসংখ্য মূল প্রাচীরের অসংখ্য ছিদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করে, প্রবাদসকলও তদ্রূপ সমাজের প্রত্যেকা-ন্তরে প্রবেশ করিয়া বিবিধপ্রকারে তাহার হিতসাধন করিতেছে। কোথাও সরল উপদেশ, কোথাও শ্লেষ, কোথাও ব্যাজ-স্তুতি, কোথাও উপমা, কোথাও আদর্শ ইত্যাদি দ্বারা যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে তাহাই করিতেছে। মনুষ্য-সমাজে এমন বিষয় কিছুই নাই, প্রবাদ যাহাকে স্পর্শ না করিয়াছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ত্যাগ, দান, আতিথ্য, তপস্যা, তীর্থাটন, অর্থনীতি, পরকাল,জ্ঞান, ভক্তি, স্বার্থ, পরার্থ প্রভৃতি সকলকেই প্রবাদ আপনার বিষয়ীভূত করিয়াছে। আমরা এক্ষণে ঐ সকল বিষয়ে দুইএকটী প্রবাদকে উদাহরণ স্বরূপে সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিব। প্রথমে দেখা যাউক প্রবাদ কোথায় কিরূপ শিক্ষা দিতেছেন। অতি-শয় দর্প, অতিশয় অভিমান এবং অতিশয় দান ইহার কিছুই ভাল নহে। প্রবাদ তাহাই দেখাইবার জন্য পুরাণ হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন,—

"অতিদর্পে হতালঙ্কা
অতিমানেচ কৌরবাঃ,
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ
সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং।"

সকলের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না। সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত, সজতি-পন্ন ব্যক্তিগণও ভাগ্যচক্রের [illegible]

কখন কখন দুরবস্থায় পতিত হইয়া বড়ই ক্লেশ প্রাপ্ত হন। উন্নতির সময়ে যে সকল লোক তাঁহাদিগের অধীন ছিল, দুঃসময়ে হয়ত তাঁহাদিগকে সেই সকল লোকের অধীনতায় পতিত হইতে হইয়াছে। ইহা সংসারী লোকের পক্ষে সামান্য দুঃখ নহে। প্রবাদ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেছেন,—

"অভদ্রা বর্ষাকাল, হরিণী চাটে
বাঘের গাল।
শুন হরিণী তোরে কই, সময় গুণে
সবই সই।"

উৎকলের অনার্য্য শূদ্র।

পরাজিত অনার্য্যজাতি, কিরূপে ধীরে ধীরে আর্য্য সমাজভুক্ত হইয়াছিল, আর্য্যশাসিত এবং অনার্য্যপ্লাবিত মধ্যপ্রদেশে, এবং ওড়িষার * কিয়দংশে, সমাজস্তরের প্রতি সযত্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, তাহার অনেক তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়।

যে অনার্য্য কৃষি-উপজীবী ওড়িষার আদিম অধিবাসী ওড় জাতি সর্ব্ব প্রথমে শূদ্রত্বে বৃত হইয়া আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছিল, আজিও তাহারা ওড়িয়া নামে পরিচিত। আমি যখন (প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে) আমার একজন ভৃত্যের জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম সে "ওড়িয়া," তখন বড়ই বিস্ময় জন্মিয়াছিল। বাঙ্গালীর কাছে ওড়িষাবাসী মাত্রেই যখন ওড়িয়া, তখন বিশেষ জাতির 'ওড়িয়া' পরিচয়ে নবাগতের বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছিল। সেই কৌতূহল চরিতার্থের জন্য যত ইতিহাস পড়িয়াছি, হণ্টার সাহেবের ইতিহাস তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হণ্টার মহোদয়—একালের রাজনৈতিক বিভাগের হিসাবে ওড়িয়ার ইতিহাস লিখিয়াছেন; কাজেই মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটা বিস্তীর্ণ ভূভাগ, যেখানকার ভাষা উড়িয়া—আচার ব্যবহারাদি সকলই উড়িয়া, সে দেশের কোন সন্ধান তাঁহার গ্রন্থেও পাওয়া যায় না। সম্বলপুর অঞ্চলের কোন তত্ত্ব না লইয়া ওড়িষার ইতিহাস লিখিত হওয়ায়, অনেক ত্রুটী জন্মিয়াছে, একথা পূর্ব্বে আর এক প্রবন্ধেও দেখাইয়াছি।

একালের সভ্যতার স্রোত, বিদেশীয় বাণিজ্যের স্রোত, প্রচীনকালের মুসলমানদিগের প্রভুতা, কটক পুরীর এবং বালেশ্বরের অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। কিন্তু ওড়িষার গড়জাত বা ব্রিটিস্‌সীমা বহির্ভূত রাজ্যগুলি, এবং সম্বলপুরের অধিকাংশ স্থান, পাহাড় এবং

* 'উড়িষ্যা' না লিখিয়া 'ওড়িষা' লিখিলাম, কারণ তাহাই প্রকৃত নাম। যাঁহাদের দেশ, তাঁহারা বলেন ওড়িষা; ইংরাজীতে লিখিত হয় Orissa; কেবল বাঙ্গালায় চলিয়াছে উড়িষ্যা। ওড়িষা শব্দে বিশেষরূপে এস্থানকার ইতিহাস সংযুক্ত আছে; কাজেই বাঙ্গালার প্রচলিত ভুলটা পরিত্যাগ করিলাম।

বনের কৃপায়, মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে চিরদিন সুরক্ষিত ছিল। এখানে বিদেশীয় বাণিজ্য প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই ; কাজেই খাঁটি প্রাচীন অবস্থা অপরিবর্ত্তিতভাবে বহুদিন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এখনও কেবল সম্বলপুর জেলাটুকু ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত ; কিন্তু ইহার ৮।১০ গুণ ভূভাগ দেশীয় রাজ-শাসনে শাসিত। কাজেই এ অঞ্চলে প্রাচীন ভাবের যেমন অটুট ছবি পাওয়া যায়, এমন আর কোথাও নহে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কৃপায়—এ প্রাচীনত্ব আর বহুদিন তিষ্ঠিতে পারিবে না ; শীঘ্রই এদেশের পাহাড় ও বনপ্রদেশ পাশ্চত্য সভ্যতার স্রোতে পরিপ্লাবিত হইবে। ইহাতে দেশের সুখ বাড়িবে কি দুঃখ বাড়িবে বিধাতা জানেন ! অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন বিশেষ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু আবার অনেক বিষয়ে নহে। ঈশ্বর করুন যেন দেশের লোক প্রাচীনকালের ধর্ম্মানুরাগ, সত্যপ্রিয়তা, সরলতা এবং আড়ম্বরশূন্যতা, সভ্যতার নামে বলিদান না করেন।

ওড়িষা এবং মধ্যপ্রদেশে যত "স্পর্শ্য" অনার্য্যশূদ্রজাতি আছে, তাহার মধ্যে "ওড়" জাতি কেবল "মানবধর্ম্মশাস্ত্রে" উল্লিখিত আছে। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইবার পরেও অনেক অনার্য্যজাতি হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছে ; শাস্ত্রে তাহাদের উল্লেখ নাই অথচ তাহাদের হাতের জল ব্রাহ্মণাদিবর্ণের ব্যবহারে লাগিতেছে। প্রাচীন অন্যান্য শূদ্রজাতির মত "ওড়" দিগেরও শ্রেষ্ঠবর্ণের কাছে বশ্যতা বা দাসত্ব সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু সুদ প্রভৃতি অনেক জাতি এখনও সম্পূর্ণ দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ হয় নাই ; এখনও অনেক বিষয়ে তাহারা আপনাদিগের প্রাধান্য বজায় রাখিতে প্রয়াস পায়। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট আহার, কিম্বা—স্পর্শ করার বিষয়ে, গোপ নাপিত প্রভৃতি সৎশূদ্রদিগের কোন আপত্তি নাই ; বরং সেটা তাহারা পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু এ অঞ্চলের কোন কোন গোয়ালা জাতি, 'ওড়'দিগের একটি সম্প্রদায়, এবং সুদ প্রভৃতি শূদ্রেরা ; কাহারও উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে না। 'ওড়'-দিগের যে সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের দাসত্ব সম্পূর্ণ গ্রহণ করে নাই, তাহারা পাথর কাটার কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ এবং অন্যান্য শিল্পবিদ্যার কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। যাহারা প্রাচীনকালে ভূমিকর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিত, শিল্পী-দিগের অপেক্ষা তাহারা যে বেশী আদৃত হইত, প্রাচীন জাতিবিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কাজেই 'কৃষক ওড়' জাতিই মনুর গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে সন্দেহ নাই। এই কৃষক ওড়েরা দাসত্বে অন্যান্য শূদ্রের অনুরূপ। পরে যখন ওড়িষায় মন্দিরাদির সূত্রপাত হয়, তখন হইতেই হয় ত অন্য শ্রেণী আদৃত হইয়া সমাজভুক্ত হয়। যাহারা আদর পাইয়া কাছে আসে, দায়ে ঠেকিয়া যাহাদিগকে দলে পুরিয়া লইতে হয়,

তাহারা যে একটুখানি আপনাদের সম্মান বজায় রাখিতে প্রয়াস পাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! আর যে গোয়ালা জাতির কথা বলিতেছিলাম, তাহাদের বিশেষত্ব আরও অধিক। ইহারা যে খুব অল্পদিন আর্য্যসমাজভুক্ত, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যান্য অনার্য্যজাতির মত ইহারা মদ খায়, কুক্কুট মাংস খায়, শূকরাদি খায়;—কেবল দুধ দই বিক্রয় করে বলিয়া ইহারা গোয়ালা। কিরূপে ইহারা আর্য্যসমাজভুক্ত হইল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোন ক্ষত্রিয় রাজার ভাই বা আর কেহ, যখন বিস্তীর্ণ বনপ্রদেশ কেবল আরণ্যজাতি পরিপূর্ণ দেখিয়া—জনকতক লাঠীয়ালের সাহায্যে সেখানে আসিয়া রাজা হইয়াছিলেন, তখন আর্য্যনিবাস হইতে কৃষি, শিল্পী বা ব্যবসায়ী কেহ সঙ্গে আসে নাই। এখানে ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছেন, করণাদি বর্ণও রাজকার্য্যের জন্য বিদেশবাসী হইয়াছিলেন; কিন্তু কোন দূরদেশের ব্যবসায়ী জাতি আসে নাই তাহা নিশ্চিত বলিয়াই বোধ হয়। কারণ একালেও এই শ্রেণীর লোক বড় দেশভুঁই ত্যাগ করে না। অনার্য্য গোয়ালা মদ্যপায়ী বা কুক্কুট মাংসাশী হইলেও, গোপজাতি সৎশূদ্র বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত বলিয়া, ইহাদিগকে সমাজভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এই আরণ্যজাতি গোঁষ মানিবে কেন? তাহারা যখন দেখিল যে আর্য্যেরা উচ্ছিষ্ট স্পর্শকারী শূদ্রদিগকে নীচ বলিয়া জ্ঞান করে, তখন আপনার মান বজায় রাখিবার জন্য ইহারা আর্য্যজাতির উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে স্বীকৃত হইল না।

সামাজিক আরও অনেক গুরুতর বিষয় আছে, যাহাতে এই সকল অনার্য্য শূদ্রগণ আপনাদিগের পূর্ব্ব ব্যবহার সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—দৃষ্টান্ত স্বরূপে বিধবার বিবাহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিধবার বিবাহে, আর্য্যসমাজের শাস্ত্রেও বিধি আছে; কিন্তু আর্য্যগণ যখন ওড়িষা অধিকার করেন, তখন আর্য্যসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল না। কিন্তু এই অনার্য্যেরা, আর্য্যসমাজে যাহা ঘৃণিত, তাহাও বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। বিধবা বিবাহিতা হয়, স্বকুলে হয়-পর কুলেও হয়। কিন্তু স্বকুলে বিবাহিতা হইতে হইলে দেবরকে স্বামী করিতে হয়। এই দেবর-স্বামী গ্রহণ করিবার প্রথা, আর একটি অতি প্রাচীন প্রথার সাক্ষ্যদান করিতেছে, কিন্তু এখানে সমাজতত্ত্বের সে কথাটা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া ভয়ে লিখিলাম না। এখানে লিখিলাম না; হয়ত অন্য প্রবন্ধে তাহা দেখাইবার প্রয়োজন হইবে। কারণ আর্য্য অধিকারের পূর্ব্বে উৎকলের আর্য্যসমাজ কিরূপ ছিল, তাহা না লিখিলে কথা সম্পূর্ণ হইবে না।

বাঙ্গালা প্রবচন।

শ (শেষ)।

১। শিকল কাটা টিয়া পোষ মানে না।

২। শিকারী বিড়ালের গোঁপ দেখিলে চেনা যায়।

৩। শিখান কথায় কদ্দিন চলে ?

৪। শিখেছো কোথায় ? না ঠেকেছি যেথায়।

৫। শিঙ ভেঙ্গে বাছুরের পালে মেশা।

৬। শিঙুল ফুল।

৭। শিঙ্গে ফোঁকা।

৮। শিঙ্গে হাতড়ান।

৯। শিঙ্গে হারিয়ে কাঁকুড়ে ফুঁ।

১০। শিয়রে শমন তোর রয়েছে বসিয়ে।

১১। শিয়রে রাজা, কোটালের দোহাই।

১২। শিয়ালের ডাক।

১৩। শিয়ালের যুক্তি।

১৪। শিরে করিলে সর্পাঘাত, তাগা বাঁধিবি কোথা ?

১৫। শিরে সংক্রান্তি।

১৬। শিরোনাস্তি শিরোব্যথা।

১৭। শিব গড়্‌তে বাঁদর গড়া।

১৮। শিব নাচে রঙ্গে, পার্ব্বতী নাচে সঙ্গে।

১৯। শিব রক্ষক বন, বন রক্ষক শিব।

২০। শিবের জামাই শিব।

২১। শিবের সঙ্গে খোঁজ নাইকো, গাজনের ঘটা ভারী।

২২। শীলং সর্ব্বত্র ভূষণং।

২৩। শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা, শারী বলে তায় আমার রাধা নামটী লেখা।

২৪। শুক মলো মুখ দোষে, সালিক মলো সেই তরাসে।

২৫। শুকনা কাঠে বজ্রাঘাত বা ব্রহ্মশাপ।

২৬। শুকনা গাছে জল ছেঁচা।

২৭। শুকনা ঘায় আকন্দের আটা।

২৮। শুকনা ডাঙ্গায় ভরা ডুবি।

২৯। শুধু কথায় পেট ভরে না।

৩০। শুধু গৌর নয় গৌর হরি।

৩১। শুধু পাতে ভাঁড় বাঁধা।

৩২। শুন্‌লো সাড়া ত নিলো পাড়া।

৩৩। শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণং।

৩৪। শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল।

৩৫। শুঁড়ীর নাই কান, মুচীর নাই নাক।

৩৬। শূওরের কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা।

৩৭। শূওরে গোঁ।

৩৮। শূকর চেনে কচু আর ঘেঁচু।

৩৯। শেয়াকুলের কাঁটা।

৪০। শেয়ান ঘুঘুর ছাঁ ফাঁদে পা দেয় না।

৪১। শেয়ান ঠক্‌লে বাপকে বলে না।

৪২। শেয়ান পাগল।

৪৩। শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি,
মুঠম হাত আড়াআড়ি।

৪৪। শেষ বেশ।

৪৫। শেষ সুখ পরম সুখ।

৪৬। শোকে পাথর।

৪৭। শৌল চেঙ্গও সোজে না,
পোলা চেঙ্গেরাও বোঝে না।

৪৮। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।

৪৯। শ্রদ্ধার ছাই,
হাত পেতে খাই।

৫০। শ্রাদ্ধ গড়ায়।

৫১। শ্রীঘর।

৫২। শ্বশুর বাড়ী মথুরাপুরী,
দিন পাঁচ সাত আদর ভারি।

৫৩। শ্বেত চামর আর কোষ্ঠা পাঠ।

পুত্রশোকে আত্মহত্যা।

সুশিক্ষা বিস্তারের জন্য সুসভ্য জগৎ চিরকালই মহাব্যগ্র ও সবিশেষ যত্নশীল; কেন না সুশিক্ষা-বিরত মানবজীবন পশুজীবন হইতেও জঘন্য। মানুষকে মানুষ করাই সুশিক্ষার প্রয়োজন। এই নিমিত্ত শিক্ষা, সুশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতির প্রবাহ আবহমানকাল হইতে প্রবল বেগেই চলিয়া আসিতেছে। সুসভ্য ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শিক্ষা কেবল পুরুষনিষ্ঠ নহে, রমণীগণের মধ্যেও সমভাবে চলিতেছে। সে সকল দেশে কোন কোন অংশে শারীরিক আকারগত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ব্যতিরেকে স্ত্রীপুরুষের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সাংসারিক কার্য্য ইত্যাদি কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ঐ সকল দেশের অনুকরণে এবং ভারতীয় প্রাচীন স্ত্রীশিক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণে ভারতেও অনেক দিন হইতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। ভগবদিচ্ছায় যাহা হইতেছে সকলই ভাল, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। তবে কেন যে তিনি আমাদের সুশিক্ষা সর্ব্বতোমুখী ও সর্ব্বাঙ্গীন করিবার জন্য আমাদিগকে মতিগতি দিতেছেন না, তাহা ভাবিয়াই দুঃখ হয়।

বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিলেই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, আমরা এইরূপ মনে করিয়া থাকি। যদি বিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থাবলী তাদৃশ সমীচীনতা সহকারে নির্দ্দিষ্ট করার প্রথা থাকিত,তাহা হইলে আমাদের ঐরূপ মনে করা সঙ্গতই হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যালয়ের পাঠ্যাবলী সেরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় না। মনুষ্যের জীবনকে প্রকৃত মনুষ্যের জীবন করিতে হইলে কত প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন হয়, তাহা চিন্তাশীল, দূরদর্শী মনস্বী ব্যক্তিগণই অনুভব করিতে পারেন।

ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর আর যেখানে যতপ্রকার শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার ফলে জীবকে প্রায় সংসারাসক্ত ও বহির্ম্মুখ করে। ভারতীয় আর্য্যশিক্ষার প্রণালী তাহার বিপরীত। আর্য্যশিক্ষার প্রভাবে জীব অনাসক্ত ও অন্তর্ম্মুখ হয়। ফলে যিনি যতই সুশিক্ষিত হউন, তাঁহার শিক্ষার সহিত একটু অনাসক্তি বা বৈরাগ্য না থাকিলে তাঁহাকে সুশিক্ষিত বলা যায় না। বৈরাগ্যবিহীন বিদ্যা জীবকে সুখী ও নিরাপদ করিতে পারে না। আর্য্যশাস্ত্রে না আছে, এমন শিক্ষাই নাই; কিন্তু বৈরাগ্য যে সকল শিক্ষার অগ্রগণ্য, উহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তাহার নিদর্শন আছে।

এমন লোকও অনেক আছেন, যাঁহারা আর্য্য শিক্ষাকে সুশিক্ষা বলিতে কুণ্ঠিত হন এবং উচ্চশ্রেণীস্থ ইউরোপীয়গণের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে অন্যের সিদ্ধান্তে কর্ণপাত করে না। তাঁহাদিগের জন্য একটী গল্প করি।

ভূতপূর্ব্ব চিফ্ সেক্রেটারি এডগার সাহেবের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি যে আর্য্যশিক্ষার সম্মান উত্তমরূপেই করিতেন, তাহাও অনেকে অবগত আছেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনার, তখন এদেশীয় কোন উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথনে বলিয়াছিলেন,--"ভারতে আগমনের পূর্ব্বে ভারতীয় হিন্দুগণের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এবং হিন্দুস্থানকে একটী শ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়াও মনে করিতাম; কিন্তু এদেশে আসিয়া এবং নানাস্থানের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া আমার সে সকল সংস্কার দূরীভূত হইয়াছে। ভারতীয় হিন্দুগণকে এখন অতি নীচ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়াই মনে হইতেছে; কেননা যে জাতির "রামায়ণ মহাভারত" আছে, সেই জাতি কি না তাহা পরিত্যাগ করিয়া আপনাপন পুত্র কন্যাগণকে অন্ত্যজ জাতির রচিত গ্রন্থের অনুবাদ পড়াইতেছে"।

যে শিক্ষা প্রভাবে ধন জনাদির মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া অনাসক্ত চিত্তে সংসারের সুখ ভোগ করা যায়, আমাদের বালক বালিকাগণ ও যুবক যুবতীবৃন্দ সেই শিক্ষা প্রাপ্ত হন, এই কথাটা বলিবার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। ঐরূপ শিক্ষা আমাদের দেশের কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহারই হইতেছে না। অধিকন্তু নবীন প্রণালীতে শিক্ষিতা নবীনাগণ যেন সাংসারিক মায়া মোহে অধিক জড়াইয়া পড়িতেছেন। ঐ শিক্ষার প্রভাবে ঘরে ঘরে নগরে নগরে পূজা অর্চ্চা, কর্ম্মকাণ্ড, আভরণ পরিচ্ছদ, ভোজন বিলাস এবং গ্রন্থ রচনা, গ্রন্থ প্রচার, আলোচনা, সভা সমিতি, বক্তৃতা, পরোপকার ইত্যাদির বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ও পারিপাট্য হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ত্রিতাপ জ্বালার করালগ্রাস হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবার কি উপায় হইতেছে? যদি দুঃখদাবানলে সংসার ভস্ম হইতে চলিল, তবে শিক্ষায় আমাদের

হইল কি? যে সকল দুঃখ দূর করা মনুষ্যের চেষ্টাসাধ্য, তাহা দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে এবং তাহার ফলও হইতেছে; কিন্তু যে সকল দুঃখ অপ্রতিবিধেয়, তাঁহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কি হইতেছে? ভীষণ তরঙ্গাকুল ভব সমুদ্রে ভাসমান জীবকে উঠিতে বসিতে তরঙ্গের আঘাত পাইতে হয়; সে আঘাতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আমরা কি করিতেছি?

বঙ্গদেশে একটী প্রবাদ আছে,—"বজ্র আঁটুনি, ফস্‌কা গেরো।" আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিও তদ্রূপ। শিক্ষার জন্য কত যত্ন, কত অর্থব্যয়, কত আড়ম্বর হইতেছে; কিন্তু এক আত্মজ্ঞানের অভাবে সকল শিক্ষাই "ফস্‌কাগেরো" হইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি কোন রমণী অহিফেণ সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার দুইটী পুত্র সন্তান ছিল। উপর্য্যুপরি দুই বৎসরে দুইটীর দেহান্তর হইয়াছে। তিনি সেই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছেন। অথচ সুশিক্ষিতা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ইহা কিরূপ সুশিক্ষা বুঝিতে না পারিয়া সম্বাদটী শ্রবণ মাত্র আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। অথবা যদি তিনি অশিক্ষিতাই হন, হিন্দুর ঘরের মেয়ে বটেত! তাঁর এত মায়া মোহ কেন? শুদ্ধ ঐ সম্বাদটী নহে;—ঐ জাতীয় সম্বাদ প্রায়ই শ্রুতিগোচর হয়। কোন রমণী বা পতির অসদ্ব্যবহারে অভিমানিনী হইয়া আত্মঘাতিনী হয়েন। কেহ বা সপত্নী অথবা শ্বশ্রূর গঞ্জনা সহ্য করিতে অশক্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কোন প্রৌঢ়া বা প্রাচীনা পুত্রবধূর সহিত কলহ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। ইত্যাদি অনেক লোমহর্ষণ ঘটনা হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এদেশীয় রমণীগণের এইরূপ শোচনীয় দশার পরিহারার্থই স্ত্রীশিক্ষার জন্য এত যত্ন হইতেছে। এ যত্ন সহস্রবার প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা যদিও কোন রমণীর "পুত্রশোকে আত্মহত্যা" উপলক্ষ করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, তথাপি কেবল দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার অসম্পূর্ণতার আলোচনা করাই প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। দেশীয় সাধারণ শিক্ষার আলোচনাই উহার বিষয়ীভূত। আত্মাভিমান, অহঙ্কার, লজ্জা, আশাভঙ্গ, ঋণদায়, পরিজনগণের সহিত কলহ, ইত্যাদি কারণে কত পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্র আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে শিক্ষিত বা সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

কেহ কেহ আত্মহত্যাকে মানসিক উৎকট রোগমূলক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; যদি তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তাহা হইলেও বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে এককালে বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ মনে করা যায় না। কেননা যেরূপ মানসিক রোগ আত্মহত্যাপ্রবৃত্তি প্রদান করে, সে রোগ অধিকস্থলে

অশিক্ষা বা কুশিক্ষা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা ভুক্তভোগী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের অনুভব করিবার শক্তি নাই। ইহার সাক্ষিস্বরূপে অনেকেই বর্ত্তমান আছেন। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, সুশিক্ষিতগণেরও ঐ রোগ প্রথমে মনে জন্মলাভ করিয়া শেষে শরীরকে এরূপে আক্রমণ করে যে, তখন আত্মনাশ একরূপ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সেরূপ স্থল অতি বিরল। স্বকৃত ঘোর দুষ্কৃতির জন্য কোন কোন মানসিক রোগের যাতনা এরূপ দুর্ব্বিষহ যে, আত্মনাশ ভিন্ন প্রায়ই তাহার প্রতীকার হয় না। যদি কেহ সেরূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মনাশ করেন, ঐ রোগের যাতনা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি দোষারোপ করেন না। কিন্তু সচরাচর যত আত্মহত্যা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই মায়ামোহমূলক। সেইগুলি সুশিক্ষার দ্বারা নিবারিত হইতে পারে, এ প্রবন্ধে কেবল সেই কথাটী বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ধর্ম্মের জয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সম্মুখে মশান। মশান শ্মশানের নামান্তর নহে, মশানে ও শ্মশানে বিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মশান যদিও আমাদের প্রত্যক্ষীকৃত নহে, তথাপি উহার বিষয় শুনা আছে এবং উহা কল্পনার অতীতও নহে। যথায় অপরাধী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হয়, এখন যেমন সে স্থানটীকে আমাদের দেশে ফাঁসখানা বলে, পুরাকালে তদ্রূপ স্থানকে মশান বলা হইত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বর্ত্তমান সময়ের ফাঁসী দ্বারা বা তাড়িতযোগে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত না অথবা অতিপূর্ব্বকাল-প্রচলিত শূল প্রথাও ছিল না। এই সময় প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধিগণ যে বধ্য ভূমে চণ্ডালের কুঠারাঘাতে প্রাণত্যাগ করিত, সেই স্থানটীকে মশান বলা হইত। এইরূপ ঘাতুক চণ্ডালগণ জল্লাদ নামে অভিহিত ছিল। শ্মশান দর্শনে মনে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় বিষাদমিশ্রিত শান্তির আবির্ভাব হয়—মুহূর্ত্তের জন্য সংসারে বিরাগ জন্মে—মুহূর্ত্তের জন্য শ্মশানবাসই জীবনের চিরশান্তি বলিয়া অনুভূত হয়—মুহূর্ত্তের জন্য গৃহে ফিরিয়া যাইবার বাসনা তিরোহিত হয়। শ্মশানদর্শনে মনে কতরূপ কল্পনার উদয় হইতে থাকে এবং শ্মশানকে বিশ্বে পবিত্র ও নিত্য বলিয়া বোধ হয়, আর—"মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ। ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্, যদি জন্তুর্নন্থু লাভবানসৌ॥" কবিবর কালিদাসের এই বাক্যের সারত্ব সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

শশ্মানে যেরূপ অলক্ষ্যে শান্তি বিরাজ করে, মশানে সেইরূপ অলক্ষ্যে কেমন একটু বিভীষিকা বিরাজ করে। মশান যেন পিশাচের রঙ্গভূমি, বিভীষিকার বিকটমূর্ত্তি।

এইরূপ মশান দিয়া একজন অশ্বারোহী পুরুষ কৌণ্ডিল্য নগরে যাইতেছিলেন, এই বধ্যভূমি কৌণ্ডিল্যরাজের অধিকারভুক্ত। অশ্বারোহীর অশ্ব অতিশয় ক্লান্ত হওয়ায় এই স্থানে ধীর গমনে চলিতেছিল, এমন সময় শিশুর সকরুণ ক্রন্দন ধ্বনি অশ্বারোহীর কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া পুনর্ব্বার সেই ধ্বনি আকর্ণন করিবার আশায় তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময় দেখিতে পাইলেন যে দুইজন জল্লাদ বেশধারী পুরুষ ঐ মশান হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতেছে। উহা দর্শন করিয়া তিনি একলম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পলাতক ব্যক্তিদ্বয়কে ধৃত করিয়া সুমিষ্ট বচনে বলিলেন "তোমরা অসময়ে এই মশানে কেন আসিয়াছিলে? যদি এই রাজ্যে কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত, তাহা হইলে আমি সে বিষয় অবশ্যই অবগত থাকিতাম, যেহেতু আমি এই রাজ্যের রাজমন্ত্রী, আমার নাম কলিঙ্গ। তোমরা নির্ভয়চিত্তে অকপট মনে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, যদি তোমরা কোন অন্যায়াচরণ করিয়া থাক, তাহাহইলে আমি তোমাদিগকে রাজরোষ হইতে রক্ষা করিব।" পলাতকদ্বয় ইতস্ততঃ করিয়া কাতরবচনে কহিতে লাগিল, "মন্ত্রিবর! আমরা জল্লাদ নহি, রাজাজ্ঞায় আজ কৌণ্ডিল্য রাজকুমারের জীবন বধ করিতে আসিয়াছিলাম। এই স্থলে রাজপুত্রের বিষয় আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এই রাজ্যের রাজা ধার্ম্মিক দধিমুখকে ধৃষ্টবুদ্ধি কূটোপায়ে নিহত করিয়া তদীয় সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। দধিমুখ একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুসময়ে পুত্রটী মাতুলালয়ে ছিলেন, কারণ দধিমুখের মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হইয়াছিল এবং মহিষীর মৃত্যুতে তাঁহার পুত্রটী মাতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে মাতামহীর নিকট প্রতিপালিত হইতেছিলেন। ধৃষ্টবুদ্ধি এই অনুসন্ধান জানিতে পারিয়া কৌশলপূর্ব্বক সেই বালককে আমাদের হস্তে প্রদান করিয়া গোপনভাবে তাহার নিধন সাধন করিতে আদেশ দেন, আমরাও অনিচ্ছা সত্বে এই অসময়ে তাহাকে লইয়া বধ্যভূমিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু রাজাদেশ পালন করিতে পারিলাম না, সেই সুকুমার নির্দ্দোষী রাজপুত্রকে আমরা কোন মতে আঘাত করিতে পারিলাম না—হৃদয় করুণরসে আর্দ্র হইয়া গেল, জল্লাদগণ তাহাকে বধ করিলে রাজ্যে প্রচার হইবার আশঙ্কায় এই ভার আমাদের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, তাই রাজপুত্রকে গোপনে এই মশানে আনিয়া তাঁহার বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলি কাটিয়া জন্তুর শোণিত লইয়া রাজাকে দিব এই

বাসনায় শিশুকে এই স্থানে একা রাখিয়া আমরা পলাইতেছিলাম।” মন্ত্রী ভাল মন্দ কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—“তোমরা প্রস্থান কর এবং স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া নিরুদ্বেগে জীবন যাপন কর।” মন্ত্রিবাক্যে তাহারা মন্ত্রীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সানন্দে প্রস্থান করিল। মন্ত্রী মশান হইতে কুমার চন্দ্রহংসকে আনিয়া নিজ অশ্বে আরোহণ করাইলেন এবং কৌণ্ডিল্যে না যাইয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় স্বামী স্ত্রী উভয়ে কুমারকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উক্ত ঘটনার সাত আট বৎসর পরে একদিন মন্ত্রী কলিঙ্গ চন্দ্রহংসের প্রকৃত পরিচয় স্ত্রীর নিকট বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে “চন্দ্রহংসের বয়ঃক্রম প্রায় ১৬।১৭ বৎসর হইল, আমার বিবেচনায় সে এখন আত্মপ্রকাশ করিয়া স্বীয় পিতৃসিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করুক। বিশেষতঃ চন্দ্রহংস শস্ত্র ও শাস্ত্রাদি বিষয়ে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছে, সে এখন ধর্ম্ম ও ন্যায়বলে জগৎ বশীভূত করিতে সক্ষম, অতএব তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি ধৃষ্টবুদ্ধির নিকট গিয়া তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিলে চন্দ্রহংস হয়ত পিতৃসিংহাসন উদ্ধারে সযত্ন হইবে, আর ধৃষ্টবুদ্ধিই বা এখন তাহার কি করিবে? চন্দ্রহংস সশস্ত্রে দণ্ডায়মান হইলে শত ধৃষ্টবুদ্ধিও তাহার নিকট পরাজিত হইবে সন্দেহ নাই। আবার যদি ধৃষ্টবুদ্ধি সশস্ত্রে প্রকাশ্যে চন্দ্রহংসের প্রতি অত্যাচার করে, তাহা হইলে আমিও সসৈন্যে ধৃষ্টবুদ্ধির সহিত যুদ্ধ করিব, বিশেষতঃ রাজ-সৈন্য সকলেই আমার বাধ্য। এখন জিজ্ঞাস্য এবিষয়ে তোমার কি মত? কলিঙ্গের স্ত্রী চন্দ্রহংসের অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রথমতঃ কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, পরে যখন কলিঙ্গ বুঝাইয়া দিলেন যে সে রাজপুত্র, তাহার উপর অনেকগুলি কঠোর কর্ত্তব্যের ভার ন্যস্ত. নিজ রাজ্য পিতৃঘাতককে দিয়া নিজে আলস্যে জীবন কাটান তাহার কর্ত্তব্য নহে, তখন কলিঙ্গ-পত্নী স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

নীতি-কণ্ঠহার।

ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা বেদাঃ ক্ষমা শ্রুতম্।
য এতদেবং জানাতি সর্ব্বং স ক্ষন্তুমর্হতি॥

ক্ষমাই ধর্ম্ম, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই চারি বেদ, ক্ষমাই শাস্ত্র, যিনি ইহা জানেন, তিনি সকলকেই ক্ষমা করিতে সমর্থ হয়েন। ১১

আত্মানদী সংযমপুণ্যতীর্থাঃ,সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র, ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥

হে পাণ্ডুপুত্র! আত্মাই পবিত্র নদী,

সংযম তাহার পুণ্যতীর্থ ক্ষেত্র, সত্যই তাহার সলিল, চরিত্র তাহার তট, দয়া তাহার তরঙ্গ, তুমি তাহাতে স্নান কর। অন্য জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না। ১২

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু,
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা,
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

নীতিজ্ঞ লোকেরা নিন্দাই করুন আর প্রশংসাই করুন, লক্ষ্মীদেবী আসুন বা যান, মরণ অদ্যই হউক কিম্বা যুগান্তরেই হউক, ধীরগণ কখনও ন্যায্য পথ হইতে বিচলিত হয়েন না। ১৩

প্রীণাতি যঃ সুচরিতৈঃ পিতরং স পুত্রো
যদ্ভর্তুরেব হিতমিচ্ছতি তৎ কলত্রম্।
তন্মিত্রমাপদি সুখে চ সমং প্রবাতি
এতত্ত্রয়ং জগতি পুণ্যকৃতো লভন্তে॥

সচ্চরিত্রদ্বারা যে পিতাকে সতত সন্তুষ্ট রাখে, সেই পুত্র; যিনি সর্ব্বদাই স্বামীর হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, সেই স্ত্রী; কি সম্পদে কি বিপদে, যে বন্ধুসমীপে সমানরূপে গতায়াত করেন, সেই মিত্র। পুণ্যবান্ লোকেরাই এইরূপ পুত্র, স্ত্রী ও সুবন্ধু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৪

রথং শরীরং পুরুষস্য দিষ্টং
আত্মা নিয়ন্তেন্দ্রিয়াণ্যাহুরশ্বান্।
তৈরপ্রমত্তঃ কুশলী সদশ্বৈ-
র্দান্তৈঃ সুখং যাতি রথীব ধীরঃ॥

পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা, এবং ইন্দ্রিয় সকল অশ্বস্বরূপ। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া বশীকৃত সদশ্বযোজিত রথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণদ্বারা পরম সুখে বিচরণ করিবে। ১৫

যদ্যৎ পরবশং কর্ম্ম তত্তৎ যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্ যদাত্মবশন্তু স্যাত্তত্তৎ সেবেত যত্নতঃ॥

আত্মবশ কর্ম্ম সমুদায় যত্নপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবেক। পরবশ কর্ম্ম সমস্ত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেক। ১৬

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥

স্বাধীনতাই সর্ব্বসুখ এবং অধীনতাই সর্ব্ব দুঃখ। সংক্ষেপতঃ সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবে। ১৭

প্রাণাযথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥

যেমন আপনার প্রাণ ইষ্ট, সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রাণ ইষ্ট, অতএব সাধু লোকেরা আত্মবৎ সকল জীবকে দয়া করিয়া থাকেন। ১৮

হিতেঽহিতকাম্যরকোঽহিতেঽহিতং
পশুর্মনুষ্যো হিতমহিতে হিতে।
কৃতেঽহিতে শব্দপি প্রকৃষ্টং
হিতং করোত্যঙ্গ স নাম দেবঃ॥

সয়তানে ভালর বদলে মন্দই করে, পশু মন্দের বদলে মন্দ করে, মানুষেতে ভালর বদলে ভাল করে, দেবতায় মন্দের বদলে ভাল করেন। ১৯

ফেলোনা মা।

ফেলোনা মা ফেলোনা মা তুলে রেখে দাও,
কাজে লাগে যা' রাখিবে,জান না কি তাও?
আপনার—অপরের অভাব মোচন
কত করে, দূরে যাহা ফেলিছ এখন।
দেখনা সে দিন বাঁধা বেণের পুঁটুলি
ছিল দড়ি, রেখে দিনু জানালায় তুলি।
খোকা কাঁদে অন্ধকারে ছিঁড়িল মশারি,
দেশালাই পাই নাই করি তাড়াতাড়ি;
সেই দড়ি দিয়ে দেখ মশারি বাঁধিনু,
খোকা কেঁদে সারা হয়, তারে মাই দিনু।
তাই বলি ফেলনা মা কিছুই ফেলনা,
কোন্ দ্রব্য কত কাজে লাগে তা জাননা!
সোণার পৃথিবী আছে কত জীবে ভরা,
পেলে ক্ষুদ গুঁড়া মহা সুখী হবে তারা।
যাও ফেল তাও তারা ওমা! খুঁটে খায়,
ফেলিবার কিছু নাহি জানিবে ধরায়॥

নূতন সংবাদ।

১। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কুমারী ফ্লোরেন্স হলেও এম এ প্রথম স্থানীয় হইয়া ৮ হাজার টাকা পুরস্কার লাভের যোগ্যা হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় রমণী পুরুষকে পরাভব করিল, স্ত্রীবুদ্ধিকে আর কে হীনতর বলিতে সাহসী হইবেন?

২। কুমারী মেটিল্ডা হন্ট বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বোম্বাইয়ে স্ত্রী এম এর এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

৩। World's Women's Temperance Association বিশ্ব স্ত্রীমিতাচারিতা সভার অধ্যক্ষ বিবী হসার কলিকাতায় আসিয়া মাদক সেবনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছে।

৪। ভারতের নব রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন ২৫এ জানুয়ারি কলিকাতায় পঁহুছিবেন এবং লর্ড ল্যান্সডাউন ২৭এ জানুয়ারি কলিকাতা হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন।

৫। শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী ময়মনসিংহ জেলার গাজিয়াবাড়ী খালের উপর একটি পোল নির্ম্মাণার্থ ৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। শ্রীমতী সি, এইচ, ডল মার্কিন মহিলাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এল, এল, ডি উপাধি পাইলেন।

৭। এবৎসর লাহোরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে দাদাভাই নৌরোজী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। দাদাভাই যখন বোম্বাই পঁহুছেন, তখন উক্ত নগরের সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাকে অতি সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল। মিষ্টর এ, ও হিউম ভারতবর্ষ হইতে শেষ বিদায় লই-

বার জন্য এ দেশে আসিয়াছেন। তিনিও মহাসমিতিতে উপস্থিত থাকিবেন। ২৮এ ডিসেম্বর হইতে মহাসমিতির কার্য্যারম্ভ হইবে।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের শেষ উপদেশ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত, মূল্য ॥০ আনা মাত্র। মহর্ষি জরাজীর্ণ ও কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলেও যাঁহারা যখন উপদেশার্থী হইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন, তাঁহাদিগকে আপনার গভীর চিন্তা ও সাধনালব্ধ মহা সত্য সকলের উপদেশ দিয়া থাকেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবু সেইরূপ উপদেশ সকল সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি প্রচার করিয়াছেন। ইহা যে নরনারীর জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে বলা বাহুল্য।

২। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, প্রণীত, মূল্য ২৲ টাকা। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারের একটী মহার্ঘ রত্ন বলিয়া আমরা এই গ্রন্থখানি গ্রহণ করিলাম। ইহা রয়েল ৮ পেজী ৫০০ শতাধিক পৃষ্ঠায় অতি সুন্দর কাগজে ও সুন্দর অক্ষরে ১০ খানি উৎকৃষ্ট ছবির সহিত মুদ্রিত এবং বিশুদ্ধ, সরল ভাষায় বিরচিত। এরূপ পুস্তকের উপযুক্ত সমালোচনার স্থানাভাব বলিয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি। ইহা কেবল কবিবর মাইকেল মধুসূদনের জীবনী নহে, কিন্তু তৎসমসাময়িক একটী বিস্তৃত জাতীয় ইতিহাস। গ্রন্থকার এই জীবনী ও ইতিহাস ঘটনাবলীর তালিকাকারের ন্যায় অন্ধ বা উদাসীনভাবে লিখিয়া যান নাই, কিন্তু প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ঘটনার মূলে প্রবেশ করিয়া বিচক্ষণ নীতিবেত্তা ও সমালোচকের গভীর জ্ঞান ও সমীচীন পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কবিবরের জীবনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া তাঁহার শিক্ষা, সাধনা ও সিদ্ধির ক্রম সকল যেমন প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার প্রতি দেবানুগ্রহ ও তাঁহার নিজদোষে তাহার অপব্যবহারের কুফল সকলও অপক্ষপাতে উজ্জ্বল অক্ষরে চিত্রিত করিছেন। বঙ্গদেশের সাধারণ শিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নতির বিবরণ বর্ণনেও গ্রন্থকারের বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আমরা তাঁহার অসামান্য লিপিনৈপুণ্য, গভীর গবেষণা, অপক্ষপাত সমালোচনা, দুর্নীতি দমন ও সুনীতি সংস্থানের প্রয়াস—কোন্ গুণের অধিক প্রশংসা করিব বলিতে পারি না। এই পুস্তকখানি যেরূপ বহুল যত্ন, পরিশ্রম ও ব্যয়ে প্রচারিত হইয়াছে, সেইরূপ সাগ্রহে ও সমাদরে বঙ্গ সাহিত্যপাঠকসমাজে গৃহীত হয়, এই আমাদের অনুরোধ।

বামারচনা।

আমন্ত্রণ। *

(মুক্তিফৌজের বর্ত্তমান সেনানায়িকা মিস্ লুসী বুথ্ বা কাপ্তেন রোহিণীর প্রতি)

১

ছাড়ি দেশ ঘর বাড়ী, মহাসিন্ধু দিয়া পাড়ি,
এসেছ সরলা বালা !
এসো এসো এসো !
ভারতের হৃদাকাশে, যেখানে তারকা হাসে,
সেখানে রোহিণী তারা !
বসো বসো বসো !

২

কিবা ভাগ্য এর চেয়ে, মা বাপের যোগ্য মেয়ে,
মন্দার-কলিকা মাখা—
অমর সৌরভ !
সেই মহা উদারতা, আত্মজয়, সহিষ্ণুতা,
ছেয়ে আছে কচি প্রাণ
কি মহা গৌরব !

৩

সেই প্রীতি সেই স্ফূর্ত্তি, বিনীত সতেজ মূর্ত্তি,
জনকের মন্ত্রশিষ্যা
বালিকা কুমারী !
সার্থক সন্তান-প্রাণ, পিতৃকার্য্যে করে দান !
এ শ্রদ্ধা-তর্পণ পুণ্য
যাই বলিহারি !

৪

ক্ষুদ্রতর বেল ফুল, সুবাসে কে তার তুল ?
আগুনের ক্ষুদ্র কণা
মহাতেজোময় ;
এ ক্ষুদ্র বালিকা-হিয়া, মহা উপাদান দিয়া
গড়েছেন বিশ্বধাতা
মঙ্গল-আলয়।

৫

নয় হেথা, কোন্ দূর, সিন্ধু-পারে শ্বেতপুর !
সেথা তার প্রাণ কাঁদে
ভারতের তরে !
ছাড়ি প্রিয় পরিজন, সরবস্ব করি পণ
অনায়াসে দিল ঝাঁপ
অদৃষ্টসাগরে !

৬

দেশী নাম দেশী সাজ, সকলি ছাড়িয়া আজ,
সাজিয়াছে বীর-বালা
ভারত-কুমারি !
ভারত-হিতের তরে, দেহ মন অকাতরে,
ঢালিতে, ভারত-বুকে
এসেছে আমরি !

৭

পতিতপাবনে রত, "পতিত-উদ্ধার" ব্রত,
সুরভি গোলাপে মাখা—
অগুরু চন্দন !
এ মৃত পতিত দেশে, অমৃতময়ীর বেশে
ত্রিদিবের উষা কিগো
দিল দরশন !

৮

এস সুকুমারী বালা ! প্রীতি-ফুলে গেঁথে মালা,
পরাবে ও কম্র গলে
ভারত-জননী !

* গত ২রা ডিসেম্বর সিটী কলেজ গৃহে জেনারল বুথের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী রোহিণীর বক্তৃতা উপলক্ষে তাঁহাকে এই উপহার প্রদত্ত হয়।

স্নেহের আঁচলে মা'র বসো আসি একবার,
ফুটিবে সোহাগ-ছায়
কনক-নলিনী !

৯

যে দেশে সাবিত্রী,সীতা,শক্তি,লক্ষ্মী,বিরাজিতা
আজি সে দেশের দশা
দেখ গো চাহিয়া ;
মায়ের বুকের পর, অগণ্য "জীবিত জড়"
বুঝি না যে কি করিব
জীবন বহিয়া !

১০

যাহোক সে মনোরমে ! তব শুভ সমাগমে
হোক্ এ নির্জ্জীব দেহে
জীবনী সঞ্চার,
মলয়ার পরশনে, শুকানো রসাল বনে
নবীন মুকুল, পাতা,
আশুক আবার !

১১

বিধাতার স্নেহাশীষ, প্রাণে পেয়ে অহর্নিশ,
লভিতে বিজয়-খ্যাতি
এসো হেথা এসো !
মা'র বুকে যেই পাশে, উজল তারকা হাসে,
সেখানে, রোহিণীরাণি !
আলো করে বসো !

শ্রী মা——

অহিফেন কাহিনী।

এক সম্পত্তিশালিনী বিধবা তাঁহার একমাত্র পুত্র লইয়া কোন প্রসিদ্ধ নগরে গুলির আড্ডার নিকটে বাস করিতেন। এই বালকটী অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও চতুর ছিল ; সে স্কুলে পড়িতে যাইত এবং বেশ ভালরূপ লেখাপড়া শিখিতেছিল ; তাহার মাতার সে বড় আশার ধন হইয়াছিল। কখনও কখনও সে তামাসা দেখিবার জন্য অহিফেনের আড্ডাতে যাইত। তত্রত্য অহিকেনসেবনকারীগণ তাহাকে অহিফেন সেবনে অনুরোধ করিত। প্রথমে সে এইরূপ কু অভ্যাস করিবে না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, কিন্তু ক্রমে ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল এবং সে নেশা আরম্ভ করিল। যখন তাহার মাতা জানিতে পারিলেন, তখন এই অভ্যাস পরিত্যাগের নিমিত্ত নানারূপ কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু মৌতাত ধরিয়াছে, ছাড়িল না। তাহারা উচ্চবংশোদ্ভব, এই জন্য মাতা লজ্জায় ম্রিয়মাণ ও ভয়ে ভীত হইয়া সন্তানকে এই সর্ব্বনাশকর বিষপান হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য দিন দিন বিবিধ চেষ্টা করিতেন। বালক বারবার প্রতিজ্ঞা করিত যে এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে লেখাপড়া পরিত্যাগ করিল এবং অলসভাবে সমস্ত দিবস মাটিতে শুইয়া কাটাইতে লাগিল। সে শীঘ্রই উৎকট রোগাক্রান্ত হইল; এত অধিক অহিফেন সেবন করিয়াছিল যে চিকিৎসক তাহার কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিলেন না এবং কোন ঔষধে তাহার কিছুই উপকার হইল না। অবশেষে হতভাগ্য বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহার মাতা পুত্রশোকে অভিভূত এবং ভগ্নহৃদয় হইয়া নিজেও প্রাণবিসর্জ্জন করিল। (ক্রমশঃ) বি, বা, দ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৮ সংখ্যা | পৌষ ১৩০০—জানুয়ারী ১৮৯৪। | ৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

জাতীয় মহাসমিতি—লাহোরে কনগ্রেসের কার্য্য অতি উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের নানাস্থান হইতে প্রায় সহস্র প্রতিনিধি উপস্থিত হন। লাহোরের আপামর সাধারণ কনগ্রেসকে নিজের সম্পত্তি বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর অভ্যর্থনার সমারোহও যথোপযুক্ত হইয়াছে। আগামী বৎসর মান্দ্রাজে পুনরায় কনগ্রেস হইবে।

নব রাজপ্রতিনিধি—লর্ড এলগিন ২৫এ জানুয়ারিতে কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে নিরাপদে এদেশে উত্তীর্ণ করুন্ এবং প্রজাগণের হিতার্থ শাসনকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করুন্।

নূতন বাঙ্গালী জজ—বাবু প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিচারপতি মামুদের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়—জষ্টিশ পিগট ছুটী লইয়া বিলাত যাওয়ায় সার আলফ্রেড ক্রফট্ তাঁহার স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচেন্সলর নিযুক্ত হইয়াছেন।

নারী কুম্ভকর্ণ—ফ্রান্সে এক রমণী ২০ বৎসর বয়সে এক গুরুতর মানসিক কষ্ট পাইয়া অজ্ঞান হন, সেই অবধি দশ বৎসর ক্রমাগত নিদ্রা যাইতেছেন। অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসক ইঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা পাইয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছেন। কৃত্রিম উপায়ে খাওয়াইয়া ইঁহাকে জীবিত রাখা হইয়াছে। চিকিৎসকেরা বলেন মৃত্যুর পূর্ব্বে ইঁহার নিদ্রা একবার মাত্র ভাঙ্গিবে। রমণীকে

দেখিলে পীড়িত বোধ হয় না, যেন তিনি স্বাভাবিক নিদ্রায় নিমগ্ন।

দান—(১) ভবনগরের মহারাজ কলিকাতায় অবস্থান কালে নিম্নলিখিত-রূপ দান করিয়াছেন:—মেয়ো হাঁসপাতাল ৩০০৲; লেডী ডফারিণ ফণ্ড ৩০০৲; দাতব্য সভা ২৫০৲; জীব-ক্লেশ-নিবারিণী সভা ২০০৲; সখীসমিতি ১০০৲; সেন্ট ভিন্‌সেন্ট হোম ১০০৲; আলিপুরের জীববাটিকা ১০০৲; সকের সৈনিক দল ১০০৲; হিন্দু অনাথ আশ্রম ১০০৲; মুসলমান অনাথাশ্রম ১০০৲ টাকা।

(২) কলিকাতার রাজা সার সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাঁকুড়া জেলার এক-জন প্রধান জমিদার। তিনি বাঁকুড়ায় একটী জানানা হাঁসপাতাল স্থাপন জন্য ৩০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

(৩) জষ্টিশ চন্দ্রমাধব ঘোষ ঢাকা বিক্রম-পুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে ১০০০৲টাকার চাউল বিতরণ করিয়াছেন। (৪) টাঙ্গাই-লের ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরাণী ঢাকা মালখান নগর স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ৩০০৲ তিন শত টাকা দিয়াছেন। ঐ টাকার বার্ষিক সুদ হইতে ঐ বিদ্যালয়ের যে বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে, তাহাকে একটী রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে।

স্ত্রীশিক্ষা—বোম্বাই প্রদেশের পুনা নগরীতে বোধ হয় স্ত্রীশিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। পুনায় বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের যত বালিকা আছে, তাহার শতকরা ২৪ জন বিদ্যা-শিক্ষা করিতেছে।

সমাজ সংস্কার—(১) রামনদের রাজা রাজপ্রাসাদস্থ মন্দির হইতে চরিত্র-হীনা নর্ত্তকীদিগকে বিদায় দিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে পুরুষ গায়ক ও বাদক রাখিয়াছেন। মান্দ্রাজের সকল স্থানে রাজার দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

(২) নাভারাজ্যে সমাজসংস্কারের জন্য খালসা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গজমুক্তা—পঞ্জাব প্রদেশে এ বৎ-সর এক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। অমৃতসর হইতে সেই প্রদর্শনীতে একটী গজমুক্তা প্রেরিত হইয়াছে। এক রৌপ্যা-ধারে ঐ মুক্তা রক্ষিত হইয়াছে।

অর্থে বিপদ—জে গোল্ড আমে-রিকার একজন মহাধনী লোক, হেলেন নামে তাঁহার কন্যা পিতার সমস্ত ধন পাইয়াছেন। তিনি এখনও অবিবাহিতা, তাঁহার বিবাহ করিবার জন্য এত লোক পাগল হইয়াছে যে, ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা পুলিসের পাহারাতে বাস করিতে হইতেছে!

বৈজ্ঞানিক কৌশল—বাণ্ডি-য়াল নামক এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক তাড়িত প্রয়োগে বৃষ্টি উৎপাদন করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বিন্দু বিন্দু হইতে মুসলধারে বৃষ্টি হইতে পারিবেক।

মহিশূরের জয়—সিকাগো মেলায় পট্টবস্ত্রের জন্য মহিশূর সর্ব্বপ্রধান পারিতোষিক পাইয়াছে।

বানরী ভাষা—অধ্যাপক গার্ণার বানরের ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আফ্রিকার দক্ষিণ পশ্চিমস্থ বানরদেশে গিয়াছিলেন। তিনি সিম্পাঞ্জি ও কুলুকাম্বা জাতীয় বানরের ভাষা মানুষের ভাষা হইতে যে অভিন্ন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

নীতি শিক্ষা।

১। আজ কাল নীতি লইয়া আমাদের দেশে অনেক আন্দোলন চলিতেছে। অনেক লোকের বিশ্বাস নীতিসম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের কতকটা অবনতি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন অবনতি না হউক যতটা উন্নতি হওয়া উচিত, তাহা হইতেছে না। নীতি বিষয়ে উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, এই বৃহৎ প্রশ্নের মীমাংসা করা আমার ইচ্ছা নয়। বালকবালিকাদের নীতি শিক্ষা বিষয়ে দুই চারি কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

২। বালক বালিকাদের নীতিশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে মতভেদ হওয়া অসম্ভব। এখন কথা হইতেছে নীতি শিক্ষার প্রশস্ত উপায় কি? বাল্যকাল হইতে যে এ শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। উপায় সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে বালক বালিকাগণ সত্যবাদী, মিষ্টভাষী, দয়ালু এবং মিতাচারী হইতে পারে তাহাই বিবেচ্য।

৩। অনেকে বলেন নীতিশিক্ষার দুইটি উপায় আছে:—(১) উপদেশ, (২) পুস্তক পাঠ। প্রথমটি সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে চাই শুধু কথায় চিড়া ভিজে না। যদি সদা সর্ব্বদা ছেলেদিগকে বলা যায়—"সত্য কথা কহিবে," "দুঃখীকে দয়া করিবে," তাহা হইলে বোধ হয় সত্য ও দয়ার উপর তাহাদের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার সম্ভাবনা। উপদেশের যে কোন ফল নাই এ কথা বলিতেছি না। ভাল করিয়া উপদেশ দিতে পারিলে অনেকটা উপকারের সম্ভাবনা; কিন্তু মনোরঞ্জনকারী উপদেশ দিবার ক্ষমতা কয়জন লোকের আছে? সেইজন্য শুধু উপদেশের উপর আমার বিশেষ আস্থা নাই। বিদ্যালয়ে যে নীতিবিষয়ক পুস্তক পঠিত হয়, তাহাহইতে যে নীতিশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য হয়, তাহাও বোধ হয় না। পাঠ্যপুস্তক অধিকাংশ সময় বালক বালিকারা ঔষধ গেলা করিয়া ফেলিয়া দেয়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পাঠ্য পুস্তকের উপর কিরূপ ভয়জড়িত ঘৃণার ভাব, তাহা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া-

ছেন। বিশেষতঃ অনেক সময়ে পাঠ্য-পুস্তকের ভাষার প্রতিই মনোযোগ বেশী দেওয়া হয়, ভাবের বিষয় কেহ ভাবে না। শিক্ষক মহাশয় পরীক্ষার ফলের চিন্তাতেই আকুল। শিক্ষাবিভাগের পরীক্ষার ফল ছাড়া অন্য বিষয় দেখিবার অবকাশ হয় না। পরীক্ষার ঢেউ বালিকাবিদ্যা-লয়েও পৌছিয়াছে। পিতামাতার মুখেও "পরীক্ষা" "পরীক্ষা"। এই সব কারণে আমার বিশ্বাস নীতিবিষয়ক পুস্তক হইতে যাহা আশা করা যায়, তাহার সিকি ফলও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

৪। এখন কথা উঠিতে পারে, নীতি শিক্ষা সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অনেকের বিশ্বাস সৎদৃষ্টান্ত নীতিশিক্ষার এক উৎকৃষ্ট উপায়, আমিও এই দলের লোক। পিতা মাতা দিবা-রাত্রি বলিতেছেন "সত্য কথা কও।" "সত্য পরম ধর্ম্ম, মিথ্যা মহাপাপ।" এই কথা বলিয়া শিক্ষক মহাশয়ও গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা গিয়াছে ঐ পিতামাতার পুত্রকন্যা এবং ঐ শিক্ষকের শিষ্য শিষ্যা মিথ্যা ভিন্ন প্রাণান্তেও সত্য বলিতেছে না। আবার দেখা গিয়াছে, অনেক পিতা মাতা "সত্য কথা কও" "সত্য কথা কও" বলিয়া পুত্র কন্যাদিগকে ঝালাপালা করেন না, কিন্তু তাঁহারা নিজে সত্যনিষ্ঠ। শিক্ষক সত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে তত ইচ্ছুক নন, কিন্তু নিজে ন্যায়পর। বালক বালিকারা নিজেই তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতেছে এবং তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। আমি হয়ত আমার পুত্র কন্যাদিগকে দুঃখীকে দয়া করিতে শিক্ষা দিতেছি, কিন্তু তাহারা দেখিতেছে আমা-রই দ্বার হইতে একজন অতুরকে ভিক্ষার পরিবর্ত্তে গালি খাইয়া চলিয়া যাইতে হইতেছে। এ দিকে আমার স্ত্রীর সত্যের প্রতি তত বিশ্বাস নাই, তিনি হয়ত নিজে প্রবঞ্চনা করিতেছেন, অথবা পুত্র কন্যা-দিগকে প্রবঞ্চনা করিতে শিক্ষা দিতে-ছেন। শিক্ষক মহাশয় হয়ত বাহবা লইবার জন্য তাঁহার একজন ছাত্রকে ১৪ বৎসরের স্থলে বয়স ১২ বৎসর লিখিবার উপদেশ দিতেছেন। এরূপ অবস্থায় যে আমাদের বালক বালিকাদের উচ্চ নীতি-জ্ঞান হয় না, ইহা আশ্চর্য্য নয়। তাহা-দের যে কিয়ৎপরিমাণে নীতিজ্ঞান হয়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। উপরে যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, এরূপ দৃষ্টান্ত যে নিতান্ত বিরল নয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। বালক বালিকাদের মন অতি নমনীয়, সেইজন্য সহজেই তাহারা দৃষ্টান্তের অনুকরণ করে, এবং বাল্যকাল হইতে সৎদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলে ভাল কাজ করা তাহাদের অভ্যাসের মধ্যে হইয়া পড়ে।

৫। তাড়না ও পুরস্কারের বিষয়ে বোধ হয় দুই এক কথা বলা আবশ্যক। আমরা অনেকে তাড়না করিতে ও পুর-স্কার দিতে জানি না। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইহাও শিক্ষা করিতে হয়। খেলা

করিতে করিতে একটি বালক কি বালিকা হঠাৎ একটি কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিল, সেইজন্য হয়ত তাহাকে খুব প্রহার করিলাম। আবার সে হয়ত একটি বিড়াল ছানার উপর খুব অত্যাচার করিতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিলাম না, অথবা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। যে বাড়ীতে এরূপ বন্দোবস্ত, সে বাড়ীর ছেলেদের নীতিসম্পন্ন হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। অনেক স্থলে আবার লঘু পাপে গুরুদণ্ড ও গুরুপাপে লঘুদণ্ড হয়। ইহা বড় খারাপ। দোষের তারতম্য অনুসারে দণ্ডের তারতম্য না হওয়া নীতিশিক্ষার এক মহৎ প্রত্যবায়। বাল্যকালে মনোবৃত্তি সকলের অবস্থা অপরিপক্ক। বিশেষ যত্ন ও সাবধানতা না লইলে তাহাদের বিকৃতির সম্ভাবনা। এ সময় পিতা মাতা ও শিক্ষকের এমন ভাবে কথা বলা উচিত যে ন্যায়ান্যায়ের তারতম্য অনুভব করিতে বালক বালিকাদের কোন অসুবিধা না নয়। একটি কথা মনে করিয়া রাখা উচিত—বালস্বভাব নিবন্ধন ছেলেরা যে দোষ করে, তাহার জন্য অনেক সময় দণ্ড পাওয়া উচিত নয়, এবং কখনও তাহাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করা উচিত নয় যে তাহাদের নিজ দোষ ঢাকিবার প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। আর একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেক সময় একটা ভাল কাজের আতিশয্যও দোষের। কিন্তু এরূপ আতিশয্য অনেক সময় দমন করা তত আবশ্যক নয়। নিষ্ঠুরতা ও দান প্রবৃত্তি দুইয়েরই আতিশয্য দোষযুক্ত। নিষ্ঠুরতার দমন না করিলে একটী বালক কিম্বা বালিকার মন পাষাণবৎ কঠিন হইয়া যাইতে পারে। পরন্তু দানপ্রবৃত্তির আধিক্য দমিত না হইলেও বিশেষ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে উহা শুধরাইয়া যাইবে। পৃথিবীর খুব কম লোককেই দান করিয়া ফকির হইতে দেখা গিয়াছে। যেমন দোষ করিলে দণ্ড, তেমনি ভাল কাজ করিলে প্রশংসা ও পুরস্কারের বন্দোবস্ত থাকা উচিত। কিন্তু উহা এরূপ ভাবে যেন না হয় যে বালক বালিকা প্রশংসা ও পুরস্কারপ্রাপ্তি জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে। বিশেষতঃ অযথা প্রশংসা ও পুরস্কার অনেক সময় ছেলে বিগড়াইবার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

৬। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকদ্বারা নীতিশিক্ষা দিবার চেষ্টার প্রতি আমার আস্থা নাই। নীতিশিক্ষার উদ্দেশে রচিত অনেক পুস্তকের উপরেও আমার ভক্তি নাই। ওরূপ বই প্রায় নিস্তেজ ও নীরস হয়। "এস ভাই একবার নীতিচর্চ্চা করা যাক্" এই বলিয়া যিনি বই লিখিতে বসেন, তাঁর বইয়ের উচ্চ নীতির বিষয়ে আমার সন্দেহ না হউক, কিন্তু পাঠোপযোগিতার বিষয়ে অনেক সময় সন্দেহ হইয়া থাকে। কিন্তু ভাল পুস্তক পাঠে যে অনেক উপকার হয়, তাহা আমি অবিশ্বাস করি না। যে সব উচ্চ অঙ্গের পুস্তক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নীতিশিক্ষা দিবার

ভান না করিয়া পরোক্ষভাবে অনেক সময় নীতিশিক্ষা দেয়, তাহাদের উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তি। আমার মতে বালক বালিকাদের হাতে এরূপ পুস্তক বহুল পরিমাণে দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে কবিতা হইতে অনেক উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। কবিতা নীতির সহচরী। নীতিশিক্ষা দেয় এরূপ ছোট ছোট কোমল কবিতা যদি শিশুদিগের মনে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা কখনও অপনীত হইবে না ইহা আমার দৃঢ়বিশ্বাস। নীতিশিক্ষা দিবার উদ্দেশে যে সব কবিতা লিখিত, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি না। ইহারা প্রায়ই কবিত্বরসবিহীন ও কঠোর। দেশের ভাল ভাল কবিদের গ্রন্থে অনেক সময় উচ্চভাবপূর্ণ বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাছিয়া বাছিয়া যদি ঐরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা কি ছত্রসমষ্টি সংগ্রহ করা যায়, এবং বাল্যকাল হইতে যদি বালক বালিকাদের তাহা মুখস্থ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাদের ভাব তাহাদের কোমল অন্তঃকরণে প্রোথিত হইয়া যাইবেক। সহজে নীতিশিক্ষায় ইহা অপেক্ষা ভাল উপায় আছে কি না আমার সন্দেহ। একটি উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। যদি বালক বালিকাদের মনে স্বদেশহিতৈষিতার ভাব উদ্রেক করিতে চাও, তাহা হইলে—

"ধিক্ হিন্দুকুলে, স্বীয় ধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে ফেলিয়া শত্রু পদতলে—
সোনার ভারত করিতে ছার।"

বাল্যকাল হইতে এই কয়ছত্র মুখস্থ করাইলে যত ফল হইবে, বড় বড় বক্তাদিগের স্বদেশপ্রেমউদ্দীপক বক্তৃতা পাঠে ও শ্রবণে সেইরূপ হইবেক কি না, সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। দে।

ধর্ম্মের জয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৌণ্ডিল্য-রাজ-মন্ত্রী কলিঙ্গ আজ সপুত্র রাজসভায় সমাগত। কলিঙ্গপুত্র নানাবিধ ধনরত্ন রাজচরণে উপহার দিলে, রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রিপুত্রকে সস্নেহে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি পূর্ব্বে লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে মন্ত্রী কলিঙ্গের পুত্র রূপে, গুণে, বিনয়ে, সুশীলতায় ও ধর্ম্মে অদ্বিতীয়, এখন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন, এবং মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার এই পুত্রের নাম কি? কতদিন জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? ইহার সহোদর সহোদরাদি আছে কিনা? এত অল্প বয়সে কিরূপে বহুগুণে ভূষিত হইয়াছে? এ ঈশ্বরের ভক্তিতত্ত্ব কোথায় কাহার নিকট শিক্ষা

করিল?" এবং বলিলেন—"হে মন্ত্রিবর! তুমি ধন্য! যে হেতু তুমি এমন পুত্ররত্নের পিতা।" মন্ত্রী বিনয়নম্রভাবে বলিলেন, "মহারাজ! এ পুত্র আমার নয়, ইহাকে আমি অনাথ অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছি। ইহার নাম চন্দ্রহংস, আমি নিঃসন্তান এবং ইহার আর সহোদর সহোদরা নাই।" সুচতুর ধৃষ্টবুদ্ধি সবই বুঝিলেন এবং স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে নিজ কর্ত্তব্য তৎক্ষণাৎ অবধারণ করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রিবর! তোমার এই পুত্র একখানি জরুরী পত্র লইয়া আমার পুত্রের নিকট অদ্যই কি যাইতে পারিবে?" মন্ত্রী একবার চন্দ্রহংসের মুখপানে তাকাইলেন, এবং তিনি সম্মত আছেন জানিতে পারিয়া "আজ্ঞা হাঁ" বলিয়া রাজার কথার প্রত্যুত্তর দিলে, রাজা তৎক্ষাণাৎ ক্ষিপ্রহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া চন্দ্রহংসের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি জানি তুমি ধার্ম্মিক এবং পরম বৈষ্ণব, অতএব তোমার ইষ্টদেবতার দোহাই, যদ্যপি আমার এই পত্র পাঠ কর।" চন্দ্রহংস তাহাই স্বীকারপূর্ব্বক পত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন!

প্রথম জ্যৈষ্ঠ, গ্রীষ্মের বড়ই প্রাদুর্ভাব; আকাশ পরিষ্কার নীলবর্ণ, মেঘের নাম গন্ধও নাই, প্রখর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, এই সময় চন্দ্রহংস নগরোপবনে প্রবেশ করিলেন; তাহার চারিদিকে পুষ্পোদ্যান মধ্যে সরোবর শোভা পাইতেছে, সরোবরতটে বকুল পাদপশ্রেণী উন্নত মস্তকে বিরাজ করিতেছে। চন্দ্রহংস বিশ্রামার্থ তথায় উপবেশন করিলে সরোবরের জল-কণস্পর্শী সুশীতল বায়ু তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিল। সুকুমার চন্দ্রহংস ক্লান্ত দেহে শীতল বায়ু সেবনে বকুল ছায়ায় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধৃষ্টবুদ্ধির অবিবাহিতা কন্যা বিষয়া দেবদেব মহাদেবের পূজার জন্য পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্ব্বক পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন, এই সময় নিদ্রিত চন্দ্রহংস তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। বিষয়া, বালিকা-সুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্রহংসের পার্শ্বে উপনীত হইয়া দেখিলেন, যে একটী যুবক বকুলতলায় নিদ্রাভিভূত, তাহার শিরস্ত্রাণের মধ্যে একখানি লিপি রহিয়াছে এবং নিদ্রিত অবস্থায় অসাবধানতা জন্য উহার কিয়দংশ বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। কুমারী ধীরে ধীরে লিপিখানি লইয়া পাঠ করিয়া দেখেন যে ঐ লিপি তাঁহার পিতা যুবরাজ মদনকে লিখিয়াছেন, এবং উহাতে লিখিত ছিল—চন্দ্রহংসের পরিচয়, তৎপরে চন্দ্রহংসকে বিষদান করার বিষয়। পত্রপাঠে বিষয়ার কোমল হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বিষয়া মনে মনে ভাবিলেন যে ইনি পিতার জামাতা হইলে ইহাঁর প্রতি পিতা স্নেহবশে কোনরূপ অত্যাচার

করিতে পারিবেন না; ইনিও যখন নিজ পরিচয় জানিতে পারিবেন,তখন স্বরাজ্যের জন্য শ্বশুরের বিপক্ষে অসিধারণ করিবেন না, আর আমারও মনোমত পতিলাভ হইবে। এই চিন্তা করিয়া বিষয়া নিজ-নখ কোণে নয়ন কর্জ্জল উঠাইয়া "বিষ" এর অন্তে "য়া" যোগ করিয়া দিয়া লিপি যথা-স্থানে রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

মদন চন্দ্রহংসের নিকট পিতার লেখনী প্রাপ্ত হইয়া ভগিনীর বিবাহ যথা-বিধানে মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। মদন মনে করিয়াছিলেন যে তিনি এত শীঘ্র এমন সমারোহের সহিত পিতৃ-আদেশ পালন করায় পিতা তাঁহার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা বিফল। ধৃষ্টবুদ্ধি পুত্রের কার্য্যে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। তিনি পুত্রের নিকট আসিয়া পুত্রকে তিরস্কার করিতে লাগি-লেন। পুত্র তাঁহাকে পত্র দেখাইলেন, ধৃষ্টবুদ্ধি বলিলেন, পাপিষ্ঠ নিশ্চয়ই আমার পত্রপাঠ করিয়াছে।" অনন্তর তিনি চন্দ্র-হংসকে দেখিতে চাহিলে, চন্দ্রহংস আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ধৃষ্টবুদ্ধি বলিলেন—"তুমি আমার কন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু আমাদের কুলদেবী চণ্ডীর পূজা কর নাই শুনিয়া দুঃখিত হই-লাম। সুতরাং অদ্য নিশীথ রাত্রে একাকী যাইয়া ভগবতী চণ্ডীর পূজা করিয়া আসিও, কোনও মতে অন্যথা করিও না।" চন্দ্রহংস তাহাই স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলে ধৃষ্টবুদ্ধি একজন বেতনভোগী, প্রভুভক্ত, কার্য্যতৎপর, সাহসী ও বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী সৈনি-ককে বলিলেন—"শুন, অদ্য নিশীথ রজ-নীতে যে কেহ ভগবতী চণ্ডীর সমীপে গমন করিবে, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার শিরশ্ছেদ করিবে, আমার কোন বিশেষ আত্মীয় হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিবে না; যাও সশস্ত্রে অদ্য চণ্ডীদেবীর ভবনে নিশাযাপন কর। সৈনিক তাহাই স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিল। চন্দ্রহংস যথাসময়ে পূজার উপকরণ দ্রব্যাদি লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে গমন করিতেছিলেন, মদন পিতার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ভগি-নীর প্রতি স্নেহবশতঃ জাগরিত ছিলেন, এবং চন্দ্রহংস যখন পূজা করিতে যাইতে-ছিলেন, তখন তিনি পূজার সামগ্রী স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বলিলেন "রাত্রি অধিক হইয়াছে, তুমি শয়ন কর গিয়া, আমি পূজা করিয়া আসিতেছি।" ইহা শুনিয়া চন্দ্রহংস শয়নাগারে প্রত্যাগমন করিলেন। মদন যুদ্ধে সৈনিককে পরাস্ত ও নিরস্ত্র করিয়া চণ্ডীর পূজা সমাধা করিয়া আসি-লেন। পর দিন ধৃষ্টবুদ্ধি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভাবিলেন যে এই নিঃসহায় বাল-ককে কেবল ধর্ম্মই বারম্বার রক্ষা করিতে-ছেন, অতএব ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য। এই মনে করিয়া তিনি চন্দ্রহংসকে রাজসিংহা-সন প্রদান করিলেন এবং মদনকে তদীয় মন্ত্রিত্বপদ প্রদান করিয়া যোগমার্গাব-লম্বী হইয়া তপোবনে প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রহংস, মদনকে মন্ত্রী, কলিঙ্গ ও তৎপত্নীকে পিতা মাতারূপে প্রাপ্ত হইয়া নিরাপদে স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া পিতার ন্যায় প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। *

সতী ও শান্তি।

নবম পরিচ্ছেদ।

অন্নপ্রাশনের বিষয় বলিবার আগে ছেলেদের "ধোয়ান পোঁছান" সম্বন্ধে কিছু বলিব। গায়ের চামড়ার উপর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ছিদ্র দেখা যায়, তাহাদিগকে লোমকূপ বলে। উহারা এক একটি "ববনাল" স্বরূপ। ঘর ধোওয়া ময়লা জল যেমন বর্নাল দিয়া বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমকূপ দিয়া শরীরের ময়লা জল কতক পরিমাণে ঘামরূপে বাহির হইয়া যায়। ঘরের বরনাল বন্ধ করিলে যেমন ময়লা জল ঘরের মধ্যে থাকিয়া ঘরকে দুর্গন্ধময় করিয়া তোলে, সেইরূপ শরীরের এই সকল বরনাল যদি কোন রকমে বন্ধ হইয়া যায়, তাহাহইলে ইহার মধ্যে যে ময়লা জল রহিয়াছে, তাহা শীঘ্র ঐ সকল লোমকূপ দিয়া বাহির হইতে পারে না, সুতরাং শরীরমধ্যে অধিকক্ষণ থাকিয়া শরীরকে খারাপ করে এবং নানাপ্রকার রোগের কারণ হইয়া উঠে। অতএব দেখা উচিত যে কোন কারণে ছেলের গায়ের লোমকূপ সকল না বন্ধ হইয়া যায়। এই সকল লোপকূপের পথ পরিষ্কার রাখিতে হইলে "ধোয়ান পোঁছান" আবশ্যক। সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও "ধোয়ান পোঁছান" উচিত; দুইবার হইলে আরও ভাল হয়। ঠাণ্ডা জল ছেলের পক্ষে ভাল নয়, গরম জলও অনিষ্টকর; অতএব জল ঈষদুষ্ণ হওয়া আবশ্যক। জল ঈষদুষ্ণ হইয়াছে কি না, জানিতে হইলে হাত ডুবাইয়া দেখিলে হইবে না, কারণ হাত আমাদের শরীরের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা অধিক গরম। সেই কারণে হাত ডুবাইয়া না দেখিয়া কুনুই ডুবাইয়া দেখা উচিত। ইহাদ্বারা জানা যাইবে, জল ঈষদুষ্ণ হইয়াছে কি না; ইহা ছেলের গায়ে সহিবে কি না। ছেলেকে স্নান করাইবার আগে মাথা ভিজাইয়া দেওয়া উচিত। তার পর একখানি পাতলা পরিষ্কার কাপড় সেই জলে ভিজাইয়া তাহার সর্ব্বশরীর পরিষ্কার করিয়া দিবে। বিশেষতঃ তাহার বগল, উরু এবং গলা ভাল করিয়া পরিষ্কার করা উচিত। তার পর তাহার সর্ব্বশরীরে জল ঢালিয়া দিবে। বিশেষতঃ তাহার পিঠে জল ঢালিয়া দেওয়া উচিত। ইহাদ্বারা ছেলে বেশ বলিষ্ঠ

* কাশীদাসী অশ্বমেধপর্ব্বের কোনও অংশ অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধটী লিখিত হইল।

হইয়া উঠে। তৎপরে পাতলা ফর্‌সা কাপড় দিয়া তাহার গা মুছাইয়া দিতে হইবে। স্নানের সময় ছেলের গায়ে যেন ঠাণ্ডা বাতাস লাগে না, কারণ তাহাতে সর্দ্দি হইতে পারে। সেই কারণে ঘরের মধ্যে স্নান করাইয়া দেওয়া খুব ভাল।

"অশ্রুকণার কবি।"

বিধবার অশ্রুজলে
মিশাইয়ে অশ্রুকণা—
কে সিঞ্চিলা শুষ্কপ্রাণে
কেবা দিল এ সান্ত্বনা?
এই কি সে দয়াবতী!—
ত্যজিয়ে অমরধাম
অবতীর্ণা বঙ্গভূমে—
বিধবার প্রাণারাম!
বঙ্গ-বিধবার তরে
কাঁদে আজ কার প্রাণ
(তারে) কে শুনায় দয়া করি
দুটো সান্ত্বনার গান?
পতির পদারবিন্দে
সঁপি দেহ প্রাণ মন,
বিলাস বাসনা ভোগ
দিয়ে সব বিসর্জ্জন,
কে সাজাবে তপস্বিনী
বঙ্গের বিধবা সবে—
তুমি বিনে, পুণ্যবতি
সে কাজ কি অন্যে শোভে?
ব্রহ্মচর্য্য জীবনের
সার ধর্ম্ম বিধবার—
পালন করিছ সদা
মহাব্রত-সত্যাচার।

মূর্ত্তিমতী সতী যেন
মর্ত্তে করে বিচরণ!
বদনে পুণ্যের ভাতি
পবিত্রতা বিলেপন।
আলম্বিত কেশ দাম
আলু থালু আশে পাশে,
কি সুন্দর আহা মরি
শোভিয়াছে শুভ্রবাসে!
পাদপের প্রতিবিম্ব
যেনগো জোছানা গায়!
বাক্‌দেবী কাব্যবনে
ফুটেছে কি কবিতায়?
কবিতা-কুসুম রাজি—
পরিমল 'অশ্রুকণা,'
বাসে মুগ্ধ বঙ্গবাসী—
তুলনায় অতুলনা!
'অশ্রুকণা' এক মাত্র
বিচ্ছেদের শান্তি-বারি,
সে জলে যাতনা-মুক্ত
অসংখ্য বিধবা নারী।
স্বরগের মন্দাকিনী
কি গুণে বহালে বঙ্গে?
মজাইলে মরুভূমি
কবিতা-সুধা-তরঙ্গে?

বনদেবী হয়ে আজ
শোভিলে কি বঙ্গবন ?
পূজিবে তোমারে সবে
অনুদিন অনুক্ষণ।
গাঁথিয়ে স্বর্গীয় ফুলে
অপূর্ব্ব কবিতা-হার—
'অশ্রুকণা'—ঢালি দিলে
জননীরে উপহার।
এধার শোধিতে পারে
বঙ্গে নাহি হেন কবি,
কে দেখাবে বিধবারে
স্বর্গের অপূর্ব্ব ছবি ?
'অশ্রুকণা'—কণা কণা
যেনগো মুকুতাফল,
ঝরিতেছে নেত্র কোণে
অবিশ্রান্ত অবিরল।
মহাভাবে উন্মাদিনী
বিশ্বপ্রেমে আত্মহারা,

অশ্রুকণা কারে শোভে ?
প্রেমে যে পাগল পারা !
পরার্থে সঁপিয়ে প্রাণ
সাধিছ অবলা-হিত,
বদন ভরিয়া সবে
গাইবে তোমার গীত।
পতির অমর আত্মা
স্মরণ করিবে তায়,
পাত কর এ শরীর
স্বদেশের সাধনায় !
যে ভাব দেখালে সতী
ভুলিব না এজীবনে,
আর্য্যনারী ব্রহ্মচর্য্য
তুলা নাই ত্রিভুবনে !
সে মহাজীবন-ব্রতে
ব্রতী হয়ে চিরদিন,
দেখাও আদর্শ ছবি,
গাই গুণ নিশি দিন ! শ্রী চ, দ।

বাদন প্রণালী।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল একতালা।

অস্থায়ী।

{|| ০ । । । | ১॥ । | +॥৪ । |
{|| । ঋ গ ঋ | সা সা | নি১ ধ১ |

৩॥ । | ০॥ । | ১॥ । | +॥ । |
প১ ধ১ | সা সা | ঋ ঋ | ঋ গ |

৩॥ | ০॥ | ১॥ । | +॥ । | ৩॥
| | ম | ম | প

। | ০॥ । | ১॥ । | +॥ । | ৩॥||}
ম | প গ | ঋ ঋ | ঋ গ | ম ||}

অন্তরা।

| ০। । । | ১॥ । | +॥ । | ৩॥
| ঋ গ ঋ | সা ঋ | গ প | গ

| ০। । | ১॥ । | +॥ । | ৩॥ |
| ম গ | ম প | ম ম | গ |

০॥ । | ১॥ । | +॥ । | ৩॥ । |
ম ম | ম ম | ঋ ম | প ম |

০॥ । ১॥ । +॥ । ৩॥ ::
গ গ | ঋ ঋ | ঋ গ | ম | :: }

প্রথমে অস্থায়ী দুইবার বাজাইয়া, পরে অন্তরা দুইবার বাজাইয়া পুনরায় অস্থায়ী দুইবার বাজাইবে। তৎপরে সাঞ্চারী দুইবার বাজাইয়া, পরে আভোগ দুইবার বাজাইয়া পুনরায় অস্থায়ী ধরিবে। এইরূপ একবার বাজানকে এক ফেরা কহিয়া থাকে।

আলেয়া খাম্বাজ। ঠুংরি।

ঋগ :{ সা ঋ সা গ গম ঋ গ

| ম প প প ম গ |

ম প প প | প ধ নি | ধ প

প ম গ ঋ গ | }

মপ ম ধধধ ধ । সা নি নি

ধ নি প ধ | মপ ম ধ ধ ধ ধ ।

সাঁ নি নি ধ ম ম । ম প প প প

ধ নি | ধ প ম গ ঋ গ | :: }

রামপ্রসাদী সুর। একতালা।

অস্থায়ী।

{ গ ম গ | ঋ সা ঋ | গ গ | ম

প, গম | প সা | নি সা | ধ

প | ম প |

অন্তরা।

| প ধ | ধ ধ | ধ সা নি | ধ প,

নি নি | সা ঋ | সা নি | সা সা,

প ধ | সা সা | সা সা, | সা সা |

সা নি | ধ ঋ | সা নি | ধ প |

ম প | :: }

মল্লার কাওয়ালী।

{ ধ নি ধ প ধ প | ম প নি নি |

সংগ্রহ

সা | নি ঋ সা | ঋ ঋ | ঋ ঋ

ঋ ঋ | ঋ গ ঋ সা. | নি ঋ সা. }

ম ম ম ম | প ম প পধ | ম

গ গ ম | ঋ ঋ ঋ সা | নি নি

নি | সা সা সা. | নি সা সা | নি ঋ.

সা | } (ম প নি নি | সা সা নি

। । +। । । । । ৩। । ।
সা' । ঋ' ম' ঋ' সা' । সা' সা. সা'

। । ০। । । । । ১। । ।
সা' ।) সা নি ধ পধ । ম প নি

। । +॥ ৩। । ॥
নি । সা' নি ঋ' সা' । :: }

যোগিয়া। মধ্যমান।

{ +।ব । । ৩। ব । ব । ০।
{ (ঋম মপ । পধ পধ । মপ

ন: চ: দ:।
। ব । ১। ।ব । +। ।
নিধপ । মগ ঋসা) । সা' সা.

৩। ব । ব । ০। । ব । ১।
নিধ পধ । মপ নিধপ । মগ

।ব } +।ব । । ৩।ব ব ।
ঋসা } ঋম মপ । ধপধ সা.

০। ব ব । । ১।ব
সা' ঋ' সা' ঋ' গ' । ঋ. সা' নি সা.

ব । +। ব । । ৩। ব
সা' নিধপ । পঋ সা. । নিধ

। । ০। । ব । ১। ।ব । ::
প । মপ নিধপ । মগ ঋসা । :: }

ভৈরবী। মধ্যমান।

{(+। ।ব । ৩।ব । ০। ব ব ।ব
{(ম গ । ঋ সা । ধ. নি' গ

ন:চ: দ:।
১।ব ।) +।ব ।ব । ৩। ।ব
ঋ সা) ধ ধ । প গম

০।ব ।ব । ১। ব ।ব }
নি ধপ । মগ ঋসা }

+। ।ব । ৩।ব । । ০। ।ব । ১।ব
সা. নি । ধ প । ম গ । ঋ

। । +।ব ।ব ব । ৩। ব ।
সা । ধ ধনি । সা' নি সা'

০।ব ।ব । ১ব ব ব
গ' ঋ' সা. । নি সা' ঋ নি সা.

। ব । +। । । ৩।ব ব ।ব
ধ প । ম প । নি ধ প গম

০।ব ।ব । ১। ব ।ব । ::
নি ধপ । মগ ঋ সা । ::

প্রবাদ বিচার।

(দ্বিতীয় পত্র।)

এক একটী প্রবাদ পাঠে বোধ হয়, মনুষ্য সমাজকে কার্য্যকরী শিক্ষা দিবার জন্য প্রবাদ-রচয়িতৃগণের কতই দূরদর্শন কতই পর্য্যবেক্ষণ ও কতই সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হইয়াছে এবং তাঁহারা কেমন স্থিরচিত্তেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সমাজের কার্য্য-কলাপ দর্শন করিয়াছেন। সমাজে এমন কার্য্য অনেক আছে, যাহা সুসম্পাদন

করিতে পারিলে যশঃ নাই, কিন্তু তৎ-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ত্রুটিতে অযশের সীমা থাকে না। প্রবাদ সেই সকল কার্য্য সম্বন্ধে জনসমূহকে সতর্ক করিতেছেন ঃ—

আগে ছাঁটে, পাঁটা কাটে,
প্রদীপ উস্কায়, দই বাঁটে।
ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী, রাঁধুনী বামন,
যশঃ নাপায় এই সাতজন।

পথপ্রদর্শক নির্দ্দিষ্ট গম্য স্থানে লইয়া যাইতে পারিলে কোন কথা নাই; কিন্তু তাহার দোষে অনুযাত্রিগণকে যদি একটু বিপথে পদার্পণ করিতে হয়, আগমন-কারীর লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। প্রদীপ উদ্দীপ্ত হইলে উদ্দীপনকারীকে কেহ জানিতেও পারে না; কিন্তু নির্ব্বাপিত হইলে তাহার অযশের একশেষ। উত্তম রূপ অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া প্রভুর সুখ সম্পাদন করা পাচক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, তাহাতে আবার যশঃ কি? কিন্তু একদিন দশটা ব্যঞ্জনের মধ্যে একটায় একটু লবণ বেশী বা কম হইলে তাহার নাক কান থাকা কঠিন।

এইরূপ বহু দর্শন ও সূক্ষ্মদর্শনে রচিত প্রবাদ আরও অনেক আছে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রবাদের শিক্ষা সমাজের সর্ব্বদেশ ব্যাপিনী। সমাজে এমন বিষয় নাই, যে বিষয় প্রবাদ শিক্ষা দেন নাই। স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ে প্রবাদ উপদেশ দিতেছেন।

খায় না খায় সকালে নায়,
হয় না হয় তিনবার যায়,
তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়?

গৃহস্থের ভদ্রাসনের দূরে সহস্র সহস্র বাগ বাগিচা থাকিলেও তদ্দ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না। কিন্তু ভদ্রাসনের মধ্যে ২।৪টী গাছ পালা থাকিলে বিশেষ উপ-কার হয়, কেননা দূরস্থ গাছ পালা হইতে অর্থের আকারে কিছু কিছু লাভ হইতে পারে বটে; কিন্তু সুপক্ক ফলমূল ও টাট্‌কা শাকসব্‌জি গৃহাঙ্গনস্থ গাছপালা ভিন্ন পাওয়া যায় না। মানুষের আত্মীয় স্বজন, কুটুম্ব, বন্ধু অনেকেই থাকিতে পারে এবং সেই সকল দ্বারা সময়বিশেষে অনেক উপকারও হইয়া থাকে; কিন্তু আপন সন্তান দ্বারা যতখানি উপকার পাইবার আশা লোক করিতে পারে, অন্য আর কাহারও দ্বারা ততখানি উপ-কারের আশা করা যায় না। এই জন্যই প্রবাদ বলিয়াছেন,—

"ঘরের গাছা, পেটের বাছা।"

যাঁহারা সঙ্গীতব্যবসায়ী, কণ্ঠস্বর অব্যা-হত রাখা যাহাদের নিতান্ত আবশ্যক, প্রবাদ তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন,—

"ঘোল, কুল, কলা;
তিনে নষ্ট গলা।"

সংসারী ব্যক্তিগণ সুখ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, এ বিষয়ে প্রবাদের কতই যত্ন। তাহা দেখিলে বড়ই অনন্দ হয়। সংসারে যে গুলি কষ্টজনক, তাহা পরিষ্কার করিতে এবং যাহা সুখ ও সৌন্দর্য্য সাধক তাহার উপা-র্জ্জন বিষয়ে প্রবাদ কোন কৌশলে শিক্ষা দিয়াছেন।

"ছেঁদা ঘটী, চোরা গাই, চোরপড়শী,
ধূর্ত্ত ভাই।
মূর্খছেলে, ভার্য্যা দুষ্ট, এই ছয়টী বড় কষ্ট।"

পুরুষানুক্রমে যে গৃহস্থ যে ব্যবসায় করিয়া থাকে, তাহা ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনে মঙ্গল হয় না। জাতীয় ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে উদ্যোগী থাকাই সকলের কর্ত্তব্য। এজন্য প্রবাদ বলিতেছেন,—

"জাত ব্যবসা নরের ভূষা,
আর যত সব ফাঁসা ফুষা।"

পণ্য দ্রব্যের উৎপাদক অপেক্ষা সেই দ্রব্য লইয়া যাহারা ব্যবসায় করে, তাহাদের অধিক লাভ হইয়া অবস্থার উন্নতি হয়। ইহা অর্থবিদ্‌গণের একটী প্রধান সিদ্ধান্ত। কৃষক সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য উৎপন্ন করে, কিন্তু কৃষক অপেক্ষা বণিকের অবস্থা ভাল। গ্রন্থকার অপেক্ষা পুস্তক ব্যবসায়ীদিগের অবস্থা ভাল। ইহার উদাহরণ সর্ব্বত্র সুলভ। এই তত্ত্বটী কথায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইঙ্গিতে বাণিজ্য করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

"জেলের পরণে টেনা,
পাঁজারির কাণে সোণা।"

যাহারা জেলের নিকট মৎস্য ক্রয় করিয়া বিক্রয় করে, তাহাদিগকে পাঁজারি কহে।

যদিও বহু মূল্যে শত সহস্র টাকের ঔষধ বিক্রয় হইয়া থাকে, কিন্তু একবার মাথায় টাক পড়িলে তাহা আর মৃত্যুর পূর্ব্বে সারে না। যাহার জন্ম হইতে যে প্রকৃতি, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না। পায়ে একবার গোদ (একপ্রকার জল দোষ জন্য পীড়া) হইলে তাহা আর কখনও সারে না। ঐ সকলের প্রতীকার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া অনেকে কষ্ট করিয়া থাকেন। প্রবাদ লোকের সেই কষ্ট নিবারণের জন্য বলিতেছেন;—

"টাক, প্রকৃতি, গোদ,
মরলে হয় শোধ।"

কোন ব্যক্তিকে স্বপদ হইতে অপসৃত করিতে হইলে তাহার উপযুক্ত অপরাধ পাওয়া আবশ্যক। কিন্তু কোন কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির স্বার্থ এতই প্রবল এবং হৃদয় এতই নীচ যে, অন্যায়রূপে পরোক্ষ চেষ্টা দ্বারা স্বকার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকে। প্রবাদ একটী মাত্র ক্ষুদ্র বাক্য-দ্বারা তাদৃশ দুর্ব্বৃত্তের চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন।

"তাড়াই না উঠান চষি।"

শারীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মস্তিষ্কের আধার মস্তককেই বুদ্ধির স্থান বলিয়া থাকেন। সুতরাং যাহার মস্তক সংখ্যা যত অধিক, তাহার বুদ্ধিও তত অধিক। এই জন্য প্রাচীন ব্যক্তিগণকে লোকে "তেমাথা" বলিয়া থাকে। অশীতিপর বৃদ্ধগণ দুই হাঁটুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া বসিয়া থাকেন। দুই হাঁটুর সন্ধি দুইটী মস্তক কল্পিত হয়। বৃদ্ধের নিকট উপদেশ লইবার আদেশ আর্য্য শাস্ত্রের ভূরি ভূরি স্থানে আছে। প্রবাদও মিষ্ট ভাষায় বলিতেছেন,—

"তিন মাথা যার, বুদ্ধি লবে তার।"

প্রবাদে না আছে, এমন উপদেশ নাই। যে কোন প্রকার তৈল শরীরে লাগাইলেই উপকার হয় না, বিশেষরূপে মর্দ্দন করিলে তবে বিশেষ ফল হয়। তামাক এবং রুটী বা লুচি করিবার জন্য ময়দা যত অধিক পরিমাণে মর্দ্দন করা যায়, ততই তামাক, রুটী ও লুচি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য প্রবাদ বলিতেছেন,—

তেল, তামাক, ময়দা,
যত রগড়াও তত ফয়দা।"

কৃষিকার্য্যে প্রবাদের উপদেশ অসংখ্য। এমন কি, বঙ্গদেশে প্রবাদই কৃষির নিয়ামক। কৃষি বিষয়ক সমস্ত প্রবাদ একস্থলে সঙ্কলন করিলে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হইতে পারে। সে চেষ্টা পরে করা যাইবে। এস্থলে প্রকরণ সঙ্গতি জন্য দুই একটী মাত্র কৃষি বিষয়ক প্রবাদ উদ্ধৃত করা গেল।

"তিনশ সাইট্ কলা রুয়ে,
থাকগে চাষা খাটে শুয়ে,
কলাপাতে দিস্‌নে হাত,
ওতেই কাপড়, ওতেই ভাত।"

তালের বাগুলা কাটিয়া দিলে তালগাছ বাড়ে না এবং খেজুর গাছ মধ্যে মধ্যে কামাইয়া না দিলে তেজাল হয় না। এই বিজ্ঞানটী প্রবাদের ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

"তাল বাড়ে ঝোপে,
খেজুর বাড়ে কোপে।"

কতকগুলি ফলের স্বভাব এইরূপ, অপকাবস্থায় যত ভাঙ্গা যাইবে, ফল ততই অধিক পরিমাণে ফলিতে থাকিবে, যেমন কাঁটাল, নারিকেল ইত্যাদি। বাঁশের স্বভাব ইহার বিপরীত। কাঁচা বাঁশ কাটিলে ঝাড় শুদ্ধ নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য প্রবাদ হেঁয়ালির ছন্দে শিক্ষা দিতেছেন;—

"দাতার নারিকেল,
বখিলের * বাঁশ।"

কি প্রকারে ঘর দ্বার নির্ম্মাণ করিলে সুখের বসত হয়, গৃহীকে প্রবাদ তাহারও শিক্ষা দিয়াছে।

"দক্ষিণ দ্বারী ঘরের রাজা,
পূর্ব্ব দ্বারী তার প্রজা,
পশ্চিম দ্বারীর মুখে ছাই,
উত্তর দ্বারীর খাজানা নাই।
পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ,"
দক্ষিণে ছেড়ে, উত্তরে বেড়ে,
বাড়ী করগে পোতা যুড়ে।"

যখন জনসমাজে লোকসংখ্যা অধিক ছিল না, তখন গৃহস্বামী উত্তরদ্বারী ঘরের কর লইতে পারিতেন না।

এককালে একাধিক দার পরিগ্রহ করিলে সংসার অতিশয় অসুখের হইয়া থাকে, প্রবাদ বারান্তর সংসারী ব্যক্তিকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

"দুই সতীনে ঘর করা,"
"ঘরের গিন্নী ভাত পান্না।"
"বিমাতা বিষের ভরা"
"দুই স্ত্রী যার, বড় দুঃখ তার।"

* কৃপণ।

প্রবাদ যে কেবল সংসারীকে সাংসারিক শিক্ষা দিয়াই নীরব হইয়াছেন, তাহা নহে। জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভক্তি, বৈরাগ্য ইত্যাদি বিষয়েও প্রচুর শিক্ষা দান করিয়াছেন।

"ধনে অহঙ্কার নহে, অহঙ্কার মনে।"
"দোষ ছাড়া লোক নাই।"
"ধন, জন, পরিবার, কেহ নহে আপনার।"
"ধন, জন, যৌবন, জোয়ারের জল।"
"ধর্ম্ম রেখে কর্ম্ম।"
"ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়।"
"ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে।"
"পরের জন্য গর্ত্ত খোঁড়ে,
আপনি তাতে মরে প'ড়ে।"

ঋণের জ্বালায় না জলিলে ঋণের অনিষ্টকারিতা বোধ হয় না। কিন্তু ঐ আগুণে মানুষকে যেরূপ ছারখার করিয়া দেয়, তাহাতে দূর হইতে ঋণকে দণ্ডবৎ করিয়া সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। প্রবাদ বিধিমতে সে চেষ্টা করিয়াছেন। অনাহারে থাকিয়া জঠরজ্বালা ভোগ করা ভাল, তবু ঋণের দিকে যাইবে না।

"নাখেলে যাবে দিন,
ধার কল্লে হবে ঋণ"

শাস্ত্রকারেরা সহোদরকে সহজ শত্রু ও সহজ মিত্র উভয়ই বলিয়াছেন। সহোদরের ন্যায় শত্রুও আর নাই, সহোদরের ন্যায় মিত্রও আর নাই। শত্রুতা ও মিত্রতার এমন অপূর্ব্ব মিশামিশি আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। প্রবাদ একটী কথায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

"ভাই ভাই, মেরে যাইত ফিরে চাই।"
"মার পেটের ভাই, কোথা গেলে পাই।"

খাদ্যাখাদ্যের বিচারেও প্রবাদ উদাসীন নহেন। কচি উচ্ছে, পাকা পটল, অল্প বয়সের ছাগ ও অধিক বয়সের মৎস্য খাইতে ভাল। তাহাই প্রবাদ বলিতেছেন--

"উচ্ছের কচি, পটোলের বীচি;
ছাগের ছা, মাছের মা।"

এইরূপ

"আমড়া, চালতে, তাল,
আবাল বৃদ্ধ ভাল।"

আমড়া, চালতে এবং তাল এই তিনটী ফল কচি হইতে পাকা সকল অবস্থায় খাইতে ভাল।

কোন কোন ব্যক্তি এত নীচ ও ইতরপ্রকৃতি যে, যাহা হইতে যতক্ষণ উপকারের প্রত্যাশা থাকে, ততক্ষণ তাহার প্রশংসা করে। কিন্তু উপকার প্রাপ্তির কাল অতীত হইলে আবার সেই মুখই তাহার অজস্র নিন্দা করে। ইতর জাতির মধ্যে এইরূপ লোকের সংখ্যা অধিক। প্রবাদ এক কথায় তাদৃশ নরাধমের চরিত্র চিত্র করিয়াছেন।

"কাজের বেলা কাজি,
কাজ ফুরালে পাজি।"

সংসারে যতপ্রকার কার্য্য আছে, তন্মধ্যে কৃষি সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ। রোগের মধ্যে কাশ রোগ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ক্ষয়কারী। এইজন্য প্রবাদ বলিয়াছেন,—

"কাজের মধ্যে চাষ,
রোগের মধ্যে কাশ।"

যখন রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য সাগরে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইয়া স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে ক্ষুদ্র মহৎ সকলেই স্ব স্ব সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়াছিলেন। কাষ্ঠ মার্জ্জারগণ সাগরে স্নান করিয়া জলাভিষিক্ত দেহে বালুকাক্ষেত্রে লুণ্ঠন করে। তাহাতে কিছু বালুকা তাহাদের গাত্রে লগ্ন হইয়া যায়। তাহারা সেই অবস্থায় সেতুতে গমন পূর্ব্বক গাত্র সঞ্চালন করায় সেতুর উপরে কিছু কিছু বালুকা পতিত হইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিয়া সেতুর পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। এই পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া,—

কাঠ বিড়ালের সাগর বাঁধা।"

এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে সুশীল পরোপকারী ব্যক্তিগণ ঐ প্রবাদের উল্লেখে দৈন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

চীন কাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদিগের দেশের অজ্ঞ রমণীদিগের ন্যায়, পুত্র সন্তান লাভ করিবার জন্য চীন রমণীরাও নানাপ্রকার দৈব উপায় অবলম্বন করে। পাঠক পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য এস্থলে কেবলমাত্র দুইটী বিবরণ লিখিত হইল। পুত্রার্থিনী অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্বীয় পতির পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক সন্নিহিত কোন কূপসমীপে গমন করে এবং উক্ত কূপটী তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। যদি প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে স্থির করে। আমাদিগের দেশের ষষ্ঠীদেবীর ন্যায় চীন দেশেও শিশুদিগের রক্ষাকর্ত্রী দেবতা আছে। পুত্রার্থিনী ঐ দেবতার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিয়া, তাহার এক খণ্ড পাদুকা গৃহে আনয়নপূর্ব্বক প্রত্যহ পূজা করিয়া থাকে। অভীষ্ট পুত্রলাভ হইলে চীন রমণী পুরাতন পাদুকার পরিবর্ত্তে দেবতাকে এক যোড়া নূতন পাদুকা প্রত্যর্পণ করে।

সন্তানকে প্রেতাত্মার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য চীন রমণী নবপ্রসূত সন্তানের গলা ও কটীতে এক একগাছি লোহিতবর্ণের সূতা বা রেশম বন্ধন করিয়া দেয়। সন্তানের বয়স পূর্ণ এক মাস হইলে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের সম্মুখে তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এই মস্তক মুণ্ডন উপলক্ষে সমাগত বন্ধু বান্ধব শিশুকে যথাশক্তি উপহার প্রদান করে

অশীতিপর বৃদ্ধের ছিন্ন পরিচ্ছদ হইতে নির্ম্মিত পরিচ্ছদ শিশুদিগকে সর্ব্বপ্রথম পরিধান করাইয়া দেওয়া হয়। চীনবাসীদিগের বিশ্বাস—যত বৎসর বয়সের ব্যক্তির পরিচ্ছদ সর্ব্বপ্রথম শিশুকে পরিধান করান হয়, শিশুও তত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

পুত্রসন্তানদিগকে চীনবাসীরা যেমন অতিশয় আদর ও যত্ন করে, কন্যাসন্তানদিগকে আবার সেইরূপ ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করে। কন্যাসন্তানগণ পালন করিতে অনেক পিতামাতাই নিতান্ত অনিচ্ছু, সুতরাং চীন দেশে কন্যাহত্যা বড়ই প্রবল। চীনদেশীয় কোন মহাত্মা কন্যাসন্তানদিগের দুরবস্থা দেখিয়া একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি কন্যাসন্তান পালন করিতে ইচ্ছুক নহে, তাহারা স্ব স্ব কন্যাকে উক্ত আশ্রমে নিক্ষেপ করিয়া আইসে।

ইচ্ছা করিলে চীনবাসীগণ স্বীয় স্বীয় পুত্র বিক্রয় করিতে পারে। রাজনিয়ম বিরুদ্ধ হইলেও চীনদেশে শিশুহত্যা করিতে কেহ শঙ্কিত হয় না। শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে এক নির্দ্দিষ্ট কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। যে কোন কারণে শিশুর মৃত্যু হউক না কেন, চীনবাসীরা মনে করে প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক শিশুর জীবন নষ্ট হইয়াছে।

হাঁটিতে শিখিলে চীন রমণী সন্তানকে স্তন্যপান হইতে বিরত করিয়া অত্যধিক সিদ্ধ তণ্ডুল খাইতে দিয়া থাকে। শিখা রক্ষা করিয়া বালকের মস্তক সর্ব্বদাই মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। মাতা আদর করিয়া স্বীয় শিশু সন্তানের শিখা মূল্যবান্ সূত্রে বন্ধন করিয়া দেন। গ্রীষ্মকালে শিশুদিগকে প্রায়ই কোন পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দেওয়া হয় না, কিন্তু শীতকালে তাহাদিগকে বসন ও তুলাদ্বারা এরূপ ভাবে আবৃত করা হয় যে দেখিলে এক একটী উপাধান বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের দেশে যেমন শিশুকে কোন স্থানে লইয়া যাইতে হইলে কোলে বা বক্ষে করিয়া লইয়া থাকে, চীন দেশে সেরূপ করে না; শিশুকে পৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক চর্ম্মদ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া যায়।

চীনবালকদিগের মধ্যে যে সকল ক্রীড়া প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ঘুড়ী উড়ানই প্রধান। চীনদেশে বিভিন্ন আকারের বহুবিধ ঘুড়ী দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকলের মধ্যে কোনটীর আকার বাদুড়ের ন্যায়, কোনটী বিড়াল, কোনটী কুকুর এবং কোনটী বা শৃগালের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট।

শোকের শান্তি।

এ জগতে যাহাকে বড় "আপনার" বলিয়া জানিতাম, যাহার দিকে চাহিয়া সংসার-পথে পাদক্ষেপ করিতেছিলাম, সহসা সে আমাকে এ জনমের মত

ছাড়িয়া গিয়াছে!—সাধ করিয়া নহে, নিষ্ঠুর মৃত্যু নিয়তি বাঁধনে তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে, আর এ জনমে সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না! তাহার জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া, আমাকে চিতার আগুণে পুড়িয়া মরিতে হইবে! এখন বলতো ভাই! তাহার জন্য আমি কাঁদিব না কেন? আরও বলতো ভাই, তাহার জন্য আমি কাঁদিলে তুমি আমাকে "দুর্ব্বলচেতা অথবা "মোহ-পরায়ণ" বলিয়া ঘৃণা করিবে কেন? তোমার এরকম ঘটনায় তোমার চক্ষে যদি একবিন্দু জল না আসিয়া থাকে, তোমার প্রাণের প্রাণে যদি আঘাত না লাগিয়া থাকে, তুমি যদি ইহা এক ফুৎ-কারে উড়াইয়া দিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে "চিত্তজয়ী বীর" বলিব, "নররূপী দেবতা" বলিব; কিন্তু সেই সঙ্গে, তোমার হৃদয় যে নীরস, তোমার হৃদয় যে শুষ্ক, তুমি যে প্রকৃত ভালবাসার আস্বাদ কিছুই পাও নাই, সে কথাও অবশ্য বলিব। আমার হৃদ-য়ের সমস্ত প্রীতি মমতা, আমার প্রাণের সকল সাধ বাসনা, আমার মানবজীবনের যথাসর্ব্বস্ব, সবই যদি মুক্তহস্তে আমার ভালবাসা-ভাজনকে ঢালিয়া দিতে না পারিলাম, যদি তাহাকেই "আমার সব" বলিয়া না ভাবিলাম, যদি তাহারই অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব অনুভব না করি-লাম, তবে আমার ভালবাসা ভালবাসার ছায়া মাত্র, আসল জিনিস নহে।—অত-এব আমি যাহাকে প্রকৃত ভালবাসিয়া-ছিলাম, তাহার সহিত এ নিদারুণ বিচ্ছেদে আমার বুক ফাটিবে না কেন? কেবল আমার মত নগণ্য মনুষ্য বলিয়া নহে—বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, যিশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি দেবতার কথা বলিতে পারি না—শোকের প্রথমোচ্ছ্বাসে আকুলতা মানবের এতই স্বাভাবিক, যে অজ ও অর্জ্জুনের মত বীরপুরুষ, সাবিত্রী ও গান্ধারীর মত বীরাঙ্গনা পর্য্যন্ত তাহাতে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন! বলিতে কি জগদী-শ্বর মানবহৃদয় যতদিন স্নেহ মমতা শূন্য না করিবেন, ততদিন তরুণ শোকো-চ্ছ্বাসে মানব আকুল হইবেই! অতএব এই স্বাভাবিক ঘটনায় মানব মানবের নিকটে নিন্দিতই বা কিসে? আর ঘৃণিতই বা কিসে?

তবে একটী কারণে মানব নিন্দিত হইতে পারে বটে; বিশ্বজগতের দিকে চাহি-লে আমরা বুঝিতে পারি, ভগবান্ আমা-দিগকে অনন্ত সুখভোগ করিতে পাঠাইয়া-ছেন—এ জগৎ জরা রোগসঙ্কুল, নানাবিধ বিঘ্নবিপদপূর্ণ, সত্য, তথাপি আমাদিগকে সুখী করাই ভগবানের অভিপ্রায়; নহিলে দিনে সূর্য্য উঠিত না, রাত্রে চন্দ্র হাসিত না, তরুলতায় ফুল ফুটিত না, শিশুকে মা "সর্ব্বস্ব ধন" ভাবিত না, মানব হৃদয়ে ভক্তি, স্নেহ, প্রণয় থাকিত না, জ্ঞানার্থীর পিপাসা মিটিত না, আমাদের সুখভোগের জন্য যে অসীম উপকরণ সমূহ রহিয়াছে, তাহার একটীও মিলিত

না! তাই আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, আমাদের মত হতভাগ্য মানবকে সকল দুঃখ পরিহার করিয়া অনন্ত সুখের রাজ্যে বিচরণ করিতেই, ভগবান্ নীরব ভাষায় বলিতেছেন! এখন আমরা যদি স্বার্থ-পরতার জন্য অথবা অন্য কোনও কারণে সুখ শান্তি লাভ করিতে বিমুখ হই, তাহা হইলে আমাদের অধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে আমরা নিন্দিত হই। শোকযাতনা এ জগতে অসহনীয় যাতনা সত্য, রোগ দরি-দ্রতা প্রভৃতি অনেক রকম দুঃখের তুলনায় শোককেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয় সত্য*, কিন্তু এ কথা আমাদিগের মনে করা উচিত, যে যে দয়াময় দেবতা আমাদের ভিজা কাপড় শুকাইবার জন্য রৌদ্র বাতা-সের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই দয়াময় দেব-তাই আমাদের ভীষণ যাতনা পূর্ণ শোক নিবারণের উপায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন! সেই ভগবৎসৃষ্ট শান্তিলাভে অবহেলা করিয়া আমরা যদি গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করি, অথবা আত্মহত্যা সাধন করি—এই সব অধর্ম্ম ও নৃশংস পথে গিয়া যদি শোকের জ্বালা জুড়াইতে চাহি, তাহা হইলে আমরা নিন্দিত, ঘৃণিত এবং মানবকুলকলঙ্ক; নচেৎ শোকে কাতর হই বলিয়া আমরা কখনই নিন্দিত নহি।

অতএব প্রকৃত শান্তি কিসে পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই অনুসন্ধান করা আমাদের এক প্রধান কর্ত্তব্য। যাঁহার হৃদয়ে একটুকু সহানুভূতি আছে, তিনি অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন যে তরুণ শোকে শান্তির আশা বৃথা। আকাশে যখন দারুণ ঝড় বহিতেছে, সমুদ্রের জল তখন শান্ত থাকিবে কি করিয়া? শোকের প্রথম আঘাতে প্রাণ যখন ভাঙিয়া পড়ি-য়াছে, তখন হৃদয়ে শান্তি টিঁকিবে কি করিয়া? সে সময়ে শমতাই শোকার্ত্ত হৃদয়ের ঔষধ। শমতা শান্তির মত স্থায়ী ভাব নহে; ক্ষণিক। কিন্তু ক্ষণিক হইলেও শমতায় উপকারিতা আছে; শোকের জ্বলন্ত আগুণ শমতা হইতেই কিছুক্ষণ চাপা পড়িয়া থাকে; পুনঃ পুনঃ শমতা প্রাপ্ত হইলে শোক-সন্তপ্ত হৃদয় অপেক্ষা-কৃত সংযত ও শান্তিলাভের উপযোগী হইয়া থাকে। মানব দুই উপায়ে শমতা লাভ করিয়া থাকেন। প্রথম উপায়, রোদন; এ কথাটি শুনিতে ভাল না লাগিলেও প্রকৃত পক্ষে সত্য। ভক্তিভাজন বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "যে শোকের রোদন নাই, সে শোক যমের দূত" এ কথাটীর সত্যতা, শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিদিগের অনে-কেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। যখন আগ্নেয়গিরির ধাতুনিঃস্রবের মত শোক-

* রোগ দরিদ্রতা প্রভৃতি দুর্ঘটনা হইতে মানব বহু দুঃখ পাইলেও শোকের তুলনায় সে সকল দুঃখের যাতনা অপেক্ষাকৃত মৃদু। আসন্নমৃত্যু রোগীও ঔষধ সেবন করে, অনন্যোপায় দরিদ্রও ধনবানের দুয়ারে ভিক্ষা করে, কেন না এমন দুরবস্থায়ও তাহাদের মনে আশার ক্ষীণ আলোক প্রতিভাত থাকে! কিন্তু শোকার্ত্তের আশা ফুরা-ইয়াছে, তাহার বাঞ্ছিত ব্যক্তি ইহজগতে ফিরিয়া আসিবে না! নৈরাশ্যের জন্যই প্রধানতঃ শোক-যাতনা, এমন অসহনীয়। প্র, 'লে।

তপ্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস অশ্রুধারারূপে বাহির হইয়া আসে, তখন কিছুক্ষণের জন্য হৃদয় একটু অরাম পাইয়া থাকে। শমতা লাভের অপর উপায় সহানুভূতিপ্রাপ্তি। শোকসন্তপ্তহৃদয় সহানুভূতির ভিখারী। সে হৃদয় জগতের অন্য কোনও জিনিস চাহে না—অন্য কোনও জিনিসে তাহার সুখ নাই, কেবল নীরবে একজন সহৃদয় সহানুভাবক চাহে—একজন মনের মত সহানুভাবক পাইলেই সে হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। যদিও সহসা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঘনীভূত শোকরাশিও নবীভূত হইয়া উঠে, যদিও কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বলিয়াছেন, "স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে।" তথাপি আত্মীয় বা বন্ধু যখন শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি ঢালিয়া দেন, তখন সে হৃদয়ের যেন অৰ্দ্ধেক যাতনা কমিয়া যায়। তাই বলিতেছি একজন ব্যথার ব্যথী পাইলে শোকার্ত্ত হৃদয় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আরাম লাভ করিয়া থাকে; এই আরামের নামই শমতা।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শমতা স্থায়ী ভাব নহে। শমতা লাভে মানবচিত্ত প্রকৃতিস্থ হয় না; তবে শমতা হইতেই হৃদয় অপেক্ষাকৃত সংযত ও শান্তি লাভের উপযোগী হয়। প্রকৃত শান্তি কিসে মিলে, এক্ষণে তাহাই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

শোককাতর হৃদয়ের শান্তির জন্য কেহ কেহ বিস্মৃতিকে অর্থাৎ মৃত আত্মীয় বা বন্ধুকে ভুলিয়া যাওয়াই উৎকৃষ্ট উপায় মনে করেন। আমাদের বোধ হয়, কোনও শোকে কেহ কেহ বিস্মৃতি হইতে শান্তি লাভ করিলেও বিস্মৃতি, শান্তির উৎকৃষ্ট উপায় কখনই নহে। বিস্মৃতির পথে গিয়া যে শান্তি লাভ হয়, সে শান্তির নাম "শুষ্ক শান্তি" বলিলেই সঙ্গত হয়; কারণ সে প্রকার শান্তিতে সুখের সংস্রব নাই। মানব জীবনের উদ্দেশ্য সুখ।* আমরা শোক-কাতর হৃদয়ের শান্তি চাহি কর্ত্তব্য পালনের জন্য, কর্ত্তব্যপালন করিতে চাহি সুখের জন্য; কিন্তু মূর্খ আমি, নির্ব্বোধ আমি, বুঝিতে পারি না যে এক দিন যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছি, যাহার বিষাদ-বিন্দু ধুইয়া দিতে হৃদয়ের তপ্ত শোণিত ঢালিয়া দিতে পারিয়াছি, যাহাকে সুখী দেখিবার জন্য আমার সমস্ত জগৎটা উল্‌টিয়া ফেলিতে পারিয়াছি, আজি সেই একান্ত ভাল-বাসা-ভাজনকে—আজি সেই পরজগৎ-

* অগস্ত কোম্‌ট, মিল্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা মানব জীবনের উদ্দেশ্য "উন্নতি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে সুখকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিতে হয়। উন্নতি লাভের ফলও তো অনির্ব্বচনীয় সুখ! যদিও কর্ত্তব্যপালন করিতে গিয়া মানবকে অনেক সময়ে কঠোর আত্ম-সংযম, ক্লেশকর ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি বহুবিধ দুঃখ সহ্য করিতে হয়, কিন্তু কর্ত্তব্যপালনজনিত আত্ম-প্রসাদপূর্ণ অসীম সুখের তুলনায়, সে সকল দুঃখ নগণ্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সুখ ভিন্ন মানব মনের গতি নাই। প্র, লে।

বাসী একান্ত ভালবাসা-ভাজনকে আমি সে মুহূর্ত্তে ভুলিয়া যাইব, আমার সকল সুখ উপভোগ করিবার যে শক্তি, তাহা সেই মুহূর্ত্তেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে!— এ জীবনে সে যে দিন ছিল, সেই দিনই ঊষার মুখে স্বর্গীয় হাসি ছিল, চাঁদের বুকে অমৃত জ্যোৎস্না ছিল, বিহঙ্গ-কণ্ঠে মধুর কাকলী ছিল, ফুলকুসুমে অপূর্ব্ব মাধুরী ছিল, যাহা যাহা প্রকৃতি সুন্দরীর অলৌকিক সৌন্দর্য্যের বিষয়ীভূত, সে সবই সে দিন জীবন্ত, অফুরন্ত ও পরি-স্ফুট ছিল। সে যে দিন ছিল, সেই দিনই সংসারের বন্ধন ছিল, মানবজগতে মমতা ছিল, হৃদয়ও সুখ-সাধ পূর্ণ ছিল। এখন সে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সুগন্ধি ফুল শুখাইয়া গেলেও যেমন আতরের মধ্যে তাহার ফুল জীবনের অংশ রাখিয়া যায়, সেও সেইরূপ ইহজগৎ হইতে চলিয়া গিয়া—এই জ্বালাময়ী স্মৃতির মধ্যে তাহার প্রীতিময় জীবনের অংশ রাখিয়া গিয়াছে। তাই এ হৃদয় শ্মশান হইলেও প্রকৃতির সেই সুন্দর রাজ্যের সহিত অথবা স্নেহময় মানব জগতের সহিত একেবারেই সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায় নাই। তাহাদের কোনও কাজ করি না বটে, তথাপি তাহাদের উপরে প্রাণের একটা গভীর টান আছে, তাই তাহাদের আশ্রয়ে দাঁড়াইতে চাহি। কিন্তু যে দিন তাহাকে ভুলিতে যাইব, সেই দিনই আমাকে জগতের সহিত, মানবজাতির সহিত সকল সম্বন্ধ ছাড়িতে হইবে; বিশাল মানবসমাজে বাস করিলেও আমাকে পদ্মপত্রের জলবিন্দুর মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া থাকিতে হইবে; কারণ তাহাকে ভুলিলেই আমাকে বিশ্বাস-হীন, প্রীতিহীন, হৃদয়বিহীন হইতে হইবে। এই রকম মরুভূমির মত জীবন বহিলে, এই রকম নিজের হৃদয়খানিকে জ্যামিতির বিন্দুবৎ সম্প্রসারণশূন্য করিলে, এই রকম জীবন্ত আত্মহত্যা ঘটাইলে, আমার ধর্ম্মাচরণের শক্তি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে কি না?—সে আশা বড়ই দুরাশা; কারণ হৃদয়ের শুষ্কাবস্থায় ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন কখনই হইতে পারে না। তাই বলি-তেছি বিস্মৃতি শোক-শান্তির আসুরিক উপায়। বরং অসহনীয় যাতনাময় শোক-ভোগেও সুখ আছে, তথাপি বিস্মৃতিতে নহে। ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহের অনুশী-লনেই মানব-হৃদয়ের উন্নতি; তাহাই মান-বের পরম সুখ; অতএব সেই ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহের উচ্ছেদ ঘটাইয়া—মৃত প্রিয়-জনকে ভুলিয়া গিয়া মানব কিসে সুখী হইবে? (ক্রমশঃ)

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

১। কোন কোন পক্ষী বাষ্পীয় যান অপেক্ষা দ্রুতবেগে গমন করিয়া থাকে। আমেরিকা মহাদেশে বাষ্পীয়যান ঘণ্টায় পঞ্চাশ ক্রোশের হিসাবে পরিচালিত করা হয়। তদপেক্ষা অধিক বেগে চালান সম্ভব হইলেও তাহা নিরাপদ নহে। কিন্তু

গোলডেন ইগল নামক এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা সচরাচর ঘণ্টায় ৭০ সত্তর ক্রোশ চলে।

২। প্রাচীন মিসরবাসিগণ কোন কোন বিষয়ে এতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান কালের অতি সুসভ্য জাতিগণ তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া স্তম্ভিত হয়েন। মিসরের পিরামিডগুলি যে কি উপায়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ম্মাণ করিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডসকল কি কৌশলে হাজার হাজার ফুট উর্দ্ধে উত্তোলন করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান কালের বিচক্ষণ গৃহনির্ম্মাণবিদেরা তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। আবার মিসরীগণ যে বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন, তাহা এরূপ মজবুৎ যে আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব্বে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, আজও তাহা জীর্ণ হয় নাই। মিসরের মমি বা সংরক্ষিত মৃত শরীরের আচ্ছাদন এরূপ উজ্জ্বল অবস্থায় রহিয়াছে, যে তাহা আজও পরিধান করিতে পারা যায়।

৩। অধ্যাপক বেল নামক একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন যে কেবল আলোকরশ্মির সাহায্যে বাক্য চালনা করা যাইতে পারে। যতদূরে কথা কহিলে শুনা যায়, তদপেক্ষা অধিক দূরে দুইটা প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা রাখিয়া, দুইটী লোক দুইটী বর্ত্তিকার নিকট উপবিষ্ট হইয়া কি উপায়ে কথা চালনা করিতে পারে, বেল্ সাহেব তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

৪। ইয়োরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে অনেকেই হোটেলে বাস করিয়া থাকেন, এই জন্য সেখানে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য হোটেল দেখা যায়। নগরের হোটেল গুলি অতি প্রকাণ্ড, এক একটীতে তিন বা চারি শত হইতে হাজারটী পর্য্যন্ত প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। হেম্বর্গ নগরের একটী নব-নির্ম্মিত বড় হোটেল সমস্তই কাগজে প্রস্তুত করা হইয়াছে। হোটেলটী দেখিলেই কাষ্ঠনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। কাগজ দগ্ধ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, কিন্তু যে কাগজে এই হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার দাহগুণ নষ্ট করা হইয়াছে।

৫। একজন বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মত এই যে যদি বায়ুমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইত, তাহা হইলে আমরা কিছুমাত্র আলোক প্রাপ্ত হইতাম না। বায়ুমণ্ডলে যে অগণ্য ধূলিকণার সমষ্টি আছে, তাহাতে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হয় বলিয়াই আমরা পৃথিবীতে আলোক প্রাপ্ত হই। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত কালে আকাশের সৌন্দর্য্যের তারতম্য বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। ১৮৮২ সালে আমেরিকার অন্তঃপাতী বোষ্টন নগরের নিকটবর্ত্তী ক্রাকোটোয়া নামক আগ্নেয়গিরিহইতে অগ্ন্যুৎপাত হয়। অতি প্রবলবেগে দ্রব ধাতুকণাসমূহ আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডল আচ্ছন্ন করাতে অনেকদিন পর্য্যন্ত তত্রত্য সূর্য্যাস্তকালীন আকাশের শোভা অতীব চমৎকার হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

বিবী ফসেট্।

(৩৪৭ সংখ্যা ২৩০ পৃষ্ঠার পর)

এক দিন অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে ঘটনাক্রমে বিবী ফসেট তৎ পৃষ্ঠদেশ হইতে পতিত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হন। ইহাতে তাঁহাকে কিছু দিন শয্যাগত থাকিতে হয়। কিন্তু দেখ যাঁহাদিগের বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানপিপাসা প্রবল, তাঁহারা কি নিশ্চিন্ত বা অলস থাকিতে পারেন? কোনও মতেই নহে। ইনি সেই অবস্থাতেও " জেনেট ডন্ ক্যাষ্টার " নামে একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস গ্রন্থ রচনা করেন। আপনি জেনেট ডন্ ক্যাষ্টার গ্রন্থের নায়িকা, সুতরাং ডন ক্যাষ্টারের রূপ বর্ণনায় আত্মরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,

একহারা, সোজা, খুরখুরে, অল্প বয়স, নীরোগশরীর, সুন্দর গঠন, সরল মন, তাহাতে কৃত্রিমতার লেশ মাত্রও নাই। পুণ্য ও চরিত্রের বল যেন পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে। কেশ কৃষ্ণ, চক্ষু অতি সুন্দর, দেখিলে বোধ হয় যেন অন্তরে নির্ভীকতা রহিয়াছে।

বৃক্ষাদি রোপণে ও প্রীতি ভোজনে তিনি পরম আনন্দ অনুভব করিতেন; গৃহে থাকিলে, লিখিতে ও পড়িতে ভাল বাসিতেন। সন্ধ্যাকালে তিনি যেমন আপনার স্বামীকে পড়িয়া শুনাইতেন, সেইরূপ কেহ পড়িলে, শুনিতে ভাল বাসিতেন ও নিজে বসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে মোজা প্রভৃতি বুনিতেন, কখনও অলস থাকিতে পারিতেন না।

য়ুরোপ ও এশিয়া দুই স্বতন্ত্র মহাদেশ। ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহারে ও রাজনীতিতে এই স্বাতন্ত্র্য যেরূপ ভাবে পরিলক্ষিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। তুলনা করিয়া বলিতে হইলে বোধ হয় এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, প্রথমটি স্ত্রীস্বত্বপ্রধান, শেষোক্তটি পুরুষস্বত্ব-প্রধান মহাদেশ। তথাপি সুসভ্য সুশিক্ষিত ইংরাজগণ কোনও কোনও বিষয়ে স্ত্রী জাতির সাম্য স্বীকার না করিয়া তাহাদিগকে হীনাবস্থায় রাখিতে কুণ্ঠিত হন না। বিবী ফসেটের মত তাহা নহে। তিনি বলেন সত্য সত্য গৃহই নারী গণের কার্য্যক্ষেত্র এই ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ হইলেও রাজনৈতিক জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নহে। পিতা মাতার কিরূপ দায়িত্ব, স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের স্বতঃসিদ্ধ কিরূপ সম্বন্ধ তৎ তৎ বিষয়ে তাঁহার হৃদয়ে অতি উচ্চ, সুন্দর ভাব ছিল। আমাদিগের দেশে সাধারণে বলে যে," আহা! অমন মেয়ে, পড়েছে কি না এক বাঁদরের হাতে।" বলিয়াই আবার" যার বর যে" এই কথা বলিয়া সকলে মনকে প্রবোধ দেয়। বিবী ফসেট বলেন এরূপ স্থলে স্ত্রী একান্ত হৃদয়ে স্বামীর সেবা করিয়া স্বামিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন—পরিবারের গৃহিণীর কার্য্য করিলেন, দাস দাসীর কার্য্য করিলেন, রোগে নিজদেহ পাত করিয়াও শুশ্রূষা করিলেন; কিন্তু জিজ্ঞাস্য ইহাতে কি স্বামীর কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রকাশ পাইবে? কন্যারত্ন এবম্বিধ কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ ধনবান মাদকসেবক যুবকের সহিত বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা কর্ত্তব্যপরায়ণ সচ্চরিত্র মধ্যবিত্ত বা গরিব যুবকের সহিত বিবাহ দেওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়? (ক্রমশঃ)

কৃষিতত্ত্ব।

ভূমির সার।

(৩৪৬ সংখ্যা ২১৭ পৃষ্ঠার পর।)

অতি শীতল কর্দ্দম ভূমিতে চূণ প্রয়োগ করিলে সুবিধা হয় না। কৃষকেরা ইহার এই কারণ অবধারণ করিয়াছেন,যে জলের দ্বারা ইহার অতি গুণকারক শক্তি অপহৃত হয়, বারংবার চূণ প্রয়োগের দ্বারা ধাতু মিশ্রিত মাটির আধিক্য হওয়াতে উদ্ভিদংশ বিনষ্ট হইয়া যায়। চূণ সঙ্কুচিত করিলে ও পোড়াইলে তাহাতে কোন গুণ দর্শে না, কেন না তাহার অন্তর্গত তন্তুবৎ উদ্ভিদংশ অগ্নিতে পুড়িয়া যায়।

যেখানে যেখানে ধাতুমিশ্রিত সার আবশ্যক, চূণ-পাথরের চূণ সেখানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এবং তাহাতে ফল দর্শে। ভাগাড় জমিতে চূণ পাথরের কঙ্কর প্রয়োগ করিলে ফল দর্শে কি না তাহা বলা যায় না।

কর্দ্দম, আটালিয়া মাটি এবং বালুকা প্রয়োগের ফল জমির অসম্পূর্ণতা বিশেষের উপর নির্ভর করে। বালুকার উপর কর্দ্দমের প্রয়োগ সর্ব্বদা ফলদায়ক, কিন্তু কর্দ্দমের উপর বালুকা তাহার সমান ফলদায়ক হয় না; অনেক কর্দ্দমে স্বভাবতঃ অনেক বালুকা থাকে, সকল কৃষক তাহার পরিমাণ অনুমান করিতে পারে না বলিয়া আটালিয়া মাটিকেই কর্দ্দম বলিয়া গ্রহণ করে, কারণ উত্তমরূপ জলস্রাবের অভাব হেতু এই মাটি ভারি থাকে।

সমুদ্রের বালুকা আর এক জাতীয় সার; ইহাতে ক্ষারের লবণ (Muriate of Soda) অংশ থাকে, এবং কড়ির বালি হইলে কড়ির মাটির সঙ্গে ইহার জাতীয় সম্বন্ধ ঘটে।

ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডের অনেক অংশে কর্দ্দম বড় বড় গাদা করিয়া পোড়ায়, এবং তাহার ছাই সার বলিয়া গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়। মাটি পুড়িলে পর তাহাতে ধাতুর যে অংশ থাকে, তাহার সহিত তাহার প্রকৃতি ও গুণ পরিবর্ত্তিত হয়, কারণ অগ্নির কার্য্যের ফলে মাটি চূণ হইয়া পড়ে। পোড়া মাটিতে আটা থাকে না, সুতরাং গুঁড়া হইয়া যায়, এবং কোন পদার্থের দ্বারা পুনঃ সংলগ্ন করা যায় না। প্রায় সকল মাটিতেই গন্ধকজাত অম্ল থাকে, অগ্নিযোগে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, ইহার অন্তর্গত লৌহ ও কর্দ্দম অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া থাকে এবং কোন কোন স্থলে যবক্ষার (Nitre) উৎপাদনের সহায়তা করে। এই অবস্থায় ইহা লবণের সঙ্গে মিলিতে পারে। ডাক্তার ডারুইন কহেন, পোড়া কর্দ্দম জমির উপর ছড়াইলে ফলোৎ-

পাদক হইতে পারে, কারণ ইহার অম্লজান, বাষ্পাকারে বাহির না হইয়া দ্রব হইয়া বাহির হয়। সেই অম্লজান অঙ্গারক,প্রস্ফূরক অথবা যবক্ষারজানের সহিত সংযুক্ত হইলে উদ্ভিদের জীব-সম্বর্দ্ধক দ্রব্য যোগাইতে পারে। ইহার গুণে কঠিন ভূমি শিথিল ও কোমল হইয়া রস শোষণ করিতে সক্ষম হইতে পারে। এই কারণে অনেকে পোড়া কর্দ্দম ও ধাত্বংশ মৃত্তিকার সার ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কেণ্ট প্রভৃতি স্থানে নরদমার কাদা পোড়াইয়া সাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

দাহন ও সঙ্কোচন যৌগিক কার্য্য। ইহার দ্বারা ভূমির সদ্য কোন উপকারিতা উপলব্ধি হয় না, কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহার অসামান্য ফল প্রতীয়মান হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

১। সণ্ডামার্ক গুরু।

২। ষট্ কর্ণে মন্ত্রভেদ।

৩। ষট্‌কর্ম্মযুক্তা খলু ধর্ম্মপত্নী *

৪। ষড় রসের লবণ প্রধান।

৫। ষড়রিপু জয়ী বিশ্বজয়ী।

৬। ষষ্ঠী রাগ করেন,
ছেলে ধরে খাবেন।

৭। ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস।

৮। ষাঁড়ের গোঁ।

৯। ষাঁড়ের গোবর।

১০। ষোল কড়াই কাণা।

স।

১। সকল কল্লে যশী,
বাকী আছে ভীম একাদশী।

২। সকল চিল পলালো,
বেঁড়ে চিল ধরা পড়্‌লো।

৩। সকল দিন যায় হেলে ফেলে,
সন্ধ্যাবেলা বৌ কাপাস ডলে।

৪। সকল নৈবেদ্য ঠোকর মারে।

৫। সকল নোড়া যদি শালগ্রাম হয়ত
হলুদ বাট্‌বে কিসে?

৬। সকল পথ মাড়্‌য়ে চলা।

৭। সকল পথ দৌড়াদৌড়ি,
খেয়াঘাটে গড়াগড়ি।

৮। সকল পাখীতে মাছ খায়,
মাছরাঙার কলঙ্ক।

৯। সকল বাড়ীতে একঘর,
তার আবার অন্দর।

১০। সকল বাঁশে বংশলোচন হয় না।

১১। সকল সেয়ানের এক যুক্তি।

১২। সকল শিয়ালের এক ডাক।

১২॥। সকলি কপালে করে।

---

* কার্য্যেষু দাসী করণেষু মন্ত্রী স্নেহেচ ভগ্নী ক্ষময়া ধরিত্রী। ভোজেষু মাতা সেবনেষু জায়া ষট্‌কর্ম্মযুক্তা খলু ধর্ম্মপত্নী।

১৩। সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

১৪। সঙ্গ দোষে গ্রাম নষ্ট।

১৫। সঙ্গ দোষে কি না হয়,
ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ কয়।

১৬। সৎমার শ্রদ্ধা পান্তা ভাতে ঘি,
মাথাটী মুড়ায়ে এস
তেল পলাটী দি।

১৭। সৎসঙ্গে কাশীবাস,
অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ।

১৮। সতীনারীর পতি যেন
পর্ব্বতের চূড়া,
অসতীর পতি যেন
ভাঙ্গা নৌকার গুঁড়া।

১৯। সতীনের বাটীতে গুলে খাওয়া।

২০। সতীবাক্য রক্ষা হেতু
বিধিবাক্য নড়ে।

২১। সতী সাবিত্রী।

২২। সত্য কথার ডাল পালা নাই।

২৩। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ।

২৪। সত্যের জয় সর্ব্বঠাঁই।

২৫। সত্যের বাড়া ধর্ম্ম নাই,
মিথ্যার বাড়া পাপ নাই।

২৫॥। সদরেতে ছুঁই চলে না,
মফস্বলে হাতী চলে।

২৬। সদানন্দের গোদা পা,
ডাইনে আনুতে বাঁয় যা।

২৭। সদু চিনেছেন কদু।

২৮। সন্দেশের খোসা ফেলা।

২৯। সন্নিপাতের তৃষ্ণা।

৩০। সন্ন্যাসী চোর নয়,
বোচ্কার মটায়।

৩১। সন্ন্যাসীর তুম্বনাড়া।

৩২। সব চালে বাইশ পশুরি।

৩৩। সব শরীরে ঘা,
তা ঔষধ দিবে কোথা?

৩৪। সবাইকে পারা যায়,
পায়পড়াকে পারা যায় না।

৩৫। সবে কলির সন্ধ্যা।

৩৬। সবে ধন নীলমণি।

৩৭। সবুরে মেওয়া ফলে।

৩৮। সময়ে সকলে বন্ধু,
অসময়ে কেউ নয়।

৩৯। সময়ে না দেয় চাষ,
তার দুঃখ বার মাস।

৪০। সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ।

৪১। সমুদ্র শয্যা,
তার শিশিরে কি ভয়?

৪২। সম্বন্ধোজীবনাবধি।

৪৩। সরস্বতীর বর পুত্র।

৪৪। সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।

৪৫। সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।

৪৬। সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে,
অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

৪৭। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং,
সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।

৪৮। সর্ব্বমত্যন্তংগর্হিতং।

৪৯। সর্ব্বস্বের বাড়া দণ্ড নাই।

৫০। সসর্পেচ গৃহে বাসঃ
মৃত্যুরেব নসংশয়ঃ।

৫১। সস্তার তিন অবস্থা।

৫২। সহরে আগুণ লাগলে,
পীরের ঘর বাঁচে না।

৫৩। সহিলে সম্পত্তি,
না সহিলে বিপত্তি।

৫৪। সংসর্গজা দোষা গুণা ভবন্তি।

নূতন সংবাদ।

১। বরদা গবর্ণমেণ্ট মহীশূরের ন্যায় বর ও কন্যার বয়স নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। মহীশূরে কোন বালক চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারিবে না এবং কন্যার বয়স দশ বৎসর হওয়া আবশ্যক; বরদা গবর্ণমেণ্ট কন্যার বয়স দশবৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন বটে, কিন্তু বরেরও বয়স দশ রাখিয়াছেন।

২। থিওজফিষ্ট দলের সুপ্রসিদ্ধ আনা বেজাণ্ট ৫দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহার বক্তৃতায় সকলকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন। আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহার বড় আনন্দ!

৩। ওয়াসিংটন ষ্টেটের একটি খনিতে এক চাই কয়লা পাওয়া গিয়াছে, তাহা ওজনে ৪১ হাজার পাউণ্ড। এত ওজনের কয়লার চাই বোধ হয় কখনও পাওয়া যায় নাই।

৪। মহারাণী স্বর্ণময়ী তমলুকের মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৫। জুন মাসে কেপ কলোনির একটী খনিতে পৃথিবীর বর্ত্তমান হীরকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ একখণ্ড হীরক পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ জর্ম্মণ সম্রাট ১০ লক্ষ ষ্টারলিঙ মুদ্রা দিয়া এই হীরকখণ্ড ক্রয় করিবেন।

৬। সিকাগোতে কেবল অন্ধদিগের জন্য একটী পাঠাগার খোলা হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। প্রবাদ পুস্তক—শ্রীদ্বারকানাথ বসু প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আট আনা। বাঙ্গালা প্রবচন সকলের সংগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক; এজন্য অনেকদিন হইতে বামাবোধিনী সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে এতদ্বিষয়ে একখানি পুস্তক পাইয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ইহাতে অনেকগুলি প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে এবং কতকগুলি প্রবাদের মর্ম্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এ পুস্তকখানি অনেক প্রয়োজনে লাগিবে।

২। ব্রহ্মসাধন—শ্রীকালীনাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য ।৶০ আনা। ইহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি সুন্দর প্রবন্ধ আছে। নিগূঢ় প্রেম, সাধনের অবস্থাত্রয়, প্রকৃত আত্মদর্শন প্রভৃতি প্রবন্ধে লেখকের ধর্ম্ম-

সাধন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানি ধর্ম্মসাধকদিগের পক্ষে উপাদেয় ও উপকারী হইবে সন্দেহ নাই।

বামারচনা।

স্ব-নিকেতন।

"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

১

এসেছি প্রবাস-ক্ষেত্রে, নিজ নিকেতন তরে,
উপার্জ্জিয়া ধন, রত্ন ফিরিয়া যাইতে ঘরে;
বৃথায় সময় গত হলে সন্ধ্যা সমাগত
শূন্য হাতে যাইতে হইবে কি স্বনিকেতনে?
বিফল প্রবাসে আসা তবে হবে কি জীবনে?
শূন্য হাতে যাব ঘরে, লজ্জা হবে না অন্তরে
"কি করিতে আসিয়াছি, কিকরে যাইব ফিরে?
হৃদয়! মুহূর্ত্ত তরে একথা ভাবনা কিরে?
কেন তোর এত ভুল, হেরিয়া সিমুল ফুল,
বাহির চটকে তার মোহিত হইয়া আছ,
দিশাহারা উর্দ্ধশ্বাসে তারি পানে ছুটিয়াছ?

২

অনল-আলোক-ছটা হেরি আনন্দিত মনে
না জানি কি সুখে প্রাণ বিসর্জ্জে পতঙ্গগণে?
কেনরে মানব কুল, আসক্তির অনুকূল,
শিরায় শিরায় কেন মোহের বন্ধন তার?
অসমর্থ হইয়াও বহিছে সংসার ভার?
অনিত্যকে সঙ্গে ল'য়ে, এসেছে প্রবাসালয়ে
তবু প্রিয় বিয়োগেতে কেন করে হাহাকার,
কেন বহে দুনয়নে অবিরল অশ্রুধার?
পুণ্য-অর্থ আর নাই ধরণী প্রবাসে তাই
আসিয়াছে পুণ্য অর্থ করিবারে উপার্জ্জন,
ভুলিয়া সে সব এবে ভ্রমিছে সে কি কারণে?
ভবের মেলায় এসে যদি নিকেতন তরে
বাসনা থাকয়ে কিছু লইতে সম্বল করে,
সাবধান! তবে যেন মাকাল-সৌন্দর্য্য হেন
অনিত্য অসার দ্রব্য পরশ করিওনারে!
স্বর্গীয় সৌরভমাখা, নিত্য যাহা ল'ও তারে।
নাহি অনিত্যতা আঁকা, স্বর্গীয় মাধুরী মাখা,
স্বর্গীয় আলোকপূর্ণ স্নিগ্ধতা ক্ষরিছে যায়,
এমন যে 'সত্য' আগে খরিদ করিও তায়।
শারদ চন্দ্রিকা ভায় সুচির বাসন্ত বায়,
সৌন্দর্য্য, সৌরভ মাখা বিকচ কুসুমচয়,
ইহার শীর্ষক 'প্রেমে' যতনে করিও ক্রয়।

৩

বালারুণ-কর মাখা ঊষার সৌন্দর্য্য ছটা,
মৃদুল হিল্লোলে দোলা পাতার শ্যামল ঘটা;
নদীর সুনীল জলে ঢেউ গুলি নেচে চ'লে
শুভ্র ফেন রূপ মুখে চুমিছে বেলার পায়,
সাঁতারিয়া ফিরে কত শুভ্র কল হংস চয়,
ক্ষরিয়া অরুণ কর পড়ি নদী বক্ষোপর
শ্বেত,নীল,লোহিতে মিশিয়া যেই শোভাধরে,
'সুসংযম' সে সুন্দর শোভাকে পরাস্ত করে।

উষার মধুর শোভা হইতেও মনোলোভা
যখন 'সংযম' মানুষের হৃদে বাস করে
কম্পিত বিক্রম আর কত টুকু শোভা ধরে?
হৃদি তরঙ্গিণী মাঝে যত রিপু-ঢেউ নাচে,
বিলুণ্ঠিত হয় আসি 'সংযম' বেলার পায়,
সমুচিত সযতনে চিনে কিনে লও তায়।
বাজারে আসিয়া যদি নাহি মিলে ঘৃত দধি,১
তবুও তণ্ডুল (২)লুণ(৩)তেঁতুল(৪)লইয়া যাও,
যদি নিজ নিকেতনে সুদিন থাকিতে চাও।
শূন্যহাতে গেলে বাসে ফিরিতে হবে প্রবাসে,৫
আবার পেটের দায় তাওকি জাননা মনে?
অগত্যা উহাই লও না মিলিলে অন্য ধন।

শ্রীকুমুদিনী রায়।

রাঁচীর বর্ত্তমান অবস্থা।

রাঁচীর সমুদায় স্থানে কোল জাতীয় অসভ্য লোকের বাস। কৃষিজাত বস্তু ইহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। ইহাদিগের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে; কারণ প্রথমতঃ ইহাদিগের দেশে ভালরূপ কৃষিজাত জন্মায় না, দ্বিতীয়তঃ রাস্তার সুবিধা নাই বলিয়া কিছুই আমদানি রপ্তানি হয় না। গরিব লোকের অদৃষ্ট সর্ব্বত্র সমান বটে, কিন্তু দরিদ্র হইলেও বঙ্গদেশের ন্যায় এ দেশে দুর্ভিক্ষেরপ্রবল কোপে দেশ ছারখার হয় না। বর্ত্তমান সময়ে অসভ্য জাতির অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে মানবের আদিম সময়ে পাপপ্রবৃত্তি খুব কম থাকে, পরে জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তারের সহিত পাপের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। যাহাহউক সভ্যজাতি সাধনা করিয়া যে অবস্থা লাভ করিতে পারে না, অসভ্যজাতি স্বভাবতই তাহা লাভ করিতেছে। সুশিক্ষিত সভ্যতাভিমানী বাঙ্গালিদের এতাদৃশ অসভ্য পার্ব্বত্যদিগের নিকট অনেক শিখিবার আছে। রাজনীতিবিদের কূটবুদ্ধি পার্ব্বত্যদিগের হৃদয়ে স্থান পায় না। ব্যবহারাজীবদিগের কপটতা ইহাদিগের অজ্ঞাত। এমন কি ইহাদিগের সহিত বাক্য বলিলে দ্বিজিহ্ব সভ্যতাভিমানী লোকদিগকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যেও সরলতা ও সত্যবাদিতার আলোকরেখা দেখিয়া তদ্রূপ সাধু প্রকৃতিলাভের বাসনা জন্মে। যদি কপটতা এবং মিথ্যাবাদিতা শিক্ষা সভ্যতার নিত্য সঙ্গী হইয়া থাকে, তাহাহইলে সে শিক্ষা ও সভ্যতা মানবসমাজের অধঃপাতের কারণ। ইহাদিগের গুরুকে "পাহাল" বলে। ইহাদিগের ভূতের ভয় বেশী। ইহারা সাপ, ইঁদুর, ইত্যাদি খাইয়া

---

(১) অর্থাৎ যাগ যজ্ঞ, ব্রত দান, উপবাস, তীর্থপর্য্যটনাদি।

(২) সত্য। (৩) প্রেম। (৪) সংযম।

(৫) ইহার ভাবার্থ এই যে পুণ্য ক্ষয় হইলে পরমধামে স্থান হয় না, সুতরাং পুণ্য ক্ষয় হইলে, আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। যেমন তণ্ডুল, লবণ ও তেঁতুল থাকিলে গৃহীর অন্য ধন অর্থ না থাকিলেও প্রাণে মরিতে হয় না, তেমনি সত্য, প্রেম ও সংযম থাকিলে পুণ্যের ক্ষয় হয় না।

থাকে। এই দেশের একটী স্থানে পাথর আছে, ঐ স্থানটীকে "খড়পাকনা" কহে, ঐ পাথরটী প্রথমে ১ ইঞ্চি ছিল, তার পর এখন প্রায় ১০ হাত উচ্চ হইয়াছে। ঐখানে ভূত প্রেত থাকে বলিয়া, লোকে প্রতি অমাবস্যায় পূজা দিয়া থাকে। পাথরটী ক্রমশঃ বড় হইতেছে। এদেশে যেমন উই, তেমনি সোঁপোকা। এমন কি মাঠে কিম্বা উঠানে সহজে হাঁটিয়া যাইবার যো নাই। চারিদিক্ সোঁপোকায় বেষ্টিত। দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয়। কিন্তু আজকাল অনেক ইংরাজীশিক্ষিত নব্য সভ্য বাঙ্গালী মহাশয়েরা আসিয়া দেশকে গম্‌গম্ করিয়া তুলিয়াছেন। প্রায় সমস্ত বাঙ্গালীরা ইংরাজদের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়াছেন ও সময়ে সময়ে অনেকেই আপনাদিগকে সাহেব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কুখাদ্যাদি খাওয়া চুলোয় যাক, অনেকে আরও কিছু উচ্চদরে যান। দুঃখের বিষয় মেয়ে মানুষেরা বা বাঙ্গালী বিবীরা ইংরাজীভাষা বলিতে যান, কিন্তু কথা জিহ্বায় আটকাইয়া যায়। তবু যদি এদেশে ভাল বালিকা স্কুল করিয়া দেন, তাত নয়, কেবল "বোন্‌দেশে শিয়াল রাজা।" তাই বলি যা করিতে পারিবে না, তা করিবার দরকার নাই। কোল জাতীয় লোকেরা বলে যে সব বাবুরা আসিয়া আমাদের খাদ্যের মূল্য চড়াইয়া দিয়াছেন। ভদ্রলোকের ভোগবিলাসের জন্য সমুদায় বস্তু অতিরিক্ত দরে বিক্রীত হয়। এই কারণে গরীব লোকেরা, যাহারা সমস্তদিন খাটিয়া দুইআনা রোজগার করে, তাহারা কেমনে আগেকার ন্যায় ঐ সকল বস্তু ভোগ করিবে? সভ্যমহোদয়গণের একটুও জ্ঞান নাই যে তাহাদের দৌরাত্ম্যে দেশটা একেবারে ছারখার হইয়া যাইতেছে। কেনইবা না হয় এখানে ত কোন সমাজ সভা নাই, সেই জন্যই বাবুদের যথেচ্ছারিতা এত বাড়িয়াছে। এদেশের লোকের মধ্যে অনেকেই ইতরজাতীয়, কেহ কেহবা সদাগর-সময়ে বড়লোক হইয়াছে; কেহ বা চাষা, চাষবাস করিয়া বড়লোক হইয়াছে। এসব লোকেদের বিষয়ে কিছু বলিবার দরকার নাই, কেবল দুঃখ হয় ভদ্রলোকেদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া। যাহা হউক ঐ সমস্ত ভদ্রলোকদিগকে বিনয় করিয়া বলি, যে বাজে খরচ, যাহা হইতেছে, ঐ অদ্ভুত ধাতুনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গোলাকার বস্তুগুলির কিছু যদি সৎউপদেশে ব্যয় করা হয়, তাহলেও কিঞ্চিৎ দেশের উন্নতি হয়। এখানে বালিকা স্কুল ভাল নাই ওবিদ্যাশিক্ষায় উত্তেজিত করিবার লোক কেহই নাই। অনেক স্থলে পাপপথযাত্রী প্রলুব্ধ বিলাসীর সহিত পাপীয়সীদিগের সম্মিলনে যাহা ঘটিতে পারে, তাহা ভালরূপ ঘটিতেছে। তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলি অপব্যয় করিতে নিরস্ত থাকুন। এখন হইতে না তৎপর হইলে আর করিতে সময় পাইবেন না, কারণ সময় ফুরাইতেছে। এখানে গুটী কতক লোক খুব চমৎকার; সদাশিব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইঁহারা যেমন উচ্চপদস্থ, ইহাদিগের অন্তঃকরণে তেমনি দয়া সততই বিরাজমান। ইঁহারা প্রতি রবিবারে গরীব লোকদিগকে অর্থ তণ্ডুলাদি দান করিয়া থাকেন। শ্রী—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৯ সংখ্যা	মাঘ ১৩০০—ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

রাজপ্রতিনিধির আবির্ভাব ও তিরোভাব—লর্ড এলগিন ২৫এ জানুয়ারী কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। লর্ড লান্সডাউন ২৭এ জানুয়ারী ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। জগদীশ্বর ইহাঁদের উভয়েরই কল্যাণবিধান করুন্।

মাঘোৎসব—ব্রাহ্মসমাজ গত ১১ই মাঘে ৬৪ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৬৫ বৎসরে উপনীত হইয়াছে। এ বৎসরও কলিকাতার তিনটী প্রধান সমাজ সমারোহের সহিত মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের রমণীগণ বিশেষ বিশেষ দিনে সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরপূজা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অনেকে বালক বালিকাদিগের নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার সাহায্য করিয়া আপনাদিগের উপার্জ্জিত জ্ঞান ও ধর্ম্মের সার্থকতা সাধন করিতেছেন ইহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়—৩রা ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের (Convocation) উপাধি বিতরণ সভায় মহা সমারোহ হইয়াছে। নূতন বড়লাট উপস্থিত হইয়া উৎসাহদান করেন এবং বাইস চান্সেলর সার আলফ্রেড্ ক্রফ্ট সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এবার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারিণী ফ্লোরেন্স মেরী হলাণ্ড সর্ব্বোচ্চ গৌরব লাভ করিয়াছেন।

আমেরিকায় বঙ্গের গৌরব—চিকাগো মহামেলায় পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের লোকের মহামণ্ডলী হইয়াছিল। তাহাতে যে সকল বক্তৃতা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতাগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে।

আমেরিকার লোকে প্রতাপ বাবুর প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিল যে পরে প্রায় দুই মাস কাল তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া রাখিয়া নানাস্থানে বক্তৃতাদি করাইয়াছেন।

মাঘ মেলা—১২ বৎসরের পর এ বৎসর প্রয়াগ তীর্থে এই মহা মেলা হয়। এতদুপলক্ষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। সুখের বিষয় রাজকর্ম্মচারিগণের সুব্যবস্থায় যাত্রীদিগের ক্লেশ হয় নাই।

আনি বেজান্ট—ইনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বহরমপুর, বাঁকীপুর, কাশী ও প্রয়াগে ভ্রমণ করিয়াছেন। ফেব্রুয়ারি মাসে আগ্রা, মথুরা, দিল্লী, মিরট, হরিদ্বার, অম্বালা, লুধিয়ানা, জলন্দর, কপূরথালা, অমৃতসর, লাহোর ও মোরাদাবাদ ক্রমে ক্রমে দর্শন করিবেন। মার্চ্চমাসে লক্ষ্ণৌ, কানপুর, নাগপুর, পুনা, বোম্বাই ও সুরাট ভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে পুনর্যাত্রা করিবেন। তিনি যেখানে যাইতেছেন, সেইখানকার লোকেই তাঁহার হিন্দুভাবে আকৃষ্ট ও বক্তৃতায় মোহিত হইতেছে।

দান—(১) পাটিয়ালার মহারাণী লাহোর অনাথাশ্রমে ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। (২) দ্বিতীয় রাজপৌত্রের পত্নী শুভবিবাহকালে যে ১৬০০০৲ টাকা যৌতুক পাঠাইয়াছিলেন, তাহা বিধবাশ্রমে দান করিয়াছেন। (৩) একজন ইংরাজ বণিক কলিকাতা বয়স্ স্কুলের জন্য দেড়-লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

লেডী এলগিন—নূতন রাজপ্রতিনিধি পত্নী লেডী ডফারিণ ফণ্ডের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি লেডী ডফারিণের ন্যায় পরসেবায় জীবন সমর্পণ করিয়া পুণ্যবতী ও যশস্বিনী হউন, আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা।

স্মৃতিচিহ্ন—লর্ড ল্যান্সডাউনের কীর্ত্তি স্মরণীয় করিবার জন্য ঢোলপুরের মহারাজা ৮০০০৲, ভবনগরের মহারাজা ৭০০০৲, কাশ্মীর ও বিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা প্রত্যেকে ৫০০০৲ টাকা, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ২ হাজার, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা ১ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইংরাজ বণিক্‌দিগের মধ্যে জার্ডিন স্কিনার ১ হাজার দিয়াছেন, আর আর সকলে কেহ ২ শত, কেহ ৫ শত দিয়াছেন; অথচ কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিবার জন্য সাহেবদের আগ্রহটাই অধিক। এ পর্য্যন্ত মোট ৭০ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

দীর্ঘজীবী পরিবার—ইংলণ্ডের এসেক্সসায়ারের বালকম্বি নামক স্থানে এক পরিবারের সকলেই দীর্ঘজীবন ভোগ করিতেছে। বাটীর কর্ত্তার ৯৪, গৃহিণীর বয়স ৯০। ইহাদের ৮ পুত্র বর্ত্তমান, উহাদের বয়স যথাক্রমে ৭০, ৬৯, ৬৬, ৬৪, ৫০, ৫৩, ৫১, এবং ৪৯। বাটীর কর্ত্তা অদ্যাপি জুতার ব্যবসা করিতেছে।

লেডী হেনরী সমারসেট্।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল রমণী জন্মগ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডের নারীসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, লেডী হেনরী সমারসেট্ তাঁহাদিগের অন্যতমা। অপুত্রক আরল্ সমারসেটের দুই কন্যার মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠা। ইহাঁর পিতৃদত্ত নাম লেডী ইজাবেল্। কনিষ্ঠার নাম লেডী এডেলীন। আরল্ সমারসেট পুত্রনির্ব্বিশেষে কন্যাদ্বয়ের লালনপালন ও সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। লেডী এডেলীন বেডফোর্ডের ডিউকের পাণিগ্রহণ করেন। ইনি সম্প্রতি বিধবা হইয়াছেন। ইজাবেল লর্ড হেনরী সমারসেটের পত্নী হইয়া লেডী হেনরী সমারসেট্ এই নাম প্রাপ্ত হন।

কথিত আছে, শৈশব হইতে কুমারী ইজাবেল কিঞ্চিৎ অভিমানিনী ছিলেন। "বড় ঘরে জন্ম, বড় লোকের কন্যা, অতএব আমি একজন বড় লোক" এইরূপ একটা অভিমান সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ করিতেন ; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তি ও সুশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ এই অভিমান বিদূরিত হইয়াছিল। আরল্ সমারসেট্ একজন গুণবান্ পণ্ডিত পুরুষ ছিলেন। তিনি কার্য্যোপলক্ষে বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময় স্থানান্তরে বাস করিতেন। কিন্তু পত্নী এবং শিক্ষয়িত্রীগণের উপর কন্যাদ্বয়ের শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, মধ্যে মধ্যে তিনি স্বয়ং কন্যাদ্বয়ের

শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতেন। ইজাবেলের জননী ফরাসী রমণী। ফ্রান্সদেশ বিলাসের লীলাক্ষেত্র বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, সুতরাং "মাটীর গুণে" ইহাঁর বিলাসবাসনা কিঞ্চিৎ বলবতী ছিল। সৌন্দর্য্যশালিনী সমারসেট পত্নী বিলাসিনী হইলেও মাতৃগুণে বঞ্চিতা ছিলেন না। মাতার দোষ গুণ সচরাচর সন্তানে বহুল পরিমাণে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। এইজন্য বোধ হয় বালিকা-বয়সে ইজাবেলের আভিজাত্যাভিমান এত প্রবল ছিল। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটী প্রতিক্রিয়া আছে; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। এই প্রতিক্রিয়াবশতঃ হউক অথবা সুশিক্ষার গুণে হউক, কুমারী ইজাবেলের এই প্রবল আভিজাত্যাভিমান উত্তরকালে খর্ব্ব হইয়াছিল, এবং তৎস্থানে বিশ্বজনীন উদারভাব অটল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহার জীবনের এইরূপ অদ্ভুত গতি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনী আলোচনা করিলে সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, লেডী ইজাবেল লর্ড হেনরী সমারসেটের পাণিগ্রহণ করেন। লেডী ইজাবেল যখন যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, নানা স্থান হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। ইজাবেল পুত্রহীন পিতার অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। অনেক ধনলোলুপ যুবক ইহাঁর পাণিগ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী ইজাবেল এই নীচ বাসনাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, যাহারা সম্পৎলালসায় তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী, সম্পদের অপগমের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদিগের অন্তর্ধান অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য তিনি কাহারও বাসনা পূর্ণ করেন নাই। যে কয়েক জন যুবক লেডী ইজাবেলকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লর্ড হেনরী সমারসেট একজন। সমারসেট একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবাপুরুষ ও ডিউক অব্ বোফোর্টের মধ্যম পুত্র। ডিউকের জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে মধ্যম পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না। লর্ড হেনরীর সহিত কন্যার বিবাহ দিলে, কন্যা এবং জামাতা তাঁহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিবে এবং উভয়ে সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে, এই মনে করিয়া সমারসেটপত্নী কন্যা ইজাবেলকে লর্ড হেনরীর পাণিগ্রহণ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। লর্ড হেনরীর পাণিগ্রহণে কুমারী ইজাবেলের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। এইজন্য তিনি সর্ব্ব প্রথমেই লর্ড হেনরীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। জননীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া কুমারী ইজাবেল অগত্যা সম্মতা হইলেন। ১৮৭২ খৃঃঅব্দে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই শুভপরিণয় পরিণামে অশেষ দুঃখের আকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। উভয়ের প্রকৃতিগত বৈষ-

ম্যই ইহার একমাত্র কারণ। দয়া ও নিষ্ঠুরতা, বিরাগ ও অনুরাগ, প্রেম ও অপ্রেম, সহৃদয়তা ও হৃদয়হীনতা, কি একত্র সম্মিলিত হইতে পারে? মানবমনের এই দুই ধর্ম্ম তৈল ও জলের ন্যায় চির-কাল পৃথক্ থাকে। পতি মৃগয়া-প্রিয়, নিষ্ঠুরভাবে পশুপক্ষীর প্রাণবধ করিতে কুণ্ঠিত নন; পত্নী দয়াময়ী, জীববৎসলা, জীবজন্তুর ক্লেশ দেখিলে অন্তরে ব্যথিত হন। পতি প্রমত্ত আসুরিক বিষয়াসবে আসক্ত, আত্মসুখান্বেষী, পত্নী তদ্বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বিনী, এরূপস্থলে পতি পত্নীর সুখের মিলন মরুভূমিতে জলান্বেষণ ব্যতীত আর কি হইতে পারে?"

ধর্ম্মের অনাহত দুন্দুভি আপনাপনি বাজিয়া উঠিল। লর্ড হেনরীর কলঙ্কিত চরিত্রের কথা চারিদিকে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। লর্ড হেনরী বিলাতে প্রজা সভার সভ্য ও প্রিভিকাউন্সিলের সৈনিক সভ্য ছিলেন। চরিত্রহীনতাবশতঃ এই উচ্চ পদ হইতে অচিরে ভ্রষ্ট হইলেন। ইনি ডিজরেলির বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, চরিত্র অক্ষুণ্ন থাকিলে, এতদিন পার্লেমেণ্টের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হইতে পারিতেন। চরিত্রহীনতাই তাঁহার সকল ভবিষ্যৎ সমুন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিল। ইনি আর স্বদেশে মুখ দেখা-ইতে পারিলেন না। অবশেষে ইহাঁকে দেশত্যাগী হইয়া, বিদেশে জীবনের অবশিষ্টাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হইতেছে। ইনি জীবিত আছেন ও ফ্লরেন্স নগরে নির্ব্বাসিতের ন্যায় কালাতিপাত করিতেছেন।

এদিকে লেডী হেন্‌রী স্বামীর এইরূপ চরিত্রহীনতা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। পতি বর্ত্তমানেও বৈধব্য দাবানল তাঁহার হৃদয়কাননকে দগ্ধ করিতে লাগিল; মনে আর তেমন সুখ নাই, প্রাণে তেমন শান্তি নাই, হৃদয়ে তেমন আরাম নাই। কি এক নিরানন্দ, কি এক বিষাদ-কালিমা, তাঁহার মুখমণ্ডলকে সমাচ্ছাদিত করিল। চারিদিকে নিরাশার ছায়া, গভীর হৃদয়-কন্দরের গভীরতম স্থল হইতে নীরব ক্রন্দনের রব শ্রুত হইল।

এই সময়ে তাঁহার পুত্র অতি শিশু। ১৮৭৪ খৃঃঅব্দে, একবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাহার এই একমাত্র নবকুমার ভূমিষ্ঠ হয়। অভাগিনী জননী এই সন্তানের মুখাব-লোকন করিয়া কিঞ্চিৎপরিমাণে ধৈর্য্য-ধারণে সমর্থা হইয়াছিলেন। এই সন্তানই তাঁহার সান্ত্বনার একমাত্র কারণ হইয়া-ছিল! লেডী সমারসেট এইরূপে পতি-বিরহিত হইয়া স্নেহের পুত্তলী পুত্রকে বুকে করিয়া দুঃখময় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বের মত আর সামাজিক আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতেন না। লোকসঙ্গ বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। নির্জ্জনতা তাঁহার পক্ষে অধিক প্রিয় হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার সুখাস্বাদনে বঞ্চিতা রহিলেন। নির্জ্জনতা ভগবদ্বিশ্বাসীর প্রাণে যে

শান্তি আনয়ন করে, লেডী সমারসেট সেই শান্তির সুশীতল ছায়া লাভ করিতে সমর্থা হইলেন না। কথিত আছে, বাল্যকাল হইতে লেডী সমারসেট জন ষ্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে ভাল বাসিতেন। সে সময় মিলের গ্রন্থ অধ্যয়ন নারীজাতির পক্ষে অগৌরবের বিষয় ছিল। বিশেষতঃ যে সকল রমণী মিলের "স্বাধীনতাবিষয়ক প্রস্তাব" অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডীয় সমাজে নিন্দনীয়া হইতে হইত। লেডী সমারসেট গোপনে গোপনে এই দুই খানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাড়নার ভয়ে, পুস্তক লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিতেন, এবং তথায় লুক্কায়িত ভাবে উহা পাঠ করিয়া আসিতেন। এই দুই খানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করায় তাঁহার আভিজাত্যাভিমান খর্ব্ব হইয়া যায় এবং হৃদয়ের যে কিছু অনুদার ভাব, তাহা অপসারিত হয়। এই সময়ে আমেরিকার ক্রীতদাস ব্যবসায় লইয়া ইউরোপে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। লেডী সমারসেট কৌমার হইতে দাসত্ব প্রথাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের অধিকাংশ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দাস ব্যবসায়ের প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছিলেন। উত্তর প্রদেশের অধিবাসিগণ এই ব্যবসার বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। লেডী সমারসেট উত্তর প্রদেশবাসিগণের বিজয় কামনা করিতেন। তখন ইহাঁর বয়স একাদশ বর্ষ মাত্র। বালিকা বয়সে মিলের গ্রন্থ পাঠ করিয়া একদিকে যেমন তাঁহার মনে স্বাধীন ভাব ও স্বাধীন চিন্তা জাগ্রত হইয়াছিল, অন্য দিকে তাঁহার তদানীন্তন ধর্ম্মবিশ্বাস ক্ষীণবল হইয়া গিয়াছিল। নানাপ্রকার সংশয় আসিয়া তাঁহার কোমল মনকে বিক্ষোভিত করিয়া তুলিয়াছিল। তদ্ব্যতীত ষ্ট্রস্, রেনান প্রভৃতি দার্শনিকগণের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাঁহার খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়। খ্রীষ্ট বলিয়া এমন কেহ ছিলেন, একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। এমন কি, যাহা অপেক্ষা আর দুর্ভাগ্য হইতে পারে না, সেই সত্যসনাতন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মন সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত হইতেছিল। যখন বিশ্বাসের স্থানে সংশয় ও নাস্তিকতা আসিয়া সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিল, সেই সময় হইতে তাঁহার মনের শান্তি তিরোহিত হইতে লাগিল। তিনি শান্তিহারা হইয়া চারিদিক্ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। হৃদয়াকাশ হইতে সুখচন্দ্রমা অস্তমিত হইল, অশান্তির ঘনঘোরা অমারজনী দেখা দিল, তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এইজন্য নির্জ্জনতাও তাঁহার মনে সুখদানে সমর্থ হয় নাই।

এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর লেডী এডিলিন পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পতিগৃহে গমন করেন। এদিকে কিছুদিন পরে তাঁহার পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

স্বাস্থ্য লাভের জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ গৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে লাগিলেন। সুতরাং পৈতৃক বিষয় সংরক্ষণের ভার লেডী সমারসেটের উপর পড়িল। তিনি যত্নের সহিত পিতার বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে মনোযোগিনী হইলেন। লেডী সমারসেট ইষ্টনর কাসেল রিগেট্ ও সমর্স টাউন প্রভৃতি পিতার বিপুল বিভবের একমাত্র অধীশ্বরী হইলেন। যতক্ষণ বৈষয়িক ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন, মনের বেদনা কথঞ্চিৎ উপশমিত হইত বটে, কিন্তু অবসরকালে তাঁহার মনের আগুণ আবার দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত—এ তুষানল কিছুতেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল না। তিনি রিগেটে একটি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই গৃহকে তিনি "কুটীর" নাম প্রদান করিলেন। রিগেটের জনশূন্য প্রান্তরে তিনি অধিকাংশ সময় অধ্যয়ন ও আত্মচিন্তায় লিপ্ত থাকিতেন। একদিন তিনি রিগেট উদ্যানে এক বৃহৎ বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ তাঁহার মনে এই এক প্রশ্নের উদয় হইল, "ঈশ্বর কি আছেন? যদি তিনি নাই, আমি কোথা হইতে আসিলাম? যদি তিনি থাকেন, তবে আমি কি? এবং এই জীবনলাভ করিয়া কি করিতেছি?" সেই বৃক্ষতলে বসিয়া এইরূপ গাঢ় চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময় কে যেন কোথা হইতে বলিয়া উঠিল, "আমি আছি, এই বিশ্বাস করিয়া কার্য্য কর, জানিতে পারিবে আমি নিশ্চয়ই আছি।" লেডী সমারসেট চকিত হইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন কেহ কাছে নাই, কোথা হইতে এই কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল! "আমি আছি এই বিশ্বাস করিয়া কার্য্য কর, জানিতে পারিবে, আমি নিশ্চয়ই আছি।" এই কথা তিনি বারম্বার মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি এইস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং উদ্যানের চারিদিকে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন দশদিকে প্রকৃতির প্রসন্নমূর্ত্তি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া বিরাজ করিতেছে, মৃদুমন্দ সমীরণ প্রস্ফুটিত গোলাপের সুগন্ধ বহন করিয়া তাঁহার প্রাণে কি যেন এক সুশীতল শান্তি আনয়ন করিতেছে! কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তাঁহার মুখমণ্ডল বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন ছিল, এখন তাহা প্রসন্নভাব ধারণ করিয়াছে। সেই আশ্বাসবাণীতে আশ্বস্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন! যে ধর্ম্মগ্রন্থ বহুকাল হইতে অধ্যয়নে বিরত ছিলেন, তাহা তিনি অন্বেষণ করিয়া বাহির করিলেন। সেই রাত্রিতে তন্মধ্যহইতে "সেন্টজন লিখিত সুসমাচার" তিনি গাঢ় অভিনিবেশের সহিত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যতই পাঠ করিতে লাগিলেন, ততই সেই আশার বাণীর সত্যতা তাঁহার প্রাণে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। সেই রাত্রিতেই তিনি সংকল্প করিলেন, 'অদ্য হইতে আমি ঐ আশার বাণী শিরোধার্য্য

করিয়া কার্য্য করিব। আমি বিশ্বাস করি, তিনি যথাসময়ে আমার নিকট প্রকাশিত হইবেন।'

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি সমাগত বন্ধুবান্ধবগণকে বলিলেন, অতঃপর আমি আর কোন প্রকার সামাজিক ব্যাপারে মিশিব না। বন্ধুগণ তাঁহার এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ইষ্টনর প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন। এই প্রাসাদ ম্যালবারন পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। সৌন্দর্য্যে ইহাকে অপ্সরা-পুরী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুবিশাল তরুরাজি ভেদ করিয়া এই অভ্রভেদী ইষ্টনর প্রাসাদ পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান। নিকটে একটী মনোরম হ্রদ; পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত হওয়ায় ঐ স্থানের স্বাভাবিক সুষমা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই স্থানে লেডী সমারসেট একখানি পুস্তক লইয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং পুত্রের অধ্যাপনাতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। কোন্ কার্য্য সাধনের জন্য ভগবান্ তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন, যতদিন এ বিষয়ে তাঁহার প্রত্যাদেশ না পাইলেন, ততদিন ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং আপনাকে তাঁহার কার্য্যের জন্য ক্রমশঃ উপযুক্ত করিতে যত্নবতী হইলেন। তিনি ভাবিলেন আপনাকে সর্ব্বথা ঈশ্বরের অনুগত করা, এবং তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলা আমার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, "Charity begins at home." লেডী সমারসেট দেখিলেন, ভগবান্ অযাচিতভাবে আমাকে এই যে পুত্ররত্নদান করিয়াছেন, ইহার যথোচিত লালন পালন ও সংশিক্ষাবিধান এবং আমার পরিচারক ও প্রজামণ্ডলীর হিত-সাধন করাই আমার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সাধনে তিনি যত্নবতী হইলেন। তিনি দেখিলেন, আপন প্রজামণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অতিহীনভাবে জীবন যাপন করিতেছে। দুঃখ দারিদ্র্যের পেষণে কত নিঃস্ব নরনারী আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই এক বিশাল কার্য্যক্ষেত্র তাঁহার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। তিনি অতুল সম্পদের অধিকারিণী এই সকল দীন দুঃখীর দুঃখমোচন করিবার জন্য মুক্তহস্তে অর্থদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, যতই দান করা যাইতেছে, কিছুতেই তাহাদিগের অবস্থা উন্নত হইতেছে না, যে দুঃখ দারিদ্র্য, যে হাহাকার, তাহাই রহিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? ইহা জানিবার জন্য তিনি তাহাদের সঙ্গে মিশিতে লাগিলেন এবং অনুসন্ধানে জানিলেন, তাহাদিগের এই দুর্গতির কারণ সুরাপান এবং অমিতাচার। তিনি দান করিতেছেন, তাহারা অর্থ লইয়া স্বচ্ছন্দে সুরাপান করিতেছে। তাঁহার এরূপ দান আর ভস্মে ঘৃতাহুতি উভয়ই সমান। তিনি দেখিলেন ইহাদিগের চরিত্রের মূলে যে এক মহা দোষ অনুপ্রবিষ্ট হই-

য়াছে, তাহা সমূলে উৎপাটন করিতে না পারিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। তাঁহার পরিচারক ও প্রজামণ্ডলীর মধ্যে মদ্যপান এমনই প্রবল ছিল যে, তাঁহার নিজের একটী পোষা শুকপক্ষী "Pop! take a glass of sherry, take another glass" অর্থাৎ পপ্! এক গ্লাস শেরি খাও, আরও এক গ্লাস খাও" এই-রূপ বুলি ধরিয়াছিল।

তিনি স্থির করিলেন, এই সকল হতভাগ্যদিগের অবস্থা উন্নত কবিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ইহাঁদিগের চরিত্র গঠন করা প্রয়োজন। এইজন্য তিনি এক দিন এক স্কুলগৃহে পরিচারকবর্গ ও প্রজামণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া "সুরা-পানের অপকারিতা" বিষয়ে ১৫ মিনিট কাল বক্তৃতা করেন এবং বক্তৃতা শেষ হইলে, "আর কখনও সুরাপান করিব না" এই মর্ম্মের একখানি প্রতিজ্ঞা পত্রে সর্ব্বপ্রথমে আপনার নাম স্বাক্ষর করেন। উপস্থিত শ্রোতৃগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল এবং সেই দিন হইতে সুরাপান পরিত্যাগ করিল। এইরূপে তাঁহার গ্রামে সর্ব্বপ্রথমে এক সুরাপান নিবারিণী সভা সংস্থাপিত হইল এবং সুরাপানের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত হইল।

(ক্রমশঃ)

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার রহস্য।

অতি প্রাচীন কালে আর্য্যগণ ভূগোল বিষয়ে কতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া-ছিলেন, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অতি প্রাচীন কালের গ্রন্থের মনুসংহিতা ও অষ্টাদশ পুরাণে ভূবৃত্তান্তের যাহা কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা এ বিষয়ে সম্যক্ কৃতকার্য্যতালাভ অতীব দুরূহ। মনুসংহিতার সৃষ্টিবর্ণনা স্থলে ভূমণ্ডলের যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মধ্যে রূপকের বিলক্ষণ সদ্ভাব স্পষ্টই দৃষ্ট হয়, এবং পুরাণ সকলের মধ্যে অত্যুক্তির বিশেষ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়, সুতরাং সে সকল হইতে প্রকৃত বিষয়ের নির্দ্ধারণ একান্ত অসম্ভব। মধ্যকালেরও ভূগোল সংক্রান্ত দুই এক খানি গ্রন্থ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ম, "বিক্রম প্রতিদেশব্যবস্থা," ইহার বয়ঃক্রম প্রায় দেড় সহস্র বৎসর। এই গ্রন্থখানি আবার ইংরাজী দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত ভোজ নৃপ-তির উত্তরাধিকারী রাজা মঞ্জুকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া "মঞ্জু প্রতিদেশ ব্যবস্থা" নামে প্রকাশিত হয়। এই উভয় সংস্করণই এখনও গুজরাটে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য। ২য়, "ত্রৈলোক্য দর্পণ।" এ খানি বৌদ্ধদিগের দ্বারা প্রকাশিত হয়। ৩য়, "ক্ষেত্র দর্পন।"

এখানি জৈন মতাবলম্বীদিগের গ্রন্থ। এই রূপ আরও দুই এক খানি ভূগোল গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

আর্য্যদিগের মধ্যে পৌরাণিকেরা ও জ্যোতির্ব্বিদেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভূমণ্ডলের আকার ও বিভাগ নির্ণয় করিয়াছেন। এই উভয় প্রকারেরই মানচিত্রাদি বিদ্যমান ছিল, এবং এক্ষণেও দৃষ্টিগোচর হয়। কাপ্তেন উইল্‌ফোর্ড সাহেব নেপালের একখানি মানচিত্র সন্দর্শন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন,—"মানচিত্রখানি দীর্ঘে ৪ ফুট, প্রস্থে ২॥ ফুট, পেষ্টবোর্ডের উপর অঙ্কিত। পর্ব্বত-শ্রেণী পেষ্টবোর্ডের উপরিভাগ হইতে এক ইঞ্চ উচ্চ করিয়া গঠিত। বৃক্ষ সকল চতুর্দ্দিকে রঞ্জিত এবং বর্ত্ম সকল লোহিত রেখায় ও নদী সকল নীলরেখায় চিত্রিত। বিবিধ শৈলশ্রেণী তন্মধ্যস্থ সংকীর্ণ পথ সকলের সহিত সুস্পষ্টরূপে গঠিত ও রঞ্জিত এবং নেপালের উপত্যকা ভূমিও সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছিল। ইত্যাদি।"

উপরে কথিত হইয়াছে, পৌরাণিকেরা ও জ্যোতির্ব্বিদেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পৃথিবীর আকার ও বিভাগ নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে ভূমণ্ডল সম্বন্ধে ঐ দ্বিবিধ মত বর্ণন করিয়া তত্তদ্ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই পৌরাণিক মত প্রচলিত আছে। পৌরাণিকেরা বলেন ভূমণ্ডল জলবেষ্টিত সরাব পৃষ্ঠের ন্যায় এবং জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন পৃথিবী গোলাকার। বোধ হয়, পৌরাণিকেরা নূতন ভূখণ্ডের (আমেরিকার) অস্তিত্ব পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না, তাঁহারা প্রাচীন ভূখণ্ডেরই (আসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা) কতক বিষয় অবগত ছিলেন, সুতরাং সেই ভূভাগকেই সমুদায় ভূমণ্ডল জ্ঞান করিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদেরা অবনীর গোলত্ব নির্ণয় করিয়া তাহার নিম্নার্দ্ধের বিবরণ কেবল কল্পনা বলে সঙ্কলন করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব পৌরাণিক মত, কল্পিত জ্যোতিষী মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণের মতে সাগর পরিবেষ্টিত পৃথিবী লোকালোক নামক পর্ব্বতশ্রেণীদ্বারা বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। মুসলমানেরা এই পর্ব্বতকে "কাফ্" ও প্রাচীন ইউরোপীয়েরা "আটলাস" কহে। য়িহুদী ও অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা পৃথিবীকে সমতল বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এ সিদ্ধান্তটীকে অনৈসর্গিক বলা যাইতে পারে না, কারণ জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা ব্যতিরেকে, বোধ হয়, পৃথিবীর গোলত্ব সপ্রমাণ করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারিত না।

পৌরাণিকেরা বলেন, সরাব পৃষ্ঠাকার এই পৃথিবীর ঠিক্ মধ্যস্থলে সুমেরু পর্ব্বত স্থাপিত। ইহার আকার পদ্মকর্ণিকার ন্যায়। ইহার মূল হইতে ইহার উপরিভাগের পরিসর দ্বিগুণ এবং উচ্চ-

তার পরিমাণ পঞ্চগুণ। ক্লীয়াস্থস্‌ও পৃথিবীর আকার উল্টান কর্ণিকার (Coue) স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিউশিপস্‌ও এই প্রকার ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

পৌরাণিকদিগের মতে পৃথিবীর আকার একটী পদ্মের মত। ইহার মধ্যস্থল সুমেরু অথবা বিষ্ণুর নাভি বলিয়া উক্ত আছে। এই ভূ-পদ্মের চারিটী পাপড়ী, অবনীর পূর্ব্ব, পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ মহাখণ্ড নামে খ্যাত; অর্থাৎ প্রথম কুরুবর্ব, দ্বিতীয় কেতুমল বর্ষ, তৃতীয় ভারতবর্ষ, ও চতুর্থ ভদ্রাশ্ব-বর্ষ। এবং ইহার পত্রগুলি দ্বীপ— বলিয়া খ্যাত। এই সদ্বীপা পৃথিবী জলে নৌকার ন্যায় ভাসিতেছে। কাল্‌ডিয়া-নেরা পৃথিবীকে তরণীর ন্যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, এবং প্রাচীন আর্য্যগণ অর্ঘ্যেতে ইহার সাদৃশ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। অর্ঘ্যের উন্নত প্রদেশ "অর্ঘ্যনাথ" বা "ঈশ্বর" বলিয়া উক্ত হয়। পাঠিকাগণ এই স্থলে আরগোনটীক্ ব্যাপার (Argonautic Expedition) স্মরণ করিয়া দেখুন। মিসরবাসীরা তাঁহাদের প্রধান দেবতা "অশিরিশ্‌কে" আরগোর সেনাপতি বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন, এবং তাঁহাকে বহুলোকবাহী এক নৌকারোহী পুরুষের আকারে গঠন করিয়াছেন। এইক্ষণে মিসর দেশীয় "আরগোনট" ও আমাদিগের "অর্ঘ্যনাথ" এই দুয়ে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা বিবেচনা করুন্। ফলতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে এই দুই জাতি যে নৈকট্য সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ। আর্য্যেরা প্রাতঃ-সূর্য্য সম্মুখীন হইয়া সম্মুখস্থ দিক্‌কে পর বা পূর্ব্ব, পশ্চাদ্ভাগস্থ দিক্‌কে অপর বা পশ্চিম, অন্য দুই দিক্‌কে দক্ষিণও বাম বা উত্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বৌদ্ধেরা পৃথিবীর পাশ্চাত্য ভাগকে অপরিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। সিংহলবাসিগণ উত্তর দিক্‌কে উত্তুরু কুরু বলিয়া থাকেন। বায়ু পুরাণে পৃথিবীর পূর্ব্বাংশকে পূর্ব্ব দ্বীপ এবং অকৃষশ্ নদী অপর গণ্ডিকা অর্থাৎ পশ্চিম গণ্ডিকা বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহাহইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে পৃথিবীর পশ্চিমাংশকে অপর দ্বীপও বলা হইত। আবার অপরেয়ম্ এবং অপরেয় অপর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আইবিরিয়া ইউরোপের পশ্চিমাংশের প্রাচীন নাম। বোধ হয় ইহা ঐ অপরেয়ম বা অপরেয় শব্দের অপভ্রংশ। মহাকবি হোমারও হাইপিরিয়া বা অপর শব্দ ঐ ভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। পুরাকালে ইউরোপ ও আফ্রিকা ভূমণ্ডলের দুই প্রধানাংশের অন্যতর অংশ বলিয়া যে বিদিত ছিল, বিজ্ঞ জন মাত্রেই বোধ হয় তাহা অবগত আছেন।

দৃশ্যমান ঈশ্বরবিরচিত এই জগন্মণ্ডলকে পণ্ডিতেরাও এক একবার স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে রচনা করিয়া থাকেন। এই রোগ সকল দেশের লোকেরই আছে। এইক্ষণে সেই পৃথিবীর আকার, প্রকার,

সংস্থান, উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয় প্রভৃতির সম্বন্ধে আর্য্য দার্শনিকগণের মধ্যে কে কিরূপ বলেন, তাহা প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত বলেন, ঈশ্বরসৃষ্ট ভূত পঞ্চকের মধ্যে পৃথিবী সর্ব্ব শেষোৎপন্ন ভূত। আর্য্যেরা মূল পদার্থকে "ভূত" নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'ভবতি অস্মাৎ' যাহা হইতে হয়, তাহারই নাম ভূত। কিন্তু ঘট, পট, গৃহ, কুড়্যাদি জৈবিক কার্য্যের উপাদান ভূত নহে। এই প্রকাণ্ড বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান যে যে বস্তু, তাহারাই প্রকৃতরূপে ভূত শব্দে প্রকৃত বাচ্য। আর্য্যদিগের মতে পাঁচটীর অতিরিক্ত ভূত নাই। পাঁচটী মাত্র ভূতের সংযোগ বিয়োগ ন্যূনাধিক ভাবে সংহত অসংহত হইয়া ঈদৃশ প্রকাণ্ড বিশ্বের উৎপত্তির কারণ হইয়াছে। প্রথমতঃ আকাশ, তৎপরে বায়ু, অনন্তর বহ্নি, বহ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

কিছুদিন পূর্ব্বে পাঠিকাগণকে বারি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে শব্দ-বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে।

"কদম্ব কোরক ন্যায়াত্তুৎপত্তিঃ কস্যচিন্মতে। বীচি তরঙ্গন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্ত্তিতা॥

মীমাংসা ও পাণিনিদর্শনের মতে শব্দ নিত্য। সেই নিত্য শব্দের নাম স্ফোট। আঘাতাদি দ্বারা শব্দ ব্যক্ত হয়। ঘট এই শব্দের স্ফোট নিত্য। কিন্তু মুখ দ্বারা প্রথমে ঘকার, তৎপরে অকার, তৎপরে টকার এবং তৎপরে অকার উচ্চারিত হইয়া সেই স্ফোটের ব্যঞ্জন মাত্র হইয়া থাকে। যেরূপ বায়ু সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও তালবৃন্ত সঞ্চালনাদি দ্বারা তাহা প্রকাশ পায়, সেই রূপ আঘাতাদি দ্বারা স্ফোটের প্রকাশ মাত্র হয়।

নৈয়ায়িকের মতে শব্দ অনিত্য। ইহা আকাশের বিশেষ গুণ। আঘাতাদি দ্বারা ইহার উৎপত্তি হয়। কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে যেরূপ কদম্বগোলকের সকল দিকেই পাপড়ী হইয়া থাকে, সেইরূপ আঘাতোৎপন্ন প্রথম শব্দ হইতে সকল দিকেই পৃথক্ পৃথক্ শব্দ সকল উৎপন্ন হয়। আবার ঐ সকল শব্দের প্রত্যেকের সকল দিকে পৃথক্ পৃথক্ শব্দ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রমে প্রসারিত হইয়া কর্ণকুহরে শব্দ উৎপন্ন হইলেই উহার জ্ঞান হয়। নৈয়ায়িকদিগের মতান্তরে প্রথম উৎপন্ন শব্দ

বেষ্টন করিয়া জলের তরঙ্গের ন্যায় একটী শব্দ উৎপন্ন হয়। সেই শব্দের অব্যবহিত পরেই আর একটী তরঙ্গাকার শব্দ উৎপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমে প্রসারিত হইয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেই ঐ শব্দের জ্ঞান হয়।

এই শেষোক্ত মতটির সহিত ইউরোপীয় শব্দবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মতের ঐক্য দেখা যায়। তাঁহাদিগের মতেও বীচিতরঙ্গাকারে বায়ু এবং অন্যান্য তরল পদার্থে শব্দের প্রসারণ হইয়া থাকে। ইহা বোধহয় এক্ষণে আর কাহারও অবিদিত নাই, যে ভূমণ্ডল চতুর্দ্দিকে সমুদ্র তল হইতে ঊর্দ্ধে প্রায় ৫০ মাইল পর্য্যন্ত বায়ুদ্বারা পরিব্যাপ্ত। যেরূপ মীন কচ্ছপাদি জলের মধ্যে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত ভূচর ও খেচর জীব এই বায়ু রাশির মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে যে স্থান শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে, সে সমস্তই বায়ুতে পরিপূর্ণ। জগতে যাবতীয় বস্তু আছে, সমস্তই স্বজাতীয় পরমাণু পুঞ্জের সম্মিলনে উৎপন্ন হয়। পরমাণু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কিন্তু যখন শত শত পরমাণু একত্র সংঘটিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে। যদি কোন বস্তুকে ক্রমাগত ভাগ করা যায়, এবং শেষে উহার এরূপ সূক্ষ্ম ভাগ পাওয়া যায় যে তাহা আর ভাগ হইতে পারে না, তবে ঐ সূক্ষ্মাংশই সেই বস্তুর পরমাণু। একটী বালুকাতে শত শত পরমাণু আছে। সুতরাং, এরূপ সূক্ষ্ম অস্ত্র হওয়াই অসম্ভব যদ্দ্বারা কোন বস্তুকে প্রকৃতই পরমাণুতে বিভাগ করা যায়। বিজ্ঞান শাস্ত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পরমাণু সকল সন্নিহিত হইলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ দ্বারা তাহারা পুঞ্জীকৃত হয়। এই আকর্ষণকে যোগাকর্ষণ বলে। যোগাকর্ষণে পরমাণু যতই আকৃষ্ট হউক না কেন, উহাদের অন্তর্ভূত তাপ-বশে উহারা এক কালে মিলিয়া যাইতে পারে না। উহাদের পরস্পরের মধ্যে অবকাশ (ফাঁক) থাকিয়া যায়। এই নিমিত্ত সকল বস্তুই আঘাতে বা চাপে কিছু না কিছু সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়। কতকগুলি বস্তু চাপে সঙ্কুচিত হইয়া সেই চাপ বল অন্তর্হিত হইলেও প্রায় সেই সঙ্কুচিতাবস্থাতেই থাকে। আর কতক গুলি বস্তু চাপবল অন্তর্হিত হইলেই পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সীসা ধাতু আঘাতে সঙ্কুচিত হইয়া আঘাত বল অন্তর্হিত হইলেও প্রায় সেইরূপ সঙ্কুচিত থাকে। কিন্তু ইস্পাতে বা হস্তিদন্ত আঘাতে সঙ্কুচিত হইলেও আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

বাদন প্রণালী।

"THERE IS A HAPPY LAND."

কাওয়ালী।

ধ ধ প | ধ সা সা |

ধ ধ প | ম | ধ ধ প |

ধ সা সা | ধ ধ প |

ম | ম ম ঋ | ঋ সা সা |

ধ প ধ সা | ঋ সা সা |

ম ম ঋ | ঋ সা সা |

ধ ধ প | ধ | }

POLKA.

একতালা দ্রুতগতি।

(ঋ সা সা নি নি ধ ধ)

ধ প প ম ম গ গ }

(গ ম প প ধ নি ঋ সা)

নি নি ধ ধ প প প প }

ম ম ম গ গ ঋ সা সা

সা সা সা নি নি ধ প ধ }

OUR FATHER IN HEAVEN.

একতালা।

নি | নি প ধ নি
Our Fa- ther in hea-

নি নি সা১ সা১ সা১
ven. We hal- low thy

নি নি | নি প
name, May thy king-

ধ সা নি প ম
dom tru- ly on earth

ধ প, ম) ম | ম
be the same. O give

ম প ধ প নি
to us dai- ly our

সা১ নি নি নি নি
por- tion of bread. It

গ১ প ধ সা১ নি
is for thy boun- ty

ধ প নি ধ
that all must

ম গ
be fed.

GOD SAVE THE QUEEN.

সা সা ঋ নি সা ঋ গ গ ম

গ ঋ সা ঋ সা নি সা সা ঋ

গ ম প প প প ম গ ম

ম ম ম গ ঋ গ ম গ ঋ সা

গ ম প ধ প ম গ ঋ সা

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

১। আমেরিকা নিবাসী অসভ্য জাতিগণের মধ্যে এক প্রকার সাঙ্কেতিক ভাষা প্রচলিত আছে। ইহাদিগের মধ্যে যে কয়েকটী ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আমেরিকার আদিম নিবাসীর প্রত্যেক লোকেই এই সাঙ্কেতিক ভাষা বুঝিতে পারে।

২। ইয়োরোপের একটী মাত্র দেশে প্রাণদণ্ড দিবার রীতি রহিত করা হইয়াছে, সে দেশ ইটালী।

৩। প্রাণ দণ্ড দিবার জন্য নিম্নলিখিত কয় প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। (১) ফাঁসি কাষ্ঠ, (২) কুঠার, (৩) রজ্জু, (৪) আগ্নেয়াস্ত্র, (৫) তরবারি। ব্রান্সউইক রাজ্যে কুঠার, চীনদেশে রজ্জু, ইউকেডর প্রদেশে আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রুসিয়া রাজ্যে তরবারি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৪। কোন কোন জাতীয় বিষধর সর্প আত্মহত্যা করিয়া থাকে। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিত এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একবার একটী আমেরিকা দেশস্থ ঝুমঝুম শব্দকারী সর্পকে কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ বায়ুশূন্য প্রকাণ্ড স্বচ্ছ কাচের বোতলে প্রবেশ করান। বায়ুবর্জ্জিত স্থানে থাকিয়া সর্প কতক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি দেখিলেন বায়ুশূন্য বোতলের মধ্যে কিয়ৎ কাল অবস্থিতির পরেই সর্পটী ছট্ ফট করিতে আরম্ভ করিল, তৎপরে সজোরে আপনার শরীরে দংশন করিল। দংশনের পর মুহূর্ত্ত হইতেই সে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল, এবং এক মিনিটের মধ্যেই তাহার আয়ুঃশেষ হইল। সর্পটী স্বীয় শরীরের যে স্থানে দংশন করিয়াছিল, তথায় দুইটী

দাঁতের সুস্পষ্ট চিহ্ন পরে দৃষ্ট হইয়াছিল। কোন কোন জাতীয় সর্পের ন্যায় কাঁকড়া বিছাও আত্মহত্যা করে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার একটী কাঁকড়া বিছার চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করাতে দেখা গিয়াছিল সে চতুর্দ্দিকস্থ অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে না পরিয়া স্বীয় দেহে দংশন করিল এবং দংশনের ক্ষণেক পরেই তাহার মৃত্যু হইল।

৫। আফ্রিকায় যে খর্ব্বজাতীয় মনুষ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারা সচরাচর দীর্ঘে প্রায় আড়াই হাতের অধিক নহে। ইহাদিগের মস্তক গোলাকার, নাসিকা খর্ব্ব, মুখ দীর্ঘাকৃত, শ্মশ্রু হ্রস্ব এবং দেহ লোমাবৃত। ইহারা নিষ্ঠুর প্রকৃতি, চতুর, এবং চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ। ইহারা কোন প্রকার গহনা ব্যবহার কিম্বা গাত্রে উল্কী ধারণ করে না। ইহারা উপরিস্থ ওষ্ঠের উপর দুইটী ছিদ্র করিয়া থাকে, বলে উহা সৌন্দর্য্য সম্পাদক। ইহারা এককালে ধর্ম্মভাবশূন্য নহে। একপ্রকার বিবাহ রীতি ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা সভ্যতাসম্মত বিবাহ-প্রথার অনুযায়ী নহে। ইহারা মৃতদেহ সমাধি করিয়া থাকে। নরমাংস ভক্ষণ রীতি ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। ষ্টুলমেন নামক জর্ম্মণ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বলেন যে প্রাচীনকালে সমস্ত আফ্রিকাদেশে এই খর্ব্বাকার জাতি দেখা যাইত, কিন্তু এক্ষণে আফ্রিকার মধ্যভাগেই উহাদিগের বাস।

৬। আমাদের দেশে মহাকালী রণদেবতা বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন; তাঁহার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্করী, দেখিলেই প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে। পাঠিকা! জেডো নগরের একটী রণদেবতার বিবরণ শ্রবণ কর। ইহা আরও ভয়ঙ্করী এবং মনুষ্যকল্পনা কত দূর অগ্রসর হইতে পারে ইহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জেডো নগরে যে রণদেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার নাম হচিমান। ইহা নারীমূর্ত্তি। কাষ্ঠ ও প্লাষ্টারদ্বারা এই নারীমূর্ত্তি গঠিত, ইহা প্রায় ৩৬ হাত উচ্চ। ইহার শিরঃপ্রদেশ এত বৃহৎ যে, তাহার মধ্যে ২০ জন লোক বিনা ক্লেশে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে পারে। এই রণদেবতার এক হস্তে কাষ্ঠনির্ম্মিত তরবারি; তাহার ফলা ১৮ হাত দীর্ঘ। অন্য হস্তে একটী গোলা আছে, তাহার ব্যাস ৮ হাত। মানবদেহ যেমন অস্থিদ্বারা সংগঠিত, সেইরূপ কৃত্রিম অস্থিদ্বারা এই রণদেবতার দেহ গঠিত। ইঁহার চক্ষু দেহানুরূপ, এক একটী প্রকাণ্ড গবাক্ষ বিশেষ; প্রয়োজন হইলে এই গবাক্ষদ্বারা নগরের সমস্ত অংশ বিশেষ ভাবে দর্শন করা যায়। যদি তুমি এই রণদেবতার শিরোদেশে উঠিতে ইচ্ছা কর, তাহাহইলে তন্মধ্যস্থিত ঘোরাণ ঘোরাণ সিড়ি আছে, তুমি এক আনা দর্শনী দিয়া স্বচ্ছন্দে উপর প্রদেশে উঠিয়া নগর দর্শন কর!

শোকের শান্তি।

(গত প্রকাশিতের পর)

তবে কি শান্তির প্রকৃত উপায় স্মৃতি? স্মৃতিই তো শোকানলের আহুতিস্বরূপ। স্মৃতির জন্যই শোকের অমন আগুণ জ্বলিয়া থাকে। যাহার জন্য শোকাকুল হইয়াছ, সে কত ভাল বাসিত, তোমাকে দেখিলে কত সুখী হইত, কেমন করিয়া আপন দিয়া তোমার সুখ সম্পূর্ণ করিতে চাহিত, স্মৃতি রাক্ষসীই তো জপমালায় সে সব কথা গাঁথিয়া রাখিয়াছে!—তাহার প্রাণে কিসের জন্য দারুণ ক্ষোভ রহিয়াছে, সে কি চাহিয়া পাইয়াছিল না, তাহার কাছে তোমার কত ক্রটি, কত অপরাধ, অসংশোধিত অবস্থায় এজনমের মত রহিয়া গিয়াছে, স্মৃতি পোড়ারমুখীই তো দিন রাত্রি সেই সব সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে! তাইতো শোকের যন্ত্রণা! আবার তাহাকে মনে করিলেই তাহাকে আবশ্যক হয়, অথচ সে এখন মানবেন্দ্রিয়ের অতীত, তাহার জন্য তুমি দীনই হও, পথের ভিখারীই হও, নিরন্নই হও, সে আশা পূর্ণ করিতে—তোমার একবিন্দু অভাব দূর করিতে, ফিরিয়া আসিবে না! তাই বলিতেছি, পিপাসিতের জলপানে সুখ আছে সত্য, কিন্তু যদি কখনও মরুভূমির মত জলশূন্য স্থানে যাইতে হয়, তবে সেখানে জলের স্মৃতি উদ্দীপনের ফল দারুণ দুঃখ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সেই রকম, মানবের পক্ষে, ইহলোকবাসী আত্মীয়ের বা বন্ধুর স্মৃতি বড়ই মধুময়—বড়ই সুখময়; কিন্তু সে ভালবাসাভাজন যখন পরলোকে চলিয়া যায়—শরীরী মানব যখন তাহার সহিত পার্থিব সম্বন্ধ অনুভব করিতে অক্ষম হয়, তখন তাহার অগ্নিময় স্মৃতি জ্বালাইবার ফল কেবল "পুড়িয়া মরা" ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এ রকম প্রীতিশূন্য একতা, জীবনশূন্য দেহ, প্রীতিভাজনশূন্য স্মৃতি, বহিয়া বেড়াইতে কে চাহিবে?

বিস্মৃতির সুখ বলিয়াছি, স্মৃতির সুখও বলিলাম। সুতরাং এখন আমরা সহজে বলিতে পারিব, যে এরকম বিস্মৃতি অথবা স্মৃতিতে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি নাই। বিস্মৃতি শোক শান্তির নিকৃষ্ট উপায় এবং স্মৃতি শোকানল জ্বালাইবার সহায় মাত্র। অতএব আমরা শান্তির অনুসন্ধিৎসু হইলে আগে আমাদিগকে নিজের হৃদয়মধ্যে ঢুকিয়া "খানা-তলাসী" করিয়া দেখিতে হয়। সেখানে এমন একটা জিনিস আছে, যে সেইটীর জন্যই আমাদের "শান্তি" সহজে লাভ হইতে পারে না।—আমরা এই দূষিত পদার্থটী অথবা "চোরামাল"টী গ্রেপ্তার করিয়া বিবেক দেবতার হস্তে যে দিন সমর্পণ করিতে পারিব, সে দিন কোনও বিষয়ে আমাদের অশান্তি থাকিবে না।

এই জিনিসটীর নাম স্বার্থ। স্বার্থ মান-

বের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আমি যে ভাবটীকে "স্বার্থ" বলিতেছি, লোকে তাহাকে ঠিক্ স্বার্থ বলে না—"আমিত্ব" বলে। এই স্বার্থ অথবা আমিত্ব আর কিছুই নহে, আপনাকে সকল সুখের কেন্দ্রীভূত করা। এরকম স্বার্থের জন্য কেহ কাহাকে নিন্দা করে না, কারণ ইহা স্বার্থপরতা নহে। কিন্তু লোকে নিন্দা না করিলেও আমরা অনেক সময়ে স্বার্থের জন্য ঠকিয়া যাই—দুঃখের বোঝা কিনিয়া বসি। এই বিষয়ের এক প্রধান প্রমাণ আমাদের শোক।—যাহার শোকে হৃদয় এত কাতর হইয়াছে, তাহাকে যদি নিঃস্বার্থরূপে ভাল বাসিতে পারিতাম, যদি তাহাকে আমার জন্য ভাল না বাসিয়া তাহারই জন্য ভাল বাসিতে পারিতাম, যদি আমার প্রাণের গোপনীয় দৃষ্টি আমার নিজের সুখের উপরে না থাকিয়া তাহার সুখের উপরেই থাকিত, যদি আমি আপনা ভুলিয়া তাহাকে ভাল বাসিতাম, তাহা হইলে তাহার জন্য এত ক্লেশ পাইতাম না! সত্য বটে, সে এ জগতে থাকিলে আমি তাহাকে যত্ন করিতে পারিতাম, আদর করিতে পারিতাম—বড় জোর আমার মানবশক্তির যাহা আয়ত্ত, তাহাকে সেই সব জিনিস দিয়া সুখী করিতে পারিতাম; কিন্তু মর জগতের শোক দুঃখ হইতে, মর জগতের জরা মরণ হইতে, মর জগতের বিঘ্ন বিপদ হইতে, এক মুহূর্ত্ত তাহাকে রক্ষা করিতে আমার ক্ষমতা হইত না। এ সংসারে থাকিলে সংসার-যাতনা তাহাকে ভোগ করিতেই হইত! আবার দেখ, মাতা পিতা সন্তানকে ভাল বাসেন সত্য, সন্তান পিতা মাতাকে লাভ বাসেন সত্য, স্বামী স্ত্রীকে ভাল বাসেন সত্য, স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসেন সত্য, বন্ধু বন্ধুকে ভাল বাসেন সত্য, কিন্তু অনন্ত স্নেহময়ী বিশ্বজননীর মত ভাল বাসিতে কাহার সাধ্য আছে? আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভালবাসাকে আমরা "অসীম"ই বলি, "অনন্ত"ই মনে করি, আমাদের ভালবাসায় রাগ আছে, অভিমান আছে, বিরক্তি আছে, স্বার্থের কত জিনিসই তাহাতে মিশান আছে! অতএব ভগবতী বিশ্বজননীর ভালবাসার—সেই দোষ গুণে, পাপ পুণ্যে, জীবন মরণে অবিকৃত, সমভাব, সেই সম্পূর্ণ ভালবাসার তুলনায়, আমাদের এ অসম্পূর্ণ ভালবাসা নগণ্য মাত্র! তাই বলিতেছি, যাহার শোকে বুকে বড় বেদনা লাগিয়াছে, এখন সে সেই শোকতাপহীন, জরামরণহীন, বিঘ্নবিপদহীন, অনন্ত সুখের রাজ্যে গিয়াছে, অনন্ত স্নেহময়ী বিশ্বজননীর স্নেহের কোলে গিয়া অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে, স্বর্গের অমৃতমাখা ভাল বাসাতে তাহার প্রাণ জুড়াইয়া গিয়াছে; আর পাপাশয় আমি, নিষ্ঠুর আমি তাহার জন্য কাঁদিয়া মরিতেছি! কাঁদি কেন?—সেই "আমিত্বে"র জন্য। তাহাকে দেখিতে পাই না, জীবনে তাহার সহিত সংস্রব অনুভব করিতে পারি না, তাহার সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে পারি না! আমার তাহাকে বড় প্রয়োজন

হইলেও সে আসিতে পারে না! এই সব ক্ষোভেই কাঁদি! বলা বাহুল্য এ সব কথাই আমাদের সেই "আমিত্ব" মূলক! সেই জন্যই বলিয়াছি স্বার্থের জন্যই আমরা এ সংসারে অনেক সময়ে প্রতারিত হই। যত দিন এই স্বার্থ, প্রাণে জড়িত থাকিবে, তত দিন শোককাতর হৃদয় প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারিবে না; এই স্বার্থ বা আমিত্বই আমাদের শান্তির অন্তরায়।

এখন, আমরা যদি আমাদের মৃত—ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহভাজনকে ভাল বাসিয়া তন্ময় হইয়া যাইতে পারি, যদি ভালবাসার অনুশীলনে স্বার্থশূন্য হইতে পারি, যদি নিঃস্বার্থ প্রীতিতে হৃদয় পূর্ণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের শোকের প্রকৃত শান্তি হয়। শোকের শান্তি স্বার্থপূর্ণ স্মৃতি বা বিস্মৃতিতে নহে, নিঃস্বার্থ ভালবাসার অনুশীলনে। নিঃস্বার্থরূপে ভালবাসাই আমাদের শোক-যাতনা নিবারণের উপায়।

এই খানে বলা আবশ্যক, আমরা যে নিঃস্বার্থ প্রীতির কথা বলিতেছি, তাহা সাধারণতঃ জীবিত আত্মীয় বন্ধুগণের প্রাপ্য নহে। জীবিত ব্যক্তিগণ স্থূলেন্দ্রিয়েরও গ্রহণীয়, সেই জন্য কেবল তাঁহাদিগের ধ্যান করিয়া আমাদিগের সুখ নাই—অন্ততঃ সম্পূর্ণ সুখ নাই। তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, আপনা দিয়া তাহাদিগের মুখের হাসি, হৃদয়ের সুখ ফুটাইতে ইচ্ছা করে; এ সকল ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে মানব-মনের পরিতৃপ্তি নাই; অতএব আমিত্বের এত-গুলি জিনিস যেখানে, সেখানে "নিঃস্বার্থ প্রীতি" কাহাকে বলিব?—তাই বলিতেছি, প্রীতিভাজন মরিয়া যখন দেবতা হয়, দেবতার মত যখন সূক্ষ্মেন্দ্রিয়েরই প্রাপ্য হয়, দেবতার মত অশরীরী হইয়া যখন তাহার ভক্তের প্রাণের প্রাণে নীরব আধিপত্য করিতে থাকে, তখন সেই শোকসন্তপ্ত হৃদয়েই নিঃস্বার্থ প্রীতির জন্ম হয়! তখনকার ভালবাসায় রাগ নাই, গর্ব্ব নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই! সে ভালবাসা পবিত্র পুণ্যময়। সেই ভালবাসার পূর্ণ বিকাসেই—মানব হৃদয়ের সম্পূর্ণতা—চরমোৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। এই-জন্যই সর্ব্বতত্ত্বদর্শী হিন্দুশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, "মৃতকে ভুলিয়া যাইও না; তাহার ভালবাসা অনুশীলন করিও অর্থাৎ তাহাকে পূজা করিও, তাহার মৃত্যুর তিথিদিনে সাধু মহাত্মা ব্রাহ্মণ ও বন্ধু-দিগকে আহার করাইও, তাহার নাম করিয়া অনাথ দরিদ্রদিগকে দান করিও।" এই সকল কার্য্য করিতে মানবের নিঃস্বার্থ প্রীতি অভ্যাস হয়, শোক-সন্তপ্ত হৃদয় ইহলোক পরলোকব্যাপী সম্বন্ধ অনুভব করিতে—উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হয়; তাহাতেই শোকের প্রকৃত শান্তি মিলে, ভগবৎ-সৃষ্ট "শান্তি" তাহাতেই পাওয়া যায়।

অতএব যে দিন আপনা ভুলিয়া, সেই

ভক্তি, প্রীতি অথবা স্নেহভাজন পরজগৎবাসীকে ভালবাসিতে পারিব, যেদিন ইহ জগতে থাকিয়াও তাঁহার জন্য জগতের সাধু ও পবিত্র কাজ করিতে পারিব, যে দিন ইহলোক পরলোকের অলৌকিক সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, সেই দিনই এ অসহনীয় শোকের শান্তি মিলিবে! সে দিন সে বাহ্যেন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও ধ্যানের প্রাপ্য হইবে, তাহার ধ্যানেই এ হৃদয় চিরপরিতৃপ্ত হইয়া রহিবে। সে দিন এ বিশ্বজগৎ তাহারই সৌরভপূর্ণ "নন্দন বন' হইয়া রহিবে! সেদিন আমার উপরে তাহার স্নেহ মমতার পরিচয় না পাইলেও, আমার নিরাকাঙ্ক্ষ ভালবাসা তাহাতে জড়িত থাকিয়া এ হৃদয়কে স্বর্গের পথে লইয়া যাইবে! সে দিন তাহাকে "আর দেখিতে পাইব না" ভাবিয়া কাঁদিব না, একদিন যে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, সেই দিনের কথা মনে করিয়াই বাকি দিন কয়টা আনন্দে কাটাইতে পারিব! অবশ্য, এ তপস্যা মানবের পক্ষে— তোমার আমার মত সাধারণ মানবের পক্ষে বড়ই আয়াসসাধ্য। দুইবৎসরে অথবা পাঁচবৎসরে সিদ্ধি লাভের আশা করিতে পারি না; তথাপি যদি সিদ্ধিলাভের আশাশূন্য হইয়াও এই মহাতপস্যায় জীবন নিয়োজিত করিতে পারি, তাহাতেও আমার মানব-জীবন সার্থক হইবে। কারণ নিঃস্বার্থ নির্ম্মল ভালবাসার সম্প্রসারণে মানব-হৃদয় যতই সম্প্রসারিত হয়,মানব ততই বিশ্বজগৎকে এবং বিশ্বপতি জগদীশ্বরকে ভালবাসিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে! ইহাতেই ভালবাসার সফলতা! ইহাতেই মানব জন্মের সার্থকতা! প্রকৃত ভালবাসাভাজন লোকান্তরিত হইলে হৃদয় শ্মশানবৎ— ভয়ানক, শ্মশানবৎ যাতনাময় হয়, কিন্তু ভালবাসার অনুশীলন কখনও ব্যর্থ হইবার নহে—সেই শ্মশানে, সেই চিতাভস্মে স্বর্গের সোপান গঠিত হইতে থাকে। মঙ্গলময় জগদীশ্বর অনন্ত যাতনাময় শোক হইতেও হৃদয়ের এইরূপ উৎকর্ষসাধন করেন, মানব-জীবনকে এইরূপ উন্নতি পথে লইয়া যান! এমন দেবতার মহামহিমা বুঝিতে কি তোমার আমার মত মানবাণুর সাধ্য আছে?

শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের জন্য ভগবান যে উপায় দিয়াছেন, তাহা সাধনা করিতে হইলে আমাদিগের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, স্থিরচিত্ততা ও একাগ্রতার প্রয়োজন।— স্বার্থ পরিত্যাগ সহজ কথা নহে। এই সকল মহতী শক্তি লাভের উপায় ভগবানের চরণে প্রার্থনা। প্রার্থনা করিলে ভগবান্ "আয়ু, যশ, তনয় বিত্ত" দেন কিনা তাহা আমি জানি না; কিন্তু দুর্ব্বল মানব আত্মার উন্নতির জন্য যাহা ভিক্ষা করে, দয়াময় তাহা দিয়াই থাকেন। অতএব ভগবানের চরণই সহায় করিয়া আমাদিগকে শোক শান্তির সাধনা করিতে হয়।—কেবল শোকের শান্তি বলিয়া নহে, ভগবানের প্রতি আমাদের ভক্তি ও বিশ্বাস

যতই প্রবল হইতে থাকিবে, আমরা যতই তাঁহার হইতে পারিব, ততই আমাদিগের জীবন সকল প্রকার দুঃখের অতীত হইয়া চির সুখ শান্তি লাভের যোগ্য হইতে থাকিবে। মানব জীবনে ইহাই সর্ব্বোচ্চ সাধনীয়।

লেখিকা—শ্রী মা।

বালিকার আত্ম-বিসর্জ্জন।

ঘোর ষড়্‌যন্ত্রজালে আবদ্ধ হইয়া শিখসচিবপ্রধান ধ্যান সিংহ প্রকাশ্য সভামধ্যে শাণিত তরবারিমুখে প্রাণত্যাগ করিলেন। তেজস্বী, সিংহবিক্রম, যুবক পুত্র হীরা সিংহ সৈন্যদল-সহায়ে পিতৃ-হন্তা শত্রু অজিত সিংহের মস্তক ছেদন করিলেন এবং দ্রুতপদে গৃহে ফিরিয়া সেই ছিন্নমস্তক জননীর পাদদেশে নিক্ষেপ করিয়া বক্ষঃস্থলে হস্তাঙ্গুলি বন্ধন পূর্ব্বক ধীরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ধ্যানমহিষী পতিহন্তার রুধিরাপ্লুত বিকটাকৃতি মস্তক দর্শন করিয়া গম্ভীররবে কহিলেন, "বৎস! তোমার জয় হউক, আমি এক্ষণে সন্তোষলাভ করিলাম। আর কেন? তোমার জনকের মস্তক অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সহমরণে প্রস্তুত হইব। বৎস! তোমার পিতার সহিত স্বর্গলোকে মিলিত হইয়া কহিব যে, তোমার প্রিয়পুত্র বংশোচিত কার্য্য করিয়াছে—সৎপুত্রের কর্ত্তব্য হীরা সিংহ সিদ্ধ করিয়াছে। এক্ষণে চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দেও।" মহিষীর চিরপ্রফুল্ল হাস্যময় বদনে তৎকালে কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। সকলের নিকট হইতে স্নেহময় মধুর বাক্যে বিদায় গ্রহণ করিলেন। নিজ সম্পত্তিরাশি দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। ঐহিক সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া প্রিয় পতির উষ্ণীষ হইতে বহুমূল্য পুচ্ছ গ্রহণ করিয়া স্নেহাস্পদ তনয়ের উষ্ণীষে সন্নিবেশিত করিলেন।

ধ্যান সিংহের অপর ত্রয়োদশ পত্নী ছিলেন। সকলেই সহগমনে প্রস্তুত; সকলেই তৎকালীন বেশভূষায় সজ্জিত হইলেন। পাদস্পর্শী কেশজাল ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। ললাটদেশে সিন্দূর-স্তর শোভা পাইতে লাগিল। রক্তজবা মালারূপে গ্রথিত হইয়া পতিপদতল চুম্বন করিলেন। সে অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শনে দর্শক মাত্রেই স্তম্ভিত হইল। সে সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত।

প্রধানা মহিষী আপন অঙ্কে প্রিয় পতির ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করিয়া চিতারোহণ করিলেন; চতুর্দ্দিকে অপরাপর মহিষীরা মণ্ডলাকারে উপবেশন করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, এমন সময়ে এঁ কি? সকলে স্তম্ভিত হইয়া দর্শন করিতে লাগিল। কি অপরূপ! একটী দশমবর্ষীয়া বালিকা সতীবেশে হাস্যরাশিতে দশদিশ উজ্জ্বল করিয়া চিতা

সমীপে উপস্থিত! এ বালিকা কে? বালিকার বা এ সতীবেশ কেন? মহিষীও অবাক্। সেই বালিকার দিকে চাহিয়া আছেন; বিস্ময়ের ভাব তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

বালিকা অপর কেহ নহে, তাঁহারই অনুচরী। মহিষী বালিকাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বালিকাও প্রাণাপেক্ষা তাঁহাকে প্রিয় বিবেচনা করিত। মহিষী সহগমনে যাইবেন, বালিকা কি পার্থিব সুখলোভে এ মরজগতে থাকিতে পারে! সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! সে কি আশায় সংসারে থাকিবে? সে জানিত আমি মহিষীর, মহিষী আমার। এই স্বর্গীয় প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সংসার তরঙ্গে লীলা করিতেছিল। তাহার অন্য সুখ ছিল না, রাণীর সেবাই তাহার একমাত্র সুখ। রাণীর মধুর হাসি দেখিলেই সে নাচিয়া উঠিত। সেই রাণী আজি সহগমনে উদ্যতা; আর কি সে সেই রাণী হারাইয়া, রাণীর মুখ না দেখিয়া এ সংসারে থাকিতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে দেখিল, এ জগৎ আঁধার, রাণী বই তাহার আর কেহ নাই। তবে আর কেন? রাণী প্রিয় পতির সহগমনে হাসিতে হাসিতে যাইতেছেন, সে কি প্রিয় রাণীর সহগমনে যাইতে পারিবে না? বালিকা সহগমনে প্রস্তুত হইল, সকলের অলক্ষ্যে সতীবেশ ধারণ করিল এবং সর্ব্বশেষে চিতাসমীপে আসিয়া মধুর স্বর্গীয় হাস্যতরঙ্গে চতুর্দ্দিক বিভাসিত করিয়া দণ্ডায়মান হইল। আহা কি মধুর! কি স্বর্গীয় ভাব! ধন্য সেইজন, যে মধুর হইতে মধুরতর এ ভাব দর্শন করিল। আর ধন্য সেই প্রেম! যে প্রেমে আত্ম-হারা হইয়া মানব জীবনসর্ব্বস্বকে হৃদয় প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারে।

মহিষী বিস্ময় সহকারে কহিলেন, অয়ি বালিকে! এ কি? আমি আমার প্রিয় পতির সহগমনে যাইতেছি; তোমার এ ভাব কেন? বালিকা মহিষীর অনিন্দ্যমুখপানে চাহিয়া—বলে-বলে—বলিতে পারে না—ভাবে কহিল; "আমি আর এ জগতে থাকিব না।" রাণী স্নেহমধুর বাক্যে অনেক প্রবোধ দিলেন, অনেক সাংসারিক প্রলোভন দেখাইলেন। বালিকা কিছুই শুনিল না; কেবল অনিমেষনয়নে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বলপ্রকাশদ্বারা স্থানান্তরিত করিলেও বালিকা পুনঃ পুনঃ আসিয়া চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। একবার, দুইবার, তিনবার চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অনুনয় ও কাতরবাক্যে সকলের হৃদয়ভেদ করিয়া কহিল, আমাকে যেন অনুগমনে বাধা দেওয়া না হয়। পরে যেন ক্রোধে পূর্ণ করালিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে কহিল, আমি ঐ মহাত্মার শব সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, যে, যদি আমাকে বর্ত্তমানে কেহ অনুগমন হইতে নিবৃত্ত করে, আমি অন্য উপায়ে প্রাণত্যাগ করিব। এই স্থির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাক্যে সকলে

বিশেষতঃ ধ্যানমহিষী বুঝিলেন, যে এই বালিকাকে আর প্রতিনিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য। তখন রাণী সাদরে তাহাকে আপন পদতলে গ্রহণ করিলেন। বালিকা পদতলে পড়িয়া অনিমেষনয়নে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রাণীর অনুমতিতে চিতা প্রজ্বলিত হইল। দেখিতে দেখিতে সকলই ভস্মে পরিণত হইল। আজ যদি সেই ভস্ম পাই, মস্তকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হই।

বাঙ্গালা প্রবচন।

সা, সি, সী।

১। সাক্ষী গোপাল।
২। সাগরও শুকায় না,
পাপও লুকায় না।
৩। সাজ্‌তে গুজ্‌তে ফিঙে রাজা।
৪। সাজার মা গঙ্গা পায় না।
৫। সাত কথার এক কথা।
৬। সাত কাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে
সীতা কার ভার্য্যা ?
৭। সাত কুঁড়ের ঘর, গোঁসাই রক্ষা কর।
৮। সাত গেঙের কাছে মামদবাজী।
৯। সাত ঘাটের জল এক করা।
১০। সাত চড়ে রা বেরোয় না।
১১। সাত নকলে আসল খাস্ত।
১২। সাত পাঁচ খতয়ে মনে,
চাষ করে না সোনার বেণে।
১৩। সাত পুরুষে বিয়ে নাই,
শ্বশুর বাড়ী যায়।
১৪। সাত সতীনে নড়ি চড়ি,
বেড়া আগুণে পুড়ে মরি।
১৫। সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া।
১৬। সাতেও হুঁ পাঁচেও হুঁ।
১৭। সাদা মনে কালী দেওয়া।
১৮। সাদা মূলুকজাদা।
১৯। সাধ কত ছিল রে চিতে,
মলের আগে চুট্‌কি দিতে।
২০। সাধ হয় বৈষ্ণব হ'তে,
মুস্‌কিল বড় মচ্ছব দিতে।
২১। সাধ হয় বাদসা হতে,
খোদা দেয় না মেগে খেতে।
২২। সাধিলে মান বাড়ে।
২৩। সাধিলে জামাই কাঁটাল খান না,
না সাধিলে ভোঁতাটা পান না।
২৪। সাধিলেই সিদ্ধি।
২৫। সাধু যাহার সংকল্প,
ঈশ্বর তাহার সহায়।
২৬। সাধে বিধাইলাম কাণ,
কাটি দিতে যায় প্রাণ।
২৭। সাধের কাজল পরতে গিয়ে
হয়ে এলি কাণা।
২৮। সাধের কমল তুলতে গিয়ে
হাতে ফুটলো কাঁটা।
২৯। সাপও না মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।

৩০। সাপ হয়ে কামড়ায়,রোজা হয়ে ঝাড়ে।
৩১। সাপ মলেই সোজা।
৩২। সাপা ডরায় ব্যাঙাকে,
ব্যাঙা ডরায় সাপাকে।
৩৩। সাপে ছুঁচো ধরা বা গেলা।
৩৪। সাপে নেউলে।
৩৫। সাপের মুখে ঈশার মূল।
৩৬। সাপের লেখা, বাঘের দেখা।
৩৭। সাপের হাঁচি বেদে বুঝে।
৩৮। সাবধানের ঘরে মার নাই।
৩৯। সারা দিন থাকব নায়,
কখন দিব খড়ম পায়?
৪০। সারা দিন বঁড়সী হাতে,
সন্ধ্যা বেলা আমড়া ভাতে।
৪১। সালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর।
৪২। সালুক খেয়ে দাঁত কাল,
লোকে বলে আছে ভাল।
৪৩। সাহসের ভরা ডোবে না।
৪৪। সাহেবের সাত খুন মাপ।
৪৫। সাঁতার দিয়ে সিন্ধুপার।
৪৬। সাঁতার না জানিলে,
বাপের পুকুরে ডুবে মরে।
৪৭। সিকি পয়সার মা বাপ।
৪৮। সিকেয় তোল।
৪৯। সিংহের ভাগ শৃগালে খায়।
৫০। সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে,
গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে।
৫১। সিদ্ধির ঝুলি।
৫২। সিধা আঙ্গুলে ঘি উঠে না।
৫৩। সিন্ধুকের কাছে ধার করা।
৫৪। সিংহের মামা ভোম্বল দাস,
বাঘ মেরেছে গণ্ডাদশ।
৫৫। সীতারামি সুখ।
৫৬। সীতা সাবিত্রী।

ছোট বৌ।

"সংসারকূটবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
সুভাষিতরসাস্বাদঃ সঙ্গতিঃ সুজনৈঃ সহ॥"

ভাদ্রমাস, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে, তাহার সহিত বিদ্যুৎ খেলিতেছে ও খরবেগে বায়ু বহিতেছে। দুই একটী বায়স আম্র ও কাঁঠাল বৃক্ষের উপর শরীর সঙ্কোচন পূর্ব্বক চুপটী করিয়া বসিয়া আছে এবং দুই একবার ডানা ঝাড়িতেছে। অন্যান্য বিহঙ্গগণের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব হইতেছে না। বেলা ৪টা বাজিয়াছে। এই সময় ষোড়শ বৎসরের একটী বালক কতকগুলি পুস্তক ও খাতা হস্তে লইয়া একটা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার হস্তস্থিত বিস্তৃত ছাতাটী মস্তক ও বসন রক্ষা করুক না করুক পুস্তকাদি রক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে নিযুক্ত

ছিলেন। বালকটী যে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, সে বাড়ীটী অতি সামান্য। একখানা বাঙ্গালা ঘর ছোট একখানা রসুই ঘর, আর বহির্ব্বাটীতে এক খানা সাত চালা ঘর। এই বহির্বাটীতে সদা সর্ব্বদা লোকে উঠা বসা, ক্রীড়া গল্প ও গান বাদ্যাদি হইয়া থাকে; আজ দুর্দ্দিন বলিয়া কেহ বিনা প্রয়োজনে গৃহের বাহির হয় নাই, সুতরাং এতক্ষণ সাতচালা খানি নীরবে বিরাজ করিতেছিল। বালকটীর জুতার শব্দ শ্রবণ করিয়া একটী লোক শশব্যস্তে তথায় আসিয়া বলিল, ছোট বাবু! অদ্য খাবার খাইতে দোকানে যাইতে পারিবে কি, না আমি যাইব?" বালকটী একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "দুঃখীরাম! আমার জন্য না গেলেও চলে, কিন্তু দাদার কি হইবে?" দুঃখীরাম বলিল, "বাবুর জন্য আর কি, তাঁহার জন্যত ছোলা ভিজাও বাতাসা আছে, আপনার জন্যই বলিতেছিলাম। সেদিন বাবু আমাকে বলিলেন "দুঃখীরাম! যোগেন সবে মাত্র এই বিদেশে আসিয়াছে, আমাকে অনেক সময় আফিসে থাকিতে হয়, তুমি সর্ব্বদা ইহার তত্ত্বাবধান করিবে; সে যদি কোন রূপ ক্লেশ পায় তাহা হইলে হয়ত পড়া শুনা ছাড়িয়া বাড়ী পলাইবে।" আমিও বাবুর নিকট আপনার তত্ত্বাবধানের ভার লইব স্বীকার করিলাম। বাবু যদি আজ জানিতে পারেন যে, আপনি বৃষ্টির জন্য দোকানে যাইয়া খাবার খাইতে পারেন নাই, তাহা হইলে তিনি কি মনে করিবেন? আর আমারও ত মৎস্য তরকারী আনিতে বাজারের দিকে যাইতেই হইবে, অতএব, আপনি কাহার দোকান হইতে খাবার খাইয়া থাকেন বলুন আমি আনিয়া দিতেছি। "বাবুর ছোলা ভিজাও বাতাসা আছে" এই কথাটী বালকের কর্ণে যেমন প্রবেশ লাভ করিল, অন্য কথাগুলি তেমন করিয়াছিল কি না সন্দেহ। বালক যোগেন জানিত যে, তাহার ন্যায় তাহার দাদাও দোকান হইতে খাবার খাইয়া থাকেন। যোগেন জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা কি প্রত্যহ ছোলা ভিজা খাইয়া থাকেন?" দুঃখী বলিল "হাঁ।" যোগেন্দ্র মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আগামীকল্য দোকানদারের পাওনা হিসাব করিয়া দিবেন এবং সেই ময়রার দোকানের খাবার আর খাইবেন না। যোগেন বাড়ীর ভিতর গিয়া যথাস্থানে পুস্তকাদি রাখিয়া দিলেন। বাড়ীর ভিতরের বাঙ্গালা ঘরখানির আসবাব—একখানা বিছানাযুক্ত বড় তক্তপোষ। যোগেন তাঁহার দাদার সহিত রাত্রে এই তক্তপোষে শয়ন করিয়া থাকেন, মেজেতে একটা টেবিল ও দুখানা কেদারা, একটা আল্না, একটা সেল্ফ ও একটা ছোট আলমারা। আলমারাটীতে ৪টী খোপ, ৩টীর ভিতর পুস্তক, অন্যটীর ভিতর ছোট একটী বাক্স, প্রত্যেক খোপেই তালা আছে। ঘরটীতে ৩টী জানালা ও দুইটী দরজা, বেড়াগুলি মাটিদ্বারা লেপা; ঘরটী ও জিনিষ গুলি বেশ পরিষ্কার পরি-

ছুন্দর, ইহা দুঃখীরামেরই গুণে। দুঃখীরাম কায়স্থ, তাহার আত্মীয় পরিবার কেহ ছিল না, যোগেন্দ্র নাথের পিতার সময়ের লোক, এবং যোগেন্দ্রদের দুই ভ্রাতাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকে। ভাত রাধা, জলযোগ, বাসন মাজা, গৃহ পরিষ্কার করা, বাজার করা সমস্তই একা করে, কিন্তু ইহার মাহিয়ানা কত, তাহা আমরা শুনি নাই, যোগেনের দাদা ইহার সহিত পরামর্শ না করিয়া নাকি কোন কার্য্য করেন না। যাহাহউক যোগেন ডাকিলেন "দুঃখীরাম।" দুঃখীরাম যোগেনের আদেশের জন্য বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল, এখন যোগেনের নিকটে আসিলে, যোগেন বলিলেন "আমাকে ছোলা ভিজা, বাতাসা ও এক গেলাস জল দাও।" দুঃখীরাম কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু যোগেন তাহা না বলিতে দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আমি এখন হইতে ছোলা ভিজাই খাইব, উহা খাইতে বেশ।" সন্দেশ, রসোগোল্লা, মালপুয়া, মতিচুরাদি অপেক্ষা ছোলা ভিজা কেমন সুখাদ্য দুঃখীরামের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা আসিল না, সে মনে মনে যোগেনকে নির্ব্বোধ ছেলে বলিয়া ঠিক করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া যোগীনের আদেশমত কার্য্য করিল। যোগেন জলযোগ করিয়া পড়িতে বসিল, কিন্তু পড়া ভাল লাগিল না, কেননা এই মাত্র কেবল স্কুল থেকে পড়িয়া আসিতেছেন, তাহার পর দুর্দ্দিন, কোন সহাধ্যায়ী বালক তাঁহার নিকট আইসে নাই, তিনিও তাহাদের নিকট যাইতে পারেন নাই। যোগেন মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন, ধীর, বুদ্ধিমান, দয়ালু; বালকস্বভাবসুলভ দোষও আছে;—ভীরু, ইয়ারকি পরায়ণ ও ক্রীড়াসক্ত। যোগেন্দ্র ক্রীড়া করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন, কিন্তু বুদ্ধিমান বলিয়া অল্প সময়ে পড়িয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। যোগেন্দ্র নাথ নিজ বাসগ্রামের স্কুলে মাইনর পাস করিয়া এণ্ট্রান্স স্কুলে ৩য় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছেন, যাহাহউক যোগেনের খেলা, গল্প ও বেড়ান কিছুই হইল না, পড়াও ভাল লাগিল না, একা থাকিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তাহার পর সন্ধ্যা সমাগত, তথাপি তাঁহার দাদা বাসায় আসিলেন না। যোগেন্দ্রনাথ বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, বৃদ্ধ দুঃখীরামও উনান জ্বালিয়া প্রভুর উদ্দেশে বাটীর বাহির হইলেন।"

পথিমধ্যে বাবুর সহিত দুঃখীরামের দেখা হইল। এই স্থানে যোগেনের ও তাঁহার দাদার একটু পরিচয় দিয়া রাখা যাউক। যশোহর জেলার অন্তর্গত 'আগড়হাটি' নামক স্থানে ইহাঁদের বসতি। ইহাঁদের পিতার নাম হরেন্দ্রনাথ মিত্র, তিনি বনগ্রামে নিম্ন আদালতে ওকালতি করিতেন। তাঁহার উপার্জ্জন নিতান্ত মন্দ ছিল না, কিন্তু পানাসক্তি দোষে নিজের সাংসারিক অবস্থাকে উন্নত করিতে পারেন নাই। হরেন্দ্র নাথের ৩টী পুত্র, প্রথম দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় যোগেন্দ্রনাথ

ও তৃতীয় সুরেন্দ্র নাথ, আর একটী মাত্র কন্যা বামাসুন্দরী বালবিধবা, একটী বিধবা ভ্রাতৃবধূ ও স্ত্রী, এই মাত্র পরিবার। হরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রকে বনগ্রামের এণ্ট্রান্স স্কুলে পড়াইবার জন্য রাখিয়াছিলেন, দেবেন্দ্র পরীক্ষায় দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া তৃতীয় বারে পাস করিলেন। এই সময়ে হরেন্দ্রনাথ বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহাতে ৯।১০ মাসের অন্ন সংস্থান হইত, সুতরাং দেবেন্দ্রকে কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে হইল, অনেক চেষ্টার পর ৫০৲ টাকা বেতনে একটী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইতিমধ্যে আরও দুইটী পরিবার বৃদ্ধি হইয়াছিল, সে দুইটী দেবেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ও পুত্র। দেবেন্দ্র বাবু বাসায় আসিলেন ও অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে দুঃখীরামকে একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিতে বলিয়া যোগেনকে বলিলেন "বাড়ী হইতে চিটী আসিয়াছে বাবা ভারী পীড়িত, আমি এখনই রওনা হইলাম, গাড়ী ঠিক্ হইলে তুমিও রওনা হইও।"

২

দশ দিন পরে দেবেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু দুটী ভ্রাতার নয়ন অশ্রুতে আপ্লুত; ইহারা এখন পিতৃহীন। এখন আর দুঃখীরামের পাকে চলে না, দেবেন্দ্রনাথ মৃৎপাত্রে স্বহস্তে দুই ভ্রাতার হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এইরূপে একমাস কাল গত হইলে দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরে পিতৃশ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া আসিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুর পরে ৬ মাস কাল গত হইয়া গেল। বিপদ যখন আইসে, একাকী আইসে না। খাদ্য দেখিলে কাক ও পিপীলিকা আরও সঙ্গী যুটাইয়া আনে। বিপদও তেমনি ভাগ্যবিপর্য্যস্ত দেখিলে, আরও সঙ্গী লইয়া মানুষকে আক্রমণ করে। বাটী হইতে সংবাদ আসিল, দেবেন্দ্র বাবুর স্ত্রী পীড়িত, উপযুক্ত চিকিৎসা হইতেছে না। দেবেন্দ্র বাবু স্ত্রীকে বাসায় আনিয়া চিকিৎসা করিবার জন্য বাড়ীতে পত্র লিখিলেন। দেবেন বাবুর স্ত্রী স্বামীকে লিখিলেন "আমার পীড়ার জন্য তুমি ব্যস্ত হইও না, সামান্য একটু পুরাতন জ্বর, ঔষধ সেবন করিতেছি, সম্ভবতঃ সত্বরই নিরাময় হইতে পারিব। আমি এখন তোমার ওখানে গেলে অধিক টাকা ব্যয় হইবে। শ্বশুর মহাশয়ের শ্রাদ্ধের ভোজ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে প্রজাগণের নিকট হইতে আগামী সনের ও খাজনা লওয়া হইয়াছে, বাড়ীতে টাকা না দিলে চলিবে না, সুতরাং ৫০৲ টাকায় তোমার সমস্ত কুলান ভার হইবে, এই সমস্ত চিন্তা করিয়া এখন আমি ওখানে যাইতে চাহি না, নতুবা আমার কি তোমার নিকট থাকিতে ইচ্ছা হয় না—স্বহস্তে তোমার সেবাশুশ্রূষা ও আহারাদি করাইতে কি আমার প্রাণে সাধ ও বাসনা হয় না? কিন্তু

আমাদের অবস্থা বুঝিয়া আমি সে সাধ-বাসনাকে সংযত করিয়াছি, তুমি যদি পার, তবে ২।৪ দিনের ছুটী লইয়া ঠাকুরপোর সহিত বাটী আসিবে ; ঈশ্বরেচ্ছায় ঠাকুর-পো উপার্জনক্ষম হইলে আমরা একত্র থাকিতে পারিব।” দেবেন্দ্র বাবু সেই চিটী পাইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। এইরূপে ২।৪ দিন কাটিয়া গেল, ছুটী লইবার চেষ্টা করিলেন, সাহেব দিল না। আবার বাড়ী হইতে দেবেন্দ্র নাথের দিদি বামাসুন্দরী পত্র লিখিলেন, “বৌয়ের পীড়া ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, ভাল রকম চিকিৎসা হইতেছে না, এখনও তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়, ইহার পর তাহাও ঘটিবে না।” এবার দেবেন্দ্রনাথ আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি যোগেন্দ্রকে বাটী পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন, ঘরে তালা লাগাইয়া সকলকে লইয়া আসিবে।

দেবেন্দ্র বাবুর সমস্ত পরিবার বাসায় আসিয়াছেন, স্ত্রী ভারী কাহিল, পীড়া চিকিৎসকের অসাধ্য, তবুও “যাবৎ শ্বাস তাবৎ আশ” বলিয়া চিকিৎসা চলিতে-ছিল, দিন পনর পরে পতিপুত্র ও শাশুড়ী ননন্দা আত্মীয়বর্গকে কাঁদাইয়া দেবেন্দ্র বাবুর সাধ্বী স্ত্রী গোলাপসুন্দরী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। মাসেক পরে দেবেন্দ্র বাবুর মাতা, জেঠাইমাতা ও ভগিনী মাতৃহীন শিশুবালকটিকে লইয়া শোকা-কুলচিত্তে বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন সকলেই, কেবল আসিলেন না শাশুড়ী ননন্দার প্রতি ভক্তিমতী, স্বামীতে অনুরক্তা, পুত্র ও দেবরগণে স্নেহময়ী, গৃহের আনন্দময়ী, পরিজনগণের আরামদায়িনী, গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী—গোলাপ সুন্দরী।

(ক্রমশঃ)

সতী ও শান্তি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শান্তি। এটা কি ?

বড় বৌ। এটা সিসের চাকৃতি। হরিণের পেটের গুলি কামারের হাতু-ড়ীতে পিটে ঐরকম চাকৃতি করে গলায় দেওয়া হয়েছে।

শান্তি। গলায় দিলে কি হয় ?

বড়বৌ। অনেক রোগ ভাল হয়। এক বার আমাদের গ্রামে এক জন লোক হরিণ মাংস বেচ্‌তে আসে, তাকে পাঁচটি টাকা দিয়ে ঐ গুলি আনয়েছি।

শান্তি। পাঁচটি টাকা দিয়ে ঐ গুলি আনাতে হয়েছে! সিকি পয়সা দিলে যে এখানে এর চারি গুণ গুলি পাওয়া যায়।

বড়বৌ। এ সব গুলিতে কাজ হয় না। শিকারীরা যে হরিণ মারে, সেই হরিণের পেটের গুলি চাই।

শান্তি। হরিণের পেটের গুলি না হলে হবে না কেন?

বড়বৌ। হরিণ শিকারীরা বলে, হরিণ বনে এমন অনেক রকম পাতা লতা ওষুধের গাছ গাছ্ড়া খায়, যাহা এখানে খুঁজিলে পাওয়া যায় না। সেই সব গাছ গাছ্ড়া হজম হয়ে পেটে ওষুধ হয়। সেই পেটে বন্দুকের গুলি গেলে ওষুধের সঙ্গে মিশে ওষুধ হয়ে যায়। তাইতে হরিণের পেটের গুলি এত উপকারী।

শান্তি। উপকারী যদি, তবে আপনার ছেলের উপকার হল কৈ?

বড়বৌ। আর মা, আমার "অদেষ্ট"। আটকুড়ীর ব্যাটা টাকা কটি ফাঁকি দিয়ে নিলে।

শান্তি সরোজিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, দিদি দেখুন দেখি, হরিণ শিকারীদের কেমন টাকা নেবার ফন্দি! একটা হরিণ বেচে পাঁচটাকা পায় না, কিন্তু একটা সামান্য গুলি বেচে পাঁচটাকা! আমি অনেক ছেলের গলায় ঐ রকম দেখেছি। সরোজিনী বলিলেন, কত ধূর্ত্ত লোক ঐ রকমে ভাল মানুষকে ঠকাচ্ছে। প্রবঞ্চকেরা যাই বলে, সরল লোকে তাই বিশ্বাস করে। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী, বাটপাড়ী, রাহাজানি, ভাণ্ডামি, গুণ্ডামি, বণ্ডামির মস্ত একটা ব্যবসা যেন পৃথিবীর চারিদিকে চলেছে।

তৎপরে শান্তি সেই সকল মাদুলি হাতে লইয়া বলিলেন, উঃ এ যে প্রায় আধ্ সের ভারি! এতে কি আছে?

বড় বৌ। এই সব সোনার মাদুলিতে ঠাকুরের ওষুধ, রূপোর মাদুলিতে "গুণিনের" ওষুধ, তাঁবার মাদুলীতে কবচ আর উদাসীনের ওষুধ আছে। আর এই যে সব "পুঁটুলীপাঁটুলী" এতে যে যখন যা বলেছে, তখন তাই বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

শান্তি। কি কি, বলুন না শুনি।

বড় বৌ। এই সব সোনার মাদুলীতে "পঞ্চানন্দ" মনসা, চিলেশ্বরী, নবদুর্গা, "দক্ষিণদ্বার" শীতলা, মঙ্গলচণ্ডী, জলষষ্ঠী, "রক্ষেকালী", "কসাই কালী," শ্মশানকালী," জয়চণ্ডী, "বিশালাক্ষী," "তারকেশ্বর," "বাবা কপিলমণি,"গাজিসাহেব, পীর গোরাচাঁদ, বদর সাহেব, গাজি ফোজ্‌দোর, পাঁচপীর, নারায়ণজী, সত্যপীর, ওলাবিবি, আশানবিবি, পাষাণবিবি, বোরকুৎ বিবি, সুবচনী আর আর ঠাকুরদের "থানের" মাটী, ঘটের জল, "কাঁড়ান" ফুল আর স্বপ্নদত্ত ওষুধ। আর এই রূপোর মাদুলীতে রাগচণ্ডালের হাড, কাল বেরালের "ফুল," "ছেলে মাছের" দাঁত, "ভাল্লুকের" গায়ের লোম, পেঁচার পালক, "উদ্‌বেরালের পিত্তি," বাঘের জিভ, সাপ ঝিণুকের পোঁটা, হাতীর "নাদ," উৎসর্গ ষাঁড়ের খুর, আর আর কত কি আছে মনে নাই। তাঁবার মাদুলীতে আছে রামকবচ, "রক্ষে" কবচ, "বংশকবচ," জয়কবচ, লক্ষ্মীকবচ, রাধাকবচ, কৃষ্ণকবচ, সূর্য্যকবচ, শিবকবচ, ব্রহ্মাণ্ডবিজয়কবচ,

বিদ্যাকবচ, অক্ষয়কবচ, মথুরার কদমফুল, হিমালয়ের "গিরিমাটী," কৈলাসের "কল্পতরু" ফুল, গুজরাটের বটফল, কাশীর যজ্ঞডুম্বুরের ফুল, সীতা কুণ্ডের জল, হরিদ্বারের মাটী, প্রয়াগের গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের মাটী, সাগর সঙ্গমের মাটী, "কামরূপ কামিক্ষের" মাটী, কালীঘাটের কালীর কপালের সিঁদুর, বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনীর পূজার ফুল, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, শ্রীক্ষেত্রের হাড়ীর ঝাঁটার কাটি, ফল্গু নদীর বালী, বৈতরণীর কাদা, পারিজাতের শিকড়, রক্ত "চন্দনের" ফুল। আর এই যে সব "পুটলী পাটলী," এতে আছে "নিদলী," ভূতভৈরবী," "গুয়ে বাবলার' শিকড়, শ্বেত আকন্দ, শ্বেত সিমূল, "আঁত মোড়া" "ময়না" কাঁটা, "বাদুড় ছুটপুটে", "ম্যাড়া মেড়ী", "বন চাড়াল", "তারা ভারা", "নোদকাট," "ভোঁদকাট," "বনহলুদ," "তব্বালম্বা," "ম্যাদার মাটী," কলুর ন্যাতা, ধোবার পাটের কাঠ, ঝাটার দড়ী, কোমরের চাকের মাটী, "ন্যাতা," "গুকানি," "কালগু," হরিণের বিষ্ঠা, রেলগাড়ীর কাঠ, ফানসের কর্পূর, বংশলোচন, গোরচনা, মৃগনাভী, আমড়া আঁঠী, আর একটী রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ যোগিনীচক্র, "রসকাটী," "ফক্‌কুরেকাঁঠী, আর এটি গন্ধকের চাকতি আর ও'টি সিকি পয়সা।

নূতন সংবাদ।

১। পূর্ণিয়ার কুমার নিত্যানন্দ সিংহ লেডি ডফারিণ ফণ্ডে ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

২। সাতপুকুরের বাগানে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কাশীপুর পুষ্পপ্রদর্শনীর অধিবেশন হইযাছিল। জজ নরিস সাহেব পুষ্পপ্রদর্শনী খোলা উপলক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শোভাবাজার দাতব্য সভার হাত দিয়া ২৫০ বোম্বাই চাদর গরিব ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বিধবাদিগকে বিতরণ করিয়াছে।

৪। সম্প্রতি রেঙ্গুণ সহরে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। শতাধিক গৃহ ভস্মসাৎ হইয়াছিল। প্রায় দেড় লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিছু দিন হইল বোম্বাই পুনানগরে অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সামগ্রী ধ্বংস হইয়াছে।

৫। কতকগুলি নরপিশাচ মেদিনীপুর হইতে মেয়ে ধরিয়া আনিয়া কলিকাতায় বেশ্যাদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। সম্প্রতি ইহাদের ২১ জন ধৃত হইয়া মেদিনীপুর সেসন জজের বিচারে কঠোর-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

৬। লেডী ল্যান্সডাউন স্বর্গীয়

কেশবচন্দ্র সেনের পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কমলকুটীরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। রান্নাঘর, রাঁধিবার হাঁড়ী, কড়া, কুটনা, বাটনা, রান্না প্রভৃতি তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল। লাটমহিষী এখানে ১ঘণ্টা পরিদর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

বামারচনা।

প্রীতি-প্রতিমা।

১

মরিতে জনম মম
মরণে করি না ভয়,
মরিব মা, তোরি তরে
যতই মরিতে হয়!

২

সংসারের অবহেলা,
অনাদর, অপমান,
কভু না দেখিব চেয়ে
কাণে নাহি দিব স্থান।

৩

মানবের—জগতের
দূরে—শত দূরে র'ব,
নির্জন বিজন-বাস
আনন্দে সকলি স'ব।

৪

নাহয় গোলাপ, বেলি,
ফুটিবেনা মোর বনে,
"বউ কথা কও" কথা
কবেনা আমার সনে।

৫

না হয় আমার বাড়ী
ব'বে না মলয় বায়,
সরস বসন্ত হেথা
আসিবে না পুনরায়।

৬

না হয়, তরুণ উষা
ছড়াবে না সোণা হাসি,
শরতে চাঁদিমা চারু
ঢালিবে না সুধা রাশি!

৭

না হয়, এ ম্লান বুকে
আরও লাগিবে কালি,
বিরক্ত সংসার মোরে
শত মুখে দিবে গালি।

৮

বড় "আপনার" জন
সেও পর হয়ে র'বে,
নীরবে আঁধার চিত
আঁধারে মগন হবে!

৯

পাষাণ পরাণে মম
এ সবি সহজে স'য়,
মরিব মা! তোরি তরে
যতই মরিতে হয়!

১০

ভিক্ষা করা, পায়ে ধরা,
বজ্র হেন বাক্যবাণ,
তোর লাগি কভু আমি
নাহি ভাবি "অপমান।"

১১

আগুনে পুড়েছে যেই
সে কি তাপে ভয় করে?
সমুদ্রে বসতি যার
সে কি গো শিশিরে ডরে?

১২

অযুত আঘাতে যাহা
ভেঙে গেছে সমুদায়,
যতই আঘাত কর,
তা' কি আর ভাঙা যায়?—

১৩

—আমারো এ মৃত প্রাণ
মরিবার নাহি ভয়,
মরিব মা! তোরি তরে
যতই মরিতে হয়!

১৪

অনাথ কাঙ্গাল আমি
তাই দয়াময় বিধি,
দিয়াছেন স্নেহাশীষ
তো'হেন অমূল্য নিধি!

১৫

তোরি তরে সাধ আশা,
তোরি তরে বাড়ী ঘর,
তোরি তরে স্নেহ প্রীতি,
তোরি তরে পরাপর।

১৬

সংসারে বন্ধন তুমি,
হৃদয়ের ভাল বাসা,
কর্ম্মে উৎসাহ মম—
—খুঁজিয়া না পাই ভাষা!

১৭

বিধাতার শ্রীচরণে
এই শুধু ভিক্ষা চাই,
বুক ভরা সুখ তোর
দেখে, সুখে ম'রে যাই।

১৮

তোর সুখ-আশে আমি,
কিবা না পারিব বল,
ডুবিব অনলে সুখে
শুকাইব সিন্ধু-জল!

১৯

কি করিলে তোর মুখে
চির-সুখ-হাসি র'বে?
শোক, রোগ, পাপ, তাপ,
কিসে শত দূর হবে?—

২০

জানি না ললাট-লিপি—
কি বাসনা দেবতার—
বোঝেনা অবোধ নর
অদৃষ্টের সমাচার!—

২১

—জানি এই, বিশ্ব মম
ও প্রীতি-প্রতিমা-ময়!—
মরিতে মা তোর তরে
আমার কিসের ভয়?

শ্রী প্রিয়-প্রসঙ্গ ও কাব্যকুসুমাঞ্জলি
রচয়িত্রী।

নব লাট আগমনে।*

এস এস নব লাট এস এলগিন!
আজি ভারতের ভাগ্যে বড় শুভ দিন।
রাজ-প্রতিনিধি তুমি, এসেছ ভারতভূমি,
ভারত কল্যাণ ব্রত করিয়া গ্রহণ,
সমাদরে কে না তোমা করিবে বরণ?
তব শুভ আগমনে হৃদয় সবার
আনন্দ সাগর মাঝে দিতেছে সাঁতার।
কিন্তু মোরা দীন, হীন, রোগে শোকে
কাটে দিন,
তব যোগ্য উপহার কি দিব তা বল?
প্রাণের ভকতি এক আছয়ে সম্বল।
সে ভকতি-ফুলে মালা করিয়া গ্রন্থন,
দিলাম তোমার পদে করগো গ্রহণ।
রাজ্ঞীর স্বরূপ তুমি, এসেছ ভারত ভূমি,
রহ নিরাপদে সদা আনন্দিতমন,
পুত্রবৎ প্রজাগণে করহ পালন।
একমনে একপ্রাণে আমরা সকলে
এ মিনতি করি জগদীশ-পদতলে—
তোমার সুখ্যাতি চয়, ভরুক্ ভুবনময়,
তোমার সুযশ গান করুক সবাই,
দূর হোক্ ভারতের আপদ বালাই।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী,
যাজপুর।

* স্থানে স্থানে সংশোধন করা হইল। বা, বো, স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫০ সংখ্যা | ফাল্গুন ১৩০০— মার্চ্চ ১৮৯৪। | ৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নবলাট এলগিন—লর্ড এলগিন তাঁহার উদার-হৃদয়তাদ্বারা ইতিমধ্যে সকল শ্রেণীর প্রজার আদর ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। বড় বড় অনেক সভাসমিতি তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া প্রীত হইয়াছেন এবং তাঁহা হইতে এদেশের অশেষ মঙ্গলের আশা করিতেছেন। লর্ড এলগিনের চরিত্রও দেবচরিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে—তিনি নিরামিষাশী এবং মাদক স্পর্শও করেন না।

নবলাট পরিবার—আমাদের বড়লাট লর্ড এলগিন বাহাদুরের ১০টী সন্তান। তাঁহার প্রথম ৩ কন্যা লেডি এলিজেবেথ, খৃষ্টীয়ানা ও কনষ্টান্স সঙ্গে আসিয়াছেন—তাঁহাদের বয়স ১৭, ১৫ ও ১৪ বৎসর। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র লর্ড ব্রুসের বয়স ১৩ বৎসর। তিনি এবং অবশিষ্ট ৬টী শিশুসন্তান বড়লাট বাহাদুরের ভগ্নী লেডী লুইসা ব্রুসের তত্ত্বাবধানে দেশে আছেন।

বোবা বালকদিগের শিক্ষা—গত ২৭এ ফেব্রুয়ারি সিটীকলেজে বোবা-কালাদিগের প্রথম বার্ষিক পারিতোষিক বিবরণ অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী কটন সাহেব সভাপতির কার্য্য করেন। অনেক মান্যগণ্য সহৃদয় লোক উপস্থিত ছিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

স্ত্রীরত্ন—মেরী পুলি-নাম্নী এক ইংরাজ বালিকা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪০ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে মনোবিজ্ঞান, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়া-

ছেন। ইহাদের মধ্যে ১৬০ জন পুরুষ ছিলেন।

দূর নিকট হইল—কলিকাতা হইতে নাগপুর ৭৬০ মাইল। এই উভয়ের মধ্যে টেলিফোঁ নলের যোগ হইয়া কথোপকথন চলিতেছে। নাগপুর হইতে নলের এক মুখ দিয়া একজন কথা বলিতেছেন, কলিকাতায় শ্রোতা আর মুখ দিয়া শুনিতেছেন যেন বক্তা নিকটে বসিয়া আলাপ করিতেছেন! কি আশ্চর্য্য!

দান—রাউলপিণ্ডির মাননীয় ক্ষেম সিংহবেদী আপন জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ অর্থদ্বারা উক্ত সহরে এক শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপাততঃ ঐ টাকার মধ্যে ১লক্ষ টাকা লইয়া কার্য্য আরম্ভ হইবে। (২) মিয়ানমিরের সেঠ বংশীয় প্রসিদ্ধ ধনী রায় রামরতন বাহাদুর মৃত্যুর পূর্ব্বে ৫০ হাজার টাকা দাতব্য কার্য্যে ব্যয় করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

নূতন প্রধান রাজমন্ত্রী—সংবাদ আসিয়াছে গ্লাডষ্টোন সাহেব পদত্যাগ করাতে লর্ড রোজবেরী প্রধান রাজমন্ত্রি পদে বৃত হইয়াছেন।

মৃত্যু—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী বাবু যদুনাথ মল্লিক এবং রেইস ও রায়তের সম্পাদক বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরলোকগত হইয়াছেন।

প্রহ্লাদের মা।

প্রহ্লাদ মহাশয় সত্যকালের বালক ভক্ত। তাঁহার মহীয়ান্ চরিত্রের অনুপম জ্যোতিঃ ত্রিযুগব্যাপী অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়া কলিকালকেও সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে! তাঁহার অলৌকিক চরিত্র অবলম্বনে কত প্রবন্ধ, কত কাব্য, কত সন্দর্ভ এবং কত কি বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রহ্লাদচরিত্র কত লোকের উপজীবিকা হইয়াছে, তাহারই বা সংখ্যা কে করে? থিয়েটারে প্রহ্লাদ, যাত্রায় প্রহ্লাদ, কথকের বেদিতে প্রহ্লাদ, মুদীর দোকানে, কলুর ঘানিতে, স্কুল—পাঠশালায়, প্রহ্লাদ না আছেন, এমন স্থানই নাই। জগৎপাবনী সুরধুনীর ন্যায় প্রহ্লাদচরিত্র হিন্দু জগৎকে চিরকাল পবিত্র করিয়া আসিতেছে। কিন্তু যে গর্ভ হইতে এই অসমুদ্রসম্ভূত ভুবনবিজয়ী মহারত্নের উদ্ভব, সেই গর্ভধারিণী কয়াধু রাণীর উল্লেখ ত বড় শুনা যায় না। আজ আমরা এই প্রবন্ধে সেই ভগবৎপরায়ণা সাধুশীলা রাণীর দুই একটী কথা বলিব।

ত্রিলোকাধিপতি অসুররাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের পিতা এবং কয়াধুরাণী তাঁহার মাতা, ইহা অপর সাধারণ সর্ব্ব-

লেই অবগত আছেন। সে সকল পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিবরণদ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই।' এস্থলে কেবল ইহাই দেখাইতে হইবে যে, যে গর্ভে প্রহ্লাদ সদৃশ ভগবদ্ভক্তের জন্ম হইয়াছিল, ভগবান্ সেই গর্ভটীকে সম্পূর্ণরূপে তাহার উপযোগী করিয়াছিলেন।

হিরণ্যকশিপুর প্রতাপে ত্রিভুবন প্রকম্পিত। এমন কি হিন্দু পুরাণ মতে, তাঁহাকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন জন্য স্বয়ং ভগবান্‌কেও অবতার স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর হৃদয় এত কঠিন ও নৃশংস যে, পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কেননা বিষ্ণুকে তিনি আপনার শত্রু বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র তাঁহার শত্রুর আশ্রয় লইয়াছে, এ অপমান তাঁহার সহ্য হয় নাই। এই জন্যই তিনি প্রহ্লাদের প্রতি তাদৃশ অত্যাচার করেন। পুত্র সহস্র অপরাধী ও সহস্র অত্যাচারী হইলেও পিতা তাহাকে সহস্র দণ্ডদানে সক্ষম ও অধিকারী বটে; কিন্তু প্রাণনাশের চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক। হিরণ্যকশিপু সেরূপ অস্বাভাবিক চেষ্টা করিতেও বিমুখ হন নাই। যে ব্যক্তি আপন প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে পারে, তাঁহার অনুগত ও আশ্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ তাঁহার মতের প্রতিকূলাচারী ছিল, একথায় কি কাহারও বিশ্বাস হয়? বিশেষতঃ এতাদৃশ প্রতাপশালী দুর্দ্দান্ত পুরুষের সহধর্ম্মিণী হওয়া যে সকল ললনার ললাটলিপি, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ প্রকৃতরূপে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন না, তাহাইবা কে বিশ্বাস করিতে পারে? আমরা দেখাইব, ভক্তিদেবীর কৃপায় কয়াধু মহিষীর বামাহৃদয় এত উচ্চভাব ধারণ করিয়াছিল যে, হিরণ্যকশিপুরূপ জ্বলন্ত অগ্নিকেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

প্রহ্লাদ মহাশয় অসুরারি হরির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া মদগর্ব্বিত হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে বধ করিবার বিবিধ চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে মনে করিলেন, প্রহ্লাদের গর্ভধারিণী প্রহ্লাদের এই দুর্ম্মতি দূর করিতে সমর্থা হইবেন।

"এতেক চিন্তিয়া মনে, পাঠায় মায়ের স্থানে,
বুঝাইতে কহি পাঠাইয়া।
কয়াধু সুমতি রাণী, ভুবন পাবনী ধনী,
প্রহ্লাদেরে কোলে করি লইয়া॥
ঘন মুখ চুম্বয়ে, মস্তকে আঘ্রাণ লয়ে,
চিবুক ধরিয়া হেরে মুখ।
আহা মরি বৎস মোর, নিরদয় সুকঠোর,
পিতা তোর কত দিলা দুখ॥" ভক্তমাল।

প্রহ্লাদ জননী কয়াধু রাণী পুত্রকে এইরূপ স্নেহাদর করিয়া তাঁহাকে অতি নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলেন এবং বিষ্ণুভক্তি ছাড়াইয়া দিবার জন্য রাজার

বিশেষ নির্ব্বন্ধ থাকিলেও তিনি পুত্রকে এইরূপ লোকবেদসাধুসম্মত উপদেশ দিলেন,—

"শ্রীকৃষ্ণ ভকতি নিধি, রাখহ হৃদয়ে বাঁধি,
দুষ্টের কথায় নাহি ভুল।
ভয় কি অসুর হইতে, শ্রীকৃষ্ণ সহায় যাতে,
বিঘ্নের সে বিঘ্ন অনুকূল॥
দুষ্টমতি রাজা তোরে, প্রতিকূল বুঝাবারে,
আমারে কহিয়া পাঠাইনা।
হাহা কি দুর্দ্দৈব গতি, কি দুষ্ট অসুরমতি,
বিধি নিধি বঞ্চিত করিলা॥
কৃষ্ণপ্রেম সুধাধার, নাহি যার পারাবার,
হেন সুখে বঞ্চিত হইলা।
আর তাহে নিন্দে দুষ্ট, বিষম গরলে পুষ্ট,
হিতাহিত বুঝিতে নারিলা॥
তুমি যে হরির ভক্ত, তোমা দ্বেষে অনুরক্ত,
ইহাতে মঙ্গল কভু নহে।
অচিরাতে হবে নাশ, মরণে হইবে বাস,
এ দৌরাত্ম্য ধর্ম্ম নাহি সবে॥
তুমি মাত্র শ্রীচরণ, রাখিও করিয়া পণ,
হৃদয় মাঝারে দৃঢ় করি,
জনম জীবন মম, তাঁরে কর সমর্পণ,
সদা রক্ষা করিবেন হরি॥" ভক্তমাল।

কয়াধুরাণী পুত্রকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে স্নান ভোজন করাইলেন এবং রাজসভার যোগ্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। এরূপ শিক্ষায় রাজা পুত্রকে হত্যা করিবেন, তাহা একবারও মনে করিলেন না। তাঁহার ভগবানে এতই বিশ্বাস ও এতই নির্ভর যে, লৌকিক পুত্রস্নেহ তাহার নিকট তিষ্ঠিতে পারিল না, প্রবল স্রোতে পতিত তৃণবৎ কোথায় ভাসিয়া গেল।

জননীর নিকট শিক্ষা ও সহানুভূতি পাইয়া প্রহ্লাদের মুখজ্যোতিঃ দ্বিগুণ শোভা ধারণ করিয়াছে। রাজা তদ্দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ভাবিলেন, মাতার যত্নে প্রহ্লাদ এখন নিশ্চয়ই কুবুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া পুত্রকে নিকটে বসাইয়া অঙ্গে হস্তামর্শ পূর্ব্বক কহিলেন,—' "আমি যাহাকে তৃণবৎ গণ্য করি না, তুমি আমার পুত্র হইয়া সেই হরিকে ভজনা কর, ইহা অতিশয় লজ্জার বিষয়। অতএব আমার সহিত আর হঠ ব্যবহার না করিয়া হরির আনুগত্য ত্যাগ কর।" প্রহ্লাদ পিতার এরূপ আদর ও লৌকিক সুখৈশ্বর্য্য অপেক্ষাও উচ্চতর বিষয়ের অধিকারী হইয়াছেন, সুতরাং তাহাতে ভুলিলেন না। কহিলেন:—

"প্রহ্লাদ কহে যে পুন, মহারাজ কহি শুন
যতেক কহিলে নীতি বাণী।
সকলি অনিত্য হয়, সংসর্গ বিপর্য্যয়,
নিন্দিত অগ্রাহ্য দৃষ্ট মানি॥
যার সনে কর হট, সেই প্রাণেন্দ্রিয় পট,
তাহা বিনে পড়িয়ে রহয়।
শৃগাল কুক্কুর ভক্ষ্য, এই যে সুখের পক্ষ,
ক্ষণ মাত্রে উড়িয়া পলায়॥
মহারাজ ভজ পদ অভয় শরণ।
কাপুরুষ যেই জন, নাহি ভজে শ্রীচরণ,
করে সেই নরক ভজন॥

তাঁরে না গণয়ে যেই, জগতে অনিত্য সেই,
নিশ্চয় বিধাতা তারে বাম।
সংসার যাতনা ভোগ,সদা সেবে শোক রোগ
কদাচিৎ পূর্ণ নহে কাম ॥
ইন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানে, দুঃখ সুখ করি মানে,
নাসিকায় মায়ারজ্জু বশে।
অবিদ্যা যাহার দাসী, পরাপর সুখ রাশি,
নাবুঝিয়া বঞ্চিত সে রসে ॥
অতএব মহারাজা, অন্তরে ত্যজহ দুজা,
ভজহরি অভয় চরণ।
বিষয় যে কুটী নাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী,
সদা কর অনন্যশরণ ॥" ভক্তমাল।

প্রহ্লাদের এই সকল উক্তির পর যে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, এ প্রবন্ধে সে সকল বক্তব্য নহে। এস্থলে কেবল ইহাই দেখান উদ্দেশ্য, মানবগণ দেবদুর্লভ ভক্তিধনে ধনী হইলে লৌকিক ভোগৈশ্বর্য্য, সুখবিলাস ও ভয়মৈত্রী কিরূপে তুচ্ছ করিতে পারে এবং তাহাদের হৃদয় কত উচ্চভাব লাভ করে। ভক্তি শাস্ত্র বলিয়া থাকেন যে, ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস হইলে তীব্র ভক্তিযোগশালী ব্যক্তিগণ কৈবল্য মুক্তিকে নরক তুল্য, স্বর্গসুখকে আকাশ-কুসুমবৎ অলীক পদার্থ, দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে বিষদন্তবিহীন কালসর্পবৎ, বিশ্বকে সুখপূর্ণ এবং বিধি মহেন্দ্রাদিকে কীট তুল্য মনে করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদচরিত্র এই উক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রহ্লাদ, ত্রিলোকবিজয়ী দুর্দ্দান্ত বহির্ম্মুখ পিতা হিরণ্যকশিপুকে যে উপদেশ দিলেন, তাদৃশ নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতা, বিষয়বিরাগী ভগবৎভক্ত ব্যতীত আর কে প্রকাশ করিতে পারে? চৈতন্যচরিতের নিগূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভগবদ্ভক্তি বাস্তবিকই ভগবানেরও লোভনীয় পদার্থ। এইজন্যই শাস্ত্রে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্‌কে অভিন্ন তত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ভক্তির উদয়ে ভক্ত ভগবানের সাহায্য লাভ করেন, তাদৃশ ভক্তি, জীবের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। যেখানে ঘটে, সেইখানেই কয়াধুরাণী ও প্রহ্লাদের সৃষ্টি হয়। অতএব আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, বামাবোধিনীর প্রত্যেক পাঠিকা কয়াধুরাণী হইয়া পাপ-কলুষিত বঙ্গভূমিকে পবিত্র করুন এবং প্রহ্লাদ সদৃশ পুত্রের জননী হউন।

লেডী হেনরী সমারসেট।

(গত বারের শেষ)

তিনি শ্রমজীবী কৃষকদিগের বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ পূর্ব্বক ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া আসিতেন; এবং প্রসূতিগণকে আপন গৃহে আহ্বান করিয়া আনিয়া সন্তান

পালন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। এইরূপে লেডী সমারসেট প্রজামণ্ডলীর হিত-সাধনে যত্নবতী হইলেন।

কবিগুরু বাল্মীকি গাইয়াছেন,—

"বাতি গন্ধঃ সুমনসাং প্রতিবাতং সদৈব হি।
ধর্ম্মজস্তু মনুষ্যানাং বাতি গন্ধঃ সমন্ততঃ॥"

অর্থাৎ বায়ু যে দিকে বহিতে থাকে, পুষ্পসৌরভ সর্ব্বদা সেইদিকেই চালিত হয়, মানবের ধর্ম্মসৌরভ আপনাআপনি চতুর্দ্দিকে অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। লেডী সমারসেটের গুণের সৌরভ কি কেবল স্বগ্রামেই বদ্ধ ছিল? না, তাহা নহে। তাঁহার ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও বক্তৃতা অতীব হৃদয়গ্রাহী। যখন এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল, অমনি নিকটস্থ ও দূরস্থ গ্রাম সকল হইতে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণ করাইবার জন্য আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র আর ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রহিল না, দূরপ্রসারিত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার স্বাভাবিক বক্তৃতা শক্তি যথেষ্ট ছিল। অভ্যাসদ্বারা সেই স্বাভাবিক শক্তি আরও পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিল। লেডী হেনরী অনেক গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, ধর্ম্মজ্ঞান অভাবে লোক সকল অতি হীনভাবে পশুর মত জীবন যাপন করিতেছে। যাহাতে চারিদিকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রচারিত হয়, এইজন্য স্থানে স্থানে লৌহনির্ম্মিত ভজনালয় সংস্থাপন এবং ধর্ম্মযাজক ও পরিব্রাজক নিয়োজিত করিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডীয় বহুসংখ্য পুরোহিত মিলিত হইয়া লেডী হেনরীর প্রতি যথেষ্ট দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, লেডী হেনরী তাঁহাদিগের কৌলিক ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, সেইজন্য ইনি নিজের ইচ্ছামত ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত করিতেছেন। কৌলিক ধর্ম্মযাজকগণের হস্তে তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, এমন কি সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে "একঘরে" করিয়াছিল। একবার তিনি যাজকবর্গকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদিগের জন্য অন্নপান প্রস্তুত, কিন্তু কেহই তাঁহার বাটীতে আসিলেন না; একজন লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন "আপনি যে সকল ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত এবং যাজক ও পরিব্রাজককে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডীয় যাজকমণ্ডলীর অনুমোদিত নহে, অতএব আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলে অন্যায় কার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, সেইজন্য আমরা কেহই আপনার গৃহে অন্নপান গ্রহণ করিব না।" তিনি এইরূপ প্রত্যাখ্যানে অপ্রতিভ হইলেন না। তৎক্ষণাৎ গ্রামস্থ ক্রিকেট ক্লবের লোকদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন, নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের পর যাজকদিগের জন্য প্রস্তুত অন্নপানদ্বারা উহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিলেন। কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার ধর্ম্মযাজকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এবার

আর কেহই তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অস্বীকৃত হন নাই।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে, কুমারী ফ্রান্সেস্ উইলার্ডের লিখিত একখানি পুস্তক লেডী হেনরীর হস্তগত হয়। সেই পুস্তকের নাম "Nineteen Beautiful Years" বা "সুন্দর ঊনবিংশতি বর্ষ"। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসান সময়ে যে নারিজাতির বিশ্বব্যাপিনী মাদক-নিবারিণী সভার শাখা প্রশাখা সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, যাহা সুরাপান ও সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমগ্র মানবসমাজে তুমুল আন্দোলন সমুপস্থিত করিয়াছে, কুমারী উইলার্ড সেই সভার সংস্থাপয়িত্রী। তল্লিখিত প্রাগুক্ত পুস্তকে ঐ সভার কার্য্য বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। লেডী হেনরী এই পুস্তক পাঠ করিয়া এমনই উৎসাহিত হইলেন, যে, তিনি আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না। কুমারী উইলার্ডকে দর্শন এবং তাঁহার কার্য্য প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য তদ্দণ্ডেই আমেরিকা যাত্রা করিলেন। তিনি আমেরিকায় উপনীত হইয়া সিকাগো নগরীতে উইলার্ড পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কুমারী উইলার্ডের জননী এই ইংরাজ মহিলাকে আপন কন্যার ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাকে পাইয়া মনে করিলেন যেন তাঁহার মৃত মেরী মূর্ত্তিমতী হইয়া আবার এই মর্ত্ত্যধামে লীলা করিতে আসিয়াছেন। সুরাপান নিবারণ করিবার জন্য নারিজাতি দ্বারা কি অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, লেডী হেনরী তাহা দেখিয়া বিস্মিতা হইয়াছিলেন। আমেরিকার সর্ব্বত্র লেডী হেনরী সাদরে অভ্যর্থিতা হইয়াছিলেন। সর্ব্বত্র সভাসমিতি করিয়া ইঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আমেরিকাবাসিগণ যে কিরূপ উৎসুক হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। লেডী হেনরী যে কিরূপ প্রতিভাশালিনী রমণী, আমেরিকাবাসিগণ তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন, এবং আমেরিকাবাসীরা সৎকার্য্যে কিরূপ উৎসাহী এবং কর্ম্মশীল লেডী হেনরীও তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন।

সিকাগো নগরীতে লেডী হেনরী "ইউনিয়ান সিগ্ন্যাল" নামক সাময়িকপত্রিকার সম্পাদকতা কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এই "ইউনিয়ান সিগ্ন্যাল" আমেরিকায় খৃষ্টীয়মহিলাগণের সুরাপান প্রতিশোধক সম্মিলনীর মুখপাত্র। এই মহানগরীতে অবস্থানকালে তিনি ধর্ম্মযাজক মুডীর ধর্ম্মবিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বদেশে নিজের সংকল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন।

লেডী হেনরী স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন দক্ষিণ ওয়েলসের শ্রমজীবীদিগের অবস্থা অতীব শোচনীয়। কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়ে, এই স্থানের শ্রমজীবিদলের

অবস্থা যারপরনাই হীন। দক্ষিণ ওয়েল্‌সের উপত্যকাপ্রদেশে যে সকল পল্লীগ্রাম আছে,সে সকল সর্ব্বদা ধূমাচ্ছন্ন। পথ ঘাট সর্ব্বদা কর্দ্দমিত। এই স্থানে অনেকগুলি লৌহের কারখানা আছে। শ্রমজীবিদল ঐসকল কারখানায় দৈনিক পরিশ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করে, তদ্দারা তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন অতি কষ্টে নির্ব্বাহিত হয়। তাহার উপর এই সকল লোকদিগের পানদোষ এমনি প্রবল যে, তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ সুরাক্রয়ে ব্যয়িত হয়, কাজেকাজেই অন্যান্য গলগ্রহদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চিন্তা করিতে তাহাদিগকে খুব কম দেখা যায়। কোন প্রকার নীতি বা ধর্ম্মের শাসন না থাকাতে এই সকল শ্রমজীবী পশুর মত জীবন যাপন করে। লেডী হেনরী ইহাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য ঐসকল স্থানে আপনার কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তিনি স্থানে স্থানে পটমণ্ডপ স্থাপন এবং গৃহ ভাড়া করিয়া শ্রমজীবীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং কিরূপে তাহারা আপনাদিগের অন্ধকারময় জীবনকে সুখময় করিতে পারে, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, লোকের সঙ্গে না মিশিলে, তাহাদের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। এইজন্য তিনি শ্রমজীবিদিগের সহিত মিশিতে লাগিলেন। তাহাদিগের সহিত এক সঙ্গে বাস এক সঙ্গে আহারাদি করিতে লাগিলেন। মোটের উপর ইহারা যেরূপভাবে থাকে, তিনিও সেইরূপভাবে থাকিতে দেখিলেন। তাহাদের অভাব যখন তিনি সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইলেন, তখন সেই অভাব দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

কুমারী উইলার্ড আমেরিকাতে নারীজাতির সুরাপান নিবারণার্থ যে মহাসমিতি সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার সহিত বৃটিশমহিলাগণের মাদক নিবারণী সভার সম্যক যোগ স্থাপনার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গ্রেট বৃটেন এবং আমেরিকা এই দুই মহাদেশের মহিলাগণ মিলিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে সুরা ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য এবং বিবিধপ্রকার দুর্নীতি ও দুরাচারের বিরুদ্ধে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করেন, ইহাই লেডী হেনরীর উদ্দেশ্য। এই মহান উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য তিনি প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। বিগত ১৮৯১ খৃঃঅব্দে লেডী হেনরী বৃটিশ মহিলাগণের মাদক নিবারণী সভায় সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি অদ্যাপি সেই সভায় সভাপতি নিযুক্ত আছেন। তিনি যখন প্রেমসূত্রে আমেরিকা এবং গ্রেট বৃটনকে সম্বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন অনেক অনুদার ইংরাজ তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, লেডী হেনরী গ্রেট বৃটনকে আমেরিকার মত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইংরাজ মহিলাগণকে মার্কিনভাবাপন্ন করিয়া তোলা ভাল নয়, এই তাঁহাদিগের বিশ্বাস। কিন্তু পরিশেষে বিশ্বেশ্বরের কৃপায় সকল বিপদ কাটিয়া গেল, লেডী হেনরীর উদার নীতিরই জয় হইল।

লেডী হেনরী দেখিলেন কেবল সুরাপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলে হইবে না। সর্ব্বাগ্রে পতিতা রমণীদিগের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। পতিতা রমণীগণই সুরারাক্ষসীর সহচরী। বেশ্যালয়ই সুরাপূজার প্রধান স্থান। অতএব সর্ব্বাগ্রে এই সকল নরপিশাচীদিগকে দুর্নীতির অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করা চাই, নতুবা উপায় নাই। অনুদার ইংরাজদল এই মহাপাপ নিবারণের বিরোধী ছিলেন। এইজন্য ইহাঁরা লেডী হেনরীর কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ইহারা বলিয়াছিলেন, সুরাপান নিবারণার্থ বৃটিষমহিলা সমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে, অন্য প্রকার দুর্নীতি মার্গের সংস্কারে বদ্ধপরিকর না হইয়া কেবল ঐ কার্য্যে মন প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। লেডী হেনরী ইহাদিগের অসার যুক্তি খণ্ডন করেন এবং আপনার শুভ উদ্দেশ্য সাধনার্থ বৃটিশমহিলাসমাজের সভাপতি পদে পুনর্নিয়োজিত হন। এইরূপে লেডী হেনরী সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে গ্রেট বৃটেনে এক তুমুল আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে হুইগ এবং টোরী নামক দুই সম্প্রদায় আছে। এই টোরী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ব্যক্তি একবার বিলাতের রাজসভার সভ্য হইবার জন্য প্রার্থী হন। ইনি চরিত্রবান্ নন, তদ্ব্যতীত ইনি একজন মদ চোলাই কারখানার স্বত্বাধিকারী। এরূপ ব্যক্তি মহাসভার সভ্য হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এইজন্য লেডী হেনরী প্রকাশ্য সভায় তাহার নিয়োগের প্রতিবাদ করেন। টোরী সম্প্রদায় এই প্রতিবাদে ক্রোধান্ধ হইয়া সভা ভঙ্গ করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করেন। উহাঁরা কেবল সভা ভঙ্গ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, লেডী হেনরীকে প্রহার এবং অপমানিত করিবার জন্য উহার গাড়ী অনুসরণ করেন এবং মারিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করেন। লেডী হেনরী ইহাদিগের অভদ্র আচরণে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত বা বিচলিত হন নাই। বরং নির্ভীকভাবে এবং সমধিক অধ্যবসায়ের সহিত স্বীয় লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

নারীজাতির রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য বিলাতে উদারনৈতিক নারীদিগের যে এক সভা আছে, লেডী হেনরী তাহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার একজন প্রধান সভ্য। নিরাশ্রয় বালিকাদিগের প্রতিপালন ও সংশিক্ষার জন্য ইনি রিগেটে এক অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অনেক অনাথা বালিকা এখানে বিনা ব্যয়ে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া এখন স্বাধীনভাবে সুখে সচ্ছন্দে জীবিকার্জ্জন করিতেছে। রোগার্ত্ত দীনদুঃখীদিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্বাস্থ্যনিবাস

সংস্থাপন করিয়াছেন। এখানে অসংখ্য দীন দরিদ্র ঔষধ পথ্য ও সেবা প্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতেছে। রিগেট ও ইষ্টনর প্রাসাদের অবারিত দ্বার সর্ব্বদা দীন দুঃখীদিগের জন্য উন্মুক্ত।

সাধারণ শিক্ষা বিস্তার এবং সদ্‌জ্ঞান প্রচারার্থ ইহাঁর "উওম্যানস্‌ হেরালড্‌" নামক এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে, ইনি স্বয়ং সেই সংবাদ পত্রের সম্পাদিকা। ইংরাজীতে গদ্য লিখিবার ও বক্তৃতা করিবার ইহাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। তদ্ব্যতীত ইনি কবিতা রচনা ও চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী। ইহাঁর পুত্রের বয়স এখন একবিংশতিবর্ষ। সম্ভবতঃ ইনিও জননীর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন।

সতী ও শান্তি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শান্তি। এ মাদুলীটি কিসের?

বড়বৌ। ওটি "অষ্টধেতে" মাদুলী।

শান্তি। এর মধ্যে কি আছে?

বড়বৌ। বল্‌বনা মা, সেটা ব'ল্‌তে নিষেধ আছে।

শান্তি। বলুননা, ব'ল্‌তে দোষ কি? যদি ভাল ঔষধ হয়, জান্‌লে অনেকের উপকার হ'তে পারে। আমরাত ঔষধের গুণাগুণ সব জানিনা, দিদি এখানে উপস্থিত আছেন, যদি ভাল ঔষধ হয়, ইনি ব'ল্‌বেন।

বড়বৌ। এতে যে ওষুধ আছেতা "মড়াঞ্চে পোয়াতীদের" ভারি উপকারী। এতেই নাকি অনেকের "মড়াঞ্চে" সেরে যায়। তাই মা আমাকে এই ওষুধটি সংগ্রহ করে দিয়েছে।

শান্তি। ঔষধটি কি বলুন্‌না শুনি।

বড়বৌ। আমার ত মা পাঁচটি ছেলে হ'ল। প্রথমে কোথা থেকে এক মরা মেয়ে এল, সেই যত "আপদ্‌ বালাই" এর মূল। তার পর দুটো ছেলে হ'ল। তাদের মধ্যে একটি "আঁতুড়ে" আর একটি ছ'মাসের হ'তে না হ'তে চ'লে গেল। তারপর আমার "পালান" হ'ল। বাছার আমার "হাতে খড়ি" হ'ল, পাঠশালে গেল, আর, তার পর বছরে......

বড়বৌ আর কথা কহিতে পারিলেন না, দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল।

শান্তি বলিলেন, থাক্‌ ওসব কথায় যদি মনে কষ্ট হয়, ব'লে কাজ নাই। আপনি কাঁদ্‌বেন না। বড়বৌ আবার বলিতে লাগিলেন, বার বার ঐরূপ ছেলে-হ'য়ে ম'রে যায় ব'লে, মা ঐ ওষুধ এনে দেয়। এই অষ্টধেতে মাদুলীটি আমার পালানের গলাতে ছিল। এই মাদুলিতে

"পুত্রবতীর" গায়ের মলা, পরণের কাপড়, আর মাথার চুল আছে।

সরোজিনী বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "সে কি, এতে কি সন্তান রক্ষা হয়?" বড় বৌ বলিলেন,হাঁ এতে নাকি সন্তান রক্ষা হয় ও "মড়াঞ্চে" সারে। শনি মঙ্গলবার অমাবস্যাতে পুত্রবতীর গায়ের মলা কৌশল ক'রে তাহার অজ্ঞাতসারে নিতে হয়, "আঁশবঁটী" দিয়ে তাহার কাপড় কেটে নিতে হয়, এবং ঘুমন্ত অবস্থায় মাথার চুল কেটে নিয়ে, তিনটী একত্র করে বন তুলসীর শিকড়ের সহিত কাঁটালি কলার মধ্যে পূরে খেতে হয় এবং "অষ্টধেতে মাতুলিতে ক'রে ছেলের গলায় দিতে হয়। ইহাতেই নাকি "পোয়াতীর" "মড়াঞ্চে" সারে এবং ছেলের কোন "ব্যামোশ্যামো"হয না,সে দীর্ঘজীবী হয়।

সরোজিনী বলিলেন, গলাতে যা কিছু বাঁধা হয়েছে, এর কোন্‌টাতে কি উপকার হয়?

বড় বৌ বলিতে লাগিলেন, "রাগ চণ্ডালের হাড়" গলায় বাঁধিলে ভূত প্রেতের বাতাস লাগে না, "ডাইন বো-কোসের নজর" এবং মন্দলোকের' দৃষ্টি হইতে ছেলেকে রক্ষা করে। "কাল বেরালের ফুলে" কোন শোক থাকে না। "ছেলে মাছের দাঁতে" ছেলের দাঁতে পোকা লাগে না এবং ছেলে কখন জলে ডুবে মরে না। "পেঁচার পালকে" ছেলে "লক্ষ্মীবন্ত" হয়। "উদ্‌বেরালের পিত্তি"তে রক্ত আমাশয় সারে। "হাতীর নাদ" বা বিষ্ঠাতে ছেলে হাতীর মত খর্ব্ব "নাদুস্ নুদুস্" হয়। "ফ'কুরে কাঁঠী" গলায় বাঁধিলে "গতর" সুখে সুখে থাকে—কোন রোগ হয় না। মথুরার কদমফুলে কৃষ্ণ সখা হয়। হিমালয়ের "গিরি মাটীতে" ছেলে গৌর বর্ণ ও সুন্দর হয়, কোন রোগ শোক থাকে না—বংশে কখন কাল ছেলে হয় না। কৈলাসের কল্পতরুর ফুলে সকল কামনা সিদ্ধ হয়। গুজরাটের বট ফলে সন্তান দীর্ঘজীবী হয়—কোন রোগ থাকে না। কাশীর যজ্ঞডুম্বুরের ফুল ধারণ করিলে ছেলে খুব ভাগ্যবান্ হয়।

শান্তি। ডুম্বুরের ফুল কে এনে দিলে?

বড় বৌ। এক সন্ন্যাসী ঠাকুর এনে দিয়াছে।

শান্তি। ডুম্বুরের ফুল নাকি তবে মানুষে দেখ্‌তে পায় না? "সাপের পা, পিঁপ্‌ড়ের রা, আর ডুমুরের ফুল," যে দেখে, সে নাকি রাজা হয়? সে সন্ন্যাসী কাশীর রাজা হয়েছে নাকি?

বড় বৌ। "এ পুরী"তে কি আর রাজা হবে? "আর পুরী"তে রাজা হবে।

শান্তি। তবু ভাল। আপনার গোপালকে মন্ত্রী কর্ব্বে ব'লেছে ত?

বড় বৌ। আর মা, জগদীশ্বর কি গোপালের কপালে "অতটা" লিখেছে!

শান্তি। সন্ন্যাসী ঠাকুর এবার যখন "বার্ষিক" নিতে আস্‌বে, তখন কথাটা ঠিক্ করে নিলে হবে। তার পর সীতাকুণ্ডের জলে কি হয়?

বড় বৌ। খোস্ ভাল হয়। হরিদ্বার, প্রয়াগ, সাগর সঙ্গম, কামরূপ প্রভৃতি তীর্থের মাটী গলায় বাঁধিলে কোন রোগ শোক থাকে না। "নিদ্‌লী"গলায় বাঁধিলে ছেলে রাত্রে কাঁদে না, খুব ঘুময়। "ভুত ভৈরবী"তে ভূত প্রেতের বাতাস লাগে না। "আঁত মোড়া"তে ছেলের ঘন ঘন "হাই তোলা" আর "গা ভাঙা" সেরে যায়। "বাদুড় নুট্ পুটে" গলায় বাঁধিলে ছেলের শরীরে খুব বল হয়। শনি মঙ্গলবার অমাবস্যার রাত্রিতে অথবা গ্রহণের দিন "ম্যাদার মাটী" বা ধোবার পাটের মাটী চুরি করে আন্‌তে হয়। সেই মাটী ছেলের গলায় বাঁধিলে তাহাকে কখন ভূত-প্রেত ডাইন-বোকসে কিছুই করিতে পারে না। আর ছেলের "দুধ তোলানি" সেরে যায়। কোমরের চাকের মাটীতে "ছোঁয়াচে রোগ" ভাল হয়। বনহলুদে ছেলের "পাগ্‌লা" ভাল হয়। "কলুর ন্যাতা" চুরি করিয়া ছেলের গলায় বেঁধে দিলে ছেলে খুব ধীর হয়—উপদ্রব করে না। "শ্রীক্ষেত্রের হাড়ীর ঝাটার কাঠী" দিয়ে ছেলের নাক কান ফোঁড়াইয়া দিতে হয় এবং একটু কাঠী ছেলের গলায় বেঁধে দিতে হয়। তা হ'লে ছেলে আর মরে না। ঝাঁটারকাঠী গলায় বাঁধিবার সময় এই মন্তরটি বলিতে হয়,—

"গলায় বেঁধে হাড়ীর ঝাঁটা।
যমের দোরে দিলুম্ কাঁটা॥"

মন্ত্র শুনে সরোজিনী এবং শান্তি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা হ'লে বুঝি যমঘরে বন্ধ হয়ে থাক্‌বে।" এত যদি কল্লেন তার সঙ্গে যদি চিনের দেশালাইয়ের একটা কাঠী খরচ কর্ত্তেন, তা হলে সব গোল চুকে যেত। যমরাজ ঘরের মধ্যে পুড়ে "খাক্" হয়ে থাক্‌ত; মানুষের জ্বালাযন্ত্রণা সব নিবে যেত; বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না ক'র্ত্তে পার্ত্ত।

বাঙ্গালা প্রবচন।

স।

১। সুখ দুঃখানি তুল্যানি, যথাত্মনি তথা পরে।

২। সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়।

৩। সুখের কপোত বা পায়রা।

৪। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

৫। সুজন পিরীত সোনা ভেঙে গড়া যায়, কুজন পিরীত কাচ ভাঙ্গিলে ফুরায়।

৬। সুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

৭। সুন্দর বনে বান্দর রাজা।

৮। সুঁচ গড়িতে পারে না,
বন্দুকের বায়না নেয়।

৯। সুঁচ সোহাগা সুজন,
ভাঙ্গা গড়ে তিনজন।

১০। সুঁচ হয়ে সেঁধোয়,
ফাল হয়ে বেরোয়।

১১। সেই একদিন আর
এই একদিন।

১২। সেই কড়ি ক্ষয়, তবু
বৌ সুন্দর নয়।

১৩। সেই গাধা সেই জলে যায়,
তবু গাধা ঘুলয়ে খায়।

১৪। সেইত মল খসালি,
তবে দেশটা কেন হাসালি।

১৫। সেই বুড়ি নাচে,
কত কাচ কাচে।

১৬। সেকরা বাড়ীর বিড়াল,
ঠুক্ ঠুকনিতে ভয় পায় না।

১৭। সেকরার ঠুক ঠাক্,
কামারের এক ঘা।

১৮। সে কহে বিস্তর মিছা,
যে কহে বিস্তর।

১৯। সে কাল গেছে বয়ে,
এঁটে কচু খেয়ে।

২০। সে গুড়ে বালি।

২১। সেধে পড়ে ভাব,
আর মেজে ঘসে রূপ।

২২। সে বড় কঠিন ঠাঁই,
গুরুশিষ্যে দেখা নাই।

২৩। সে রামও নাই
সে আযোধ্যাও নাই।

২৪। সেয়েক্কে পশুরি চুরি।

২৫। সোজা আঙুলে ঘি উঠে না।

২৬। সোনা দানা দুধের বাটী,
দুয়োংমেগের ওচলা মাটী।

২৭। সোনা ফেলে আঁচলে গেরো।

২৮। সোনা ব'লে জ্ঞান ছিল,
কসিতে পিতল হল।

২৯। সোনার অঙ্গ কালি হল।

৩০। সোনার উপর মিনের কাজ।

৩১। সোনার ওজন কুঁচের সঙ্গে।

৩২। সোনার দাঁড়ে কাক বসান।

৩৩। সোনার থালে খুদের জাউ।

৩৪। সোনার পাথর বাটী।

৩৫। সোনার লঙ্কা ছার খার।

৩৬। সোপানৎক সদা ব্রজেৎ।

৩৭। সোপোকার বংশ।

৩৮। সোমে বুধে না দিও হাত,
ধার করে খেয়ো ভাত। *

৩৯। সৌরভে ভ্রমর মজে।

৪০। স্ত্রী গৃহের শ্রী।

৪১। স্ত্রীবিত্তমধমাধমম্।

৪২। স্ত্রী ভাগ্যে ধন,
স্বামিভাগ্যে পুত্র।

৪৩। স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ।

৪৪। স্থান মান নাই, উচ্চ কবর।

৪৫। স্নেহ নীচগামী।

৪৬। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা,
বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।

* প্রাচীন হিন্দুদের মতে সোম ও বুধবারে গোলা হইতে ধান পাড়িতে নাই, বরং ধার করিয়া খাওয়া ভাল।

৪৭। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।

৪৮। স্বনামা পুরুষোধন্যঃ
পিতৃনামাচ মধ্যমঃ।

৪৯। স্বয়ং সিদ্ধঃ।

৫০। স্বয়মসিদ্ধঃ কথং
পরান্ সাধয়তি?

৫১। স্বর্গের অপ্সরী।

৫২। স্বামীর কিবা সুখ,
পৌষ মাসে ভাতের দুখ।

৫৩। স্বামী নাই পুত্র নাই,
কপাল ভরা সিন্দুর;
ধান নাই, চাল নাই,
গোলা ভরা ইন্দুর।

৫৪। স্বামীর হাতে ধন থাকিলে,
স্ত্রীর নাম লক্ষ্মীমণি।

৫৫। স্বপ্নেরও অগোচর।

৫৬। স্রোতে গা ঢালা।

৫৭। স্রোতের আগে টেপা ভাসে।

স্বর-সাধন প্রণালী।

স্বরলিপি দেখিয়া গীত শিক্ষা করিবার এক মাত্র অসুবিধা এই, যে তদ্দারা সুর সকলের যথাযোগ্য স্থায়িত্ব নিরূপণ করা সহজ নহে, এবং এই স্থায়িত্ব নিরূপণ হইলেও ছন্দানুসারে বাজান বা গান করা যায় না। কিঞ্চিৎ মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে নিম্নলিখিত প্রণালী ক্রমে সুরের স্থায়িত্ব পরিমাণ করিতে অভ্যাস করিলে ক্রমে বাদন ও গান আপনা আপনিই সহজ হইয়া আইসে। প্রথমতঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এই কয়েকটী অঙ্ক পুনঃ পুনঃ সমান ওজনে মুখে গণনা করিতে অভ্যাস কর। তাহার পর প্রত্যেক অঙ্ক উচ্চারণ কালে অঙ্গুলি কিম্বা পদ দ্বারা ভূমিতে সমান ওজনে আঘাত করিতে অভ্যাস কর। তাহার পর মুখে গণনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভূমিতে আঘাত কর। এরূপ না করিলে সমান ওজনে আঘাত করিতে পটুতা জন্মিবে না, কারণ অঙ্গুলি কিম্বা পদ দ্বারা সমান ওজনে আঘাত করিতে এরূপ অভ্যাস করিয়া রাখিতে হইবে, যে যন্ত্রাদি বাদন কালে আঘাতের নিবৃত্তি ও তাহার পরিমাণ হ্রস্ব দীর্ঘ না হয়। কেননা গাইবার কিম্বা বাজাইবার সময় ঐ আঘাত দ্বারাই সুরের স্থায়িত্ব পরিমাণ করিতে হইবে।

সুর অভ্যাস করিতে হইলে একটী এস্রাজ বা বেহালা, কিম্বা সারঙ্গী অথবা একটী হারমোনিয়ম অতিশয় প্রয়োজনীয়। ইহাদের সহিত আওয়াজ সাধিলে কণ্ঠ সুললিত হইবার সম্ভাবনা। হারমোনিয়ম যন্ত্রটী প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষে প্রকৃত উপযোগী কেন না ইহার সুর বাঁধিতে হয় না।

হারমোনিয়মের বাম দিক্ হইতে

আরম্ভ করিয়া প্রথম ১৪টী সাদা চাবি ছাড়িয়া পঞ্চদশটী অথবা হারমনি ফ্লুটের ১১টী সাদা চাবি ছাড়িয়া দ্বাদশটী টিপিলে যে স্বর নির্গত হইবে, সেই স্বরটি প্রথমতঃ দুই এক দিন শ্রবণ করিয়া পরে ওষ্ঠাধর চাপিয়া অল্প শব্দে হুঁ হুঁ করিয়া উক্ত স্বরের সহিত কণ্ঠ মিলাইতে চেষ্টা কর। যখন দেখিবে যে হারমোনিয়মের স্বরের সহিত কণ্ঠস্বর মিলিয়া গিয়াছে, তখন ওষ্ঠাধর মুক্ত করিয়া "সা" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক ২।৪ দিন কেবল ঐ স্বরই সাধন করিবে। ঐ প্রণালীতে হারমোনিয়মের চাবি পর পর টিপিয়া ঋ, গ, ম, প, ধ, নি অভ্যাস করিবে। এই সাধনটী প্রকৃতরূপে আয়ত্ত হইলে সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী স্বর আরোহী ও অবরোহী ক্রমে হারমোনিয়মের সহিত অন্ততঃ একপক্ষ কাল অভ্যাস করিবে।

যখন দেখিবে কণ্ঠস্থ স্বরগুলি যন্ত্রের স্বরের সহিত ঠিক্ হইয়াছে, তখন উদারা ও তারা সপ্তকের স্বর গুলি ঐ রূপে অভ্যাস করিবে। উদারা ও তারা গ্রামের যে কয়েকটী স্বর সহজে বাহির হয়, সেই কয়েকটী অভ্যাস করিবে। জোর করিয়া অতিরিক্ত স্বর বাহির করিতে গেলে কণ্ঠস্বর বিকৃত হইবার সম্যক্ সম্ভাবনা।

হিন্দু সংগীতে উদারায় প বা ম এবং তারায় ম বা প পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অতএব পাঠিকাগণ অন্ততঃ, এই কয়েকটী স্বর উত্তমরূপে অভ্যাস করিতে চেষ্টা করিবে। যদ্যপি ইহাও কাহার কণ্ঠ হইতে সহজে বাহির না হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত বাহির হয়, সেই পর্য্যন্তই অভ্যাস করা উচিত, ততোধিক বাহির করিতে চেষ্টা যেন আপাততঃ না করা হয়; কেন না যে কয়েকটী বাহির হইতেছে, তাহা উত্তমরূপে অভ্যাস হইলে, পরবর্ত্তী স্বরগুলি সহজেই বাহির হইবে।

অনন্তর কোমল ও কড়ি স্বরগুলিকে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে উদারা, মুদারা, তারা তিন গ্রামে অভ্যাস কর। প্রকৃত এবং কোমল স্বর উত্তমরূপে আয়ত্ত হইলে এবং মাত্রা বোধ হইলে পাঠিকাগণ অনায়াসে গীত অভ্যাস করিতে পারিবে।

মনে কর, পশ্চাৎ লিখিত এই গীতটী অভ্যাস করিতে হইবে, "তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে।" তু, মি, বি, না, এই কয়েকটী অক্ষর তুল্য সময় অন্তর উচ্চারণ কর এবং তুর স্থানে সা, মি-র স্থানে গ, বি-র স্থানে গ, ও না-র স্থানে গ স্বর লাগাও, তাহা হইলে গীতের ঐ অংশটী অভ্যাস হইল। পরে "কেএ প্রভু" অভ্যাস করিতে হইবে। পাঠিকা দেখিবেন যে, কে-র পরে এ অক্ষরটী আছে, তাহার কারণ এই, বি হইতে না—র অন্তর যত, অথবা না হইতে কে ও প্র—র অন্তর যত, কে হইতে প্র—র অন্তর তাহার দ্বিগুণ, এই নিমিত্ত সুবিধার নিমিত্ত কেও প্র—র মধ্যে এ দেওয়া

হইয়াছে। কে প্রভু ইত্যাদি অক্ষরগুলি মাত্রানুসারে উচ্চারণ কর এবং কে—র স্থানে ম, প্র—র স্থানে প, ভু—র স্থানে প ইত্যাদি লাগাও, তাহা হইলেই এই গীতটী অভ্যাস হইবে।

সকল গীতের তাল ও রাগিণী আছে, ও যে সমুদায় গীত মুদ্রিত হয় তাহার উপরে তাল এবং রাগিণী লেখা থাকে, কিন্তু তাহা দেখিয়া স্বর অবগত হওয়া যায় না। তাল ও রাগিণী স্বরের সাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ এক তাল ও এক রাগিণীতে বহুতর স্বর প্রস্তুত হইতে-পারে। লিপিবদ্ধ স্বর দেখিয়া গীত অভ্যাস করিলে আপনা আপনি রাগিণী হইয়া যাইবে।

এই গীতটীর তাল কাওয়ালী। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে কাওয়ালী ১৬টী হ্রস্ব মাত্রার তাল ও ইহার সম ২য় তালে। কিন্তু এই গীতটীর আরম্ভ ৪র্থ তালে যাহাকে ফাঁক বলে। যাহা হউক পাঠিকার এইক্ষণে তাহা দেখিবার তত প্রয়োজন নাই। অক্ষরগুলি মাত্রানুসারে নির্দ্দিষ্ট স্বর দিয়া উচ্চারণ কর, তাহাহইলেই গীতটী অভ্যাস হইবে ও আপনা আপনি কাওয়ালী তাল ও বেহাগ উপরাগ হইয়া যাইবে।

বেহাগ উপরাগ।

তাল কাওয়ালী।

ব্রহ্মসঙ্গীত। সংগীত রত্নাকর।

০।	।	।	।	১॥	।	।
সা	গ	গ	গ	ম	প	প
ভু-	মি	বি-	মা	কেএ-	প্র-	ভু

+॥	।	।	৩॥	॥	০।	।
সা·	সা·	সা·	নি	প	ধ	প
সং-	কট	নি-	বা-	রে,	কে	

।	।	১।	।	।	।	+।	।	॥	৩॥
ম	গ	ম	গ	গ	গ	ম	প	ম	গ
স-	হা-		য়	ভ	ব	অ-		ন্ধ	কা-

।	০।	।	।	।	১।	।
সা	প	প	প	সা·		সা·
রে,	(রে-	য়ে-	ছি	ব-		ন্দি

।	।	+।	।	।	।
সা·	সা·	সা·	সা·	ঋ	সা·
স	ম	মো-	হে-	র	আ-

৩॥	॥	০।	।	।	।	১॥	।
নি	প	ধ	ম	ম	গ	ম	প
গা-	রে),	ক-	লু-	ষি-	ত-	পা-	প-

।	+॥।	৩॥	॥	০।	।	।
ম	গ		ম	সা	গ	গ
বি-	কা-		রে-	বি-	ষ-	য়-

।	১॥	।	।	+।	।	।
ম	প	সা·	সা·	সা·	গ	ঋ·
র-	সে-	র-	ত	ত	ব	প্রে

।	৩।	।	।	।	০।
গ·		ঋ'	সা-	স·	নি
মা-		মৃ-	ত	ছাড়ি	ম-

।	॥	১॥	।		+॥	॥	৩॥	॥
নি	নি	প	ধ	নি	নি	ধ	প	প
ন-	ভূ-		ন্ত-	বি-	হা-		আ	রে)

০।	।	।	।	১।	।	।
সা	গ	গ	ম	প	প	প
(বি-	ত-	র-	ক্ক-		পা-	ত-

+॥	।	।	৩॥	।	।	০।	।
ধ	ধ	ধ	ধ	প	প	ম	৩ম
যা-	র-	ণ্ড-	ণে-	প্র-	ভু-	মৃ-	ত-

। । | ১॥ ৺ ৺ । | +॥॥ ৩॥
ম ম | গ প ম ম | গ
দে- হে- | জী- ব- ন- ন- | ধ্বা-

॥ | ৩॥ । । | ১। ।
সা | প সা সা | সা সা
রে- | (পা- প- তি- | মি- র-

। । | +। । । । || ॥ ||
সা সা | সা সা ঋ সা || প ||
না- শি- | বি- রা- জ- হু- || রে।":: || }

৩॥ । । | ০। । । । |
নি প নি | সা সা ঋ সা |
দয়ে- আ- নি) | কি- আ- র- জা- |

১। ৺ ৺ ০। । | +॥ ॥ | ৩॥
নি ধ প প ধ | নি ধ | প
না- ব- ত- ব | দ্বা-

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই ভার্য্যা ছিলেন, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। তন্মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী গৃহকর্ম্মে সুদক্ষা ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিবার সময় হওয়ায় তিনি মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে আপনার নিকট ডাকিয়া বলিলেন "আমি পারিব্রজনে গমন করিব, অতএব আমার ধন সম্পত্তি সকল তোমাদিগকে বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "ভগবন্! যদি বিত্তেতে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী আমার হয়, তাহা হইলে কি আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না, না, ঐশ্বর্য্যবান্ লোকদিগের জীবন যেরূপ হয়, তোমারও জীবন সেইরূপ হইবে। বিত্তের দ্বারা অমরত্ব লাভের আশা নাই।

মৈত্রেয়ী কহিলেন, "যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।" যাহাতে আমি অমর হইতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? ভগবন্! অমরত্বলাভের উপায় যাহা আপনি অবগত আছেন আমাকে বলুন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "তুমি আমার প্রিয় এবং প্রিয় বাক্য বলিতেছ, অতএব তোমাকে আমি অমরত্ব লাভের উপায় বলিতেছি, মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

অয়ি মৈত্রেয়ী, পতির জন্য কি পতি প্রিয়? না, তাহা নহে, কিন্তু আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার জন্য পতি প্রিয় হয়।

অয়ি! ভার্য্যার জন্য ভার্য্যা প্রিয়া হয় না, কিন্তু আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার জন্য ভার্য্যা প্রিয় হয়।

অয়ি! পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য পুত্র প্রিয় হয়।

অয়ি! বিত্তের জন্য বিত্ত প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য বিত্ত প্রিয় হয়।

অয়ি! ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের জন্য

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়।

অয়ি! লোক সকলের জন্য লোক সকল প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য লোক সকল প্রিয় হয়।

অয়ি! দেবতাদিগের জন্য দেবতারা প্রিয় হয়েন না, কিন্তু আত্মার জন্য দেবতারা প্রিয় হয়েন।

আর বেদ ও শাস্ত্র সকলের জন্য বেদ ও শাস্ত্র সকল প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য বেদ ও শাস্ত্র সকল প্রিয় হয়।

আর ভূত সকলের জন্য ভূত সকল প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য ভূত সকল প্রিয় হয়।

আত্মা বা অরে! দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

পরমাত্মাকেই সেই জন্য দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে।

হে মৈত্রেয়ি আত্মার দর্শন, শ্রবণ ও বিজ্ঞানে এই সকলই বিদিত হয়। পরমাত্মাকে না জানিয়া যে ব্যক্তি সংসারের কার্য্য করে, স্ত্রী পুত্রদিগকে প্রিয় জ্ঞান করে, ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করে, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অভ্যাস করে, তাহার সকল কার্য্য বিফল হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এই সমস্ত বাক্য দ্বারা এই উপদেশ দিলেন যে পরমাত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু ও প্রিয় বস্তু এবং তাঁহার জন্যই আর সকল বস্তু সত্য ও প্রিয়। যে ব্যক্তি আত্মা হইতে এই সকলকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র দেখে, সে ভ্রান্ত। এই আত্মা হইতেই এই লোক সকল, ভূত সকল, দেবতা সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতে স্থিতি করিতেছে এবং তাঁহাতেই সকলে প্রলয়কালে লীন হইবে।

যেমন দুন্দুভি জ্ঞান না থাকিলে যদি কোন অদৃশ্য দেশে দুন্দুভি ধ্বনি হয়, তাহা দুন্দুভি ধ্বনি বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায় না, কিন্তু যখন ঐ জ্ঞান হয়, তখন তাহা বুঝিতে পারা যায়; যেমন শঙ্খ জ্ঞান না থাকিলে শঙ্খ ধ্বনি বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু যখন শঙ্খ জ্ঞান হয় তখন পারা যায়; যেমন বীণা জ্ঞান না থাকিলে কোন অদৃশ্য দেশে বীণা বাদন হইলে তাহা যে বীণা ধ্বনি তাহা উপলব্ধি হয় না, কিন্তু বীণা জ্ঞান হইলে তাহা হয়; সেইরূপ আত্মজ্ঞান না হইলে অন্য বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান হয় না।

যেমন আর্দ্র ইন্ধন হইতে ধূমাদি নির্গত হয়, সেইরূপ হে মৈত্রেয়ী, এই মহান্ পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস এই ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গীরস, ইতিহাস, পুরাণ, ব্রহ্মবিদ্যা, দেবজন বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যখ্যা, মন্ত্রব্যাখ্যা সকল।

যেমন নদী, তড়াগাদি সকল প্রকার জলের একমাত্র আধার স্থান সমুদ্র, যেমন

স্পর্শের আধার ত্বক্‌, যেমন রসের আধার রসনা, গন্ধের আধার নাসিকা, বর্ণের চক্ষু, শব্দের শ্রোত্র, সঙ্কল্পের মন, জ্ঞানের হৃদয়, কর্ম্মের হস্ত, গতির পদ, বেদের বাক্য; যেমন একখণ্ড লবণ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলবৎ হইয়া যায়, কেহ তাহা আর দেখিতে পায় না কেবল তাহা আস্বাদন দ্বারা উপলব্ধি হয়; সেই রূপ সর্ব্বাধার মূলাধার এই মহদদ্ভুত মহান্‌ পুরুষ। তিনি অনন্ত অপার এবং বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ জ্ঞান মাত্রে উপলভ্য। আর এই সমস্ত ভূত এবং জীবাত্মা বিনাশশীল। মৃত্যুর পর কাহার আর সংজ্ঞা বা নাম থাকে না। হে মৈত্রেয়ী! আমি এইরূপ বিশ্বাস করি।

মৈত্রেয়ী কহিলেন, ভগবন্‌ আপনি মৃত্যুর পর জীবাত্মার সংজ্ঞা থাকে না বলিয়া আমাকে ভ্রমে নিক্ষেপ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমি তোমাকে মোহে নিক্ষেপ করি নাই। এ আত্মা অবিনাশী ও অবিক্রিয়। কিন্তু দ্বৈত জ্ঞান হইলে বিনাশী বলিয়া বোধ হয়। আত্মা একমাত্র সত্য বস্তু আর সমস্ত তাহারই প্রতিবিম্ব। যেমন জলেতে চন্দ্রের যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা সত্য নহে, যেহেতু জল স্থানান্তরিত করিলে ঐ প্রতিবিম্ব আর থাকে না, কেবল চন্দ্র থাকে; সেইরূপ ভূত সকল ও জীবাত্মা সকল সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র তাহারা সত্য নহে। অজ্ঞানতা বশতঃ ঐ প্রতিবিম্ব সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়, অজ্ঞানতা তিরোহিত হইলে সেই পরমাত্মা মাত্র থাকেন, প্রতিবিম্ব সকলের আর অস্তিত্ব থাকে না।

যেখানে দ্বৈতজ্ঞান আছে সেখানে এক অন্যকে দর্শন করে, এক অন্যকে আঘ্রাণ করে, শ্রবণ করে, এক অন্যকে বর্ণন করে, এক অন্যকে মনন করে, এক অন্যকে জানে। যাহার একত্ব জ্ঞান হইয়াছে তাহার পক্ষে ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যাঁহাদ্বারা সমস্ত জানা যায়, তাঁহাকে কি প্রকারে জানিবে? অয়ি মৈত্রেয়ী! বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে? *

* অদ্বৈতবাদ নানা সময়ে নানা আকারে প্রচারিত হইয়াছে। যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "I and my father are one" আমি ও আমার পিতা এক। "অহংবুদ্ধি যখন লোপ হয়, তখন ঈশ্বর সর্ব্বময় ও সকলি ঈশ্বরময় বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন ঋষিদিগের অদ্বৈতবাদের মধ্যে এইরূপ সূক্ষ্ম ভাব নিহিত আছে বোধ হয়। কিন্তু দ্বৈতভাব ভিন্ন উপাসনা ও সাধনা হয় না। বা, বো, স।

বাইবেল গ্রন্থ।

হিন্দুদিগের যেমন বেদ, পারসীদিগের আবেস্তা, মুসলমানদিগের কোরাণ, ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট বাইবেল সেইরূপ ঈশ্বরের বাক্য এবং অভ্রান্ত শাস্ত্র। এই বাইবেল পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে এবং

ও যোহন লিখিত চারি "সুসমাচার" পাওয়া যায়। এই চারিখানি পুস্তকে যীশুর জন্ম, অদ্ভুত কর্ম্ম, উপদেশ, মৃত্যু, পুনরুত্থান, ও স্বর্গারোহণ বর্ণিত হইয়াছে, সে জন্য এই পুস্তক চতুষ্টয় "সুসমাচার" নামে অভিহিত। তাহার পরে "প্রেরিতদের ক্রিয়া" নামক পুস্তক পাওয়া যায়। এই পুস্তকে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত নানাদেশে সুসমাচার প্রচারিত হইবার বিবরণ উল্লিখিত লইয়াছে। তৎপরে মহাত্মা পল প্রভৃতি প্রচারকেরা কোন কোন খ্রীষ্টীয়-মণ্ডলী অথবা বিশ্বাসী ব্যক্তির সমীপে যে সকল পত্র লেখেন, তাহা পাওয়া যায়। সেই সকল পত্রে ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা বিষয় আন্দোলিত হইয়াছে এবং তাহা ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। সকলের শেষে "আপ্তবাক্য" নামক পুস্তক আছে; এই পুস্তকে যোহনের নিকটে প্রকাশিত স্বর্গীয় নানাদৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল দর্শনের সার এই যে বিশ্বাসীরা ক্ষণিক দুঃখ ভোগ করিবে বটে, কিন্তু অবশেষে বিশ্বাসের জয় এবং যীশুখ্রীষ্টের রাজত্ব সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

জরুর সিং।

ভ্রাতৃস্নেহরূপ স্বর্গীয় ভূষণে
ভূষিতা যে নারী, এতিন ভুবনে
সেই হয় ধন্যা। এহেন ললনা
রমণী সমাজে কে আছে বলনা?
বালিকার মনে কি মহান্ ভাব,
এতই উদার রমণী-স্বভাব!
ছাড়ি অবরোধ দিতে ঋণ শোধ—
যে ঋণের দায়ে আবদ্ধ ভাই,
অবলার প্রাণ উদ্ধারিতে তারে
উঠিল কাঁদিয়া! সাধে কি গাই
বালিকার গুণ? স্বর্গের প্রসূন—
ফুটিয়ে মরতে শোভিছে দ্বিগুণ!
মোহিছে সবায় কি নবরাগে?
সিপাহী সাজিয়ে ছদ্মবেশ ধরি,
সৈনিক দলেতে পশিলা সুন্দরী।
কি চরিত্র-বল সুদৃঢ় অটল!
কে বলে অবলা এত হীনবল?
যে কাজে পুরুষ ভয়ে ভীত অতি,
সে কাজে নারীর কিসে হ'ল মতি?
(বুঝি) ভ্রাতৃ-স্নেহ রসে বিগলিত মন!
(তাই) স্বার্থ-সুখ সব দিয়ে বিসর্জ্জন,
অসাধ্য সাধনে হ'ল অগ্রসর,
এহ'তে কি আছে লক্ষ্য উচ্চতর?
ঝাঁপ দিবে আজ পরীক্ষার মাঝে!
এ হেন সাহস বালিকারে সাজে?
অগ্নিমন্ত্রে যার হইয়াছে দীক্ষা,
সে কি করে কভু সময় প্রতীক্ষা?
এত যে তিতিক্ষা কি শিক্ষা বলে?
দু তিন বছর গেল এই ভাবে,
কেহ না জানিল রমণী-স্বভাবে!

কিন্তু এক দিন সৈন্য একজন,
হয়ে সন্দিহান—পশ্চাতে গমন
করিল তাহার অতি সংগোপনে,
একেলা স্নানেতে যায় কি কারণে?
আড়ালে থাকিয়ে দেখিল তাহায়,
সিপাহীর সাজে সেনা-বালিকায়!
শিবিরে সে কথা হইল প্রচার
কেন একাকিনী করে স্নানাহার?
সেনাপতি শুনি চাহিলা দেখিতে,
সেনা-দল গিয়ে আনিল সাক্ষাতে।
সিন্ধিয়ার কাণে পৌছিল সংবাদ,
বারেক হেরিবে মনে বড় সাধ।
রাজা ও মহিষী সুধাইলা তারে
থাকিবে কি তুমি এ রাজ সংসারে?
'জরুর সিং' তাতে একান্ত নারাজ
কহিলা কাতরে ক্ষম মহারাজ!
আসিনু একাজে ভ্রাতার তরে।
সিন্ধিয়া তখন লিপি সহযোগে
অর্থ রাশি দিয়ে কতই উদ্‌যোগে,
ভূপালে তাহারে—নবাবের কাছে
পাঠালেন ত্বরা কারা-মুক্তি যেচে,—
জরুর ভ্রাতার যেবা ঋণ-দায়,
ফাটকে আটক করেছে তথায়।
তাহ'তে উদ্ধারি গেল নিজ বাসে
ভ্রাতার সহিত মাতিয়ে উল্লাসে!
হৃদয়ে আনন্দ ধরেনা আর!

তোমার সুনাম গাইবে সকলে
দিয়ে করতালি বীর-বালা ব'লে!
ভারতের নারী তুলা দিতে নারি,
সাহস উদ্যম যাই বলিহারি!
যে ভাব দেখালে বালিকা জীবনে,
ভুলিবে না কভু স্বদেশীয় গণে!
তব নাম হ'ল চিরস্মরণীয়,
সকলের তুমি হ'লে বরণীয়!
রমণী সমাজে রাখিলা যে নাম,
শত কণ্ঠে সবে গাবে অবিরাম!
চন্দ্র সূর্য্য ক্ষিতি অগণন তারা,
ঘোষিবে সুযশ দিবানিশি তারা।
জাহ্নবী যমুনা কৃষ্ণা গোদাবরী,
সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র নর্ম্মদা কাবেরী,
বিন্ধ্য হিমাচল গাবে অবিরল
তোমার কাহিনী হইয়ে বিহ্বল!
কে বলে মানবী জরুর তোমারে?
স্বরগের দেবী বিরাজো সংসারে!
ভ্রাতৃস্নেহ রূপ সুধারসে প্রাণ
মাতোয়ারা কার তোমার সমান,
কে চায় গরিব সহোদর পানে!
এত স্নেহ রস আছে কার প্রাণে!
যে মহাপ্রাণতা দেখাইলে তুমি,
তব নামে আজ ধন্যা আর্য্য ভূমি,
ধন্যা ধন্যা তুমি ধন্যা এই ভবে।

শ্রী চ।

ধ্বনি বা শব্দ বিজ্ঞান।

৩৪৯ সংখ্যা ৩০১ পৃষ্ঠার পর।

যে সকল বস্তু এই রূপ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে স্থিতিস্থাপক বলে। কোন স্থিতিস্থাপক বস্তুতে দৃঢ় আঘাত করিলে আহত পরমাণুসকল

আঘাত বলাভিমুখে চালিত হইয়া অব্যবহিত পরবর্ত্তী পরমাণু সকলকেও চালিত করে। ইহারা আবার ইহাদিগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী পরমাণু সকলকে চালিত করে, এইরূপে সেই আহত বস্তুর সমস্ত পরমাণু আঘাত বলাভিমুখে পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রথম আহত পরমাণু সকল যখন অব্যবহিত পরবর্ত্তী পরমাণু সমূহের দিকে ধাবিত হয়, তখন তাহারা ঐ পরবর্ত্তী পরমাণু হইতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানাভিমুখে প্রতিপ্রেরিত হয় এবং ঐ প্রতিঘাত বলে স্বস্থান ছাড়াইয়া কতক দূর চলিয়া যায়। এইরূপে ঐ আহত বস্তুর পরমাণুসকল বার বার আঘাত বলের অভিমুখে ও প্রতিমুখে পরিচালিত হয়। একটী রবার বা হস্তিদন্তের গোলক যদি ভূমিতলে আঘাত করা যায়, উহা ভূমিতল হইতে প্রতিঘাত পাইয়া ফিরিয়া আইসে। অথবা যদি একটী দোলককে (Pendulum) একদিকে টানিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ দোলক স্বস্থানাভিমুখে ধাবিত হয় এবং স্বস্থান ছাড়াইয়াও কতক দূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আইসে। এইরূপে বার বার অভিমুখে ও প্রতিমুখে চালিত হইয়া শেষে স্বস্থানে অবস্থান করে। আহত বস্তুর পরমাণু সকলের অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে। এই অবস্থাকেই পারমাণব প্রকম্প (Vibrations) বলা যায়।

যখন কোন স্থিতিস্থাপক বস্তুতে দৃঢ় আঘাত করা যায়, তখন তাহার পারমাণব প্রকম্প জন্মিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুতে সংক্রামিত হয়। বায়ু নিজে বিলক্ষণ স্থিতিস্থাপক, সুতরাং বায়ুতে ঐ পারমাণব প্রকম্প বহুদূর প্রসারিত হয়। কোন জলাশয়ে যদি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা যায়, তবে অবিলম্বে তরঙ্গ উৎপন্ন ও প্রসারিত হইয়া তীরে আঘাত করে, এবং ঐ জলে পদ্ম পত্রাদি যাহা কিছু থাকে, ঐ তরঙ্গ সংযোগ কম্পিত হইতে থাকে। সেইরূপ বায়ুতরঙ্গ কর্ণ মধ্যস্থ পটহাকার পাতলা চর্ম্ম প্রকম্পিত করে। এই কর্ণপটহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে সংলগ্ন আছে। কর্ণপটহে বায়ু তরঙ্গের সংস্পর্শ হইলেই ঐ স্নায়ুতে তাড়িতবেগবৎ এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হয়। এই বেগ মস্তিষ্কে নীত হইলে আমাদিগের শব্দ জ্ঞান হয়। ইহা এক্ষণে প্রায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে আমাদিগের ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান মাত্রই স্নায়ুবেগসম্ভূত। যখনি হস্তাদির ত্বকে অগ্নি বা অন্য কোন বস্তুর সংস্পর্শ হয়, তৎক্ষণেই ঐ ত্বক্ সংলগ্ন স্নায়ুতে এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ বেগ মস্তিষ্কে উপস্থিত হইলেই স্পর্শজ্ঞান হয়। এইরূপ যখন কোন খাদ্য দ্রব্য রসনা সংযুক্ত হয়, অথবা আলোক চক্ষু সংযুক্ত হয়, তখন ঐ রসনা বা চক্ষুসংলগ্ন স্নায়ুতে এক প্রকার বেগ উৎপন্ন হইয়া মস্তিষ্কে নীত হয়, এবং তাহাতে আস্বাদন বা দর্শন জ্ঞান হয়। সেইরূপ শব্দ জ্ঞানের সময়ে কর্ণ পটহ সংলগ্ন স্নায়ুতে একপ্রকার

বেগের উৎপত্তি হয়। উহা কর্ণ পটহের কম্পনবেগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভূপৃষ্ঠে যাবতীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে, সকলেই বায়ুভরে আক্রান্ত রহিয়াছে। বায়ু সকল পদার্থকেই পেষণ করিতেছে, কিন্তু বায়ু নিজে অতিশয় স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট। যখন ইহার অণু সকল বিচলিত হয়, তখন তাহাদের পূর্ব্বোক্ত প্রকার গতি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হইয়া নিবৃত্ত হয় না। যখন কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থ কম্পিত হয়, তখন তৎসংস্পৃষ্ট বায়ুও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হইয়া থাকে, ঐ কম্পন ক্রিয়া বায়ু মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া যায়। যদি একটী জলপূর্ণ পাত্রে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে উহা কাঁপিতে থাকে, এবং তদীয় কম্পন জলমধ্যেও সঞ্চারিত হয়। ইহা পাত্রস্থ জলের তরঙ্গ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি ঐ পাত্রের জল ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে জলের পরিবর্ত্তে তথায় যে বায়ু থাকে, কম্পমান পদার্থ মাত্র হইতেই কম্পন ক্রিয়া তৎসন্নিহিত বায়ুমধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং তাহা বায়ু রাশিতে বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হয়।

যেমন গঙ্গায় তরঙ্গ সকল বেগে আসিয়া তদীয় তট ভূমিতে আঘাত করে, সেইরূপ কম্পমান বায়ুর নিকটেও যদি কোন স্থির পদার্থ রাখা যায়, তাহাও ঐরূপে বায়বীয় তরঙ্গ দ্বারা আহত হইতে থাকে। যদি পূর্ব্বোল্লিখিত পাত্রের তিন চারি হাত অন্তরে একটা কাগজ ধরিয়া ঐ পাত্রটীতে বিলক্ষণ আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ পাত্রের কম্পন বায়ুতে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ প্রসৃত হইতে হইতে সেই কাগজে আসিয়া আঘাত করে। কিন্তু মনে কর, ঐ কাগজ অচেতন তন্তু সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া যদি বস্তুতঃই সজীব অনুভবক্ষম ধমনী সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ঐ কাগজ সুন্দররূপে বায়বীয় কম্পন অনুভব করিতে সমর্থ হইত। সে যাহা হউক ঐ প্রকার সজীব ধমনী সকল জন্তুগণের কর্ণকুহরে সন্নিবেশিত আছে। তাহারা অতি সূক্ষ্মতর বায়বীয় কম্পন পর্য্যন্তও অনুভব করিতে সমর্থ হয়। কম্পিত বায়ু কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিয়া উক্ত ধমনী সমূহের প্রান্তে আঘাত করিলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই আমরা শব্দ কহি।

"আকাশসম্ভবোনাদস্তথানাহত উচ্যতে।"

নাদ পুরাণ।

নিকটে কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থ কম্পিত হইলে শব্দ শুনা যায়, কিন্তু যদি ঐ কম্পমান বস্তু কোন বায়ুশূন্য পাত্রে থাকে, তাহা হইলে আর শুনা যায় না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বায়ুর কম্পনে শব্দ কর্ণকুহরে নীত হয়।

"নাদেন ব্যজ্যতে বর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্যচ।"

নাদসংহিতা।

পূর্ব্বকালের বিপুল চিন্তাশীল আর্য্য-ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে আকাশই সর্ব্বাদিম, জগতের মূল কারণ, সৃষ্টি শক্তির বীজ স্বরূপ। আকাশ হইতেই বায়ু প্রভৃতি ভূতনিচয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সৃষ্ট বস্তু আকাশেই অবস্থিতি করে, আকাশেই লীন হয়। আকাশ এক মহতী শক্তির রাশির স্বরূপ। "শব্দ-গুণমাকাশম্।" আকাশ বায়ুর ও শব্দের সমবায়ী কারণ। বায়ুও আকাশ হইতে জন্মিয়াছিল, অতএব শব্দগুণটী আকাশের অসাধারণ ধর্ম্ম। বায়ু প্রভৃতি পরভাবক ভূতেও শব্দগুণ আছে বটে, কিন্তু তাহা তাহারা আকাশের নিকটেই লাভ করিয়াছে। অতএব, আকাশকে অনুভবারূঢ় করিতে হইলে বায়ুর ও শব্দের প্রকৃতি অর্থাৎ আদ্যবস্থাই আকাশ, এই-রূপ ধ্যান করিতে হইবে। বৃক্ষের প্রকৃতি বা আদ্যবস্থা যেমন বীজ, সেইরূপ শব্দের ও বায়ুর আদ্যবস্থা বা বীজ আকাশ। বীজ না থাকিলে যেমন প্ররোহ হয় না, সেইরূপ আকাশ না থাকিলেও শব্দ হইত না। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আকাশের বস্তুত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, 'আকাশ কোন বস্তু নহে; উহা কেবল সংজ্ঞামাত্র; সুতরাং উহার কোন গুণ বা ক্ষমতা নাই। তোমরা শব্দ গুণের কথা বলিলে. তাহা বায়ুর গুণ। বায়ু হইতেই শব্দ উৎপন্ন হয়। বায়ুই কঠিন বস্তুদ্বয়ের দ্বারা অভিহত হইয়া শব্দ উৎপাদন করে। শব্দ যে বায়ু হইতেই জন্মে, আকাশ হইতে জন্মে না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। যথা—বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা কোন স্থান হইতে বায়ুকে নিষ্কাশিত কর, তৎপরে সেই বায়ুশূন্য স্থানে দুই কঠিন বস্তু লইয়া পরস্পরকে অভিঘাত কর, দেখিতে পাইবে, তথায় কোনও শব্দ উৎপন্ন হইতেছে না। এতদ্রূপ বিশেষ পরীক্ষাদ্বারা স্থির হইয়াছে যে, শব্দ বায়ুর গুণ—আকাশের গুণ নহে; শব্দ আকাশের গুণ হইলে, অবশ্য তথনও শব্দ হইত। কিন্তু তথায় যথন শব্দ হয় না, তথন আর শব্দ আকাশের গুণ বলিয়া বিবেচনা করিতে পার না।

এই যুক্তি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের যুক্তির নিকট অকিঞ্চিৎকর। যথা—আকাশ বা ব্যোম ব্যতীত শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি আকাশকে ছাড়িয়া শব্দ উৎপাদন করিতে পারিতে, বায়ু নিঃসৃত করণের ন্যায় যদি উহাকে বুজাইয়া ফেলিয়া শব্দ জন্মাইতে পারিতে তাহা হইলে তুমি শব্দকে আকাশের গুণ না বলিয়া বায়ুর গুণ বলিতে পারিতে। কিন্তু যথন তুমি তাহা পার না, তথন তুমি কিসে জানিলে যে শব্দ আকাশের গুণ নহে? আকাশকে ছাড়িয়া শব্দ করা দূরে থাকুক, শব্দজনক বস্তুদ্বয়ের অভিঘাত সিদ্ধও করিতে পারিবে না। যদি তুমি সত্য সত্যই "বায়ু শূন্য স্থলে শব্দ হয় না" এরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাক, তবে তোমার তদ্বিষয়ে বুঝিবার ক্রটী আছে।

সেস্থলে তোমার ইহাই বুঝা উচিত্ যে, সবাতস্থলে যেমন শব্দ হয়, নির্ব্বাত স্থলেও ঠিক্ সেইরূপ শব্দ বহনকারী বায়ুর অভাবে তাহা তোমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হওয়ায় শ্রবণপ্রত্যক্ষ হয় নাই, কেন না আঘাতদ্বারা আকাশে যে শব্দ জন্মে, তাহা বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়াই শ্রবণেন্দ্রিয়ে নীত হয়। সেই নির্ব্বাত স্থলের শব্দ বায়ুর অভাবে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে উপনীত হয় নাই, সুতরাং তুমি তাহা শুনিতে পাও নাই। অপিচ, বস্তুদ্বয় ও অভিঘাত, শব্দের কিরূপ কারণ, তাহাও দেখা আবশ্যক। যুক্তিদ্বারা নির্ণয় হয় যে, বস্তুদ্বয় ও অভিঘাত তাহার নিমিত্ত কারণ মাত্র; সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ নহে। কেন না সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণের স্বভাব এই যে, উহারা নষ্ট হইলে তৎসমবেত কার্য্যও নষ্ট হয়। ঘটের সমবায়ী কারণ মৃত্তিকা আর তাহার অসমবায়ী কারণ কপাল কপালিকার সংযোগ। এই দুই কারণের অভাব হইলেই তজ্জাত ঘটের অভাব হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু বস্তুদ্বয় ও তদভিঘাত চলিয়া গেলেও তদুৎপন্ন শব্দ চলিয়া যায় না। সুতরাং ঋষিরা শব্দ নিমিত্ত কারণ এবং আকাশই তাহার সমবায়ী কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শব্দ যে আকাশসমবেত হইয়াই জন্মলাভ করে, তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই।

(ক্রমশঃ)

পক্ষীর স্মৃতিশক্তি।

(রোমান হইতে সংগৃহীত)

পক্ষীজাতির স্মৃতি-শক্তি অদ্ভুত। অনেক পক্ষী কোন নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে এক নির্দ্দিষ্ট দেশ হইতে অন্য নির্দ্দিষ্ট দেশে গমন করে। যদিও ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব অদ্যাপি জানা যায় নাই, তথাপি এ কথাটা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে স্থান বিশেষের স্মৃতি মনে রহিয়া যায় বলিয়া বর্ষান্তে পুনরায় তাহারা সেইস্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে। বাক্‌লাণ্ড সাহেব তাঁহার কৌতূহলমালা (Curiosities) নামক গ্রন্থে একটী পায়রার বিবরণে লিখিয়াছেন, যে একটী কপোত আঠার মাসের অনুপস্থিতির পর, কেবল মাত্র স্বর শুনিয়া তাহার পত্নী কপোতীকে চিনিয়া লইতে পারিয়াছিল। উইলসন্ সাহেব তাঁহার বিহঙ্গবিজ্ঞান গ্রন্থে (American Ornithology) একটী কাকের স্মৃতি শক্তির বড় সুন্দর এক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আমেরিকার ডিলাওয়ার নদীর তটে, একটী গ্রামে একজন ভদ্রলোক একটী কাক পুষিয়াছিলেন। কাকটীকে লইয়া তিনি সর্ব্বদা খেলা

করিতেন। কাকটী একবার দৈবাৎ উড়িয়া চলিয়া যায়। অনেকদিন চলিয়া গেল; কাকটি আর ফিরিল না দেখিয়া, ভদ্রলোকটি মনে করিলেন যে, হয়ত কোথাও বন্দুকের গুলিতে অথবা অন্য কোন প্রকারে মরিয়া গিয়াছে। প্রায় এগার মাস পরে একদিন সেই লোকটি অন্যান্য বন্ধুবর্গের সহিত নদীকূলে বেড়াইতেছেন; সহসা একটা কাক দল ছাড়িয়া তাঁহাদিগের দিকে উড়িয়া আসিল, এবং ভদ্রলোকটির ঘাড়ের উপর বসিয়া নানা স্বর ভঙ্গীতে চিৎকার করিতে লাগিল। ভদ্রলোকটী প্রাচীন বন্ধুকে চিনিতে পারিয়া ধরিতে প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু সে ধরা দিল না। সে মুক্ত আকাশক্ষেত্রে স্বাধীন জীবন যাপন করিয়া স্বাধীনতার মধুরতা আস্বাদন করিয়াছিল, কাজেই আর বন্দী হইতে চাহিল না; কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া 'কা' 'কা' করিয়া উড়িয়া আপনার দলে গিয়া মিশিল। তাহার পর হইতে আর তাহার দেখা পাওয়া যায় নাই। কাকচরিত্র(Logic of Chance) গ্রন্থের প্রণেতা বিখ্যাত ভেন সাহেব একটি তোতার বিবরণ রোমানে (Romanes) সাহেবকে এইরূপ লিখিয়াছেন:—"আমার একটা তোতা ছিল; সেটি পশ্চিম আফ্রিকায় বাচ্চা অবস্থায় ধৃত হয়। আমি এই পাখীটীকে জানালার ধারে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলাম, সে স্থান হইতে সে সদর দরজার ও খিড়কীর দরজার ঘণ্টার আওয়াজ সমান শুনিতে পাইত। খিড়কীর দরজায় একটা কুকুর থাকিত, সে ঘণ্টার আওয়াজ শুনিলেই ডাকিয়া উঠিত। তোতাটি শুধু যে কুকুরের ডাক অনুকরণ করিয়াছিল, তাহাই নয়, সদর দরজার এবং খিড়কীর দরজার ঘণ্টার আওয়াজের প্রভেদ পর্য্যন্ত বুঝিয়াছিল; কারণ দেখা গিয়াছে যে যখন কুকুরটি দরজায় থাকিত না, তখনও খিড়কীর দরজার ঘণ্টার আওয়াজ পাইলেই, কুকুরের মত ডাকিয়া উঠিত।

ওয়াল্‌টার পলক সাহেব যে বৃত্তান্তটি লিখিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে তোতা পাখী কথা মুখস্থ করিতে তো পারেই, তাহা ছাড়া আবার পূর্ব্বের অভ্যস্থ কথা কিঞ্চিৎ ভুলিয়া গেলে, চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে স্মরণ করিয়া লইতে পারে। বিবি নেপিয়ারের একটা তোতা "বুড়া ডান্ টাকর্" পড়িতে শিখিয়াছিল। একবার সে সেই কথাটা ভুলিয়া গিয়া, পুনরায় স্মরণ করিবার জন্য "বুড়া, বুড়া" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "বুড়া বেসি টাকর" কিন্তু বুঝিতে পারিল যে তাহার কথা ঠিক হয় নাই; অমনি আবার "বুড়া বুড়া" বলিয়া কপচাইতে লাগিল। সে বাস্তবিকই "ডান্" শব্দটি স্মরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, দেখিবার জন্য বিবী নেপিয়ার যাই 'ডান' শব্দটি উচ্চারণ করিলেন, অমনি তোতা বলিয়া উঠিল, "বুড়া ডান্ টাকর"। তাহার পর আর "বুড়া বুড়া" বলিয়া না চেঁচাইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া

দাঁড়ে বসিয়া স্কুলের বালকের মত "বুড়া, ডান্ টাকর্" আবৃত্তি করিতে লাগিল।

যাঁহারা পাখী পুষিয়া থাকেন, তাঁহারা পাখীর বুদ্ধি, মেজাজ, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতির যদি পরীক্ষা করেন, তবে অনেক শিক্ষা ও আমোদ লাভ করিতে পারেন।

কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়।

কালা ও বোবাদিগের ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব মানব সংসারে অল্প। শব্দ কি? ইহারা জানেনা এবং শব্দজ্ঞান না থাকাতে সকল জ্ঞান উপার্জ্জনের দ্বার ইহাদিগের নিকট রুদ্ধ। যাহারা অন্ধ, তাহারা কথা শুনিতে পায় ও বলিতে পারে, সুতরাং ভাষাজ্ঞানের সহায়তায় সমুদায় জ্ঞান উপার্জ্জনে তাহারা অধিকারী। কিন্তু কালাদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় এবং তাহাদিগের জন্মগ্রহণ একপ্রকার বিড়ম্বনা মাত্র।

কালা বোবারা যে শিক্ষালাভ করিতে পারে, এদেশের লোকে তাহা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহাদিগের জন্য শত শত বিদ্যালয় আছে এবং ইহারা সুশিক্ষিত হইয়া বড় বড় কাজ করিতেছে। ভারতবর্ষে যদিও মূক বধিরের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ, ইহাদিগের জন্য একটীও বিদ্যালয় ছিল না। ৪।৫ বৎসর হইল বোম্বাই সহরে একটী মাত্র বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়। ইহাতে প্রায় ২৫টী ছাত্র আছে এবং গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটী ও দয়ালু লোকদিগের সাহায্যে ইহার কার্য্য বেশ চলিতেছে।

গত মে মাসে কলিকাতায় কালা-বোবাদিগের জন্য প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সিটী কলেজের গৃহে কয়েকটী সদাশয় লোকের উৎসাহে দুইটী মাত্র ছাত্র লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা হয়, কয়েক মাসের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা ১১টী হইয়াছে এবং ৩ জন শিক্ষক অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। এই শিক্ষকদিগের মধ্যে একজন বোম্বাই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া শিক্ষকতা করেন। শিক্ষা গুণে কালা বোবারা মা, বাবা, কাকাবাবু, হাতী, ঘোড়া, আঁব, আতা, বাবা টাকা দাও, মা ভাত দাও, মা দয়া কর, তোমার নাম কি প্রভৃতি অনেক কথা উচ্চারণ করিতে ও লিখিতে পারে, আপনাদিগের নাম বাঙ্গালাতে ও ইংরাজিতে লিখিতে পারে, কেহ কেহ অতি সুন্দর ছবি আঁকিতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইহারা পুস্তক অধ্যয়ন করিতে ও অঙ্ক কসিতে শিখিতেছে। এক একটী ছাত্রকে এক একটী কথা শিক্ষা দিতে বহু পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্তু শিক্ষকেরা এবিষয়ে অসাধারণ ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও স্নেহের পরিচয় দিয়া থাকেন।

গত আগষ্ট মাসে বোবা কালা বালক-

দিগের ত্রৈমাসিক পারিতোষিক বিতরণ হয়, তাহাতে জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি ছিলেন এবং বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত তারা কুমার কবিরত্ন ও বাবু কৃষ্ণ কুমার মিত্র প্রভৃতি ইহাদিগের সপক্ষে বক্তৃতা করেন। তখন ছাত্রেরা যে অল্প অল্প শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা দেখিয়াই অনেকে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই বালকদিগকে আলিপুর পশুশালা দর্শনার্থ লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে তাহারা বড়ই আনন্দ লাভ করে। শোভাবাজার রাজবাটী, বিসপ্‌স কলেজ প্রভৃতি আরও কয়েকস্থানে ইহারা আহূত হইয়া যায় এবং আহার ও পারিতোষিকাদি পাইয়া বড়ই প্রীত হয়। বালকদিগের মধ্যে সকলেই হিন্দু, কেবল একটী ফিরিঙ্গী; ইহাদিগের বয়স ৪ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত। অল্পবয়স্ক বালকেরা অধিক পরিষ্কাররূপে কথা কহিতে শিখে। বালকদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রথমে বন্য জন্তুর মত উগ্রস্বভাব ছিল, কিন্তু ক্রমে ধীর ও শান্ত হইয়া আসিতেছে।

গত ২৭এ ফেব্রুয়ারি সিটী কলেজ হলে এই বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পারিতোষিক উপলক্ষে মহাসমারোহ হয়। তাহাতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান সেক্রেটারী অনরেবল কটন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতার অনেক মান্যগণ্য লোক এবং কয়েকটী ইংরাজ, মেম সাহেব এবং বঙ্গমহিলাও উপস্থিত হন। প্রথমে একটী অল্পবয়স্ক ছাত্র কালা বোবাদিগের জন্য রচিত দুইটী সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করে, তৎপরে সম্পাদক বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এবং একটী শিক্ষক "মূক বধিরদিগের বিদ্যাশিক্ষার আমূল ইতিবৃত্ত" পাঠ করেন। পরে বালকেরা তাহাদিগের শিক্ষার পরিচয় দেয়। বাক্য উচ্চারণ, লেখা, উচ্চারিত শব্দ অনুসারে বস্তু প্রদর্শন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এবং পরস্পরে কথোপকথন ইত্যাদিতে তাহারা যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করে, তাহাতে সভাস্থগণ কৌতূহলাক্রান্ত ও মোহিত হন। তৎপরে সভাপতি ড্রইং ও চিত্রের বাক্স, পুস্তক, ছবি ও নানাপ্রকার খেলনা পারিতোষিক দান করিলে কালা বোবারা মস্তক অবনত করিয়া শান্তভাবে একে একে গ্রহণ করে। ইহার পরে কয়েকটী প্রস্তাব হয়। প্রথমতঃ দেশহিতৈষী সাধারণ লোকে এই বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য দান করেন, মান্যবর বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব করিয়া আপনার মন্তব্য প্রকাশ করেন। বিসপ্‌স কলেজের অধ্যক্ষ হোয়াইটহেড সাহেব ইহার পোষকতা করিয়া সংক্ষেপে কিছু বলেন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ রো সাহেব ও পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন হৃদয়স্ফূর্ত্ত ভাষায় ইহার সমর্থন করেন এবং রো সাহেব নিজে ২৫৲ টাকা দান করিয়া প্রত্যেক ইংরাজকে তাঁহাদের বর্দ্ধিত নূতন বেতনের দশমাংশ এই কার্য্যে দিতে অনুরোধ করেন। কলি-

কাতা মিউনিসিপালিটীর সাহায্য লাভার্থ বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় প্রস্তাব করিয়া এ সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য বিশদ ভাষায় প্রকাশ করেন এবং রেবরেণ্ড মাক্‌ডোনাল্‌ড সাহেব তাহার পোষকতা করেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ ফাদার লাফোঁ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের জন্য তৃতীয় প্রস্তাব করেন, সিবিলিয়ান জজ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার পোষকতা করিলে বাবু বিপিনচন্দ্র পাল ইহার সমর্থন করেন। সকল বক্তাই সংক্ষেপে যে যে বক্তৃতা করেন,তাহা শ্রোতাদিগের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল এবং সর্ব্বসম্মতিতে সকল প্রস্তাবই গৃহীত হয়। অবশেষে সভাপতি মহাশয় অনেক সময় অতিক্রান্ত হওয়াতে বেশী বলিতে অক্ষম বলিয়া দুঃখ করিলেন এবং বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ও যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহাতে পরমানন্দ প্রকাশ করিয়া সভাকার্য্য শেষ করিলেন। সর্ব্বশেষে বারিষ্টার বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব এবং মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর তাহার পোষকতা করিলে সর্ব্বসাধারণে আনন্দধ্বনি করিয়া তাহার অনুমোদন করেন। সভাকার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়।

আমরা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই শুভানুষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য প্রার্থনা করি এবং সহৃদয় হিতৈষী নরনারীদিগকে অর্থে ও সামর্থে ইহার সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ করি।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বালিকা শিক্ষা, ১ম ভাগ, শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য /০ আনা। বালিকাদিগের বিশেষ উপোযোগী করিয়া এই বর্ণপরিচয় রচিত হইয়াছে। ইহা বালিকাবিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া উচিত।

২। তীর্থযাত্রা, প্রথম খণ্ড শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আনা। সুপ্রসিদ্ধ "Pilgrim's Progress" পুস্তকের ছায়া অবলম্বনে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। ধর্ম্মপথযাত্রীদিগের পক্ষে এরূপ পুস্তক অতি উপাদেয় ও উপকারী। ইহার কবিতা সকল যেমন সুললিত, ইহার মধ্যে লেখকের স্বাধীন চিন্তা ও ধর্ম্মবিষয়ক অভিজ্ঞতারও সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। সঙ্গীতহার ২য় ভাগ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ব্রহ্মসঙ্গীত গায়কদিগের মধ্যে পুণ্ডরীক বাবু একজন গণনীয় এবং তাঁহার গান সকল যেমন তানলয় বিশুদ্ধ, সেইরূপ ভক্তিরসোদ্দীপক। তাঁহার রচিত প্রথমভাগ সঙ্গীতহার এজন্য বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের মধ্যেও অনেকগুলি মধুর সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন আছে। ভগবদ্‌ভক্ত ও সঙ্গীত রসজ্ঞদিগের নিকট এ পুস্তকখানিও প্রীতিকর হইবে আশা করা যায়।

নূতন সংবাদ।

১। কৃষ্ণা নদীর উপর দিয়া যে টেলিগ্রাফ তার গিয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্য ৬০০ ফুট, উচ্চতা ১২০০ ফুট।

২। বাইবেল পুস্তকখানি ৩৪৪টী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

৩। মিস চক্রবর্ত্তী নামে একটী বঙ্গ-মহিলা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪। সিটি কলেজের মূক ও বধির বিদ্যালয়ের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক রো সাহেব ও তাঁহার পত্নী বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় লর্ড ও লেডী এলগিন এবং লেডী ইলিয়ট ইহার সহায়তা করিতে সম্মত হইয়াছেন।

৫। ফেব্রুয়ারি মাসের ইণ্ডিয়ান মেগাজিন এণ্ড রিভিউ নামক পত্রে প্রকাশ যে ভারতের ৩০৬ জন লোক এখন বিলাতে বাস করিতে ছেন্‌। ১৮৯০ সালে মোট ২০৭ জন ছিল।

বামারচনা।

বসন্ত।

বসন্ত ! সাধে কি তোমায় বলে ঋতুরাজ ?
শীতের প্রকোপ যায় তব পরশনে।
তোমার পরশ পেয়ে,
কোকিল মধুর গেয়ে,
ভুলায় ভাবুক প্রাণ ভাবুকের সনে,
তব সম কেহ নয় পৃথিবী রঞ্জনে।

বসন্ত তোমার সনে সকলি সুন্দর,
পরশ মণির সম তব পরশন ;
নির্ম্মল নদীর জল,
নির্ম্মল আকাশ তল,
তোমা ছুঁয়ে ঝঞ্ঝাবায়ু মলয় পবন ,
তুমি দেও ফলে মূলে নূতন জীবন।

প্রকৃতি হাসাতে তুমি পার হে বসন্ত !
দশ মাস গর্ব্ভে ধরি জননী যেমন,
হেরে সন্তানের মুখ,
ভুলে যায় গর্ভদুখ,
তেমতি প্রকৃতি তোমা করি দরশন,
গ্রীষ্ম, বর্ষাদির দুঃখ, হয় বিস্মরণ।

হে বসন্ত ! সাধ্য যেন সকলি তোমার,
বিরহী হাসাতে, পার কলিকা ফুটাতে,
বন্ধ্যা গাছে দেও ফল
রৌদ্র তাপে ঢাল জল,
কভু বা ইচ্ছায় পার ময়ূর নাচাতে,
মৃতপ্রায় লতিকায় পারহে বাঁচাতে।

সকল সমান তুমি করহে বসন্ত !
দিবায় নিশায় কর সম পরিমাণ,
শীত গ্রীষ্ম সম হয়,
হিম তাপ নাহি রয় ;
স্থলে নানা ফুল, জলে পদ্ম শোভমান,
পশু পাখী নরগণে আদরে সমান।

জীবনে যৌবন সম, সময়ে বসন্ত !
তিথিতে পূর্ণিমা সম, মানবে রাজন,
নগরের রাজধানী,
ফুলে পারিজাত মানি ;
দেবে যেন, দেবরাজে করি দরশন,
তেমতি সময়ে তুমি মানসরঞ্জন।

তাই বলি সদা তুমি থাক হে বসন্ত !
শীত গ্রীষ্মে বরষায় হেরিয়ে তোমায়,
সদা তব পরশনে,
প্রকৃতি প্রফুল্ল মনে,
থাকে যেন, সদা পিক কুহু রব গায়,
হরিলীলা রসে ভাসে বিশ্ব সমুদায়।

শ্রী সরোজিনী দেবী
কিশোরগঞ্জ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫১ সংখ্যা | চৈত্র ১৩০০—এপ্রেল ১৮৯৪। | ৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পার্লেমেণ্ট—এ বৎসর মহারাণী স্বয়ং পার্লেমেণ্ট খুলিয়াছেন এবং বক্তৃতায় বলিয়াছেন পৃথিবীর সমগ্র জাতির সহিত তাঁহার সদ্ভাব আছে।

গ্লাডষ্টোন্—ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীর দুই চক্ষুতেই ছানি পড়িয়াছে। তাঁহার চক্ষুর অবস্থা দেখিয়া সহৃদয়া ইংলণ্ডেশ্বরী দুঃখ করিয়াছেন। গ্লাড্‌ষ্টোন্ পার্লেমেণ্টের সভ্যপদ এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার আশা আছে একটু সুস্থ হইলেই পুনর্বায় রাজনৈতিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।

দান—কাকীনিয়ার রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী লৌইস জুবিলি স্বাস্থ্যালয়ে ৩,০০০ এবং রঙ্গপুরের শিল্পবিদ্যালয়ে ৪,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর ছাত্রীবৃত্তি—বঙ্গমহিলাগণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থে যে ১৬৭০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন, তাহার সুদের টাকায় একটী বৃত্তির ব্যবস্থা হইতেছে। বেথুন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে হিন্দুবালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিবে, তাহাকে দুই বৎসরের জন্য এই বৃত্তি প্রদত্ত হইবে।

মহারাণীর ভ্রমণ—ইংলণ্ডেশ্বরী সদল ফ্লোরেন্সে গমন করিয়াছেন, সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিবেন। ভ্রমণের ব্যয় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা হইবে।

রামমোহন রায় ক্লব—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সিটীকলেজ গৃহে এই সভা স্থাপিত হইয়াছে। গত ২৩এ মার্চ্চ ইহার ষাণ্মাসিক অধি-

যেখনে বহুলোকের সমাগম হয়। মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন গুহ এবং মান্দ্রাজ নিবাসী পিটার পিলে রামমোহন রায়ের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা করেন।

বেথুন কলেজের পারিতোষিক বিতরণ—৫ই মার্চ্চ এই কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হয়। লর্ড এলগিন্ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করেন, লেডি বেবিলটন্ স্মিথ পারিতোষিক দান করেন। কতকগুলি বড় মেয়ে এক একটী ছোট মেয়েকে লইয়া ফুলের গহনা পরাইবার যে অভিনয় করেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছিল।

বিলাত প্রবাসী ভারতবাসী—ইহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ১৮৯০ সালে ২০৭ ছিল, এখন ৩০৬ হইয়াছে। হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রার সপক্ষে অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত মত দিয়াছেন, গত প্রদেশীয় কনফারেন্স সভায় অধিকাংশের মতে ইহা গৃহীত হইয়াছে। বিলাত ভ্রমণ ক্রমে আরও সাধারণ ও নির্বিঘ্ন হইবে।

বরাহনগর বিধবাশ্রম—ইহার এক নূতন অনুষ্ঠান পত্র পাঠে আমরা আনন্দিত হইলাম। ইহার স্থায়ী ফণ্ডের জন্য ৪০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্যাগ স্বীকারকে ধন্যবাদ! তিনি তাঁহার বরাহনগরের বসতবাটী বাগান প্রভৃতির সহিত ৭ বিঘা জমি (যাহার মূল্য ২০। ২২ হাজার টাকা) ইহার জন্য উইল করিয়া দিতেছেন। হিন্দু বিধবারা ধর্ম্ম ও আচার প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এখানে বাস করিতে পারিবেন। এরূপ সদনুষ্ঠানে সাধারণের আনুকূল্য দান করা কর্ত্তব্য।

বার মেসে।

(বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাসের সংক্ষিপ্ত কৃষি বিবরণ।)

এক্ষণে সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া যেরূপ অন্নকষ্ট হইয়াছে, অনাহারের হাহাকার ধ্বনিতে দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেরূপ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আহার্য্য শস্যের দুর্ভিক্ষ মূল্য যেরূপ স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষি কার্য্যে মনোযোগ পূর্ব্বক উৎপন্ন বৃদ্ধি না করিলে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপায়ান্তর নাই। বঙ্গদেশের ভূরাজস্বের সহিত বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের যেরূপ বন্দোবস্ত, তাহাতে এদেশের কৃষির উন্নতি

কল্পে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ করিবার কথা নহে। কিন্তু আমাদের নিদারুণ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে সেই গবর্ণমেণ্টেরও মন টলিয়াছে, তজ্জন্য তিনি ১৮৯২ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেট্ দ্বারা কয়েক খানি কৃষিপুস্তক স্কুল পাঠশালায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আমরাও বামাবোধিনীর বিগত কয়েক সংখ্যায় কৃষি বিষয়ে কতক গুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি—উদ্দেশ্য, ক্রমশঃ শিক্ষিত জনগণের দৃষ্টিপাত দ্বারা এ দেশের হীনাবস্থ কৃষির উন্নতি হইবে; তৎসঙ্গে উৎপন্ন বৃদ্ধি হইয়া আমাদের উপস্থিত দুঃখ দূর হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এ দেশীয় শিক্ষিত জনগণের মন, আদৌ কৃষির দিকে যাইতেছে না, তাঁহাদিগের সতৃষ্ণ দৃষ্টি দাস্যের প্রতিই নিয়োজিত রহিয়াছে। যতদিন এইরূপে চলে চলুক। চাকুরীর দ্বারাও আমাদের অনেক মঙ্গল হইতেছে। কেননা জীবিকা নির্ব্বাহ ব্যতীতও শরীর ও মনকে সংযত ও নিয়মিত করিবার শত উপায় আছে, তন্মধ্যে পরের চাকুরি একটা প্রধান ও স্বাভাবিক উপায়। স্নতরাং মনুষ্যসমাজের সঙ্গে২ উহা চিরকালই থাকিবে। কিন্তু কতক গুলি শিক্ষিত লোককে কৃষিকার্য্যে মনোযোগ করিতেই হইবে এবং অন্নকষ্ট, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য প্রভৃতি ক্রমশঃ সেই কালকে নিকটবর্ত্তী করিতেছে।

সাংসারিক সচ্ছল অবস্থা আনয়ন জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সাধারণ কৃষিকার্য্যে মনোযোগ করিবার বিলম্ব থাকিলেও যে কোনরূপে কিঞ্চিৎ সাংসারিক নিত্যব্যয়ের সংকোচ করা বোধ হয়, সকল সময়েই কর্ত্তব্য ও প্রার্থনীয়। এই জন্য আমরা বর্ত্তমান চৈত্র মাস হইতেই গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য শাক, সবজী, তরকারী, ফল, ফুল, মসলাদির চাস আবাদের এমন একটী প্রণালী যথাক্রমে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম, যদ্দ্বারা প্রত্যেক গৃহস্থের কিছু কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা। যে সকল শাক, তরকারী, ফল, মূল নিত্য আহার করিতে হয়, তাহা গৃহ সন্নিহিত উদ্যানে বা গৃহ প্রাঙ্গণে উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে। যাঁহাদের উদ্যান কার্য্যে অভিজ্ঞ মালী চাকর রাখিবার সঙ্গতি আছে, তাঁহাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়; কিন্তু কোন্ সময়ে কোন্ ফসলে কিরূপে চাস আবাদ করিতে হয়, তাহা জানা না থাকায় অনেকেরই সে বাসনা পূর্ণ হয় না। যে যে মাসে যে যে ফসলের চাস আবাদ যেরূপে করিতে হয়, আমরা তৎপূর্ব্ব পূর্ব্ব মাসের বামাবোধিনীতে সেই সেই বিবরণ প্রকাশ করিব। মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিলে সকলেই প্রতি মাসের কর্ত্তব্য সম্পাদনের স্নযোগ পাইবেন। এইজন্যই প্রবন্ধের নাম হইল "বারমেসে"।

চাস আবাদের জন্য ভূমিনির্ণয়, মৃত্তিকা পরীক্ষা, সারধান, শস্যপর্য্যায়, পাইট (culture) প্রভৃতি বহুবিধ বৈজ্ঞা-

নিক কার্য্য আছে। চাস আবাদের পূর্ব্বে সেগুলি অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইলেও আমরা এক্ষণে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিব না। হস্তক্ষেপ না করিবার দুইটী কারণ—প্রথমতঃ এবৎসর মাসিক পত্রিকায় সে সকল প্রকাশ করিবার সময় নাই, দ্বিতীয়তঃ আমরা যে সকল ফসলের চাস আবাদ বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিব, তাহাতে ঐ সকল গুরুতর বিষয় জানিবার তত প্রয়োজনও নাই। যে টুকু জানা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা এই স্থলেই বলিয়া দিব।

গৃহস্থ মাত্রেরই বাটীতে প্রায় দুই একটী গরু থাকে এবং তজ্জন্য একটী গোশালা আছে। গোশালার সম্মুখে ৫।৬ হস্ত গভীর একটী কূপ বা গর্ত্ত খনন করা আবশ্যক। গোশালার মেজে হইতে ঐ গর্ত্ত পর্য্যন্ত একটী নালা এরূপে প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে যেন প্রতিদিনকার গোমূত্র গড়াইয়া ঐ গর্ত্তে আসিয়া পড়িতে পারে। প্রতিদিন বাটীতে যত গোবর হইবে, তাহার কিয়দংশ এবং ঘুঁটে পুড়াইয়া যত পাঁশ হইবে, সেই গুলি ঐ গর্ত্তে নিক্ষেপ করিতে হইবে। তদ্‌ভিন্ন ঘর দ্বার, উঠান ঝাঁইট্ দিয়া যত ওচলা ও বৃক্ষের গলিত পত্র জড় হইবে, তৎসমুদয় ইতস্ততঃ নিঃক্ষেপ না করিয়া ঐ গর্ত্তে ফেলিতে হইবে। প্রতিদিন বাটীতে যদি মৎস্য, মাংসের ব্যবহার থাকে, তাহার অব্যবহার্য্য অংশ ও ধৌত জলও ঐ গর্ত্তে ফেলিতে হইবে। স্নানের জল, এবং চাউল তরকারী ধোয়া জলও যাহাতে ঐ গর্ত্তে পড়িতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। গর্ত্তের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বস্তু ক্রমশঃ পচিয়া মৃত্তিকা হইতে থাকিবে। ঐ মৃত্তিকা উৎকৃষ্ট সার। উহা সকল প্রকার ফসলের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। ঐ গর্ত্তকে "সার কুড়" কহে। এইরূপ একটী "সার কুড়" প্রতি গৃহস্থের বাটীতে প্রস্তুত করিবার জন্য সকলকেই বিশেষ যত্ন করিতে হইবে; কেন না এইরূপ একটী সারকুড় থাকিলে প্রয়োজনীয় শাকসবজি প্রস্তুত করণ বিষয়ে বিশেষ উপকার হইবে। এক্ষণে আমরা ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে কোন কোন ফসলের চাস আবাদ কিরূপে করিতে হইবে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই চৈত্র মাসে প্রকাশ করিলাম, ইহাতে সকলেই বৈশাখ মাসীয় চাস আবাদের সময় ও সুযোগ পাইবেন। এইরূপে জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবরণ বৈশাখ মাসে, আষাঢ় মাসের বিবরণ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইত্যাদি ক্রমে বার মাসের চাস আবাদ লিখিত হইবে।

অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে, বৎসরের মধ্যে দুইবার মাত্র কৃষি কার্য্যে মনোযোগ করিলেই চলিতে পারে, একবার চৈত্র বৈশাখ মাসে, আর একবার আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে; তজ্জন্য সর্ব্বদা চিন্তা ও চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। এটা তাঁহাদিগের ভ্রম, বলিতে হইবে। কেননা চৈত্র বৈশাখ ও আশ্বিন কার্ত্তিক

বপন রোপণের প্রধান সময় বটে; কিন্তু অন্যান্য মাসেও চাস আবাদের কিছু কিছু কার্য্য আছে এবং তাহা না করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। বর্ষা বারি দ্বারা যে সকল ফসলের সৃষ্টি ও পালন হইয়া থাকে, তাহাদিগের বপন ও রোপণের প্রধান কাল চৈত্র বৈশাখ মাস; যেমন আশুধান্য অরহর, কচু, হরিদ্রা, আদা, কলায়, পাট, শশা, কুমড়া, নটেশাক ইত্যাদি। হেমন্তের শিশিরে যে সকল ফসলের সৃষ্টি ও পরিপালন হইয়া থাকে, তাহাদিগের বপন ও রোপণের প্রধান সময় আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস; যেমন ছোলা, মটর, সর্ষপ, তিসি, তামাক, আলু, মূলা, কপি ইত্যাদি। যে সকল ফসলের আবাদ অল্প পরিমাণে করিলে কোন লাভ নাই, যেমন ধান, পাট ইত্যাদি, বার মেসে প্রবন্ধে তাহাদিগের বিবরণ সংক্ষেপে এবং যে সকল নিত্য ব্যবহার্য্য শাক, তরকারী, মসলা প্রভৃতির অল্প পরিমাণ আবাদেই গৃহস্থের যথেষ্ট উপকার আছে, তাহাদিগের বিবরণ বিশেষরূপে লিখিত হইবে; যেমন কলা, মূলা, আলু, কপি, বেগুন লঙ্কা, হরিদ্রা, লাউ, কুমড়া, শাক ইত্যাদি। মাটী খোঁড়া, ডেলাভাঙ্গা, জমি সমান করা ইত্যাদি কার্য্যের নাম "চাস"। বীজবপন, চারান, দানা রোপণ, পাইট ইত্যাদির নাম "আবাদ"। যে মৃত্তিকায় এ পরিমাণ রস থাকে, যখন লাঙ্গল বা কোদাইল দ্বারা ভূমি খনন করিলে লাঙ্গল বা কোদাইলের ফালে মাটী জড়াইয়া ধরে না, মাটীর তাদৃশ অবস্থাকে "যো" কহে। এই প্রবন্ধের যে যে স্থলে ঐ তিনটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে, সর্ব্বত্রই তাহাদিগের ঐরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

বৈশাখ।

জগৎপাতা জগদীশ্বরের মঙ্গলময় নিয়ম বশে মাঘ মাস হইতেই বর্ষের প্রথম বর্ষণ আরব্ধ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ দুর্ব্বৎসর না হইলে চৈত্র বৈশাখ মাসেই প্রায়শ জল হয়। যদি চৈত্র মাসের প্রথম অংশে উত্তমরূপে বর্ষণ হয়, তাহা হইলে বৈশাখে বপনীয় ও রোপণীয় অনেক ফসলের আবাদ চৈত্র মাসেই হইতে পারে। এরূপ ঘটনা হইলে কোন কোন শাক সবজী কিছু অগ্রে (আগুড়ি) জন্মাইয়া ভোজনকারীগণের আনন্দ বৰ্দ্ধন ও বিক্রেতাদিগকে কিছু অধিক লাভবান্ করে। যাহাহউক চৈত্র কিম্বা বৈশাখে জল হইলেই "যো" দেখিয়া আশুধান্য, পাট, হরিদ্রা, অরহর, কচু, বেগুন, শশা, ঝিঙ্গে, কুমড়া, নটে, চাঁপা, কনকা, ওল, কলায়, আদা, মেটে-আলু, শণ, ইক্ষু, করলা, লঙ্কা, ডেঙ্গো ইত্যাদি শস্যের আবাদ করিতে হয়। যে জমিতে এই সকল শস্যের আবাদ করিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত "সারকুড়" হইতে (যদি পূর্ব্ব হইতে উহা প্রস্তুত করা থাকে।) জল হইবার পূর্ব্বে সেই জমিতে সার দিতে যেন ভুল না হয়।

এই সম্বন্ধে একটী কথা যথাস্থানে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি; এইজন্য এইস্থলেই

বলিয়া যাই। যে সকল শাক, সবজি, তরকারি, ফল, মূল, সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয়, যথাকালে তাহাদিগের চাস আবাদ করিতে পারিলে যেমন সংসারের উপকার ও কিয়ৎপরিমাণে নিত্য খরচের লাঘব হইবে; তেমনি ঐ কার্য্যে নিয়ত মনোযোগ থাকিলে এবং উহাতে নিয়মিত রূপে শ্রম করিলে শরীর ও মনের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে। শান্তি রসময়ী বাহ্য প্রকৃতির সহিত নিয়ত ঘনিষ্ঠ-তা থাকায় মনও শান্ত হইবে। যে কার্য্যে এত লাভ, গৃহস্থ মাত্রেই সে কার্য্যে মনো-নিবেশ করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আশুধান্য, যে জমিতে জল বাধে না, এরূপ সমভূমিতে আউশ ধান বুনিতে হয়। অনেকে জল হইবার পূর্ব্বেই চৈত্র মাসের ধূলিময় ভূমিতে আউশ ধান্যের বীজ বুনিয়া থাকে। এইরূপ বপন ক্রিয়াকে "কাঁকড়" করা বলে। এই বপনের একটী বিশেষ উপকার এই যে কাঁকড়ের ধানে কখন পোকা ধরে না।

পাট, মুষ্টিমেয় পাটের বীজ ভদ্রাসনের এক পার্শ্বে ছড়াইয়া রাখিলে এবং যথা-কালে কাটাইয়া রাখিতে পারিলে ২। ৪ সের কোষ্টা প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহাদ্বারা সংসারের কিঞ্চিৎ উপকার হয়। কিন্তু আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে সে চেষ্টা করিতে নিষেধ করি। যাঁহারা করিবেন তাঁহারা যেন পাটের গাছ এক কি দেড় হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইলেই তাহার অর্দ্ধেক, বা এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ চারা তুলিয়া ফেলেন এবং পাটের শাক বিতরণ বিষয়ে যথেষ্ট মুক্ত-হস্ত হন। তাহাতে অবশিষ্ট গাছ গুলি বিরল ও সরল হইবে। এইরূপ কার্য্যে পাটের ফসল বেশি হয়।

হরিদ্রা,—ইহার আবাদ করিতে হইলে জমিতে উত্তমরূপ চাস দিতে হইবে। হলুদের মোতাগুলি শারি করিয়া পুঁতিতে পারিলে আবাদের সুবিধা হয়। মধ্যে মধ্যে মাটী গুঁড়িয়া দেওয়া ও ঘাস নিড়ান ভিন্ন হলুদের চাসে আর কোন বিশেষ কার্য্য নাই। আর যে কার্য্য আছে, তাহা মাঘ ফাল্গুনের বিবরণে লিখিত হইবে।

অরহর,—এই শস্য অল্প পরিমাণে করায় বিশেষ লাভ নাই; কিন্তু টুমুর বলিয়া এই জাতীয় এক প্রকার শস্য আছে, তাহার গাছ ও শুঁটি ঠিক্ অরহ-রের ন্যায়। গৃহস্থের বাগানের বেড়ার ধারে ধারে উহার বীজ কিঞ্চিৎ ছড়াইতে পারিলে উপকার হয়। উহার শুঁটী একপ্রকার বেশ তরকারী, কাঁচা খাই-তেও সুমিষ্ট।

ওল ও গুঁড়ি কচু, ওল ও কচু নানা প্রকার। তন্মধ্যে চণ্ডী ওল এবং গুঁড়ি ও শোলা কচু উৎকৃষ্ট। চণ্ডীওলের গঠন মেটে আলুর ন্যায় লম্বা ও ভিতর ফুট সাদা।

হরিদ্রার ক্ষেত্রের ন্যায় জমিতে চাস দিয়া ওলের মুখী ও কচুর মোতা পুঁতিতে হয়। কচু অপেক্ষাও ওলের

মাটী অধিক শল হওয়া আবশ্যক। কোন্ কোন্ দেশে কত প্রকার কচু লোকে তরকারী রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা যিনি বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি "বিশ্বকোষ" নামক অভিধানের 'ক' পর্য্যায়টী পাঠ করিবেন।

বেগুন—ইহা আমাদিগের একটী প্রধান তরকারী। বেগুন দুইপ্রকার, আশু ও আমন। আউশ বেগুন অপেক্ষা আমন বেগুন খাইতে সুস্বাদ। আশু বেগুন শীঘ্র ফলে, কিন্তু খাইতে ভাল নহে। যাহাহউক, এই মাসে হাপোরে বেগুনের বীজ পোতা ভিন্ন তৎসম্বন্ধে অন্য কার্য্য নাই।

কোন শস্যের চারা প্রস্তুত করিবার জন্য সার দিয়া যে ক্ষুদ্র স্থান প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে হাপোর কহে। চৈত্র মাসেও বেগুনের হাপোর করা যাইতে পারে।

শশা—সচরাচর এদেশে দুইপ্রকার শশা দেখা যায়, ক্ষীরে শশা ও ভুঁয়ে শশা। রাঁধা ও কাঁচা দুই প্রকারেই শশা আহার করা যায়। জল সিঞ্চনদ্বারা বার মাসই ভুঁয়ে শশা হইতে পারে। এই শশার জন্য মাচা বাঁধিতে হয় না, ইহা কাঁকুড়ের ন্যায় ভূমিতেই ফলিয়া থাকে। অপক্ক কচি শশা কাঁচা খায় এবং পাকা শশার উত্তম তরকারী হয়। ক্ষীরে শশা এবং ঝিঙ্গের বীজ ৩।৪ টী করিয়া এক এক থানায় মাচার নীচে পুঁতিতে হয়।

বিলাতী কুমড়া—৮ হাত অন্তর এক একটী থানায় ২।৪টী বীজ রোপণ করিতে হয়। ইহার গাছ যত দূর লতাইয়া যাইবে, ততদূর পর্য্যন্ত জমি উত্তম রূপে পরিষ্কার করিয়া খুঁড়িয়া দিতে হইবে। উত্তমরূপ ফলিলে এক কাঠা জমিতে ৫০টা কুমড়া হয় এবং ৩।৪৲ টাকার কমে উহা ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না।

শাক—উত্তমরূপে মাটী খুঁড়িয়া এবং তাহাতে ২।১ ঝুড়ি সার দিয়া নটে, কনকা, চাঁপা প্রভৃতির বীজ বপন করিতে হয়। শাকের জমি উত্তমরূপ পরিষ্কার ও শল রাখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে সিঞ্চন আবশ্যক। ডেঙ্গো ডাঁটার হাপোর চৈত্র মাসে করা না থাকিলে এই মাসে করিতে হয়। ইহাও দুই প্রকার—আউশ ও আমন। সাধারণতঃ আমন ডাঁটা মিষ্ট ও অধিককাল স্থায়ী। কলিকাতার হাট বাজারে শাদা রঙ্গের একপ্রকার ডাঁটা বিক্রয় হয়। তাহা বড় মিষ্ট ও সুস্বাদ। বর্দ্ধমান ও হুগলী জিলার অনেক স্থলে উহা জন্মে। ঐ ডাঁটার বীজ সংগ্রহ করিতে পারিলে বড় ভাল হয়।

কলায়—এদেশের কৃষকেরা আশুধান্য ও অরহরের ক্ষেত্রে কলায় দিয়া থাকেন। পদ্মার উভয় তীরবর্ত্তী চড়ায় প্রচুর পরিমাণে কলায় জন্মিয়া থাকে। পলিপড়া চড়া জমিই উহার উপযুক্ত ক্ষেত্র। অল্প পরিমাণে উহার চাস আবাদে কোন লাভ নাই।

আদা—নূতন আদা একটা শীতল স্থানে গাদা করিয়া রাখিতে এবং উহার

উপর মধ্যে মধ্যে জল সিঞ্চন করিতে হয়। কিছু দিন পরে উহাদের কলা বাহির হয়। তখন হলুদের ন্যায় উহার চাস করিতে হয়। আদার চাস বিলক্ষণ লাভজনক। কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ২।৪ খানা আদা বাগানের কোন স্থানে পুঁতিয়া রাখিলেই যথেষ্ট। "আম আদা" বলিয়া উহার এক জাতি আছে, তাহার গন্ধ অবিকল আম্রের ন্যায়। যখন আম্র মিলে না, তখন যে কোন অম্লের সহিত একটু "আমআদা" দিলে ঠিক্ আমের ঝোল খাওয়ার সাধ মিটে। অতএব আমআদার আবাদ করিতে যেন কাহারও ভুল না হয়। মোদকেরাও আমআদার যোগে আমসন্দেশ প্রস্তুত করে। আম-আদা যেমন তৃপ্তিকর, তেমনি রুচি-বর্দ্ধক।

মেটে আলু—ইহা নানা প্রকার, চুপ্ড়ি, গড়ানে হরিণশৃঙ্গ, আলতাবোল, শুষনি ইত্যাদি। গভীররূপে মৃত্তিকা খনন করিয়া উহার ফল পুঁতিতে হয়। উহার গাছ অন্য বৃহৎ বৃক্ষে বা বেড়া ও মাচায় উঠাইয়া দিতে হয়। আল্তা-বোলের রঙ্গ ঠিক্ আলতার ন্যায়। উহা ভাতে বা ব্যঞ্জনে দিলে ভাতব্যঞ্জনও লাল হইয়া যায়। মেটে আলু পুষ্টিকর খাদ্য।

শণ ও ইক্ষু—এই উভয় শস্যেরই বপন ও রোপণ এই মাসে করিতে হয়। কিন্তু উহার অল্প পরিমাণ চাস আবাদে কোন লাভ নাই। বিশেষতঃ ইক্ষুর বীজ তৈয়ার করা বড়ই কঠিন কার্য্য। তবে শামশাড়া আকের অগ্রভাগ ১০।১৫টা শসার ভূমিতে রোপণ করিয়া মধ্যে খৈল ও জল দিতে পারিলে জল খাইবার উপ-যুক্ত ইক্ষু প্রস্তুত হইতে পারে।

করলা—ইহা উচ্ছে জাতীয় তর-কারী। কলিকাতার হাটবাজারে উহা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। উহার ভাজি ও তরকারী উত্তম হয়। উহার বীজ মাচার তলে পুতিয়া মধ্যে মধ্যে গোড়া খুঁড়িয়া সার দিলে উহা বার মাস যথেষ্ট পরিমাণে ফলিয়া থাকে।

লঙ্কা—চারা প্রস্তুত করিবার জন্য হাপোরে বীজ পোতা ভিন্ন এ মাসে লঙ্কার অন্য কোন কার্য্য নাই।

কাঁকুড়,—দোআঁশ মাটীর জমিতে থানা করিয়া কাঁকুড় দিতে হয়। কাঁকুড়ের চাস আবাদ ঠিক্ কুমড়ার ন্যায়।

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া গার্হস্থ্য সুখ ও সৌকর্য্যবৃদ্ধি করিবার জন্য যাঁহাদিগের ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা হইবে, তাঁহারা প্রথমেই একটা অসুবিধা দর্শন করিবেন। শাকসবজী, তরকারীর বীজ হঠাৎ কোথা মিলিবে? তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য একটা সংবাদ দেই। কলি-কাতার দক্ষিণ চেতলা গ্রামে সপ্তাহে দুইবার যে হাট বসিয়া থাকে, সেই হাটে এবং শিয়ালদহ ষ্টেসনের নিকট ওল্ডবৈটকখানার পুরাতন বাজারে নানা-বিধ বীজ বিক্রয় হইয়া থাকে। ঐ বীজের হাট দর্শন করিলে যাঁহাদিগের কোন কালে

এ প্রবৃত্তি নাই, তাঁহাদিগেরও চাস আবাদে কৌতূহল জন্মিবে।

"বারমেসে" প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে যদি কাহারও একটু বাহুল্যরূপ চাস আবাদ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, আমাদের অনুরোধ, তিনি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীময় ঘটক প্রণীত "কৃষিশিক্ষা" ও শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বসুর "কৃষি-সোপান" নামক পুস্তক দুইখানি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। তাহাতে চাস আবাদ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

(ক্রমশঃ)

দাম্পত্যধর্ম্ম।

কান্তারেষপি বিশ্রামো
জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্য
স্তস্মাদ্দারা পরাগতিঃ॥

সংসার কান্তারে ভ্রমণকারী মানবের পক্ষে ভার্য্যাই একমাত্র বিশ্রামস্থল; যাহার ভার্য্যা আছে, সেই ব্যক্তি বিশ্বাস-পাত্র, এই জন্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সহায় বলিয়া গণনীয়।

ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ
সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে
ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ॥

ভার্য্যাবান্ লোকেই ক্রিয়াবান্ হয়, ভার্য্যাবান্ লোকে যথার্থ গৃহী, ভার্য্যাবান্ লোকেই সর্ব্বদা আনন্দিত হয় এবং ভার্য্যাদ্বারাই লোকে লক্ষ্মীবন্ত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য
ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য
ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥

ভার্য্যা মানবের অর্দ্ধ অঙ্গ, ভার্য্যাই সংসারে শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যা ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও ভোগের মূল এবং ভার্য্যা মোক্ষেরও সহায়।

সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু
ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু
ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ॥

যেখানে কেহ নাই সেই নির্জ্জন স্থানে প্রিয়ভাষিণী ভার্য্যা বন্ধুর কার্য্য করেন, ধর্ম্মকার্য্যে পিতার ন্যায় সদুপদেশ দান করেন, রোগে, শোকে দুঃখে ভার্য্যাই মাতার ন্যায় তাপিত হৃদয়ে শান্তি জল সেচন করেন।

ব্রতিনাং বীতরাগাণাং
দৃশ্যন্তে দিবি দেবতাঃ।
মনুষ্যাণাং তু ভার্য্যা বৈ
তত্র দেশেচ দৃশ্যতে।

সংসারবিরাগী ঋষি তপস্বীদিগের দেবতা স্বর্গলোকে, কিন্তু সাধ্বী ভার্য্যা

যাহার গৃহে, তাহার দেবতা সে গৃহের মধ্যেই দেখিতে পায়।

পতির্বন্ধুগুরুর্ভর্ত্তা
দৈবতং গতিরেব চ।
সর্ব্বস্মাচ্চ গুরুঃ স্বামী
ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ।

পতিই নারীর বন্ধু, উপদেশক, পালনকর্ত্তা ও দেবতা, পতিই জীবন; সকল সদুপদেষ্টা অপেক্ষা স্বামী শ্রেষ্ঠতর সদুপদেষ্টা, স্বামীর অপেক্ষা গুরু আর নাই।

পিতা মাতা সুতো ভ্রাতা
ক্লিষ্টৌ দাতুমিদং ধনং।
সর্ব্বস্বদাতা ভবতি
পতিরেব হি যোষিতঃ।

রমণীর পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও পুত্র প্রার্থিত ধন দানে কাতর হন, কিন্তু পতি অকাতরে সর্ব্বস্ব দান করেন।

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা
সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং
গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।

পত্নী ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্মসাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধ থাকিবেন এবং সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত হইয়া গৃহকার্য্যে দক্ষতার পরিচয় দিবেন।

পতিপ্রিয়হিতেযুক্তা
সাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি
প্রেত্য চানুপমং সুখং।

যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হন।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা
ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং
কল্যাণং তত্রবৈধ্রুবং।

যে পরিবারে পতি পত্নীর প্রতি এবং পত্নী পতির প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারেই নিশ্চিত কল্যাণ হয়।

মূক বধিরের জন্য প্রার্থনা।*

হা হন্ত! মা-নাম সুধাময়ং যঃ
শ্রোতুং নবাকর্ণয়িতুং সমর্থঃ।
আজন্মনো যো বধিরশ্চ মূকঃ
ততো দয়াভাজনমস্তি কোবা॥ ১॥

মা-নাম অমৃতময় না পায় শুনিতে,
মা বোলে বারেক আহা! না পারে ডাকিতে,
জনম অবধি মূক বধির যে জন,
কে আছে দয়ার পাত্র তাহার মতন? ১।

যেষাং প্রযত্নৈরপি মূকবালাঃ
বদন্তি বাণীমমৃতায়মানাম্।
তএব ধন্যাঃ খলু পুণ্যবন্তঃ
তারাজনন্যা ভুবি তে সুপুত্রাঃ॥ ২॥

* গত ২৭এ ফেব্রুয়ারি মূক বধির বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে পঠিত।

মূক শিশু যাঁহাদের অতুল যতনে
অমৃত-সমান বাণী বলিছে বদনে ;
এ ভুবনে তাঁহারাই ধন্য পুণ্যবান্,
যথার্থই তারা-মার তাঁরা সুসন্তান। ২।

আয়াস্তু মূর্খবুধপাতকিপুণ্যবন্তঃ
চণ্ডালবিপ্রধনহীনসমৃদ্ধিমন্তঃ।
পঙ্গ্বন্ধমূকবধিরাতুরদুঃখশান্ত্যৈ
প্রাণান্ ধনঞ্চ সকলং বয়মুৎসৃজাম ॥৩॥

আয়রে! চণ্ডাল বিপ্র পাপী পুণ্যবান্!
আয়রে! দরিদ্র ধনী জ্ঞানী বা অজ্ঞান!
পঙ্গু অন্ধ কুষ্ঠী মূক বধিরের তরে,
ধন প্রাণ সবি মোরা সঁপি অকাতরে।৩।

যো দীনসেবাস্তু সমাহিতাত্মা
তারাপদে কর্ম্মফলং সমর্প্য।
তারা যথা শ্রাবণবারিধারাং
কিরত্যজস্রং শুভমেব তস্মিন্ ॥ ৪ ॥

কর্ম্মফল তারা-মার চরণে সঁপিয়া,
দীনের সেবায় আত্মা যে দেয় ঢালিয়া,
শ্রাবণের ধারা সম অজস্র ধারায়
তারা-মা কল্যাণ তার ঢালেন মাথায়।৪।

তুষারসঙ্ঘাতইবার্কতাপৈঃ
আত্মা দ্রবীভূয় পরস্য দুঃখৈঃ।
ক্ষরত্যজস্রং করুণাং যদীযঃ
স সেবকস্তারিণি! তত্ত্বতস্তে ॥ ৫ ॥

হিমাদ্রির হিমরাশি আতপে যেমন,
তেমনি পরের দুঃখে গলে যার মন ;
সহস্র ধারায় ঝরে করুণা যাহার,
যথার্থ সেবক সেই তারা-মা! তোমার।৫

যামের দৃষ্টি সর্ব্বত্র সর্ব্বত্র সমসৌহৃদঃ।
সর্ব্বভূতহিতে যুক্তঃ স তারে তব সেবকঃ॥৬॥

সর্ব্বভূতে তোমাকেই হেরি বিদ্যমান,
প্রণয় সবারি প্রতি যে করে সমান ;
সবারি কল্যাণ তরে সঁপেছে মন প্রাণ,
তোমার সেবক তারা। সেই ভাগ্যবান্।৬।

সেবাতৃপ্তোন গৃহ্ণাতি নির্ব্বাণমপি হস্তগম্।
তব সেবানিযুক্তস্য সংসারোগোষ্পদায়তে॥৭॥

তোমার সেবায় তৃপ্ত যাহার হৃদয়,
দিলেও নির্ব্বাণ-পদ সে কি তাহা লয়?
সে শুধু নিযুক্ত থাকে তোমারি সেবায়,
সংসার তাহার কাছে গোষ্পদের প্রায়।৭।

দয়াময়ী ত্বং হি দয়ৈকসারা
প্রেয়োঽস্তি তে নৈব দয়াসমানম্।
তাবৎপ্রসাদং লভতে ত্বদীয়ং
যাবদ্দয়াং প্রাণিষু যঃ করোতি ॥ ৮ ॥

দয়াময়ী তারা তুমি, দয়া তব সার,
দয়া হ'তে প্রিয় বস্তু নাহিকো তোমার ;
যে জন জীবের প্রতি দয়া করে যত,
তার প্রতি মুখ তুলে চাও তুমি তত। ৮।

শক্নোতি পঙ্গুরপি বারিধিমুত্তরীতুং
হস্তে করোতি শশিনং কিল বামনোঽপি।
মূকোঽপি বক্তি বচনানি চ যৎপ্রসাদাৎ
তাং বিশ্বমাতরমহং শতশো নমামি ॥ ৯ ॥

পঙ্গুও সাগর লঙ্ঘে যাঁহার প্রসাদে,
বামনেও হাতে ধরে আকাশের চাঁদে ;
বোবা ছেলে কথা কয় কৃপায় যাঁহার,
সেই বিশ্বজননীরে শত নমস্কার। ৯।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মণঃ।

দুগ্ধ।

যখন ইংরাজদিগের অনুকরণে এদেশীয় শিক্ষিত যুবকেরা কেহ কেহ গোখাদক হইতে আরম্ভ করিলেন, তখন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"যত দেশীভায়া কপ্‌চে উঠে,
চাল্ চেলেছে সাহেবানা;
ত'রা ধাড়ি সুদ্ধ দিচ্চে পেটে
আস্ত ভগবতীর ছানা।
* * * * * * * *
গরুতরু, কল্পতরু;
এমন তরু আর হবে না;
ফলে গরু গাছে দধি দুগ্ধ,
সর নবনী, ঘৃত ছানা।"

প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যের খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধ অতীব উপাদেয় এবং প্রয়োজনীয়। শিশুর পক্ষে ত দুগ্ধই একমাত্র খাদ্য; কাজেই এবিষয়ে দু চারিটি কথা শিশু পালয়িত্রীদিগের নিকট উপেক্ষিত হইবে না আশা করি।

দুগ্ধ মাত্রেই সাধারণতঃ ছানা (casein) চর্ব্বি, চিনি, অম্ল পদার্থ ও লবণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে দুগ্ধে যে পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত থাকে, নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

	জল	চিনি	ঘন পদার্থ	লবন	চর্ব্বি	ছানা ও অন্য নাইট্রোজন
ছাগদুগ্ধ—	৮৪.৪৯	৩.৬৯	১৫.৫১	০.৬১	৫ ৬৮	৩.৫১
গোদুগ্ধ—	৮৬.৪	৩.৮	১৩.৫৯	০.৬৬	৩.৬১	৫.৫২
গর্দ্দভ দুগ্ধ—	৮৯	৫.০৫	১০.৯৯	০ ৫৪	১.৮৫	৩.৫৬
মাতৃদুগ্ধ—	৮৮.৯	৪.৩৬	১০.৯২	০.১৩	২.৬৬	৩.৯২

গাধার দুধ এবং গরুর দুধ সমান পরিমাণে মিশ্রিত করিলে প্রায় মাতৃদুগ্ধের মত হয়; এইজন্য মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে, শিশুদিগের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী। অনেক স্থানে গাধা পাওয়া যায় না। সে সকল স্থলে মাতৃ দুগ্ধের অভাবে, গোদুগ্ধ এইরূপ ভাবে দেওয়া যাইতে পারে; যথা—৷৶০ পরিমাণ গোদুগ্ধ, ৷৴০ গরম জলে, এবং এক পাইন্ট

দুধের পরিমাণে অর্দ্ধ আউন্স পরিষ্কার কলের চিনি।

আজি কালি বিলাত হইতে টিনের দুধের (Preserved milk) খুব আমদানী হইতেছে। ডাক্তার(Daly) ডালী সাহেব, ১৮৭২ সালের নবেম্বরের ২রা তারিখের Lancet কাগজে এ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার Foods গ্রন্থের প্রণেতা বিখ্যাত Smith সাহেব, ডালীর কথায় সায় দিয়া তাঁহার সারগর্ভ কথাগুলি স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার সার মর্ম্ম এই—

"বালকেরা গোদুগ্ধ অপেক্ষা, জমান দুধ (Condensed milk) খাইতে বেশী ভালবাসে; মিষ্টতা বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ। এই দুগ্ধপান করিলে শিশুদিগকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইতে দেখা যায় এবং মনে হয় যেন মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষাও এ দুগ্ধ অধিক উপকারী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই পুষ্টি কোন কর্ম্মের নহে। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে সকল বালক টিনের দুধ খায়, তাহারা কোন রোগ হইলে বড় অল্পেই অভিভূত হইয়া পড়ে। অল্প একটু পেটের অসুখ হইলেই সহসা গুরুতর হইয়া পড়ে। যে কোন রোগে ইহাদিগকে এতটা পরাভূত হইতে দেখা যায়, যে অনেক সময়েই বাঁচান ভার হইয়া উঠে। বড় বড় সহর মাত্রেই গোদুগ্ধ অত্যন্ত দূষিত। লণ্ডন সহরে দুগ্ধ অত্যন্ত দূষিত, তাহা অনেকেই জানেন। যে সকল শিশু এই দূষিত দুগ্ধ পান করে, তাহারাও টিনের দুগ্ধপায়ী শিশুদিগের অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে অধিক সুস্থ থাকে। জমান সুইস্ দুগ্ধপায়ী শিশু দিগের মধ্যে অকালমৃত্যু অতিশয় অধিক।

কলিকাতায় ভাল দুধ পাওয়া যায় না বলিয়া যাঁহারা Swiss milk ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা একথাগুলি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

মহামতি গ্লাড্ষ্টোনের মন্ত্রিপদ ত্যাগ উপলক্ষে।

উদার নৈতিক দল—দলপতি আজ
তিরাশী বছর বয়ঃ করি অতিক্রম,
প্রধান মন্ত্রীর পদে থাকিতে নারাজ
কত কাল থাকে আর যৌবন-উদ্যম ? ১

সাধিতে দেশের হিত মন্ত্রী মহামতি
সমস্ত শকতি-বল করেছেন ক্ষয়,
শেষকালে হইয়াছে বিশ্রামেতে মতি,
স্বভাবের গতি—সেত ফিরিবার নয়। ২

ন্যায় পথে থাকি সদা কর্ত্তব্য পালন
করেছেন প্রাণ পণে পরের কারণ,
পরসেবা মহাব্রত করি উদ্যাপন
লভেছেন পুণ্য ধন অমূল্য রতন। ৩

দিয়াছেন স্বার্থবলি, ভুলি আত্মসুখ
বিশ্বপ্রেমে সঁপেছেন দেহ মন প্রাণ,
পর দুঃখ দরশনে ফাটিয়াছে বুক,
বাজিয়াছে কি বিষম বাজের সমান! ৪

দুঃখিনী ভারত আজ কার পানে চেয়ে
আশ্বস্ত হইবে বল? কেবা অশ্রুধার
মুছাইবে স্নেহে গলি? সোহাগের মেয়ে
কার কাছে করিবে সে এত আবদার। ৫

জনকের মত তারে করিয়ে যতন
তুষেছেন দিবা নিশি তনয়া রতনে,
এত দিনে ফুরাইল সুখের স্বপন
সাধে কি বিষাদ রেখা ভারত বদনে! ৬

গ্লাড্‌ষ্টোন কাছে থাড়া, আর কারে ভয়?
সহায় থাকিলে হেন বীরে-ন্দ্রকেশরী
কুরঙ্গিণী চরে বনে হইয়ে নির্ভয়!
সে দিন ফুরাল আজ,—দুঃখের শর্ব্বরী
গ্রাসিল ভারত! ত্রাসে কাঁপিছে অন্তরে
কি জানি কি গ্রহ দোষে নিগ্রহ আবার
কখন ভুগিতে হয়? মন্ত্রি অবসরে
কোন্ শনি স্কন্ধে পুনঃ করিবে বিহার?৭

ভারত কি রাশিচক্রে ঘুরিবে কেবল?
কখন কি ঘুচিবেনা কপালের ফের?
কত কাল ভুগিবে সে নিজ কর্ম্মফল?
ভোগের অভাব নাই ভুগিয়াছে ঢের! ৮

উদার নৈতিক দল—এক আশাস্থল!
সে দলের দলপতি দয়া ধর্ম্ম গুণে
বিভূষিত হইলেই মনে আসে বল;
আশ্বাসিত হয় প্রাণ ওই কথা শুনে। ৯

'লর্ড রোজবেরি' অতি উদার-প্রকৃতি!
তিনি নাকি হইলেন প্রধান সচিব?
তাঁর কাছে, আমাদের বিনীত মিনতি
ধন্য হ'ক তাঁর নাম সাধি প্রজা-শিব। ১০

যাও যাও গ্লাডষ্টোন লভগে আরাম,
পরিশ্রান্ত দেহ মন পিয়ে শান্তি রস
শীতল হউক এবে, গ্লাডষ্টোন নাম
ধন্য হ'ক, সবে মিলি গাই তব যশ। ১১

ভুলিও না দুঃখিনীরে রেখ সদা মনে।
ভারত-হিতৈষী তুমি সর্ব্বত্র প্রচার,
তব গুণে বাধ্য মোরা ঋণী তব ঋণে,
কি দিয়ে শোধিব মোরা, তব সেই ধার?
দূর হোক্ আধি ব্যাধি আপদ জঞ্জাল,
আর(ও)দীর্ঘজীবী হয়ে কাট সুখে কাল।১২

শ্রী চঃ——

বাঙ্গালা প্রবচন।

হ।

১। হই মাছ, না ছুঁই, পাণি,
হই গিন্নি না ছুঁই হাঁড়ি।
২। হউক না কেন কাঠের বিড়াল
ইঁদুর ধরলেই হল।
৩। হওয়া ভাতে কাঠি।
৪। হক্ কথায় আহাম্মক ব্যাজার।
৫। হক্ চাচার দরবার।
৬। হকের ধন কোথায় যায়?

৬॥। হজমী গুলী।

৭। হঠাৎ বাবু।

৮। হন্দ কল্লে পদ্মমুখী।

৯। হযবরল।

১০। হয় না হয় ডুবার যায়,
থায় না খায় সকালে নায়।
তার কড়ি কি বৈদ্য খায়?

১১। হয় ত পুত না হয় ত ভূত।

১২। হয় যদি সুজন,
এক বিছানায় নজন।

১৩। হরি ঘোষের গোয়াল।

১৪। হরিদ্বার ও গঙ্গাসাগর।

১৫। হরি নামে খোঁজ নাই,
ফটিকের রাঙা থোপ।

১৬। হরি বল্লেই কাঁড়া চাউল।

১৭। হরি বড় দয়াময়,কথায় বটে কাজে নয়।

১৮। হরি মটর।

১৯। হরির খুড়।

২০। হরিষে বিষাদ।

২১। হরিহর আত্মা।

২২। হরে দরে হাঁটু জল।

২৩। হলুদ খেলে কি রাঙা ছেলে হয়?

২৩॥। হলুদ রঙ্ নয় যে ধুয়ে যাবে।

২৪। হলুদ জব্দ শীলে,
মেয়ে জব্দ কিলে,
পাড়াপড়সী জব্দ হয়
চোকে আঙুল দিলে।

২৫। হলুদের গুঁড়া তরকারিতে লাগে।

২৬। হব চন্দ্র রাজার গব চন্দ্র মন্ত্রী।

২৭। হবু ছেলের অন্নপ্রাসন।

২৮। হস্তি মূর্খ।

২৯। হংস মধ্যে বকো যথা।

৩০। হাকিম্ ফেরেত হুকুম ফেরে না।

৩১। হাগার নাই বাগার ভয়।

৩২। হাগুন্তির লাজ নাই,
দেখুন্তির লাজ।

৩৩। হাজার টাকায় বামন ভিখারী।

৩৪। হাট চোরের পার্ব্বণ।

৩৫। হাটে কলা নৈবিদ্যায়ংনমঃ।

৩৬। হাটে কি দর চাউল?
না মামার ভাতে আছি।

৩৭। হাটে গেছিল যার মা,
সে দেখেছে বাঘের পা।

৩৮। হাটের তুয়ারে কবাট।

৩৯। হাটের নেড়া হুজুক চায়।

৪০। হাটে হাঁড়ি ভাঙা।

৪১। হাড় এক ঠাঁই
মাস এক ঠাঁই।

৪২। হাড় খাব মাস খাব,
চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাব।

৪৩। হাড় গোড় ভাঙ্গা দ।

৪৪। হাড় পেকের বোঝা।

৪৫। হাড়ীর কোদালে মাথা কাটা।

৪৬। হাড়ীর ঘরের লক্ষ্মী।

৪৭। হাড়ে দূর্ব্ব গজায়।

৪৮। হাড়ে ভেল্কি খেলে।

৪৯। হাত ঝাড়লে পর্ব্বত।

৫০। হাত দিয়ে হাতী ঠেলা।

৫১। হাত থাকতে মুখ মুখী কেন?

৫২। হাতী যেমন খায় তেমনি নাদে।

সতী ও শান্তি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যে সকল রমণী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে একটি বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন, তোমরা, মা, এ সব কথা শুনে হাস, কিন্তু এসব "মেয়েলী শাস্তর।" এসব চাই বৈ কি? ছেলের কোন্ ঘড়ি কি হয়, তা কি জানা যায় মা? পাঁচটা ওষুধ পত্তর গলায় বেঁধে রাখ্‌লে, একটা না একটায় উপগার হয়।

সরোজিনী বলিলেন, হাঁ, তা হয় বৈ কি। কিন্তু যা তা একটা বেঁধে রাখ্‌লে, কি যা তা একটা খাওয়ালে উপকার না হইয়া বরং অপকারই হয়। এই দেখুন না, "হাড়ীর ঝাঁটার কাঠী" কি একটা ঔষধ? না ঐ যে সব ঔষধের নাম করা হ'ল, ও সব ঔষধ? "মনগড়া" যা তা একটা ব'লে দিলেই কি ঔষধ হ'ল? আমাদের দেশের অকাল মৃত্যুর যতগুলি কারণ বিদ্যমান আছে, এই মনগড়া ঔষধ তাদের মধ্যে একটী।

বৃদ্ধা। আসল কথা হ'চ্ছে, মা, ভক্তি। ভক্তি ক'রে একটু দূর্ব্বাঘাসের শিকড় বেটে খেলেও উপগার হয়, অনেক কঠিন রোগ ভাল হয়।

সরোজিনী। ও সব কোন কাজের কথা নয়।

বৃদ্ধা। হাঁ মা, আমি ঐ রকমে কত রোগ ভাল করেছি।

সরোজিনী। আপনি ঐ রকমে কত রোগ ভাল করেছেন, কিন্তু আবার কোনও ঔষধ না দিলেও ত অনেক রোগ ভাল হয়। আপনার দূর্ব্বাঘাস যে ঔষধ নয়, তা বলিতেছি না, উদ্ভিদ্ মাত্রেই শরীরের কোন না কোন উপকার করে। মনে করুন, দূর্ব্বাঘাস বাত রোগের ঔষধ। এক জনের শিরঃপীড়া হইয়াছে, যদি আপনি ঐ দূর্ব্বাঘাস ভক্তি করিয়া শিরঃপীড়া নিবারণার্থে খাওয়ান, আর রোগী যদি ভক্তি করিয়া খায়, তাহা হইলেই কি তাহার শিরঃপীড়া ভাল হইবে?

বৃদ্ধা। তা কি হয়? যে রোগের যে ওষুধ।

সরোজিনী। তবে আপনি ভক্তির কথা বলিতেছেন কেন? ভক্তি করিয়া বিষ খাইলে, বিষ কি অমৃত হইয়া যাইবে?

বৃদ্ধা। তবু পাঁচটা ওষুধ বেঁধে রাখলে, অনেক উপগার হয়, একটা না একটা রোগে লেগে যায়।

সরোজিনী। এই দেখুন না, এই ছেলেটীর কেমন হয়েছে। এর গলায় এতগুলি ঔষধ ছিল, আর বড়দিদির ছেলের গলায় কোনও ঔষধ নাই, কবচ নাই অথচ শরীরটি কেমন দেখুন দেখি। কোনও রোগ নাই, সে হৃষ্ট—পুষ্ট—বলিষ্ঠ। কেন এমন হয় বলুন দেখি? যেখানে

নিয়ম আছে, সেখানে স্বাস্থ্য আছে, সুখ আছে, শান্তি আছে। কিন্তু যেখানে নিয়ম নাই, সেখানে স্বাস্থ্য নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই। বড়দিদি ছেলেদিগকে সুনিয়মে রাখিয়াছেন, তাই তাঁর ছেলে-গুলি এমন হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ।

বৃদ্ধা। সকলে কি আর নিয়ম পালন ক'রে চল্‌তে পারে মা?

সরোজিনী। কেন, যে সকল নিয়-মের কথা বলা হ'ল, তা কি পালন করা বড় কঠিন? ইচ্ছা থাকিলে সকলেই তাহা পালন করিতে পারেন।

বৃদ্ধা। সকলে কি আর নিয়ম টিয়ম জানে? যারা জানে, তারা নিয়ম মত কাজ কর্‌তে পারে। কিন্তু যারা জানে না, তারা কেমন করে পালন কর্ব্বে? কাজে কাজেই যে যা বলে, সেই মত কাজ কর্ত্তে হয়।

সরোজিনী। যাঁরা নিয়ম জানেন না, তাঁদের শিক্ষা করা উচিত। যে যা বলে, তাই ঔষধ ব'লে খাওয়ান বা গলায় বাঁধা উচিত নয়। রোগ হইলে ভাল চিকিৎ-সককে দেখান উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শমত কাজ করিলে কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই।

বৃদ্ধা। সকলে কি আর ভাল চিকিৎ-সক দেখাইতে পারে মা? যারা গরিব দুঃখী, তারা ভাল চিকিৎসক কোথা পাবে?

সরোজিনী। ভাল চিকিৎসক বলিলে যে ধন্বন্তরীকে আনিতে হইবে বা হানি-মানকে ডাকিতে হইবে, তার এমন কোন মানে নাই। যাঁহাদের চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে যার তার কথা মত কাজ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা বিধেয় নয়। আগে আমাদের দেশে সন্তানাদি পালন সম্বন্ধে বেশ সুনিয়ম ও সুবন্দোবস্ত ছিল, এক্ষণে নানা কারণে তাহা অনেক পরিমাণে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, অনেক কুনিয়ম ও কুসংস্কারবশতঃ আমা-দের দেশের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বর্ত্তমান যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের একটি চিন্তার বিষয়। পাড়া-গাঁয়ে হাজার হাজার "হাতুড়ে বৈদ্য," বা "ঠ্যাঙাপ্যাথিক্" ডাক্তার দিন দিন এরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, যে তাহাদিগের হাত হইতে দেশকে রক্ষা না করিলে, অচিরে সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা। ইহাঁরা সব কৃতান্তের সহো-দর। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কয়জন লোক মরিয়াছিল? কিন্তু এই "শতেকমারী"— "সহস্রমারী" "ঠ্যাঙাপ্যাথিকের" দল প্রতি বৎসর তাহাদের বিষবটিকারূপ অস্ত্রে এবং "অন্ধকারে ঢিল ছোড়া" রূপ শস্ত্রে তাহার চারিগুণ লোক নিপাত করিতেছে। ইহারা সব কলির পরশুরাম।

কৃতান্তের আর এক সহোদর— "গুণিন্"। পাড়াগাঁয়ে ইহাদের আধি-পত্য অত্যন্ত বেশী। ইহারা মন্ত্রবলে জগৎ অধিকার করিতেছে, এরা সব "তীতুমীরের" বাবা; এদের "বাঁশের

কেল্লা' শীঘ্র না ভাঙ্গিলে আর নিস্তার নাই।

কৃতান্তের আর এক সহোদর দেখা দিয়াছে—সন্ন্যাসীর বেশধারী জুয়াচোর। ইহাদের গতিবিধি সহর অপেক্ষা পাড়াগাঁয়ে কিছু বেশী। ইহারা পাড়াগাঁয়ে "কেষ্ট বিষ্ণু"। পসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। ইহারা এক নিঃশ্বাসে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারে। কল্পতরুর ফল, ডুম্বুরের ফুল পর্য্যন্তও এরা এনে দিতে পারে। এমন অনেক সন্ন্যাসী মহাপুরুষ দেখা গিয়াছে, যাঁহাদিগের নিকট অনেক সময় অনেক প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা অনেকের উপকার হইয়াছে ও হইতেছে। সেরূপ সদাশয় মহাত্মারা পয়সার প্রত্যাশী নহেন। কিন্তু জুয়াচোরের দল যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহারাও যেন ঘৃণাতে ক্রমশঃ সরিয়া দাঁড়াইতেছেন। এখন এমন দিন কাল পড়িয়াছে যে ভাল মন্দ ঠিক্ করা বড় কঠিন। কোন্‌টা সোণা, কোন্‌টা পিত্তল, কোন্‌টা রৌপ্য, কোন্‌টা রাঙ্, কোন্‌টা হীরক, কোন্‌টা কাচ, তাহা ঠিক্ করা বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মুড়ি মিছিরি সব এক দরে বিক্রয় হইতেছে।

গরিব দুঃখী সাধারণের জন্য আমাদের দেশে অল্প চেষ্টা ও অল্পব্যয়সাধ্য এমন অনেক পাঁচন, মুষ্টিযোগাদি ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যদ্দ্বারা অনেক কঠিন পীড়া আরোগ্য হয়। কিন্তু সে সব মহৌষধ ঠিক্ করা বড় কঠিন। সত্যে এবং অসত্যে "খিচুড়ী" প্রস্তুত হইয়াছে। এ খিচুড়ি সেবনে হয় জীবন, নয় মরণ, দুয়ের এক হইবেই হইবে। যে দেশে "শান্তি জল" দিবার সময় "পাঁঠা কাটার মন্ত্র" পঠিত হয়, সে দেশের আর মঙ্গল কোথায়?

আপনি যে "মেয়েলী—শাস্ত্রের" কথা বল্‌ছেন, বেশ ত। আপনার মেয়েলী শাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, তাহা যে সকলই অসার, অসত্য, তাহা ত কেহ বলিতেছেন না। বরং উহাতে যত টুকু সার যত টুকু সত্য আছে, তাহা গ্রহণ করিতে সকলে প্রস্তুত। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, দর্শন, বিজ্ঞান সকলইত ঐ মেয়েলী শাস্ত্রের কাছে পরাভূত। এই মেয়েলী শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা নাই বলিয়াও এত অবনতি। শুধু মেয়েলী শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে কেন? দেখান্, যে আপনার মেয়েলী শাস্ত্রে এমন একটি উপায় বলিয়া দেওয়া আছে, যাহা দ্বারা কল্পতরু সৃজিত হয়, অথবা জ্যোৎস্নার উত্তাপে জল ফুটাইতে পারা যায়। যদি আপনার মেয়েলী শাস্ত্রে বলে যে ডুম্বুরের ফুল দেখা যায়, তবে দেখান্। নতুবা আপনার মেয়েলী শাস্ত্রে লিখিয়া রাখুন যে, "ডুম্বুরের ফুল কেহ কখন দেখে নি, কখন দেখিবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই। অতএব যে ব্যক্তি ঔষধ বলিয়া ডুম্বুরের ফুল আনিয়া দেয়, সে মিথ্যাবাদী প্রতারক।"

বৃদ্ধা। তা কি সব সত্যি হয় মা?

সরোজিনী। তবে যে গুলি সত্য নয় জানেন, সে গুলি গ্রহণ করিয়া কেন প্রতারিত হন।

বৃদ্ধা। কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যা কেমন করে ঠিক্ করা যাবে?

সরোজিনী। তার অনেক উপায় আছে। তার মধ্যে একটি সহজ উপায় এই যে পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া যাহাকে সত্য বলিবেন, সেই সত্য এবং বিচারে যাহা মিথ্যা বলিয়া ঠিক্ হইবে, তাহাই মিথ্যা।

বৃদ্ধা। যেরূপ দিন কাল প'ড়েছে, তাতে মিথ্যা হ'তে সত্যকে, মন্দ হ'তে ভালকে পৃথক্ না করিলে আরও অনিষ্টের সম্ভাবনা। আমার কাল মাথা সব সাদা হ'য়ে গেল, কিন্তু এত রোগ শোক আর অকাল মৃত্যু আমি কখনও দেখিনি। শুধু অনিয়ম অত্যাচারের দরুণ এরূপ হইতেছে।

এই কথা শুনিয়া আর একটি স্ত্রীলোক বলিলেন, হাঁ মা তা ঠিক্। ইনি যে সব নিয়ম পালনের কথা বলেছেন, আমরা তার শতাংশের একাংশ করি কি না সন্দেহ। সাধে কি আর এত রোগ—শোক—অকাল মরণ?

বড়বৌ। কি কি নিয়ম পালন কর্ত্তে হয়, বল না মা, গোড়া থেকে শুনি।

এই কথা শুনিয়া আর একটি স্ত্রীলোক বলিলেন, আবার গোড়া থেকে হ'লে দেরি হবে, আমি তখন সে সব পরে তোমাকে ব'ল্‌ব। আমার সব মনে আছে। তার পর থেকে হ'ক। (ক্রমশঃ)

সৃষ্টি প্রক্রিয়া রহস্য।

(৩৪৯ সংখ্যা ৩০০ পৃষ্ঠার পর।)

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ু বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী"—তাঁহারা এই শ্রুতি বাক্যকে প্রমাণ রূপে উপস্থিত করেন, সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিরও উদ্ভাবন করেন। উপাদান কারণের গুণ কার্য্য শরীরে সংক্রামিত হয়, পশ্চাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জলের অন্তর-জাত পৃথিবীতে তত্তাবতের গুণ আছে; যেমন স্থবর্ণ হইতে বলয় জন্মিলে বলয়ে স্থবর্ণের সমস্ত গুণই থাকে, আর মণ্ডলাকার রূপ অপর একটী বিশেষগুণও জন্মে। ইহাদ্বারা এই বলা হইল যে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পাঁচটী গুণই পৃথিবীতে আছে, সন্দেহ নাই। পরন্তু, পরমাত্মা হইতে আকাশ,—আকাশ হইতে বায়ু কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, ইহা অনেকেরই বুদ্ধিগম্য না হইতে পারে; কিন্তু বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে যে পৃথিবী সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে; ইহা যুক্তির

দ্বারা অনায়াসেই বোধগম্য করান যাইতে পারে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, প্রাণিগণের আবাসভূমি পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা একবারেই সমুৎপন্ন হয় নাই। উৎপত্তিকালে কেবল অনন্তসংখ্যক পরমাণুই উৎপন্ন হইয়াছিল, পশ্চাৎ তৎসমুদায় সংহত হইয়া প্রাণিগণের ব্যবহার্য্য এই পৃথিবী জন্ম লাভ করিয়াছে। যে পৃথিবী এইক্ষণে জীবাজীব নানাবিধ পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—সেই পৃথিবী এক সময়ে পরমাণুরূপে শূন্যের উপরে লুক্কায়িত ছিল; বর্ত্তমান পৃথিবী পার্থিব পরমাণুর সংহতাবস্থা হইলেও ইহাতে অন্যান্য ভূতের সংযোগ আছে ইহাও বুঝিতে হইবে।"

আর এক সম্প্রদায় (ন্যায় ও বৈশেষিক অর্থাৎ গৌতম ও কণাদ) বলেন, "বর্ত্তমান পৃথিবী এক সময়ে অদৃশ্য ছিল বটে, কিন্তু যে সকল পরমাণু সংহত হইয়া বর্ত্তমান পৃথিবী জন্মিয়াছে, সে সমস্ত পরমাণু উৎপন্ন বস্তু নহে। পরমাণুর উৎপত্তি বিনাশ কস্মিন্‌কালে নাই—উহা চিরনিত্য। পরমাণুদিগকে সংহত করিয়া বিবিধাকারে পরিণত করাতেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব।"

অপর এক সম্প্রদায় (মীমাংসক সম্প্রদায়) বলেন, "ন কদাচিদনীদৃশং," এখন আমরা জগতের অবস্থা যে প্রকার প্রত্যক্ষ করিতেছি, জগৎ চিরকালই এই অবস্থান্বিত, এতদপেক্ষা কোন নূতনবিধ অবস্থা জগতের ঘটে নাই, ঘটিবেও না। বর্ত্তমানকালে যেমন এক বৃক্ষের অভাব, অন্য বৃক্ষের উৎপত্তি, এক জীবের মৃত্যু অন্য জীবের জন্ম, এক প্রদেশের বিলয়, অন্য প্রদেশের উদয় হইতেছে—এইরূপ হওয়া অতীত অনাদিকালের ও আগামী অনন্তকালের নিমিত্ত নিয়মিত। উৎপত্তি, বিনাশ প্রবাহ জগতের একদেশ লগ্ন হইয়া চলাই স্বাভাবিক।"

বেদ, স্মৃতি ও দর্শনবেত্তা আর্য্যেরা উক্তবিধ বহু আকারের বাক্য প্রয়োগ করত পৃথিবীর ও পৃথিবী সম্বন্ধীয় কার্য্যজাতের বিচারণা করিয়া গিয়াছেন। —"আত্মতত্ত্ব দর্শন সৃষ্টিকল্প।"

আদি সৃষ্টিকালের ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান স্বরূপ তত্ত্ব সকল বহুকাল অমিলিতাবস্থায় ছিল; কারণ প্রকৃতি পরিণত হইয়া তত্ত্বসকল প্রসব করিতে করিতে ক্ষিতিতত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। যখন প্রকৃতি ক্ষিতিতত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও আকাশ, বায়ু, তেজ, জল সমস্ত তত্ত্বই ক্ষিতিতত্ত্বে আসিয়া সমষ্টীভূত হইল। ক্ষিতিতত্ত্ব সকল তত্ত্বের চুম্বকস্বরূপ হইল। (প্রবীণা পৃথিবী তত্র শেষাণাং সহকারিতা)।—ভগবতী গীতা। এজন্য ইহা একাধারে সকল তত্ত্বেরই প্রকাশক ও বোধক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই ক্ষিতিতত্ত্ব সমস্ত তত্ত্বের মিলিত বা সংহতাবস্থা। এ অবস্থাকে ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিতীয় অবস্থা বা অণ্ডাবস্থা বলে, এবং ইহা প্রাকৃতিক

পরিণামের একটী প্রধান বিশ্রামস্থল। প্রকৃতি এই স্থলে আসিতে পারিলেই কতকটা শ্রান্তি দূর করিয়া পুনর্ভ্রমণে সক্ষম হন। এজন্য এই পর্য্যন্ত সৃষ্টি হওয়ার নাম প্রাকৃতিক বা সর্গ সৃষ্টি। ক্ষিতিতত্ত্বই প্রাকৃতিক বা সর্গ সৃষ্টির শেষ সীমা অর্থাৎ মহত্তত্ব, অহংতত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ব, তন্মাত্রতত্ব এবং মহাভূততত্ব পর্য্যন্ত সৃষ্টি হওয়াকে প্রাকৃতিক সৃষ্টির শেষ বলা যায়। ইহার পর যে সকল সৃষ্টি হয়, তাহাকে বৈকৃতিক, বিসর্গ বা ব্রহ্মার সৃষ্টি বলে। (ক্রমশঃ)

স্বরসাধন প্রণালী।

(৩৫০ সংখ্যা—৩৪৭ পৃষ্ঠার পর)

স্বর ও মাত্রা উভয়ে মিলিত হইলে তাহাকে গীত বলা যায়। গীত দুই প্রকার —কণ্ঠগীত ও যন্ত্রগীত। সুললিত স্বর-সংযোগে মনুষ্য কণ্ঠবিনিঃসৃত বর্ণাত্মক গীতকে কণ্ঠগীত এবং বীণাদি যন্ত্রোত্থিত ধ্বন্যাত্মক গীতকে যন্ত্রগীত কহে। কণ্ঠগীত আবার স্বরগ্রাম, তেলেনা, খেয়াল, চতুরঙ্গ, ত্রিবট, বিষ্ণুপদ, ধ্রুপদ, জাত, কাওল, গুলনক্স, রাগমালা, আলাপ, টপ্পা, ইত্যাদি প্রকার ভেদে নানাবিধ হইয়া থাকে। ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ সংগীত রত্নাকরে দ্রষ্টব্য।

গীতে চারিটী চরণ দৃষ্ট হইয়া থাকেঃ—যথা অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। প্রথম চরণের নাম অস্থায়ী, দ্বিতীয় চরণের নাম অন্তরা, তৃতীয়ের নাম সঞ্চারী, চতুর্থের নাম আভোগ।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি শুদ্ধ এই সাতটী স্বর রাগরাগিণী যোগে, বিবিধ ছন্দোবন্দে ও নানা তালে গীত হইলে, তাহাকে স্বরগ্রাম কহে। স্বরগ্রামে দুইটীর অধিক পদ থাকে না।

স্বরের সূক্ষ্মাংশকে শ্রুতি কহে; অর্থাৎ এক স্বর হইতে অন্য স্বর অবিচ্ছেদে প্রকাশ করিতে গেলে, সেই উভয় স্বরের মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম স্বরাংশগুলি অনুভূত হয়, তাহাকে শ্রুতি বলে।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, এই সপ্তকে দ্বাবিংশতি খণ্ড স্বর আছে, যথা—ষড়্জ, হইতে ঋষভে চারিটী, ঋষভ হইতে গান্ধারে তিনটী, গান্ধার হইতে মধ্যমে দুইটী, মধ্যম হইতে পঞ্চমে চারিটী, পঞ্চম হইতে ধৈবতে চারিটী, ধৈবতে হইতে নিষাদে তিনটী, এবং নিষাদ হইতে উচ্চ ষড়্জে দুইটী করিয়া খণ্ডস্বর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কণ্ঠে গীত অভ্যাস করিতে হইলে আরও কয়েকটী সাধন প্রণালী অভ্যাস করা আবশ্যক। যথা—গমক, মূর্চ্ছনা, বিক্ষেপ, ও প্রক্ষেপ।

গমক।

স্বর কম্পনের নাম গমক। নির্গমন কালে কণ্ঠের আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারাই স্বর কম্পিত হয়। গমকের "W" এইরূপ চিহ্ন। ঐই চিহ্নটী কম্পনীয় স্বরের নীচে থাকিবে, এবং চিহ্নের সংখ্যানুসারে স্বর কম্পিত হইবে।

গামক সাধন।

।	।	।	।	।	।	।	।
সা	ঋ	গ	ম	সা	গ	সা	ঋ
W	W	W	W	২W	২W	৩W	৩W

।	।	।	।	।	।	।
সা.	নি	সা.	ধ	সা.	ধ	সা.
W	W	W	W	২W	২W	৩W

।
ঋ
৩W ইত্যাদি।

মূর্চ্ছনা।

কোন স্বর হইতে স্বর মধ্যবর্ত্তী শ্রুতি-গুলি ভঙ্গ না করিয়া অনুলোম বা বিলোম গতিতে অন্যান্য দুই, তিন বা তদতিরিক্ত স্বর অবিচ্ছেদ প্রকাশ করার নাম মূর্চ্ছনা। মূর্চ্ছনার "————" এইরূপ চিহ্ন।

মূর্চ্ছনা সাধন।

। । । । । । । । । । । ।
স ঋ ঋ গ স ঋ গ ম ঋ গ ম প

। । । । । । । ।
সা. নি নি ধ সা. নি ধ প

। । । ।
নি ধ প প ইত্যাদি।

বিক্ষেপ ও প্রক্ষেপ।

কোন একটী স্বর নির্গত করিয়াই তৎক্ষণাৎ অনুলোম গতিতে তৎপরবর্ত্তী দুই, তিন, বা ততোধিক স্বর ব্যবহিত স্বরান্তর প্রকাশ করার নাম বিক্ষেপ এবং ইহার বিপরীত ভাবকে. অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বিলোম গতিতে স্বরান্তর প্রকাশ করাকে প্রক্ষেপ বলে। বিক্ষেপের ">" এইরূপ আর প্রক্ষেপের "<" এইরূপ

বিক্ষেপ প্রক্ষেপের সাধন।

× ৺×< × ×৺১ × ×৺<
সা ঋ সা গ সা. নি

× ×৺<
সা. ধ ইত্যাদি।

খাম্বাজ—একতালা।

গীতসার। অস্থায়ী। নবীনচন্দ্রদত্ত কৃত স্বর।

+৺ ৺ ৺ব ৺ | ১৺ ৺ ৺ব
প সা. নি ঋ | সা. সা. নি
না- শ- না- না | শ- না- বি-

৺ব | ১৺ ৺ ৺ ৺ | +৺ ৺
নি | ধ প ম গ | সা সা
য- | য়- বা- স- না, | র- স-

৺ ৺ | ১৺ ৺ ।ব
গ ম | প প নি সা. ঋ. সা. |
না ভা- | য- না কা-

১×ব × ৺ব । ব
নি সা নি ধ নি
লী।

অন্তরা।

+৺ ৺ ৺ ৺ | ১৺ ৺ব ৺
ম ম ধ ধ | ধ নি নি
ল- ই- য়ে কি | ছা- র, মি

৵ | ১৵ ৺ব ৵ ৵ | +৵ ৺ব
সা. | সা. নি সা. সা. | সা. নি
ছা- | র সং- সা র, | কা- টা-

৵ ৵ ১৵ ৵ ধ৵ ৵ | ১৵ব ৵
ঋ. ঋ. | সা. নি সা | নি নি
ইলি কা- | ল- ও- রে | তু রা-

৵ | +৵ ৵ ৵ ৵ | ১৵
ধ | গ. গ. গ. গ. | গ.
চার, | না বি- কা- লি- | কা-

গ ম ঋ ৵ ৵ | ১৵ ৵
লী- ঋ. ঋ. | ঋ. ঋ.
প- দে | এ- ক

৵ ৵ | +। । ৺ব ৵ | ১৵
সা. সা. | সা. সা. নি ঋ. | ঋ
বা- র, | ক- রে ম ন | আ-

৵ ।ব | ১×ব ×
সা. নি সা. ঋ. সা. | নি সা
জি কা-

৺ব । ব
নি ধ নি
লি।

(ক্রমশঃ)

বিবি ফসেট্।

সারলট ব্রন্টির নিকটে একদা এক নারী আসিয়া বলেন, "আমি এই এই অকার্য্য করিব, যদি না করিতে পাই, মরিব।" সারলট্ উত্তর করিলেন "মর ক্ষতি নাই, তবু সে গুলি করিতে পাইবে না।" বিবী ফসেট সেই শ্রেণীর মহিলা। তাঁহার সন্তানেরা কখনও অবাধ্যতা প্রকাশ পূর্ব্বক "মরিব" বলিলে তিনি বলিতেন"মর,"বাধ্য হইতে হইবে।"একদিন ইনি আত্মজা ফিলিপা ফসেট্ (যিনি এক্ষণে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিনিয়র র‍্যাঙ্গেলর) সমভিব্যাহারে কোনও স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন; এমন সময়ে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার সঙ্গীকে লইয়াছ?" যেখানে পুত্তলিকা ছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কন্যা উত্তর করিলেন" পুতুল? "ইহাতে মাতা প্রত্যুত্তর করেন "আমি ঐ পুতুলটিকে পুতুল বলিয়া ভাবিতে দিতে চাহি না। আমি উহাকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করি। যেমন তুমি আমি মানুষ—মেয়েমানুষ, সেইরূপ উহাকেও জ্ঞান করি।" ইহার গূঢ়ার্থ এই যে, পুত্তলিকা মানুষ সঙ্গীর ন্যায় জীবন গঠনের সহকারী। আর জনসমাজে নারী পুত্তলিকা বিশেষ নহে। পুরুষের ন্যায় ইহাঁরও সমাজে স্থান আছে, অধিকার আছে, দায়িত্ব আছে, কর্ত্তব্য আছে, সেগুলি হইতে কেহ তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। তৎতৎ কার্য্যগুলি যে যে নারী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন না, তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। এই বিপৎ-প্রলোভন-সঙ্কুল সংসারে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই অতি সাবধানে বিচরণ করিতে হয়। পুরুষ বলিয়া কাহারও শত খূন মাপ

নাই, স্ত্রীলোক বলিয়া কাহারও অণু মাত্র দোষ কল্পনায় পর্ব্বতাকারে পরিণত হইবে না। বিবি ফসেট্ সমদর্শিনী। ইনি স্ত্রী পুরুষ উভয়কে সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন, কাহারও প্রতি কোনও রূপ পক্ষপাতিত্ব নাই ও কখনও ছিল না। এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার মানসে আমরা উহাঁর একটি বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। তাহা এই "পূর্ণবয়স্কা নারীকে কুত্রাপি এরূপ ভাবিও না যে, তিনি পাপের প্রলোভন এড়াইতে পারেন না।" হিন্দুশাস্ত্রে যে আছে 'অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধা ইত্যাদি" স্ত্রীলোক গৃহে রুদ্ধ থাকিলেও অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনারা আপনাদিগকে রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।" এই বাক্যের সহিত তাঁহার মতের কেমন ঐক্য দেখা যায়। যিনি বিষম সামাজিক পাপ রোগের নিমিত্ত সর্ব্বদা শক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন,নারীচরিত্রের উপর তাঁহার বিশ্বাস কেমন দৃঢ়!

(ক্রমশঃ)

দেশাচার ও সংস্কার।

দেশাচার বড় ভয়ানক জিনিষ, সহজে ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। ইহা যদিও জঘন্য হয়, তাহা হইলেও ইহা ত্যাগ করিতে গেলে নিন্দিত, সমাজচ্যুত ধর্ম্মচ্যুত, জাতিচ্যুত এবং সময়ে সময়ে প্রহারিতও হইতে হয়। দেশাচার পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আমাদের সমাজের অর্থাৎ বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজের দেশাচার গুলির মধ্যে অনেক সুপ্রথা আছে, আবার কতকগুলি কুপ্রথাও আছে। কুপ্রথা গুলির সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সচরাচার যে নিত্য আচার গুলি প্রচলিত, বর্ত্তমান প্রস্তাবে সংক্ষেপে একে একে সে গুলির বিচার করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে। মুসলমান রমণীগণের মধ্যেও এই দেশাচারের অধিকাংশ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, অতএব এই প্রস্তাব তাঁহাদের পক্ষেও উপকারী হইলে হইতে পারে।

সিন্দুর।—সধবা বা কুমারী হিন্দুকন্যার কপালে সিন্দুর বিন্দু স্থাপন করা হিন্দু সমাজের একটী দেশাচার। বহুপূর্ব্ব কাল হইতে এদেশে ইহা প্রচলিত। শরীরের অঙ্গ বিশেষে লোহিত রঙ্গের চিহ্ন স্থাপন করা অথবা লালবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করা হিন্দুরা সুখের সোপান বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই জন্য বিবাহের সময়ে পাত্র ও পাত্রীকে "চেলীর জোড়," লাল পট্টবস্ত্র, লাল কাপড় প্রভৃতি পরিতে হয়। ব্রতাদি বা পূজা কালে গৃহস্থ ও

পুরোহিতকে লালবস্ত্র পরিধান করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়। গর্ভবতী রমণীর সাধভক্ষণ কালে লোহিতবস্ত্র পরিধান করা শাস্ত্রসঙ্গত। লোহিতবর্ণ হিন্দুর সুখ, সৌভাগ্য ও ধর্ম্মের চিহ্ন। সিন্দুর বিন্দু ভাল দেশে স্থাপন করা হিন্দু সধবার সৌভাগ্য ও সুখের পরিচায়ক স্বরূপ। মুসলমান নারীদিগের মধ্যে ইহা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না, তাঁহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রেও ইহার ব্যবস্থা নাই ; কিন্তু বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠতর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, মুসলমানেরাও অনেক বিষয়ে হিন্দুর অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সিন্দুর সেবনের প্রথা আমরা এককালে উঠাইয়া দিতে সম্মত নহি, যেহেতু ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে উপকার আছে ইহা আমরা বিশ্বাস করি। সিন্দুরে (অক্সাইড অব মার্কারি) পারা-বিশ্লেষণ নামে এক প্রকার পদার্থ আছে, তাহা মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী। বিশুদ্ধ পারা যে কোনও প্রকারে হউক, শরীরের অভ্যন্তরে বা বহির্দ্দেশে থাকিলে জীবদেহের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হয়না, ইহা জগদ্বিখ্যাত চিকিৎসকদিগের মত এবং ইহা বহুতর্ক ও মীমাংসায় সিদ্ধ। সিন্দুরে উপকার করে ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তৈলের সহিত সিন্দুর মিশ্রিত করিয়া কপালে স্থাপন করার প্রথা নিতান্ত জঘন্য। পারা ও তৈল একত্রে মিশ্রিত হইলে ভয়ানক বিষের সৃষ্টি করে; প্রাচীন বৈদ্য গ্রন্থের মতে গোদুগ্ধ, বটপত্রের দুগ্ধ বব্বুল (বাবলা) গাছের নব্য গঁদ অথবা নবনীত সহ সিন্দুর মিশ্রিত করিয়া কপালে দিলে সিন্দুরের আরও গুণ ফলিতে পারে।

মিশি।—বঙ্গ দেশের লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোকে মিশি ব্যবহার করিয়া থাকেন। মিশি দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ যায় এবং দন্তমূল দৃঢ় হয়। কিন্তু যে প্রণালীতে মিশি প্রস্তুত হয় তাহা উত্তম নহে, ইহাতে দন্তের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ও চিক্কণতাকে নষ্ট করিয়া এক কদাকার কৃষ্ণ বর্ণ উৎপাদন করে এবং তজ্জন্য দন্তপাতির মাংসাদি জঘন্য আকার ধারণ করে। পুরাতন সুপারি, চাখড়ি (চক্), মাজু ফল, তামাকুর পাতা, দারু চিনি, লবঙ্গ ও তেজ পত্র, এবং কিঞ্চিৎ তুঁতিয়া জলন্ত অগ্নির শিখায় গরম করিয়া লইয়া চূর্ণ কর এবং একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রতি দিন প্রাতে দন্তমর্জ্জন কর। ইহাতে দাঁত কাল হয় না, অথচ দন্তমূল বহুকাল পর্য্যন্ত শক্ত থাকে। দন্তমূল ফুলিলে কখন কখন দাঁতের গোড়ায় ঝাল লঙ্কা টিপিয়া ধরিলে উপকার হয়।

বিবিধ।

১। টিকিট সংগ্রহ।—আজ কাল বিলাতে ও অন্যান্য সভ্য দেশে নানাদেশীয় ও নানা সময়ের টিকিট সংগ্রহের বড় ধুম পড়িয়াছে। সে দিন ১৮৪৭

সালে মরিসাস দ্বীপের দুইটী টিকিটের দর ৬৮০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল অর্থাৎ প্রায় সাড়ে নয় হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল।

২। সাক্ষ্য প্রথা।—পূর্ব্বে ফ্রান্স-দেশে কোন জমি জমা নিলাম হইলে ১২ জন প্রৌঢ় ও ১২ জন বালক সাক্ষী হইত। ক্রেতা মূল্য দিবামাত্র বালক-দিগকে সজোরে কান্ মলিয়া প্রহার করিতে করিতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। ইহার কারণ ভবিষ্যতে তাহারা কানমলার সহিত জমি বিক্রয়ও স্মরণ রাখিবে।

৩। শরীর পালন।—ডাক্তার নসেন বলেন যে তিনি যাহাদিগকে অস্ত্র চিকিৎসা করেন, তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন খাওয়া দাওয়ার অনিয়মে ভুগে।

৪। মাতাল দুরস্ত।—একজন ভয়া-নক মাতাল কিছুতেই শোধরাইল না। একদিন সে মদে ভোঁ হইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। এদিকে চতুরা ভার্য্যা এক ব্যক্তি কর্তৃক তাহার মত্ততাবস্থার একটী ফটো (চিত্র) লইলেন ও টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। স্বামী সজ্ঞান অবস্থায় তাহা দেখিয়া সিহরিয়া উঠিলেন এবং নীরবে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার কদভ্যাস চিরকালের জন্য বর্জন করিলেন।

৫। এক বার বিলাতে বড় ওলাউঠা হইয়াছিল, চারিদিকের লোক মরিতেছে, কিন্তু একটী গৃহে রোগ একবারে প্রবেশ করে নাই। পরে জানা গেল যে ঐ গৃহে কতকগুলি কাঁচা পেঁয়াজ ঝুলান ছিল। উহার বায়ু বড় উপকারী, সংক্রা-মক রোগ দূর করে। সেইজন্য ঐ গৃহ-স্থেরা রক্ষা পাইয়াছিল। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয়।

৬। ফুল্‌স্‌কাপ কাগজ সকলেই দেখিয়াছেন, কিন্তু কেন এই নাম হইল, তাহা অনেকে বোধ হয়, জানেন না। ইংলণ্ডের অধিপতি—১ম চার্লস ১৭শ খৃঃ অব্দে একটী কোম্পানীকে কাগজ প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রদান করেন। কোম্পানী এই অনুমতি লাভে কাগজ প্রস্তুত করেন, সেই কাগজে জলের চিহ্ন দ্বারা রাজকীয় চিহ্ন অঙ্কিত করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে ১ম চার্লস বিপক্ষপক্ষদ্বারা নিহত হওয়াতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সভাপতি ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সময়ে রাজনিদর্শন সমুদায় একে একে লুপ্ত হইতে লাগিল। কাগজে রাজচিহ্ন থাকিবে কেন? ক্রমওয়েল অনুমতি করিলেন, কাগজে রাজচিহ্ন থাকিতে পারিবে না, বরং তৎপরিবর্ত্তে ঐ স্থলে গাধার টুপি বসাইতে হইবে। সেই অবধি শাসন পরিবর্ত্তন হইলে ও ঐ কাগজে ফুলস্ ক্যাপ অর্থাৎ বোকা গাধার টুপী ব্যবহৃত হইয়া আসিছে।

৭। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী বিয়েনা সহরে একটী নারীর হৃদ্‌যন্ত্রে পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদা হৃদ্-কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে অতি সুমধুর তান-

লয়যুক্ত বাদ্যের ন্যায় স্বর শুনিতে পান। সেই স্বরে তিনি মাতোয়ারা হইয়া পড়িয়াছেন।

৮। আফ্রিকায় মাটাবিলি নামক অসভ্য, জাতি বিশ্বাস করে যে মৃত্যু হইলে মানবাত্মা বৃষ,সর্প অথবা মহিষ প্রভৃতি জন্তুর দেহে প্রবেশ করে এবং সংসারের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। জীবিত কালে যদি কেহ শত্রুর শত্রুতার প্রতিহিংসা করিতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর পর ঐ সর্প প্রভৃতির আকৃতি ধারণ করিয়া ঐ শত্রুকে দংশন করে বা হত্যা করিয়া থাকে। কাহার হঠাৎ সর্পাঘাতে বা মহিষের শৃঙ্গাঘাতে মৃত্যু হইলে তাহারা বিশ্বাস করে, তাহার শত্রু তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

৯। নারী জাতি সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের জন্য এমন কোন কার্য্য নাই যাহা করিতে প্রস্তুত নহেন। ফ্রান্স দেশের রমণীরা সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য পশুহত্যার সময় ঐ পশুর রক্ত পান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কোন ব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাঁচা পেঁয়াজ সেবনে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। এই সংবাদে কোন কোন সভ্য নারী মহলে আনন্দের রোল উঠি-য়াছে, তাঁহারা কাঁচা পেঁয়াজ সেবন করিয়া দেহ পুষ্টি ও লাবণ্য বর্দ্ধন করিবেন!

বর্ষ-শেষ চিন্তা।

১। এক বৎসর কাল আমার ছিল, এখন আর আমার নাই। আবার যে এক বৎসর আমার হইবে, কে বলিতে পারে!

২। ঈশ্বরের দয়া অপার ও অনন্ত। পলকে পলকে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে, মাসে মাসে কত তাঁর দয়া লাভ করিয়াছি! এক এক পলকের দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা সংবৎসর কাল দিয়াও শেষ করা যায় না, সংবৎসরের দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কিরূপে সম্ভবে? হৃদয়—তন্ত্রী প্রতিক্ষণ তাঁহার প্রশংসা ধ্বনিতে ধ্বনিত হউক, প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তাঁহার দয়াল নাম কীর্ত্তন করুক্।

৩। জীবন পরীক্ষা করিয়া কে না অনুতাপ করিবে? কত কাজ কর্ত্তব্য ছিল, তাহা করি নাই; কত কাজ অকর্ত্তব্য ছিল, তাহা করিয়াছি। মলিন, অজ্ঞান, দুর্ব্বল মানবেব ত্রুটি ও অপরাধ অপরি-মেয়। তবে ভরসা এই ঈশ্বরের দয়ার পরিমাণ ইহার অপেক্ষাও অধিক এবং তাঁহার ক্ষমার সীমা নাই।

৪। অশ্রুসিক্ত না হইলে মানুষের চক্ষু পবিত্র হয় না। অনুতাপের অশ্রুতে স্নান কর, শরীর যেমন নির্ম্মল হইবে, চিত্ত সেইরূপ বিশুদ্ধ হইবে।

৫। বয়স যত বৃদ্ধি হইতেছে, আয়ু ততই ক্ষয় হইতেছে এবং ততই আমরা মৃত্যুর সন্নিহিত হইতেছি।

৬। হায়! কি দুঃখের বিষয়, যে

পরিমাণে বয়োবৃদ্ধি হয়, তাহার সঙ্গেসঙ্গে জীবন সে পরিমাণে উন্নত হয় না, কিন্তু পাপ ও অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়া থাকে।

৭। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন এদেশে বিদেশী পথিক ছিলেন, আমরাও সেইরূপ। আজি হউক, কালি হউক, তাঁহাদিগের ন্যায় আমরাও এখান হইতে চলিয়া যাইব। পৃথিবী যে পান্থশালা, সেই পান্থশালা পড়িয়া থাকিবে।

৮। ধর্ম্মসাধনের জন্য ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিবে না। "কোহহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।" কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যু হইবে?

৯। জগতে দুইটী মাত্র সত্য ধ্রুব সত্যঃ—(১) মৃত্যু, (২) ঈশ্বর। মৃত্যুতে ঐহিক জীবনের সকলেরই শেষ, ঈশ্বরে অনন্ত জীবনের আরম্ভ। মৃত্যু ছায়া, ঈশ্বর বস্তু; মৃত্যু মিথ্যা সত্য, ঈশ্বর সত্য সত্য।

১০। বৎসর পুরাতন ও নূতন হয়, কিন্তু ঈশ্বর চিরনূতন। তাঁহার মহিমা ও করুণা নিত্য নবভাবে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

১১। হে জীবনের কর্ত্তা ঈশ্বর! আমাদের গণ্য দিন আমরা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখি এবং জীবনের প্রত্যেক বিন্দু সময় জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনে এবং তোমার করুণা স্মরণে যেন নিয়োজিত করি।

১২। হে প্রভু! মানব জীবনকে অনিত্য ও অসার করিয়া তোমার জ্ঞানের ও করুণার পরিচয় দিয়াছ, তাহা না হইলে নিত্য ও সার বস্তু যে তুমি তোমাকে আমরা অন্বেষণ করিতাম না এবং দেবতার ন্যায় অমর জীবনের অধিকারী হইয়া নিত্যকাল তোমাকে সম্ভোগ করিবার অধিকার পাইতাম না।

নূতন সংবাদ।

১। বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক ও সুপণ্ডিতবর বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ৮ইএপ্রেল বহুমূত্র রোগে মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন। বঙ্গমাতা একটী অমূল্য রত্ন হারাইলেন!!

২। অধ্যাপক রো সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীর উদ্যোগে কালা বোবাদিগের স্কুলের সাহায্যার্থ টাউন হলে এক "কনসার্ট" হইয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি, লেডী এলগিন ও লেডী ইলিয়েট ইহার প্রতিপোষকতা করেন। ইউরোপীয় ও দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ও ইংরাজ মহিলা ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজীব্যাণ্ড বাজে এবং কয়েকটী সাহেব বিবী গান বাদ্য ও অভিনয় দ্বারা সভাস্থগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। সার রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের সঙ্গীত সভার সভ্যগণ ন্যাসতরঙ্গ ও দেশীয় ঐকতানিক বাদ্যে শ্রোতাগণকে আমোদিত করেন। কালা বোবাদের কথা বার্ত্তা শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হন।

৩। বিলাতের কতকগুলি বিবি

ভলণ্টিয়ার (সখের স্ত্রী সৈনিক) হইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ইহাঁরা লণ্ডনে সভা সমিতি করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রমণের সময়—দেশ রক্ষা করিতে পারিবেন এই ইহাঁদের আশা।

৪। বাঁকীপুর ডিস্পেন্সারী সংশ্লিষ্ট একটি অস্ত্রচিকিৎসাগার নির্ম্মাণের জন্য ডুমরাওনের মহারাজ ৩৬০০ টাকা দান করিয়াছেন। ছোট লাট বাহাদুর এজন্য মহারাজকে সাধুবাদ দিয়াছেন।

বামারচনা।

ভিক্ষা।

স্বনীড়ে বসিয়া পাখী
পঞ্চমে উঠিল ডাকি
সে কাকলী ধারা পূর্ব্ব দ্বারেতে ছুটিল;
চমকি রুচিরা উষা,
পরিয়া কনক ভূষা,
মোহন বসন খানি অঙ্গেতে আঁটিল;
চম্পক অঙ্গুলি দিয়া
আঁখি দুটী রগড়িয়া
শশব্যস্তে তমোময় দ্বার সরাইল।
হেরি সে মোহিনী ছবি
হাসিয়া উদিল রবি,
সে রূপছটায় দশ দিক্ উজলিল।

২

মৃদুল সমীর কোলে
নবীনা বল্লরী দোলে;
পরাণ নিভৃত কক্ষে করে হায়! হায়!
কি যেন মাখিতে চিতে
আত্মা উপহার দিতে
কাহারে খুঁজিছে মন কারে যেন চায়।
কোথা সে হারাণ জন!
আকুল ব্যাকুল মন
ধরি ধরি করি তাঁয় ধরা নাহি যায়,
আবছা আবছা মত
কতবার দেখেছিত,
ধরিতে গেলেই মিশে মহা শূন্যতায়।

৩

তাঁরে কল্পনা দেখিতে পায়
হৃদয় ধরিতে যায়
কিন্তু বিশ্বম্ভর ভার না পারি সহিতে,
শ্রান্ত দুরবল হিয়া
ফিরে আসে ছেড়ে দিয়া
ধমনী শিরায় রক্তে আকাঙ্ক্ষা মাখিতে,
পরিণাম আকাঙ্ক্ষার
নিরাশার অন্ধকার
জীবনের পরিণাম মরণ যেমন,
অবোধ, উদাস মন
তবু চাহে অনুক্ষণ।
চাহুক, করুক ভিক্ষা যাবৎ জীবন;
ছোট খাটো হৃদি ভ'রে
রাখিতে সে বিশ্বম্ভরে,
করুক করুক ভিক্ষা শত শত বার,
যদিই চাহিতে হ'লো
মন মত ভিক্ষা ভালো
যে ভিক্ষায় করিতে হবেনা ভিক্ষা আর।

৪

সে ভিক্ষা পাইলে ভবে
আকাঙ্ক্ষা ত নাহি রবে,
হৃদয় হইবে সদানন্দে ভর পূর,
কল্পনা পরাস্ত করি
সে জ্যোতি হৃদয় ভরি
রহিবে, পলাবে যত অভাব অসুর।
মানস-অমরাপুরে
জীবন মাতানো সুরে
"সোহহং" "তত্ত্বমসি" বলি প্রেম গাবে গান

"এই বিশ্ব আমারই
আমি ও বিশ্বের হই"
বলিয়া আনন্দে প্রাণ ধরিবে সুতান।
যদি সে পরম ধন
ধরিবারে চাও মন
কর কর ভিক্ষা তবে মনের মতন;
ভিক্ষা দরিদ্রের বল
ভিক্ষা দীনের সম্বল
ভিক্ষা বিনা মনোরথ হবেনা পূরণ।
শ্রীকুমুদিনী রায়।

শিশুর হাসি।

শিশুর সুন্দর হাসি
কি মধুর মরে যাই।
তেমন সুন্দর ভবে
আরত কিছুই নাই!
দেখেছি বসন্তকালে
গোলাপ বেলীর হাসি,
কিন্তু এর মত নয়
তাহার সুষমারাশি;
শারদে চাঁদের হাসি
করিয়াছি দরশন,
দেখেছি জোনাকী হাসি
ভরিয়া নয়ন মন;
দেখেছি জলের হাসি
গঙ্গার পবিত্র গায়,
সে সুষমা কিন্তু নয়
এ শোভার তুলনায়;
দেখেছি বিজলী হাসি
গগনে মেঘের কোলে,
দেখেছি বর্ষার হাসি
মৃদু ফোঁটা ফোঁটা জলে;
দেখেছি নলিনী-হাসি
যবে বাল-সূর্য্যোদয়,
কিন্তু ইহা শিশু হাসি
সনে কভু তুল্য নয়!
ওরে নিদারুণ বিধি
কি বিধি তোমার হায়!
একটী শিশু রতন
কেন না দিলে আমায়?
শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা মুস্তোফী
যাজপুর।

১৩০০ সালের বামাবোধিনীর নিয়মানুসারে সূচিপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীশিক্ষা।

২। নারীচরিত ও নারীজাতির সৎকীর্ত্তি।

৩। ধর্ম্ম ও নীতি।

৪। বিজ্ঞান।

৫। দেশাচার।

৬। ইতিহাস ও দেশভ্রমণ।

৭। উপন্যাস।

৮। বিবিধ।

৯। পদ্য।

১০। বামারচনা।

১১। সাময়িক প্রসঙ্গ।

১২। নূতন সংবাদ।

১৩। পুস্তকাদি সমালোচনা।